সূর্যাস্ত

শফীউদ্দীন সরদার

সূর্যাস্ত

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা ❑ চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

সূর্যাস্ত

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

স্বত্ব ঃ লেখক

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৬ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারী-২০১১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

পল্টন টাওয়ার

৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৮ম তলা) ঢাকা

ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

SURJASTA: Writen by SHAFIUDDIN SARDER, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk.220.00 U$: 6/-

ISBN. 984-70241-0026-9

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞ আমি অনেকের কাছেই। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আমি মরহুম এস, মুজিবুল্লাহ, দৈনিক ইনকিলাবের সম্মানীত সম্পাদক এ.এম.এম. বাহাউদ্দীন, সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ও সুসাহিত্যিক ইউসুফ শরীফ, ফিচার সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর, আমার নাটকের বন্ধুবর হাবিবুল হাসান, মাসিক মদিনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান, আধুনিক প্রকাশনীর বন্ধুবর্গ ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের বন্ধুবর্গের কাছে।

আরো কৃতজ্ঞ আমি সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে, যেখানে এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো।

এই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর পরিচালক (প্রকাশনা) জনাব এস.এম. রইসউদ্দিনকে ধনাবাদ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য। সেই সাথে আমি বুক সোসাইটির পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ তায়ালার কাছে সকলের সার্বিক ভালাই কামনা করি। আমিন।

শফীউদ্দীন সরদার

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

"সূর্যাস্ত" শফীউদ্দীন সরদার রচিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এক উপন্যাস। লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর বেশ কিছু অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

জাতীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাস আমাদেরকে জাতিসত্তার আবেগে আপ্লুত করবে বলে আমাদের ধারণা। বৃটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে ভারতের দুই প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বাংলায় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা এবং মহীশূরে টিপু সুলতান অত্যন্ত বীরত্বের সাথে স্বাধীনতা রক্ষার্থে লড়েছিলেন। দুজনেই আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাস ঘাতকতায় সব কিছুই হারিয়ে ফেলেন এবং আমরা হারাই স্বাধীনতা। বাংলায় মীর জাফর এবং মহীশূরে মীর সাদিক ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যমণি। চক্রান্তকারী জগৎশেঠ, উমিচাঁদদের মধ্যে তখনও ছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নরনারী। এরূপ দুটি চরিত্র এ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা, 'সোহেল বেনে' ও 'তন্দ্রাবাই'। পিতৃ মাতৃহীন এই দুই চরিত্র যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল আগ্রাসীচক্রকে প্রতিরোধ করতে। নিয়তির আমোঘ বিধানে ভেসে যায় তা খড়কুটোর মত। "সূর্যাস্ত" বাংলার স্বাধীনতা সূর্যাস্তের পটভূমিকায় এক উপন্যাস যা উদ্বুদ্ধ করবে আমাদেরকে নবলব্ধ স্বাধীনতার সংরক্ষণে।

নবাবী পটভূমিকায় লিখিত এ উপন্যাসের ভাষায় লেখক মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ব্যবহার করেছেন, তুলে ধরেছেন সমকালীন সামাজিক চিত্র। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এই বইটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে পাঠকশ্রেণীকে রুচিশীল সাহিত্য পরিবেশনের জন্য। বইখানা পাঠকের চাহিদা পাওয়ায় সোসাইটি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলো। আশা করি পাঠকদের চাহিদা হলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

এক

– কি দেখছেন?

– সূর্যাস্ত।

– সূর্যাস্ত!

– জ্বি। সূর্যটা ডুবেই গেল।

– তো কি হয়েছে?

– অকূলেই পড়ে গেলাম। অবস্থা এখন আমার না ঘরকা-না ঘাট্‌কা।

– বটে!

– কোন আশ্রয়ই সামনে আর নেই।

– নেই তো জাহান্নামে যান, এখানে এসেছেন কেন?

সচকিত হয়ে উঠে পেছন দিকে ঘাড় ফেরালেন ওবায়দুল হক সোহেল। সোহেল বেনে। পেছন ফিরে চেয়েই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। রানুবালা নয়। এ জন অন্যজন। উদ্ভিন্ন যৌবনা অন্য এক নারী। হলুদ বরণ গায়ে কাঁচা সোনার পোঁজ। আকর্ষণীয় চোখ মুখ ও নাক। মিশকালো জোড়াভ্রূ। চোখের তারা মেঘমুক্ত আসমানের মতো নীল। কোঁকড়ানো কালো চুলের বলিষ্ঠ বেনী নীল বসনের উপর দিয়ে জানুতক লম্বমান। কিছুটা দীর্ঘাঙ্গী। নিটোল স্বাস্থ্য। বয়স খুবই কাঁচা।

পানসী নায়ের আগ-গলুইয়ে ফরাশের উপর বসেছিলেন সোহেল বেনে। নকসাকাটা ছইয়ের মধ্যে বসে থেকে কিছু আগে রানুবালাই দু'চারটে প্রশ্ন তাঁকে করেছিল। রানুবালা সোহেল বেনের কিছুটা পরিচিতা। অল্পদিন আগে উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে এসে সোহেল বেনের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে উঠেছেন। রানুবালা তাঁর দলেরই একজন। রানুবালার বয়স কিছুটা বেশী। যৌবন তার বিদায় নিয়ে না গেলেও, তাকে আর পুরোপুরি যুবতী বলা যায়না। চালচলনে রানুবালা খোলামেলা। কোনই জড়তা নেই। কিছুটা মুখরাও।

সোহেল বেনে নিঃসংকোচেই কথা বলেছেন রানুবালার সাথে। রানুবালা ভেবে এবারও তিনি ঐভাবেই এ মেয়েটির প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে গেলেন। প্রশ্নের মধ্যে অকস্মাৎ ছন্দপতন হওয়ায় তিনি সজাগ হয়ে নজর ফেরালেন পেছন দিকে। নজর ফিরিয়েই হতবাক হয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

সোহেল বেনেকে নীরবে চেয়ে থাকতে দেখে আগন্তুক তরুণীটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন –কে আপনি?

নিজেকে সামলে নিয়ে সোহেল বেনে বললেন– আমি একজন বেনে– মানে ব্যবসায়ী।

ঃ ব্যবসায়ী! কিসের ব্যবসা করেন আপনি?

ঃ এই– সুরমা, আতর, লোবান, গোলাপজল, সুরমাদানী, লোবান দানী– তরুণীটির চোখের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি না- খোশকণ্ঠে বললেন– এটা কোন ব্যবসা হলো? এসব তো ফেরীওয়ালারা ফেরি করে বিক্রি করে?

ঃ জ্বি, আমিও একজন ফেরিওয়ালা।

ঃ তাহলে বেনে উপাধি নিয়েছেন কেন? কোন জাত বেনিয়া কি এসব করে বেড়ায়?

ঃ জ্বিনা, উপাধিটা আমি নেইনি। আমার নাম ওবায়দুল হক সোহেল। লোকে আমাকে সোহেল বেনে বলে।

ঃ তা বলুক। আপনি এই পানসীতে, তাও আবার এই ফরাশে– এর অর্থ কী?

ঃ উস্তাদজী আমাকে এনে এই ফরাশে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

ঃ কখন?

ঃ বেশ কিছুক্ষণ আগে। আপনি বোধ হয় তখন এই পানসীতে ছিলেন না।

ঃ তাজ্জব! উস্তাদজী আপনাকে এনে এই ফরাশে বসিয়ে দিলেন?

ছইয়ের ভেতর থেকে রানুবালা বললো– হ্যাঁরে তন্দ্রা। উস্তাদজীই উনাকে এনে ওখানে বসিয়েছেন। উস্তাদজীর খুব খাতিরের লোক।

তরুণীটির বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তিনি বললেন- উস্তাদজীর খাতিরের লোক! কি বলছো দিদি? ইনি তো একজন ফেরিওয়ালা। কোন শিল্পী বা সম্ভ্রান্ত লোক নন?

রানুবালা বললো- না হোন। তবু উস্তাদজী খুবই খাতির করেন ওঁকে। কিছু আলতু ফালতু বলিসনে।

ঃ দিদি!

ঃ আয়, ভেতরে এসে বোস।

রানুবালার আহবানে সাড়া না দিয়ে তরুণীটি ফের সোহেল বেনেকে প্রশ্ন করলেন– আপনি উস্তাদজীর খাতিরের লোক ?

www.amarboi.org

সোহেল বেনে স্মিতহাস্যে বললেন-না, তেমন কোন খাতিরের লোক নই। তবে তাঁর সাথে আমার অনেক খানি পরিচয় আছে।

ঃ পরিচয়টা হলো কি করে ? মকান, মানে বাড়ী কোথায় আপনার ?

ঃ মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ শহরে।

ঃ এ্যাঁ ! তাই নাকি ? আমরাও তো ঐ শহরেই থাকি। কিন্তু আপনাকে তো কখনো আমি দেখিনি ?

ঃ আমিও তো আপনাকে কখনো দেখিনি। আপনার নাম কি তন্দ্রাদেবী ? শক্তকণ্ঠে আপত্তি তুলে তরুণীটি বললেন-না, কোন দেবীদানবী নই। আমার নাম তন্দ্রাবাঈ ?

ঃ তন্দ্রাবাঈ ?

ঃ সেরেফ তন্দ্রাবাঈ। তা আপনি এখন যাবেন কোথায় ? মুর্শিদাবাদ শহরে ?

ঃ জ্বিনা। আমি যাবো এই ভাগীরথীর ওপারে। কিন্তু কি মুসিবত দেখুন ! সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসি বলে গিয়ে উস্তাদজী এখনও গঞ্জ থেকে ফিরছেন না। নদীর ওপারে কাছে কোলে কোন বস্তি বাজার নেই। ওপারে গিয়ে এই অন্ধকারে যে কোন্ হালত হবে আমার- রানুবালা ভেতর থেকে বললো– ওমা সেকি ! ওপারে যাবেন আপনি ? মকানে ফিরে যাবেন না ?

সোহেল বেনে বললেন– জ্বিনা, বেচাকেনা তেমন একটা হয়নি। মকানে ফিরে গেলে আমার চলবে কেন ?

তন্দ্রাবাঈ বললেন– সেই ভাল। আপনি ওপারেই নেমে যান। কোন অহেতুক লোক এই পানসীতে থাকুক, এটা আমার না–পছন্দ।

রানুবালা বললো– না-পছন্দ তো ওখানেই দাঁড়িয়ে বক বক করছিস্ কেন ? ভেতরে আয়–

তন্দাবাঈ ছইয়ের ভেতরে গেলেন। ভেতরে তখন আরো কয়েকজন জেনানা আধা ঘুমে আধা চেতনে ছিল। তন্দ্রাবাঈ কাছে এলে রানুবালা রসিকতা করে তাঁর কানে কানে বললো– ফেরিওয়ালা হলেও, চেহারাটা সব্বনেশে, তাই নারে ? তন্দ্রাবাঈ বিরক্তি ভরে বললেন– তার মানে ?

ঃ উঠতি নওজোয়ান। মজবুত শরীর স্বাস্থ্য, সুন্দর গড়ন গঠন, দবদবে গায়ের রং। ঘাটতি বলতে–কেবল ঐ পেশাটা। ফেরিওয়ালা না হয়ে বিত্তবান কেউ হলে, নিশ্চয়ই না–পছন্দের প্রশ্নটা উঠতোনা।

www.amarboi.org

রানুবালা মুখটিপে হাসতে লাগলো। তন্দ্রাবাঈ কুপিতকণ্ঠে বললেন–ছিঃ দিদি! এ বয়সেও তোমার চোখের নেশা গেলনা ?

ঃ কি জানি ভাই ! পছন্দের-না পছন্দের রকমফের তো অনেক, তাই কথাটা বলছি।

ঃ বলবেই তো। রঙ্গে তোমার ভাটা পড়লো কোন্ দিন ? ওসব ফাল্তু রং আমার দীলে নেই।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে এক গঞ্জের এক ঘাট। এই ঘাটের একপাশে একটা বড়োসড়ো পানসী নাও এসে শেষ বিকেলে ভিড়েছে। জলসা দলের পানসী। পেশাদার শিল্পী গোষ্ঠীর নাও। কণ্ঠশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী মিলে বাঈজী- প্রধান একদল শিল্পী এই পানসী নায়ের আরোহী। পেশাদার হলেও জাতে এঁরা কুলীন। কোন বস্তী-বাজারে এঁরা জলসা করে বেড়ান না। সম্ভ্রান্ত ও উঁচু মহলের শিল্পী এঁরা। দাম এঁদের অনেক। আমির উমরাহ, ধনকুবের, আর রাজ-রাজাদের উৎসবেই ডাক পড়ে এই দলের। এঁদের বাজার আরো গরম করে তুলেছে ইংরেজ সাহেবেরা। তাদের বড় বড় কুঠিতে আমোদ-উৎসবের জলসা এখন হরহামেশাই বসে। এসব উৎসবে মেহমান থাকেন পদস্থ আমির-আমলা, শীর্ষস্থানীয় শেঠ–বেনিয়া আর উঁচুদরের রাজা জমিদার সাহেবেরা। এই শিল্পীদল না হলে এসব কোন উৎসবই জমেনা। তাই, চড়া দাম দিয়েই এই শিল্পীদের ভাড়া করেন কুঠিয়ালরা, আমির–আমলারা, রাজা-জমিদার, শেঠ-বেনিয়া, সবাই।

বিহারীলাল নামক একব্যক্তি এই পেশাদার শিল্পী গোষ্ঠীর অধিনায়ক। তিনিই এই দল পরিচালনা করেন এবং এঁদের নিয়ে জলসা করে বেড়ান। বিশেষ অনুরোধে এবার উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব এদের সাথে এসেছেন। এই পেশাদার শিল্পীরাও উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেবেরই শিষ্য-সাগরেদ। তাঁর কাছেই এঁরা সঙ্গীত চর্চা করেছেন। সকলেই মুর্শিদাবাদে বাস করেন।

কলিকাতার কুঠিতে পর পর দুইরাত্রি জলসা করার পর এই শিল্পী গোষ্ঠী এখন মুর্শিদাবাদে ফিরে যাচ্ছে। ভাগীরথীর পূর্বতীরের এই গঞ্জে উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেবের একজন অনুরক্ত সাগরেদের বাড়ী। তিনিও একজন বিশিষ্ট সুরশিল্পী। সাগরেদের অনুরোধে উস্তাদ সিকান্দর আলী ফেরার পথে এই গঞ্জে নাও ভিড়িয়ে দিয়েছেন এবং সদলবলে গিয়ে সাগরেদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছেন। ভক্তি-আপ্লুত সাগরেদের হাত

www.amarboi.org

এড়াতে বিলম্ব হওয়ায়, উস্তাদজীর ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে। শিল্পীরা অনেকেই ইতিমধ্যে পানসীতে ফিরে এসেছেন। কিছু সংখ্যক এখনও উস্তাদজীর সাথেই আছেন। এইমাত্র ফিরে এলেন আরো ক'জন। তার একজন তন্দ্রাবাঈ।

তন্দ্রাবাঈয়ের মন্তব্যটা অপ্রীতিকর হলেও, সোহেল বেনে এটা তেমন গায়েই মাখলেন না। এ সব তাঁর গা-সহা হয়ে গেছে। এই কাজে এসে এমন অসংখ্য উপেক্ষা আর অপ্রীতিকর সম্ভাষণ হরহামেশাই তাঁকে হজম করতে হয়। পথের ফেরিওয়ালাদের সম্মান করে কথা বলে ক'জন ? এসব নিয়ে সোহেল বেনে ভাবেন না। সোহেল বেনের লক্ষ্য এখন কারো প্রীতি বা অপ্রীতি নয়। তাঁর লক্ষ্য ঐ অস্তগামী সূর্যটা। ওপারে যাবেন তিনি। উস্ত াদজীর নজরে পড়েই তিনি বেকায়দায় পড়ে গেছেন। অন্যদিকে চেষ্টা করলে অনেক আগেই তিনি এই নদীটা পার হয়ে ওপারে যেতে পারতেন। হঠাৎ করে সাক্ষাৎ হলো উস্তাদজীর সাথে আর এতেই এই ফ্যাসাদ !

উস্তাদজী ফিরে এলেন আরো খানিক পরে। সূর্য এখন পুরোপুরিই অস্তাচলে চলে গেছে। নিকটে আঁধারটা দানা বেঁধে না উঠলেও দূরে আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথী নিয়ে হন্তদন্তভাবে উস্তাদজী ফিরে এলেন এবং সোহেল বেনের পাশে বসে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন– আমি বড়ই দুঃখিত হক সাহেব। ও বাপজানের মেহমানদারী কিছুতেই এড়িয়ে আসতে পারলাম না বলে অনেক বেশী দেরী হয়ে গেল। আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

ওবায়দুল হক সোহেল ওরফে সোহেল বেনে অপ্রতিভ হয়ে বললেন-না-না, এতে মাফ করার কি আছে ? তবে এই দেরীর জন্যে আমার–

কথার মাঝেই উস্তাদজী বললেন– খুবই তকলিফ হলো আপনার। তাতো হবেই। এতক্ষণ একা একা বসে থাকা তো সত্যিই খুব তকলিফের ব্যাপার। ম্লান হাসি হেসে সোহেল বেনে বললেন– জ্বিনা, বসে থাকতে আমার কোন তকলিফ হয়নি। তকলিফ হবে ওপারে গিয়ে নামার পর।

বুঝতে না পেরে উস্তাদজী বিস্মিত নেত্রে বললেন– ওপারে গিয়ে নামবেন মানে ? ওপারে গিয়ে যাবেন কোথায় ?

ঃ একটু হুগলীর দিকে যাবো। কিন্তু সামনে তো কোন বাজার-গঞ্জ নেই। এই রাত্রিকালে আশ্রয় খুঁজে পেতে আমার সত্যিই তকলিফ হবে।

ঃ সে কি কথা !

ঃ তাই ভাবছি, নেমেই না হয় যাই। রাত্রিটা এই গঞ্জেই কাটিয়ে দেই।

www.amarboi.org

ঃ তাজ্জব ! আপনি মুর্শিদাবাদে যাবেন না ? মানে মকানে ফিরে যাবেন না ?
ঃ জ্বিনা। শুনতে আপনি ভুল করেছেন। এই নদীটা আমার পার হওয়া প্রয়োজন, এইকথা আমি বলেছিলাম।
উস্তাদজী চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– তাই কি ? তাহলে তো শুনতে আমার ঠিকই ভুল হয়েছে। কিন্তু–
ঃ জ্বি বলুন ?
ঃ এতদিন হয়ে গেল তবু মকানে ফিরে যাবেন না ? আপনার মকানের অবস্থা তো ভাল নয়।
ঃ কি রকম ?
ঃ আপনার কাজের বেটির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ও বেটি রীতিমতো ক্ষেপে গেছে। ওদিকে আবার আপনার আসকান মোল্লা তাঁর এক আত্মীয়ের বিমারের খবর পেয়ে সেই আত্মীয়ের মকানে চলে গেছেন। আজও ফিরেছেন কিনা, কে জানে ?
সোহেল বেনে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন–সেকি !
ঃ মকানটা আপনার অরক্ষিত। মকানে একবার যাওয়া দরকার এখন আপনার।
ঃ জ্বি ?
ঃ মকানে ফিরে চলুন । বেশী জরুরী বোধ করলে, ওদিকটা ঠিকঠাক করে রেখে দু'দিন পরেই না হয় আবার আপনি বেরুবেন।
ঃ হ্যাঁ, এ অবস্থায় তাহলে তো যাওয়াই আমার উচিত। কিন্তু–
সোহেল বেনে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। উস্তাদজী বললেন– কিন্তু কি ?
ঃ না মানে, এখনই আর আপনাদের সাথে এইভাবে–
ঃ বাধাটা কোথায়?
ছইয়ের ভেতর থেকে রানুবালা বললো-বাধা আপনার তন্দ্রাবেটি হুজুর। ও ছুঁড়ি সাফ সাফ বলে দিয়েছে, কোন অহেতুক লোক পানসীতে থাকুক, সেটা তার না–পছন্দ।
রানুবালাকে ঠেলা দিয়ে তন্দ্রাবাঈ চাপাকণ্ঠে বললেন– দিদি–
সেদিকে কান না দিয়ে উস্তাদজী সবিস্ময়ে বললেন- অহেতুক লোক মানে ?
ঃ মানে ফালতু লোক।
ঃ কে ফালতু লোক ? এই হক সাহেব ?

www.amarboi.org

ঃ জ্বি। ফেরি করে খায় এমন লোক এই পানসীতে থাকলে নাকি তার সম্মানে খুব লাগে।

অসহায় হয়ে তন্দ্রাবাঈ ফের চাপাকণ্ঠে বললেন– ইশ্‌রে দিদি !

উস্তাদজী গম্ভীর হলেন। তিনি না– খোশকণ্ঠে বললেন- তন্দ্রাবেটির এই একটা মস্তবড় দোষ। যাকে দেখে তাকেই সে অবাঞ্ছিত মনে করে। হয় সন্দেহ করে, নয় অবজ্ঞা করে। এ কসুর পরিহার করতে না পারলে, তাকে নিয়ে আমাকেই ভাবতে হবে দেখছি !

রানুবালা এবার শংকিতকণ্ঠে বললো- হুজুর !

ঃ আমি নিজে যাঁকে সম্মান করি, সে ব্যক্তিও যদি ওবেটির না-পছন্দ হয়, তাহলে তো ব্যাপারটা জরুর গুরুতর। এ অবস্থায় তাকে তো আর–

তন্দ্রাবাঈ চমকে উঠলেন এবং ছইয়ের ভেতর থেকে শশব্যস্তে বললেন–আমাকে মাফ করে দিন হুজুর। আমি এতটা বুঝিনি।

উস্তাদজী রুষ্টকণ্ঠে বললেন– কি তুমি বুঝোনি ?

ঃ উনি যে সত্যিই আপনার এতটা স্নেহের পাত্র, তা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

ঃ স্নেহের পাত্র কি বলছো ? উনাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি !

ঃ সেটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর। বুঝতে পারলে এ গোস্তাকী কখনোই আমি করতাম না। আপনি না– খোশ হবেন, জেনে শুনে এমন কাজ কখনোও কি করতে পারি আমি ? এতবড় বেতমিজ আমি নই হুজুর।

ঃ তন্দ্রা !

ঃ আমাকে মাফ করে দিন। না বুঝে কসুর করে ফেলেছি, এমনটি কখনোও আর হবেনা।

তন্দ্রাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর ভারী হলো। মাঝিমাল্লারা ইতিমধ্যে পানসী ছেড়ে দিয়েছিল। পিছু-গলুইয়ের দিক থেকে বিহারী লাল উচ্চকণ্ঠে বললেন-আমরা কি এখন সিধা যাবো উস্তাদজী ?

জবাবে উস্তাদজী বললেন–হ্যাঁ, সিধা গাঙ বরাবর যাও-

ছুটে যাচ্ছে পানসী। চার দাঁড়ের টানে উজান স্রোত কেটে তর তর করে পানসীখানা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝদরিয়ার মিলমিলে শীতল হাওয়া গায়ে লাগায় হাই তুলে একে একে ঘুমিয়ে পড়ছেন শিল্পীরা। ছইয়ের মধ্যে মহিলারা, ছইয়ের বাইরে পুরুষেরা। রাতভাঙ্গা শরীর নিয়ে সারাদিন এরা

www.amarboi.org

হৈ-হুল্লোড়ের উপর আছেন। জাদু কাঠির ছোঁয়ার মতো শীতল হাওয়ার পরশে এবার সবাই ঢলে পড়ছেন আপছে আপ্।

উস্তাদজী ও সোহেল বেনে আগ-গলুইয়ে বসে বসে মৃদুকণ্ঠে গল্প গুজব করছেন। গল্পের এক ফাঁকে সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন-তা জনাব, এই মেয়েটি কে ? তন্দ্রাবাঈ নামের এই মেয়েটিকে তো চিনলাম না ?

উস্তাদজী বললেন– চিনবেন না। ও আবার মাঝখানে কয়েকদিন তার আগের জায়গায়, মানে শেঠবাবুর এক মক্কেলের মকানে দিগে থেকে এলো। আপনি দেখেননি।

সোহেল বেনে উৎসুক হয়ে বললেন–শেঠবাবু। জগৎশেঠ ফতে চাঁদ বাবু কি ?

ঃ জ্বি– জ্বি। শেঠবাবু বলতে তো সবার আগে ঐ প্রবীন শেঠবাবুকেই বোঝায়।

ঃ সে কি ! সেখানে কেন ?

ঃ সেখানেই তো তার অনেকদিন কেটেছে। বেশ কয়েকটি বছর শেটবাবুর ঐ মক্কেলই তাকে লালন পালন করেছে।

ঃ তার মানে ? মেয়েটি তাহলে কে ? কার মেয়ে ?

ঃ ও একজন রাজপুতানী। জন্ম তার এই বাংলা মুলুকে হলেও, তার মাতা–পিতারা সবাই রাজপুতানার লোক। এই মুলুকে নকরী করতে আসেন তাঁরা।

ঃ তাঁর মাতা-পিতারা কোথায় এখন ?

ঃ কেউ নেই। সব খতম হয়ে গেছে। তন্দ্রাবেটির মা'টা অনেক আগেই মারা যান। বাপ-চাচারা সবাই ছিলেন সৈনিক। গিরিয়ার লড়াইয়ে তাঁরাও খতম হয়ে গেছেন।

এরপর উস্তাদজী একটু নীচুকণ্ঠে বললেন–অনেকটা আপনার মতোই ব্যাপার স্যাপার।

সোহেল বেনে উৎকর্ণ হয়ে বললেন–জনাব !

উস্তাদজী আবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন–তন্দ্রার বাপ-চাচারা সবাই ছিলেন মরহুম নবাব সরফরাজ খানের লোক। গিরিয়ার ময়দানে সরফরাজ খানের পতন ঘটার সাথে সাথেই তন্দ্রার বিধবা চাচীরা আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা এ মুলুক থেকে পলায়ন করেন। তন্দ্রাবাঈ ছাড়া পড়ে যায়।

সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন– সেকি !

www.amarboi.org

উস্তাদজী বললেন– তন্দ্রার বয়স তখন আট-ন বছর মাত্র। এতিম অবস্থায় এর- ওর মকানে তার বাল্যকাল কাটে।

ঃ তারপর ?

ঃ কৈশোরকাল উত্তীর্ণ না হতেই তার আভিজাত্য ও খুবসুরাত ফুটে উঠতে থাকে। এই সময় ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের নজরে পড়ে তন্দ্রাবাঈ। রাজা রাজবল্লভই তন্দ্রাকে শেঠবাবুর মকানে নিয়ে আসেন এবং তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব শেঠবাবুর উপর অর্পন করে যান। শেঠবাবু তাঁর ঐ মক্কেলের মকানে রেখে তন্দ্রাবাঈয়ের খাওয়া থাকা আর শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

সোহেল বেনের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– তাজ্জব ! এতটাই করলেন তাঁরা ?

ঃ করলেনই তো। এ একটা খুব মহৎ কাজ করেছেন তাঁরা। একজন এতিমের প্রতি এমন দয়া–

কথা শেষ করতে না দিয়ে সোহেল বেনে বললেন– সেতো বটেই ! সেদিক দিয়ে এটি একটি নিঃসন্দেহে মহৎকাজ। কিন্তু কথাটা শুনতেও যে তাজ্জব লাগছে।

ঃ কেন, তাজ্জব কেন ?

ঃ এমন স্বার্থবিহীন মহৎকাজ তাঁরা কখনো করেছেন বলে শুনিনি তো, তাই।

উস্তাদজী কিছুটা উদাসকণ্ঠে বললেন-তা একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন আপনি। তন্দ্রাবাঈয়ের তখন তো কৈশোর কাল। সব কথা মনে না থাকলেও, একটা কথা তার আজও মনে আছে।

রাজবল্লভবাবু শেঠবাবুকে নাকি সেসময় বলেছিলেন, "একটা রত্ন কুড়িয়ে এনেছি শেঠবাবু। ঘঁষে মেজে রেখে দিলে, ভবিষ্যতে কাজ দেবে। "

ঃ জনাব !

ঃ এ কথা শোনার পর থেকে আমিও বুঝতে পেরেছি একেবারেই নিঃস্বার্থ মহৎ কাজ এটা তাঁদের নয়। এখানেও কোন একটা স্বার্থচিন্তা আছে তাঁদের।

ঃ কি সে স্বার্থ আপনি মনে করেন ?

ঃ সে খবর আমি কি করে করবো ? তাঁরাই তো জানেন।

ঃ ও। তা আপনি ঐ কথাটা কার কাছে পেলেন? তন্দ্রাবাঈই কি বলেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, কথাচ্ছলে সে-ই একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল।

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা।

সোহেল বেনে নীরব হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার তিনি সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন– তন্দ্রাদেবী তাহলে আপনার কাছে এলেন কি ভাবে?

সহাস্যে বাধা দিয়ে উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব বললেন– খবরদার– খবরদার! সেরেফ তন্দ্রা কিংবা তন্দ্রাবাঈ বলবেন। তন্দ্রাদেবী বলবেন না। শুনলে সে বেজায় গোস্বা হবে।

ঃ কেন?

ঃ ও বেটি কিছুতেই দেবী হতে চায়না। দেবী, রানী– এসব বললেই সে রাগ করে।

ঃ কারণ?

ঃ ও বেটিই জানে। জাতে রাজপুতানী তো। বাঘিনীর মেজাজ। তাই বোধহয় ওসব নরম কিছু হতে চায়না।

উস্তাদজী হাসতে লাগলেন। সোহেল বেনে বললেন– তা যাক, উনি আপনার কাছে এলেন কি করে!

ঃ বছর দুইয়েক আগে ঐ রাজবল্লভ বাবুই ওকে এনে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। তাকে ভাল করে নৃত্যগীত শেখাতে হবে, এই হলো বল্লভ বাবুর আদেশ।

ঃ তারপর!

ঃ সেই থেকে তন্দ্রা আমার কাছেই আছে। এখন আমার মকান ছেড়ে সহজে আর কোথাও যেতে চায়না।

ঃ তাই না কি, কেন?

ঃ দরদও খানিক জন্মেছে, এ ছাড়া অন্য কারণও আছে।

ঃ অন্য কারণ!

ঃ দেখতেই তো পেয়েছেন বোধ হয়, কি অপরূপ তার চেহারা? হুরীপরী হার মানে। রূপ যার এত বেশী, তার তো পদে পদে বিপদ। আমার কাছে থাকলে পিতৃস্নেহের আবরণে নিরাপদে থাকে। অন্য বাড়ীতে এ নিরাপত্তা তার কোথায়, বলুন?

ঃ ও–আচ্ছা।

ঃ এমনকি ঐ শেঠবাবু দেওয়ান বাবুর আশ্রয়েও তার যাওয়ার আগ্রহ কম।

ঃ তা কেন? এই তো বললেন, ওখানেই নাকি তিনি কয়েকদিন ছিলেন।

www.amarboi.org

ঃ ছিলেন মানে, বাধ্য হয়েই তাকে থাকতে হয়। দুর্দিনে যারা আশ্রয় দিয়েছেন– শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন, তাদের ডাক সে সরাসরি অগ্রাহ্য করে কি করে?

ঃ সে তো ঠিকই।

ঃ নেহাতই দায়ে না ঠেকলে সে কোথাও গিয়ে থাকতে চায়না। হয় বিহারী লাল, নয় আমি, এই দুইজনকেই সে অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে।

ঃ খুব ভাল। তাঁকেও তাহলে নৃত্যগীত সবকিছু শেখালেন?

ঃ নৃত্য শেখাবো কি? আমি সুর শিল্পী। আমি তাকে সুর সঙ্গীতের তালিম দিই। নৃত্যনাচ ওসব হলো ঐ বিহারীলালের কারবার।

ঃ ও ! উনিই তাহলে তাঁকে নৃত্যশিক্ষা–

ঃ মোটেই না। তন্দ্রাবেটি নাচতে বিলকুল নারাজ। কণ্ঠ তার চমৎকার। সে সঙ্গীত নিয়েই মেতে আছে। নাচ সে কখনো শিখবেনা এই তার কথা।

ঃ বলেন কি !

ঃ সবার তো সখ-পছন্দ এক রকম নয়। আমি তাই ও নিয়ে মাথা ঘামাতে যাইনে। এরপর উভয়েই নীরব হয়ে গেলেন। চুপচাপ বসে বসে নদীর শোভা দেখতে লাগলেন। কয়দিন আগে পূর্ণিমা হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না এখন কিছুটা দেরী করে উঠে। জ্যোৎস্না এখন উঠেছে। অন্ধকার নদীবক্ষ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। মৃদুমন্দ ঢেউএর বুকে হাজার তারা জ্বলছে এখন। আগে পিছে আরো অনেক পানসী, বজরা আর মালবাহী নাও উজান-ভাটি করছে। দাঁড়-বৈঠা ও মাঝিমাল্লার সাড়াশব্দের সাথে ভাঙ্গাভাঙ্গা ভেসে আসছে এক ভাব-গম্ভীর সুর– "নদীরে, তোর বুকেই কাল কাটালাম, তবু তোর মনের খবর পাইলাম না।"

উভয়েরই কান গেল সেইদিকে। উভয়েই কিছুক্ষণ কানপেতে রইলেন। দাঁড়ী-মাঝিদের হট্টগোলে সে সুর আবার হারিয়ে গেল। তবু তাঁরা ঐভাবেই নীরবে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর উস্তাদজী প্রশ্ন করলেন– ঘুম পাচ্ছে হক সাহেব ? শুয়ে পড়বেন ?

নড়েচড়ে বসে সোহেল বেনে বললেন-জ্বি না, ঘুমের কোন ভাবই নেই।

ঃ তবে নীরব হয়ে গেলেন যে ?

ঃ না-মানে একটা কথা ভাবছি ?

ঃ কি কথা ?

www.amarboi.org

ঃ বলবো বলবো করে কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই পারিনি। এযাজত দিলে আজ সেটা জিজ্ঞাসা করতাম।

ঃ জ্বি-জ্বি, করুন।

ঃ কথাটা আপনাকে নিয়েই। তাই ভয় হচ্ছে, আপনি আবার নারাজ, না-খোশ হন নাকি-

ঃ আহ্ হা ! আগে কথাটা বলুন না দেখি।

ঃ আপনি একজন আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার মানুষ। আধ্যাত্মিক সাধক। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভক্তি আপনার অপরিসীম। আপনি কেন এই ছোট কাজে এলেন?

ঃ ছোট কাজ মানে?

ঃ সাধনাটাকে একেবারেই পণ্য বানালেন কেন জনাব ? এইভাবে পয়সা উপায় না করলেই কি চলতোনা আপনার ?

উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব হেসে ফেললেন। তিনি সহাস্যে বললেন- আরে, পয়সা উপায় করতে আমি গেলাম কখন ? ওসব তো ঐ বিহারী লালের ব্যাপার।

ঃ কিন্তু এঁদের সাথে আপনি কেন ? আপনি এই দলের সাথে-

ঃ কোনদিনই আসিনে। কলিকাতার কিছু গুণগ্রাহী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরোধে এই একবারই কেবল এদের সাথে এসেছি। জলসা করে বেড়ানো তো আমার কাজ নয়।

ঃ তবুতো এই দলের সাথে জড়িয়ে আছেন আপনি। আপনার সাধনাটা এই কাজেই লাগাচ্ছেন।

ঃ কি রকম ?

ঃ ব্যবসায় আপনি নিজে না নামলেও, অন্যদের তালিম দিয়ে পেশাদার বানাচ্ছেন।

উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন- আসল ব্যাপারটাই আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন হক সাহেব। বাস্তব দিকে একেবারেই তাকাচ্ছেন না।

ঃ জনাব !

ঃ আমি সুর সাধনা করি। সঙ্গীত চর্চা করি। আমার কাছে যারা সুর-সঙ্গীতে তালিম নিতে আসে, তাদের আমি যত্ন সহকারে সুর-সঙ্গীত তালিম দেই। তার পরেরটুকু তো আমার দায়িত্ব নয় ?

www.amarboi.org

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ সুর-সঙ্গীত শিক্ষা করার পর এটাকে যদি কেউ আত্মার বিকাশের কাজে না লাগায়, আধ্যাত্মিক পথে ব্যবহার না করে, তাহলে আমি কি করতে পারি ?

ঃ জনাব !

ঃ তালিম নিতে আসার সময় সকলে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। অধিকাংশেরাই এটাকে পরম বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে, আর পরবর্তী কালেও এটাকে মহৎ কাজেই লাগায়। দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করার পর অবসরে– অবসাদে তারা এই সুর-সঙ্গীতের মাধ্যমে পরমজনের সান্নিধ্য খুঁজে বেড়ায়। আত্মাকে ক্লেদমুক্ত করে। কিন্তু–

ঃ কিন্তু ?

ঃ সকলেরই তো মন মানসিকতা এক রকম নয় ? সুযোগ-সঙ্গতিও সকলের সমান নয়। প্রয়োজনেই হোক আর পুলকেই হোক, সুর-সঙ্গীত শিক্ষা করে গিয়ে কেউ কেউ আবার এটাকে আয়-উপায়ের পথ হিসাবে বেছে নেয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ পেটের দায়ও তো বড় দায় হক সাহেব। আমাদের এই স্বার্থবাদী সংসারে আয় উপায়ের পথ সবার জন্যে সমান উন্মুক্ত নয়। গুণীর কদরও এ সংসারে আজ করেই বা ক'জন ? দোষ দেবো কারে ?

ঃ জনাব !

ঃ এই পানসীতে আজ যেসব শিল্পীদের দেখছেন, এরা সবাই আমার ঐ দ্বিতীয় দলের সাগরেদ। সাধনায় না নিয়ে এরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা ব্যবসায় লাগিয়েছে। দুই একজন সখে, আর বাদবাকীরা অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকার তাকিদে। এখানে কিছু বলার নেই আমার।

ঃ তা অবশ্য ঠিক।

ঃ ঐ বিহারীলালও কয়েকদিন সাগরেদ ছিল আমার। এরপর হঠাৎ মাথায় তার ব্যবসার বুদ্ধি খেলে গেলো। শিক্ষাদীক্ষা ছেড়ে দিয়ে গিয়ে সে দল গুছিয়ে নিলো। আমার নবীন প্রবীণ অনেক সাগ্‌রেদই এসে তার দলে ভিড়ে গেল। এখন এই পথে সেও করে খাচ্ছে, শিল্পীরাও করে খাচ্ছে। আমি বাধ সাধার কে ? আমার কি কাউকে খেতে দেয়ার সাধ্যি আছে ?

ঃ আর ঐ তন্দ্রাবাঈ?

www.amarboi.org

ঃ ও বেটিরও মতিগতি ঐ দিকেই। একেবারেই কাঁচা বয়স, তাই এখন আছে সখের উপর। কিন্তু ভবিষ্যতে যে এইটেই তার পেশা হবে, এটা প্রায় নিশ্চিত।

ঃ কেন জনাব ?

ঃ ও যাবে কোথায় ? আমিই বা ওকে বয়ে বেড়াবো কয়দিন ? ওদিকে আবার ঐ শেঠবাবু-বল্লভবাবুরাও চান, এই কাজই করুক সে।

ঃ কিন্তু কেন ? দেখেশুনে কোথাও বিয়েশাদি দিয়ে দিলেই তো একটা গতি হয়ে যায় তাঁর। ভেসে বেড়াতে হয়না। রূপগুণ সবই আছে–

ঃ সে এক্তিয়ার আমার নেই। যাঁরা ওকে মানুষ করেছেন আর আমার কাছে রেখে গেছেন, সে এক্তিয়ার তাঁদের। তাঁরা যা চাইবেন, সেইটেই তো হবে ? পেছন গলুইয়ের দিক থেকে বিহারীলাল এই সময় ডাক দিয়ে বললেন– উস্তাদজী, রাত তো অনেক হলো। বাবুর্চিকে পাক চড়াতে বলবো ?

উস্তাদজী বললেন– পাক চড়াবে ?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে গেছে সবাই। ঘুম ভাংলেই তো খাবো খাবো করে আমার মাথায় কামড় ধরবে সকলে।

উস্তাদজী বললেন–তাহলে চড়াও।

দুই

বাড়ীতে ফিরে এসে সোহেল বেনে ওরফে ওয়াবদুল হক সোহেল দেখলেন, তাঁর উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। আত্মীয়ের বাড়ী থেকে আসকান মোল্লা একদিন পরেই ফিরে এসেছে। কাজের বেটি জয়তুন খালারও অসুখ বিসুখ আর নেই। দিন দুয়েক একটু সর্দিজ্বরে ভুগেই ফের সে সুস্থ হয়ে গেছে। ফরমায়েশ খাটার ছোকড়া হানিফ পালোয়ান তার শীর্ণকায় শরীর নিয়ে আগের মতোই জঙ্গনামা কিতাবের সাথে কুস্তি লড়ে চলেছে। কাজের ফরমায়েশ ছাড়া সে বাড়ী ছাড়া হয়না। ফাঁক পেলেই সে বারান্দার কোণে জঙ্গনামা খুলে বসে এবং জোশের সাথে কিছুক্ষণ সশব্দে পড়ার পর শ্রোতার অভাবে বসে বসে হাই তুলে। বাড়ীটা বিশাল। আর আর চত্বরের বাসিন্দারাও সোহেল বেনের সুহৃদ। সকলেই মিলেমিশে বাস করেন। তাঁরাও সবাই ভাল আছেন।

সোহেল বেনে ফিরে এলে আসকান মোল্লা হিসাবের খাতাটা এনে তাঁর সামনে মেলে ধরলো। একটু চোখ বুলিয়েই খাতাটা ঠেলে দিয়ে সোহেল

www.amarboi.org

বেনে বললেন- দেখো চাচা, এইসব হিসেব-নিকেশ কষার জন্যে আমি কাজ ফেলে আসিনি। এসব তুমি বসে ঠিক করোগে।

আসকান মোল্লা ইতস্ততঃ করে বললো-না মানে, জমিজমার আয় থেকে আবার কিছু অর্থ এসে পৌঁছেছে তো–

সোহেল বেনে নারাজ কণ্ঠে বললেন- বার বার এখানেই অর্থকড়ি পাঠাতে কে বলেছে তাদের ? নিজের কাছেই তারা রেখে দিতে পারেনা ?

ঃ আপনার আবার অসুবিধে হয় কিনা, এইভেবেই পাঠিয়েছে।

ঃ অসুবিধে হলে তো আমিই চেয়ে পাঠাবো। না চাইতেই পাঠায় কেন ?

ঃ ঠিক আছে, আবার এলে বলে দেবো।

ঃ হ্যাঁ, তাই দেবে। খোঁজ–খবরটা মাঝে মাঝে রাখতে পারে। অর্থের দরকার হলে, তাদের বলে দেয়া হবে।

বিকেলে সোহেল বেনে উস্তাদজীর সাথে মোলাকাত করতে তাঁর মকানে এলেন আর এসেই তন্দ্রাবাঈয়ের কবলে পড়ে গেলেন। তন্দ্রারাঈ দহলীজে কর্মরতা ছিলেন। জানান দিয়ে সোহেল বেনে দহলীজে ঢুকতেই তন্দ্রবাঈ দ্রুতপদে ভেতরে যেতে গেলেন। কিন্তু সোহেল বেনেকে দেখে তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন এবং সাগ্রহে বললেন- ও আপনি ? আসুন-আসুন, বসুন।

সোহেল বেনে বললেন- উস্তাদজী কি এখন খুব ব্যস্ত আছেন ?

তন্দ্রাবাঈ বললেন- জ্বিনা, উনি একটু বাইরে গেছেন।

সোহেল বেনে হতাশ কণ্ঠে বললেন-ও-আচ্ছা। আমি তাহলে পরে আসবো।

সোহেল বেনে ঘুরে দাঁড়াতেই তন্দ্রাবাঈ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন- আরে-আরে, পরে আসবেন কি ? অল্পক্ষণের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

ঃ কিন্তু–

ঃ কিন্তু নয়। আপনি বসুন। আপনার সাথে আমার কথা আছে।

তন্দ্রাবাঈ একটা কুরসী টেনে দিলেন। সেই অনিন্দ সুন্দর রূপ। সাধারণ লেবাসে আরো বেশী সুন্দর লাগছে তাঁকে। এক নজর চেয়ে দেখেই সোহেল বেনে নজর নামিয়ে নিলেন এবং ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তা দেখে তন্দ্রাবাঈ তাকিদ দিয়ে বললেন– কি হলো ? বসুন। আমার কিছু কথা আছে।

সংকুচিতভাবে কুরসীর উপর বসতে বসতে সোহেল বেনে বললেন– আপনার কিছু কথা !

ঃ হ্যাঁ। আপনি না এলে হয়তো আপনার মকানেই যেতে হতো আমাকে।

www.amarboi.org

ঃ বলেন কি !

পাশের খাটিয়ার উপর বসে তন্দ্রাবাঈ কিছুটা ভারিক্কিচালে বললেন– আপনার জন্যে আমাকে অনেকখানি নাজেহাল হতে হয়েছে। এবার বলুন, কে আপনি ? সোহেল বেনে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন-কে আপনি মানে ? আমি সোহেল বেনে।

ঃ সোহেল বেনে ?

ঃ জ্বি। একজন ফেরিওয়ালা।

তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন–দেখুন, আমি শিশু নই। ও পরিচয় অন্যজনকে দিনগে। আমাকে দেবেন না।

ঃ মানে ?

ঃ আপনার সত্যিকারের পরিচয় কি, তাই বলুন।

সোহেল বেনের দৃষ্টিও প্রখর হলো। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার নজর বিনম্র ও বিনত করে স্মিতহাস্যে বললেন- আমি একজন ফেরিওয়ালা, ফেরি করে খাই, আপনাদের পাশের মকানে থাকি। এর অধিক আর কি পরিচয় দেবো আপনাকে ?

ঃ ব্যস। এতেই সব কথা শেষ হয়ে গেল ?

ঃ সব কথা !

ঃ এই পরিচয় পেয়েই কি উস্তাদজী গলে গেলেন ?

ঃ গলে গেলেন মানে ?

ঃ আপনার চেহারাটা অবশ্য খুবই মারাত্মক। এমন সুন্দর চেহারা কদাচিত দেখা যায়। কিন্তু চেহারা দেখে মজে যাবে মেয়েরা। রানুবালা দিদির মতো সরল সহজ জেনানারা। উস্তাদজী বৃদ্ধ লোক। রাশভারী মানুষ। আপনার ঐ মন ভোলানো চেহারা দেখেই কি মজে গেলেন তিনিও ?

ঃ একি বলছেন আপনি ?

ঃ ঠিকই বলছি। অনেক ওজনদার আমির আমলারাও এসে উস্তাদজীর কাছে তেমন একটা পাত্তা পান না। দু'এক কথা বলেই তাঁদের বিদেয় করে দেন। অথচ আপনি একজন ফেরিওয়ালা। এই পরিচয়ই দিচ্ছেন আপনি। উস্তাদজীর মতো লোক কি দেখে আপনাকে এমন সম্মানের চোখে নিলেন ? আপনার চেহারা দেখেই কি ?

সোহেল বেনে ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললেন– আপনি বোধহয় কিছুটা বাড়াবাড়ি করছেন।

www.amarboi.org

ঃ কিছুটা নয়, অনেক বেশী বাড়াবাড়ি করছি। আর সেটা বুঝেই করছি। কারণ আমি সত্য খুঁজে পেতে চাই।

ঃ সত্য ?

ঃ হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার কাছে বেজায় রহস্যজনক মনে হচ্ছে। উস্তাদজী যদি সেরেফ স্নেহই করতেন আপনাকে, তাহলে বুঝতাম, আপনার কাঁচা বয়স আর মনোরম চেহারা দেখেই উনি আপনাকে স্নেহের চোখে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটাতো তা নয়। তিনি আপনাকে সম্মান করেন, আর একান্তই আন্তরিকভাবে সম্মান করেন। এর কারণ কি ? আমার কাছে কেন সেটা লুকাবেন ?

সোহেল বেনে পুনরায় সহজকণ্ঠে বললেন- আপনি তো তাজ্জব মেয়ে দেখছি।

ঃ তাজ্জব তো আপনিই আমাকে বানিয়েছেন। দাসদাসী নিয়ে রাজার হালে থাকবেন, চেহারাও রাজপুত্রের মতো, আর বাইরে বলে বেড়াবেন, আমি একজন ফেরিওয়ালা। এর পর তাজ্জব না হয়ে পারি আমি ?

ঃ সে কি ? এর মধ্যেই এসব খবরও করেছেন ?

ঃ রহস্যই মানুষকে খবর করতে বাধ্য করে।

ঃ যা জেনেছেন, তা কি যাচাই করে দেখেছেন?

ঃ যাচাই করার গরজ কি? যেটুকু জেনেছি, এর অর্ধেকটাও সত্যি হলে, তাই কি কম ?

সোহেল বেনে ঈর্ষৎ হেসে বললেন– আচ্ছা তাই না হয় হলো। কিছু রহস্য না হয় আমার মধ্যে থাকলোই। তা নিয়ে আপনি এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ?

চোখের দৃষ্টি তীর্যক করে তন্দ্রাবাঈ বললেন- যদি বলি, আপনাকে আমার ভাল লেগেছে তাই ? তাই এতো খোঁজ নিচ্ছি আপনার ?

সোহেল বেনে শরমিন্দা কণ্ঠে বললেন- কি যে বলেন !

ঃ কেন নয় ? আমিও তো একজন মেয়েছেলে। মন বলে আমারও তো একটা কিছু আছে। এমন একজন আকর্ষণীয় লোককেও যদি মনে না ধরে আমার, তাহলে আর ধরবে কাকে ?

সোহেল বেনে না- খোশকণ্ঠে বললেন- আপনি আমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন ?

www.amarboi.org

ঃ পরিহাসের কথা এটা নয়। এটিই স্বাভাবিক আর সত্য। কিন্তু এক্ষণে এ সত্যের কোন মূল্য নেই। কারণ, সত্যিই আপনার প্রেমে পড়ে আমি এ তথ্য নিতে বসিনি।

সোহেল বেনে বিব্রতকণ্ঠে বললেন-তাজ্জব !

তন্দ্রাবাঈ বললেন-জেনে শুনে একজন ধূর্তকে ভালবাসার মতিভ্রম কারো হয় না।

সোহেল বেনে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন-তন্দ্রাবাঈ !

তন্দ্রাবাঈ নির্বিকার কণ্ঠে বললেন- একজন সরল সহজ মানুষের প্রতি অনেকেরই দীল কিছুটা দুর্বল হয়। কিন্তু গোপন মতলব নিয়ে ভেতরের কোন মিল নেই, তাদের আমি হীননজরে দেখি, মুহব্বত করিনে।

ঃ কি বলতে চান আপনি ?

তন্দ্রাবাঈ শক্তকণ্ঠ বললেন– আপনি একজন গুপ্তচর।

ঃ গুপ্তচর !

ঃ আপনার এই লুকোচুরির কোন ব্যাখ্যাই আর এ ছাড়া পাচ্ছিনে। সোহেল বেনে তিক্তকণ্ঠে বললেন- তাই যদি বুঝে থাকেন ব্যস, ফুরিয়ে গেল ! আমি তা-ই। এ নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন ? আপনি কে ? আপনার কি এসে যায় এতে ? এমন পাল্টা হামলার মুখে তন্দ্রাবাঈ দমে গেলেন। তিনি থতমত করে বললেন– আমার কি এসে যায় ?

ঃ এ নিয়ে এমন ভনিতা করতে বসেছেন কেন আপনি ? গরজটা কি আপনার ?

ঃ গরজ ?

ঃ এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না যে, যত রূপসীই হোক, কোন বাচাল আউরাতকে কোন রুচিবান পুরুষ সুনজরে দেখে না, ইনকারই করে থাকে ?

ঃ আচ্ছা !

ঃ আমি চলি। আপনার কাছে কোন জবাবদিহি করার জন্যে আমি এখানে আসিনি। কথা ছিল উস্তাদজীর সাথে। উনি ফিরে এলে তখন আবার আসবো। সোহেল বেনে প্রস্তানোদ্যোগ করলেন। তন্দ্রাবাঈ তৎক্ষণাৎ দরজার কাছে ছুটে এলেন এবং দুইহাত প্রসারিত করে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন– একি !

তন্দ্রাবাঈ নত মস্তকে বললেন- আমাকে না মাড়িয়ে যেতে আপনি পারবেন না।

www.amarboi.org

ঃ তার অর্থ ?

ঃ এতক্ষণ যা বললাম, তা যেমন আমার আবেগের কথা নয়, তেমনি আপনার প্রতি যে আমার খানিকটা শ্রদ্ধা আছে, এটাও আবেগের কথা নয়, সত্যি কথা।

ঃ মতলব ?

ঃ উস্তাদজী আপনাকে সম্মান করেন দেখেই বুঝতে পেরেছি, আপনার মধ্যে এমন কিছু মহৎগুণ আছে, যে কারণে উস্তাদজী এত সম্মান করেন আপনাকে। এতে করেই আপনার প্রতি অনেক খানি শ্রদ্ধাবোধ ইতিমধ্যেই পয়দা হয়েছে দীলে আমার।

ঃ তাতে কি হয়েছে ?

ঃ আপনাকে অপমান করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা আমার ছিল না। দুর্নিবার কৌতুহলের কারণেই শক্ত কথা বলে ফেলেছি আমি। এতে আপনি অপমানিত হয়েছেন, এটা ঠিক। কিন্তু এই অপমানের গ্লানী নিয়ে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারিনে।

ঃ কেন ?

ঃ সেটা আমার মৃত্যুতুল্য হবে। আপনাকে এর মধ্যেই যতটা আমি জেনেছি, আপনি নিশ্চয়ই একটা মেয়েকে মুসিবতে ফেলবেন না। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ তা বলে না।

ঃ মুসিবত !

ঃ আবার আপনি আমার দ্বারা অপমানিত হয়েছেন, এ কথা উস্তাদজীর কানে গেলে, আমাকে এই মকান থেকে তখনই তিনি বের করে দেবেন। আপনি রাগ করেছেন জিয়াদাই। কিন্তু তাই বলে আমার এতবড় ক্ষতি কি আপনি করতে পারেন ?

ঃ পারিনে !

ঃ জ্বিনা ! আমি মেয়েছেলে। কৌতুহলের তাড়নায় ধৈর্য্য রাখতে পারিনি। ভবিষ্যতে পারবো, এ ওয়াদাও করা কঠিন। কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ। মনে করি দানাদার পুরুষ মানুষ। আপনি পাতলা হবেন কেন ?

ঃ বটে !

ঃ আপনি বসুন। কৌতুহল নিবৃত্ত আমার হলোনা। না হোক, আপনি বসুন।

ঃ বসবো মানে ?

www.amarboi.org

ঃ বসবেনই তো। আপনি যে-ই হোন আর আমি যা-ই ভাবি, আপনি এখন মেহমান, আর এক্ষণে আমারই মেহমান। এভাবে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারিনে। দয়া করে বসুন আর কিছুটা মেহমানদারী করার মওকা আমাকে দিন। রাগ করে এই ভদ্রতাটুকু করা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

ঃ তার-মানে-

ঃ এরপরও ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষা কি আছে কিছু ?

ঃ তাজ্জব ! আপনাকে আমি বুঝে উঠতে পারলামনা।

তন্দ্রাবাঈ এবার ঈষৎ হেসে বললেন–বুঝে উঠে কাজ নেই। আমি একজন পুরুষ মানুষকেই বুঝে উঠতে পারলাম না, আর আপনি বুঝে উঠবেন মেয়েকে ?

এই সময় রানুবালা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। সে আসতে আসতে বললো- কেরে তন্দ্রা ? কার সাথে এত কথা বলছিস ?

দহলিজে এসে সোহেল বেনেকে দেখেই রানুবালা ফের সুপলকে বললো– ওম্মা সেকি ! ইনি ? মানে সেই অহেতুক–

কথা শেষ না করে রানুবালা থেমে গেল। তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তন্দ্রাবাঈ বললো– বাবুর্চি ফজল খাঁকে বলোতো দিদি, হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে একজন মেহমান বসে আছেন, ফজল খাঁ কিছু নাস্তার আনযাম করুক।

রানুবালা বললো- বসে আছেন কৈ ? উনি তো দাঁড়িয়ে আছেন। বসতেও বলিস্‌নি?

ঃ সেটা আমি বুঝবো। তোমাকে যা বললাম, তাই তুমি করো দিদি। একটু নাস্তার কথা বলে এসো–

ঃ ওমা, সেকি লো! আসতে না আসতেই নাস্তা? এ বাড়ী আর ওবাড়ী। উনি কি না খেয়ে এসেছেন?

ঃ ছিঃ দিদি! তোমার শরম এত কম?

রানুবালা প্রতিবাদ করে বললো– শরম আমার কম? ঐ সাহেবকেই জিজ্ঞেস্ করে দ্যাখ, শরমটা কার কম? তোর না আমার? এত অল্পতেই এত আকুল?

ঃ উহ্ ঃ দিদি!

ঃ যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি–

www.amarboi.org

রানুবালা হাসতে হাসতে চলে গেল। তন্দ্রাবাঈ বললেন– হলো তো? আপনি না বসায় রানুদিদি বুঝে গেল, আপনি এই মাত্র এলেন।

সোহেল বেনে তখন রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেছেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- আচ্ছা যারা নাচ গান করে বেড়ায়, তারা সবাই বুঝি এই রকমই হয়?

ঃ কি রকম?

ঃ যেমন মুখরা, তেমনই বেশরম?

বাইরে উস্তাদজীর সাড়া পাওয়া গেল। জবাবে কি যেন বলতে গিয়ে তন্দ্রাবাঈ থেমে গেলেন। প্রসঙ্গ পালটিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন- আর যা-ই করুন, আমার বিরুদ্ধে নালিশটা যেন করবেন না।

তন্দ্রাবাঈ দ্রুতপদে ভেতরে চলে গেলেন। উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব এসে দহলীজে ঢুকলেন। সোহেল বেনেকে দেখেই তিনি খোশকণ্ঠে বলে উঠলেন-আরে, হক সাহেব যে! আসুন-আসুন। ভেতরে গিয়ে বসি আর আপনার মকানের খবর-বার্তা শুনি–

সোহেল বেনে সহকারে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

তিন

মেহের মুন্সীর পান্থশালা মুর্শিদাবাদ শহর থেকে অনেক খানি ফাঁকে। শহরের একদম একপ্রান্তে। তিন দিক থেকে তিনরাস্তা এখানে এসে এক হয়েছে এবং তিনরাস্তা এক হয়ে শহরের দিকে গেছে। এই তো-রাস্তার উপর মেহের মুন্সীর পান্থশালা। শহরে আসতে যেতে দূর-দূরান্তের লোকেরা এই পান্থশালায় বিরাম নেয়, আর পানাহারে শরীরটা শক্ত করে।

সাঁঝের আগে পান্থশালায় ভিড়ও কিছু জমেছে আর মেহের মুন্সীর হাঁক-আওয়াজও বেড়েছে। অবিরাম তিনি হাঁকছেন–আরে ওই-ওই, ওইব্যাটা মুখলেস্ ওদিকে হা করে দেখছিস্ কি? কার কি লাগবে, সেটা দ্যাখ। গোস্ত রুটি লাগবে কিনা জিজ্ঞেস কর? দেখো-দেখো, এ আবার দিনেও আসমানে চাঁদামামা তালাশ করছে! এই বাদশা, ইনাদের কত হলো? পাঁচসিকে? আচ্ছা আচ্ছা। পাঁচসিকে দিন। শুকরিয়া। আবার আসবেন। এ দোকান আপনাদেরই- হে হে হে! আরে-আরে তুই আবার থামলি ক্যান্‌রে তম্‌জে? একটু গা-গতর চালা? আর ক'খানা রুটি শটাশট শেঁকে ফ্যাল–

www.amarboi.org

তম্‌জে ওরফে তমিজউদ্দিন গা মোচড় দিয়ে বললো- না চাচা, যা শেকেছি তা দিয়েই চালিয়ে নিন। আমি আর দেরী করতে পারবোনা।

দুই চোখ কপালে তুলে মেহের মুন্সি বললেন-দেরী করতে পারবিনে মানে? তমিজউদ্দিন বললো- সন্ধ্যা হয়ে এলো, আমাকে বাড়ী যেতে হবে না?

ঃ এখনই বাড়ী যাবি কিরে ব্যাটা? সন্ধ্যের পর গেলে কি বাড়ী তোর পালিয়ে যাবে?

ঃ বলেন কি চাচা? অনেক দূরে বাড়ী আমার। গোটা একটা মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। বর্গীর হাতে পড়লে অবস্থাটা কি হবে ?

ঃ বর্গী !

ঃ দিনেই ভরসা নেই, রাত হলে আর রেহাই আছে ? বর্গীর হাতে নির্ঘাৎ জানটা দিতে হবে না ?

মেহের মুন্সী বিদ্রূপ করে বললেন- ওরে ব্যাটা গরু ! ভুঁড়ি ভরে খাও আর ভোঁশ্‌া ভোশ্‌ করে ঘুমাও। দ্যাশ্‌-দুনিয়ার কোনই খবর রাখো না?

ঃ চাচা !

ঃ বর্গীরা যে আর এদিকে আসবেনা, এ খবরটা আজও জানিস্‌নে?

ঃ কেন চাচা ?

ঃ চুক্তি হয়ে গেছে যে ? নবাব টাকা দেবেন আর তাই বর্গীরা এ মুলুকে আসবেনা। এ খবর তো বাসী খবর।

ঃ তমিজউদ্দীন তাচ্ছিল্যের সাথে বললো– তো কি হয়েছে চাচা ? বাসী হোক আর টাটকা হোক, ওর কোন দাম আছে ?.

ঃ দাম নেই মানে ?

ঃ এমন চুক্তি এর আগেও তো আরো কয়েকবার হয়েছে। তাই বলে কি বন্ধ হয়েছে বর্গীদের হামলা ? ও সব কেবল কথার কথা।

ঃ ওরে ব্যাটা বে-খবর ! এবারের চুক্তি কায়েমী চুক্তি। বছরে বার লাখ, এটি চাট্টি খানেক কথা? ঘরে বসেই যদি লুটের কামাই হয় তাদের, লুটের ঝামেলায় আসবে কেন তারা! এরপরও আবার এলে, নবাবও তেজ কমে ছেড়ে দেবে না?

ঃচাচা!

ঃ আসেওনি সেই থেকে। এখন রাতভর মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকলেও আর বর্গীর ভয় নেই। নে–নে, হাত চালিয়ে পটাপট্‌ আর ক'খানা শেঁকে ফ্যাল্‌–

www.amarboi.org

এই সময় সোহেল বেনে এসে এই পান্থশালায় হাজির হলেন। তিনি একজন ভাল খদ্দের। তাঁকে দেখে মেহের মুন্সী উল্লাস ভরে বলে উঠলেন– আরে বেনে সাহেব যে! আসুন-আসুন। কতদিন আপনি এ দিকে আর আসেন নি। বলেই সে হাঁক ছাড়লো- আরে এই বাদশা, এই বেনে সাহেবের বসার জায়গা করে দে–

সোহেল বেনে বললেন-বসছি, বসছি তা কেমন আছেন আপনি?

ঃ মোটামুটি ভাল। আপনার বেচাকেনা চলছে কেমন?

ঃ চলছে আর কি। উঠ্‌তিও নেই, পড়তিও নেই।

ঃ আপনি বেশ সুখেই আছেন। রাজার হালেই বলা যায়। এক মানুষ-এক পেট। দুই পুরিয়া সুরমা আর দুই শিশি আতর বিক্রি হলেই আপনার খানা খায় কে? অথচ আমার হালত্ দেখুন, দিনরাত গরুর মতো খেটেও একঝাঁক পোষ্যের পেট ভরাতে পারছিনা। একা থাকায় এত সুখ আগে যদি জানতাম–

সোহেল বেনে হেসে বললেন– কি করতেন?

ঃ দোকা হতে যেতাম না। ঐ শাদির খোয়াব কখ্‌খনো দেখতাম না।

ঃ তবুও আপনি দেখতেন।

ঃ কেন – কেন ?

ঃ দিল্লীকা লাড্ডু। যে খায় সেও পোস্তায়, যে খায়নি সেও পোস্তায়।

ঃ বলেন কি ! আপনিও তাহলে পোস্তাচ্ছেন নাকি ?

ঃ পোস্তাবোনা ? মরে পচে গন্ধ ছুটে গেলেও তো কেউ আমার কপালে হাত দিয়ে দেখবেনা, আমি ওভাবে বিছানায় পড়ে আছি কেন ? আর একটু সর্দির ভাব হলেও কতবার হাত পড়ে আপনার কপালে। আপনার সুখের কি তুলনা হয় ?

ঃ যে পয়জার মারি ঐ সুখের মুখে। ঐ টুকুর জন্যে খাটতে খাটতে আমার–কথার মাঝেই আবার হেঁকে উঠলেন মুন্সী সাহেব– আহারে ! কি হলোরে তম্‌জে ? হাত চলেনা কেন ? বর্গীর ভূৎ ঘাড় থেকে তবুও নামছে না ? মুখের কথায় না মানলে, একদম বর্গীর দেশেই চালান দিয়ে ছাড়বো কিন্তু। হাত চালা-হাত চালা–

সোহেল বেনে সবিস্ময়ে বললেন- বর্গীর ভূৎ ! কি ব্যাপার ? আবার বর্গীর কথা উঠলো কেন ?

www.amarboi.org

মেহের মুন্সী সখেদে বললেন- আর বলবেন না সাহেব ! ঐ ব্যাটা বর্গীদের জন্যে আমার ব্যবসা তো এতদিন চাঙ্গে উঠেছিল। ওদের ভয়ে খদ্দেরেরা এক লহমাও দাঁড়াতোনা। দৌড়ের উপর আসতো আর দৌড়ের উপর যেতো। ওদের সাথে নবাবের এই চুক্তিটা হওয়ার পর ব্যবসাটা একটু গা-মোড়া দিয়ে উঠতেই এই ব্যাটারা আবার টালবাহানা শুরু করেছে। ব্যাটাদের পেছনে এত পয়সা ঢালছি, তবু ব্যাটাদের কাজের দিকে লক্ষ্য নেই। কেবলই বাড়ী যাওয়ার ধান্ধা। তা যাক, আপনি যান। ভেতরে গিয়ে বসুন।

বলেই আবার হাঁক- কৈরে বাদশা, কথা কানে গেল ? বেনে সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বসতে দে-

ভেতরে তখন অনেকগুলো খদ্দের খানা-পিনা আর গল্প গুজবে রত ছিলেন। নানাজনের আলাপে ভেতরটা মুখর ছিল। অনেকটা ফিট্‌ফাট্ পোষাকের দুই ব্যক্তি এককোণে বসে গল্প আলাপ করছিলেন। সোহেল বেনে গিয়ে তাঁদেরই এক পাশে নীরবে বসে পড়লেন। মেহের মুন্সীর চীৎকারই বোধ হয় তাঁদের গল্পের খোরাক যুগিয়েছিলো। দুইব্যাক্তির একজন অপরজনকে বললেন-শুধুই কি ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ আর দেশবাসীর হয়রানী ? ঐ ব্যাটা বর্গীরা তো দেশের মালিককেও নাজেহাল করে ছাড়লে। বৃদ্ধ বয়সে লোকটা কোমর জুড়ানোর অবকাশটাও পেলেন না !

অপরজন বললেন-কে, নবাব আলীবর্দী খান ?

প্রথমজন বললেন–হ্যাঁ। আমার চেয়ে আপনিই তো ভাল জানেন। লোকটার কি বদনসীব দেখুন। বল বুদ্ধি কোন কিছুরই ঘাটতি নেই তাঁর। অনেক দিন পর এদেশের মস্‌নদে একজন যোগ্য লোক এলেন। কিন্তু তাহলে কি হয়? মস্‌নদে উঠে বসতে না বসতেই চারদিক থেকে হাজারটা ঝাপ্‌টা এসে এমনভাবে ঘিরে ধরলে তাঁকে যে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশটাও তিনি এই শেষ বয়সে পেলেন না। বিশেষ করে, এই মারাঠা বর্গীরাই লোকটাকে ফতুর করে দিলো।

অপরজন উদাস কণ্ঠে বললেন-ফতুর করে দিলো?

ঃ দিলোনা? ঐ এক মারাঠা বর্গীদের নিয়ে আটদশটা বছর তিনি পড়ে রইলেন। অন্যদিকে নজর দিতেই পারলেন না। এখন তো শুনি, সবদিকই তাঁর বেহাত। একদিক সামলাতে আর দিক হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

অপরজন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-হুঁউ।

www.amarboi.org

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, লোকটার নসীব বড়ই খারাপ।

অপরজন এবার সোচ্চার হয়ে বললেন-নসীব তাঁর খারাপ নয় ভাইসাহেব, তামাম খারাবীর মূল তাঁর পয়লা পদক্ষেপ। যে পথে তিনি মসনদে এসেছেন, সেই পথটা।

ঃ কেমন?

ঃ তাঁর যা যোগ্যতা, তাতে যদি সিধাপথে এই মসনদে আসতেন, তাহলে এই মুলুকটার চেহারাও বদলে যেতো, আর তাঁর নাম ডাকে দেশ দুনিয়াও ভরে যেতো। কিন্তু কিছু ধুরন্ধরদের পাল্লায় পড়ে এই বাঁকা পথে এসে তিনি নিজেও নাম করতে পারলেননা, দেশটিকেও নিরাপদ করতে পারলেন না। এখন ঘরে-বাইরে তাঁর দুশমন। এ বয়সে দেশটার আর ভালাই কিছু করতে পারবেন, সে ভরসা দেখিনে।

ঃ বাঁকা পথে এলেন মানে ?

ঃ বাঁকা পথেই তো। এ মসনদের তিনি তো মোটেই ওয়ারিশ নন। কিছু কায়েমী মতলববাজদের উস্কানিতে জোর করে মসনদ দখল করেই তামাম সম্ভাবনার কবর দিয়ে দিলেন।

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ তাঁর মতো একজন যোগ্যলোকেরই প্রয়োজন ছিল এই মুলুকের। নবাব সরফরাজ খান খুব ভাল লোক হলেও, রাজ্য চালানোর যথাযথ যোগ্যতা তাঁর ছিলনা। সকলের উষ্ণ সমর্থনে আলীবর্দী খান সাহেব যদি সিধাপথে মসনদে আসতে পারতেন, তাহলে এ মুল্‌কের প্রভূত উপকার হতো আর তাঁরও এই আজকের অবস্থা হতোনা। বাঁকা পথে এসেই তিনি সকলের গ্রহণ যোগ্যতা হারালেন।

ঃ কিন্তু সিধাপথে কে এলেন ভাই সাহেব ? নবাব সুজাউদ্দীন খানও তো সিধা পথে আসেন নি।

ঃ তা না আসুন। কিন্তু তাঁর কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কারণ তিনি নবাব পরিবারেরই লোক ছিলেন। অপুত্রক নবাব মুর্শিদকুলী খানের জামাতা ছিলেন বলেই তাঁর মসনদ দখল লোকের চোখে তেমন প্রকটভাবে লাগেনি। নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর নাতী অর্থাৎ সুজাউদ্দীন খানের পুত্র সরফরাজ খানকে মসনদ দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে সুজাউদ্দীন খান নিজে মসনদে এলেন। পরবর্তীকালে নবাব সুজাউদ্দীন খানও তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকেই সেই মসনদ দিলেন। সবই পারিবারিক ব্যাপার।

www.amarboi.org

ঃ ভাই সাহেব !

ঃ কিন্তু নবাব আলীবর্দী খান তো একদম বাইরের লোক এবং নবাব সুজাউদ্দীন খান ও তাঁর পরিবারের অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক। একমাত্র সিধাপথে এলে তবেই তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতেন। কিন্তু যারা শুরু থেকেই এ মুসলমান হুকুমাতটা উৎখাত করতে হাজার খেল খেলে আসছে, তাদের খপপড়ে পড়ে এবং তাদের গুটি হয়ে তিনি এই ভুল পথে এলেন আর এই বিরূপ পরিবেশে পড়লেন।

ঃ বিরূপ পরিবেশ!

ঃ হ্যাঁ। এই মুলুকের এক বিপুল জনগোষ্ঠী তাঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারলেন না। আর এর ফলেই তিনি তাঁর নিজের যোগ্যতা আর দেশের ভবিষ্যৎ সবই মিসমার করে দিলেন।

ঃ আপনার কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাঁর গ্রহণ যোগ্যতার অভাবটা দেখলেন কোথায় ?

ঃ সর্বত্রই। মসনদে আসার পর থেকেই এই যে তিনি একটানা লড়াইয়ে লিপ্ত আছেন, এই লড়াইটা কিসের লড়াই ? মরহুম নবাব সরফরাজ খানের আত্মীয় স্বজন ছাড়াও, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকদের সংখ্যা ও মুলুকে বিপুল। কেউ তাঁরা আলীবর্দী খানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সবার কাছেই তিনি একজন জবরদখলকারী রূপে প্রতিপন্ন হয়ে আছেন। আর তাদের বিরোধিতাটাই এখনোও তাঁকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

ঃ তার মানে–

ঃ এক কথায় বলতে পারেন, এসব তামামই ঐ গিরিয়ার যুদ্ধেরই জের। ঐ যুদ্ধেই আজও তিনি লিপ্ত আছেন।

কথাটা প্রথম ব্যক্তির মনঃপুত হলো না। তিনি আপত্তি তুলে বললেন-না ভাই সাহেব, আপনার সাথে এখানে আমি একমত নই। নবাব সরফরাজ খানের কিছু আত্মীয় স্বজনের সাথে নবাব আলীবর্দী খানকে লড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সেগুলি তো মামুলী। আফগানদের সাথেও নবাবকে যা লড়তে হয়েছে, তাও এমন কিছু ব্যাপার নয়। নবাব আলীবর্দী খানের যত লড়াই তামামই এই মারাঠা বর্গীদের সাথে। মারাঠারা নবাব সরফরাজ খানের শুভাকাঙ্ক্ষী হলো কি করে, আর মারাঠাদের সাথে নবাব আলীবর্দী খানের যুদ্ধকে ঐ গিরিয়ার যুদ্ধের জের হিসেবে গণ্য করেন কি করে ?

www.amarboi.org

অপরজন এবার আরো জোরদারকণ্ঠে বললেন– মারাঠাদের সাথে এই যুদ্ধটাই ঐ গিরিয়ার যুদ্ধের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ জের। নবাব আলীবর্দীকে তারা এমন ব্যতিব্যস্ত করে রাখে ? কে আনলে মারাঠাদের ? তাদের প্রাণশক্তি কে, আর কারা ? যে মারাঠারা এ মুলুকে পা ফেলার সাহস পায়নি, হৈ হৈ করে এসে প্রথম দিকে যারা বাংলার সীমান্তে দু'একবার উঁকিঝুঁকি মেরেই আতঁকে উঠে পিছিয়ে গেল, কার বলে তারা আবার আজ বার বার আসে, আজ ষাঁড়ের মতো কুঁদে? কে সে ব্যক্তি আর কারা তারা?

ঃ তার মানে, আপনি কি তাহলে ঐ মীর হাবিবের কথা বলছেন?

ঃ হ্যাঁ, ঐ মীর হাবিব। ঐ মীর হাবিবই কেন্দ্রীয় আর মূল শক্তি মারাঠাদের। উড়িষ্যার প্রায় তামাম লোকই নবাব সরফরাজ খানের সমর্থক। মারাঠাদের যত বাহাদুরী একমাত্র তাদের জন্যেই।

ঃ হাঁ- হ্যাঁ, একথা অবশ্য ঠিক। মীর হাবিব কি তাহলে ঐ নবাব সরফরাজ খানের-

ঃ মীর হাবিব নবাব সরফরাজ খানের পরম অনুরক্তদের অন্যতম। সরফরাজ খানের অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষী সরফরাজ খানের জন্যে গিরিয়ার মাঠে প্রাণ দিলেন। এই মীর হাবিব ও আরো কিছু লোক প্রাণ না দিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গিরিয়ার ময়দান থেকে চলে এলেন। এরপর মারাঠা, আফগান আর উড়িষ্যার সমর্থকদের সমন্বয়ে এক বিপুল শক্তি গড়ে তুলে সেই প্রতিশোধই এযাবত নিয়ে গেলেন মীর হাবিব। তাঁর বাহিনীতে আর তাঁর পেছনে মারাঠারাই ব্যাপকভাবে ছিলো বলে সকলেই বুঝলো, এ হামলা মারাঠাদের হামলা।

ঃ ভাই সাহেব!

ঃ যদিও সুযোগ পেয়ে মারাঠারাও এই সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগালো, তবুও মূলব্যক্তি ঐ মীর হাবিব।

ঃ তাজ্জব!

আলাপরত ব্যক্তিদ্বয় থেমে গেলেন। সোহেল বেনে এতক্ষণ খাওয়ার অছিলায় বসে বসে এঁদের কথা শুনছিলেন। এঁরা থেমে গেলে তিনি আবার আহারে মনোযোগ দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তিটা উঠতে উঠতে বললেন– আমি যাই ভাই সাহেব। ছোট নকরী করি, আমাদের কি অধিক অবসর আছে? এই একটা বেলা যে আপনার সাথে কাটাতে পারলাম, এই

www.amarboi.org

ঢের। আপনি মকানে গিয়ে অবশ্যই আমার খতটা আমার মকানে পৌঁছাবেন।

দুইব্যক্তিই উঠে গেলেন। সোহেল বেনে বুঝলেন, ছোট নকরী হলেও এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নবাবের কোন এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নকরী করেন এবং তিনি অভিজ্ঞ ও দানেশমান্দ ব্যক্তি।

সোহেল বেনে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। তাঁর খানিকটা পেছনদিকে উপবিষ্ট দুই তরুনের আলাপে আবার তিনি সেইদিকে আকৃষ্ট হলেন। দুই তরুণের একজন বললো- যাবি নাকিরে জলসায়?

দ্বিতীয় যুবক বললো-আরে দূর পাগল। ওখানে আমাদের ঢুকতে দেয়!

ঃ সে ব্যবস্থা আমি করবো। আমার খালাতোভাই পাহারাদারদের একজন। তার সাহায্যে ঢুকতে পারলেই আর নাহোক, এককোণে না এককোণে দাঁড়িয়ে নাচগান সবই দেখতে শুনতে পাবো।

ঃ নাচগান?

ঃ সেরেফ নাচগান? তন্দ্রাবাঈকেও দেখতে পাবি। দেখেছিস কোনদিন তাঁকে ? ওহ ! বুকে চাবুক মারার মতো তার চেহারা, বুঝলি। এই শহরের সেরা রূপসী। এক নজর দেখতে পেলেও জিন্দেগীটা ধন্য হয়।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ সেও ঐ জলসায় গান গাইবে। অনেক ইংরেজ সাহেব আর নবাবের আরি আমলা হাজির থাকবে। জগৎশেঠ বাবুর জলসাগুলো প্রায়ই বাহির চত্বরে হয়। নাচ গানের ব্যাপক আনযাম। চেষ্টা করলে, ঢোকাও নাকি খুব একটা কঠিন নয়।

ঃ সত্যি ? তা কিসের উৎসব রে ওখানে ? এত নাচগানের আনযাম, কোন পূজা-পার্বন নাকি?

ঃ আরে দূর! পূজা-পার্বন কিসের? জগৎশেঠ বাবু বড়ই বিপদে পড়ে গেছেন। কোটি কোটি সরকারী টাকা ঐ জগৎশেঠ বাবু আর বর্ধমানের রাজা প্রায় গিলেই ফেলেছিলেন। কিন্তু নবাবের নতুন দেওয়ান কিরাট চাঁদ কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপ তুলে ফেলেছেন। তছরূটা অন্য কেউ করেছে ভেবে তদন্ত করতে গিয়ে তিনি জগৎশেঠ বাবুদের ফাঁশিয়ে দিয়েছেন। বহুলোক সাথে নিয়ে তদন্ত। তাই শেঠবাবুরা হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।

ঃ বলিস কি!

www.amarboi.org

ঃ কিভাবে এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তারই পরামর্শ করার জন্যে ইংরেজী কুঠিয়াল আর বড় বড় আমির আমলাদের নিয়ে তিনি আগামী কাল গোপন বৈঠক দেবেন। কিন্তু এত লোককে ডাকার একটা অছিলা চাইতো? তাই এই জলসার আয়োজন। তাঁর কারবারের তিথি-পাঁতি কত বাহানা আছে।

ঃ আচ্ছা। তা তুই এত খবর–

ঃ চুপ ব্যাটা, ধীরে কথা বল। আমার ঐ খালাতো ভাইয়ের মুখেই শুনলাম। সে কি করে যেন সব জেনে ফেলেছে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ এ সব কথায় আমাদের কি কাজ? আমরা দেখবো জলসা। রূপসী তন্দ্রাবাঈয়ের রূপ। শুনবো তার গান। আর দেখবো লহরী বালার নাচ। নাচের যে লহর ছটায় লহরী বালা আর দেহের যে ভাঁজভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে, তা দেখলে নাকি সাধু দরবেশের দীলেও ইশকের জোয়ার জাগে। যাস তো আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই চলে আয় আমার ওখানে। আমার ভাই বা যাকে ধরেই হোক, কোনমতে একবার ঐ চত্বরে ঢুকতে পারলে, এ জীবন সার্থক!

এই সময় মেহের মুন্সী হাঁক ছেড়ে বললো– আরে ঐ মুখলেস, বেনে সাহেবের আর কিছু লাগবে কিনা দ্যাখ। চুপচাপ বসে আছেন, কিছু গোস্ত রুটি উনার পাতে দিয়ে আয়।

এর পর, "ব্যবসায় কায়দা-কৌশল ব্যাটারা আজও কিছুই বুঝলোনা"– বলে মেহের মুন্সী অনুচ্চকণ্ঠে গজ-গজ করতে লাগলো।

সোহেল বেনের সামনে নতুন করে আর একবার অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটটা প্রসারিত হয়ে গেল। ঈসায়ী সতের শ' চল্লিশ সনে লড়াই হলো গিরিয়ার ময়দানে। জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ আর রায় রায়ান আলম চাঁদের সহায়তায় নবাব আলীবর্দী খানের ভ্রাতা হাজী আহম্মদ সাহেব তাঁদের প্রভুপুত্র নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তুললেন এবং রায় রায়ান আলম চাঁদের নজীরবিহীন বেঈমানীর কারণে জয়লাভ করেও নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র নবাব সরফরাজ খান গিরিয়ার ময়দানে পরাজিত ও নিহত হলেন। বেঈমানীর শাস্তিও রায় রায়ান আলম চাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই পেলেন। কপালে তীরবিদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ময়দান থেকে তিনি ছুটে এসে নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়ীতে এসে আঘাতের যন্ত্রণায় ও

www.amarboi.org

জঘন্য বেঈমানীর অনুশোচনায় তিনি আত্মহত্যা করলেন। অপরদিকে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিহারের সহকারী সুবাদার আলীবর্দী খান এসে বাংলার তখতে নবাব হয়ে বসলেন।

অনেক যোগ্যতা নিয়ে এসে নবাব আলীবর্দী খান বাংলার তখতে বসলেও, মসনদ জবর দখল করার জন্যে একদিকে তিনি যেমন অনেকের অপ্রিয়পাত্র হলেন, অন্যদিকে তেমনি এই জবর-দখল করতে গিয়ে এক মতলববাজ চক্রের হাতের ক্রীড়ানক হয়ে গেলেন।

বাংলার মুসলমান হুকুমাতের চিরন্তন দুশমন এই অমুসলমান চক্রটি নবাব শায়েস্তা খানের আমল বা তারও আগে থেকেই প্রায় মাটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খান মাটি খুঁড়ে তুলে এদের নিজের হাতে লালন করলেন এবং মুসলমান জায়গীরদার জমিদারদের বাংলা থেকে উচ্ছেদ করে এদেরই রাজা জমিদার বানালেন। মুসলমান জমিদার-জায়গীররা অনেকেই অনুর্বর উড়িষ্যায় চলে গেলেন, জমিদারী হারিয়ে কেউ কেউ আবার একেবারে পথে এসে বসলেন। মুর্শিদকুলী খান তার নিজের হাতে লালন করা এই অমুসলমান চক্রটিকেই কালক্রমে এদেশের মূল ও নবাব-নির্মাতা শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু পরিণামটা করুণ হলো। নবাব মুর্শিদকুলী খানের ইন্তেকালের সাথে সাথেই এ চক্রটি মুর্শিদকুলী খানের প্রতি তাদের তামাম কৃতজ্ঞতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সুজাউদ্দীন খানকে তখ্‌তে এনে বসালেন। এরপর সুজাউদ্দীন খানের প্রতিও তাঁদের তামাম ভক্তি-আসক্তি ঐ একইভাবে পায়ে দলে এবং সুজাউদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে তাঁরা আবার আলীবর্দী খানকে এনে তখ্‌তে তুলে দিলেন। এই চক্রের সাহায্যে মসনদে আসার ফলে নবাব আলীবর্দী খানও সুজাউদ্দীন খানের মতোই এই বেড়াকলে পড়ে গেলেন। এঁরা আবার যে কোন সময় অন্য কাউকে এনে মসনদে বসাতে পারেন। এ চিন্তা না করে আলীবর্দী খান এঁদের উপরই নির্ভরশীল হলেন।

ফলে, একদিকে জবর দখল আর অন্যদিকে এই চক্রান্তকারী দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দরুণ যথেষ্ট যোগ্যতা নিয়েও নবাব আলীবর্দী খান এ মুলুকের অনেকের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারালেন। পরবর্তীকালে নিজেও অনেক অপ্রিয়কাজ করে নিজের অসহায়ত্ব আরো তিনি বাড়িয়ে তুললেন। সরফরাজ খানের আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বরদাস্ত করতে না চেয়ে তিনি উড়িষ্যা থেকে উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার ও সরফরাজ খানের

www.amarboi.org

ভগ্নিপতি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীকে সবংশে উৎখাত করতে গেলেন এবং এর ফলে মীর হাবিব, মারাঠা ও তামাম উড়িষ্যাবাসীদের বিপুল বিরোধ আহবান করে নিলেন। অন্যদিকে আফগানদের (যাদের তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং যাদের বলে গিরিয়ার যুদ্ধে জয়ী হলেন) ক্রমবর্ধমান শক্তি বরদাস্ত করতে না পেরে তাঁর প্রধান শক্তি আফগান সেনাপতি মুস্তফা খানকে তিনি বহিস্কার করলেন এবং বিপত্তি সন্দেহে অন্যান্য আফগান নেতাদেরও তিনি বহিস্কার বা হত্যা করে আফগানদেরও বাংলা থেকে উৎখাত করলেন। এতে করে বাংলা থেকে মুসলমান শক্তিটা প্রায় গোটাই বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং নবাব একমাত্র হিন্দু শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে রইলেন।

কিন্তু এ শক্তিও তাঁর পেছনে অধিককাল রইলোনা। অধিককাল তাঁর পেছনে থাকবে বলেও এ শক্তি তাঁর পেছনে আসেনি। বরাবরই তাঁরা আছেন তাঁদের তালে। কখন কার পেছনে থাকলে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য পথে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারবেন, সেই তালে। তার উপর আবার বিভিন্ন অপকর্ম ও বেধরক তহবিল তছরূপ করার দরুণ নবাব এ শক্তিকেও শাসন করতে এলেন। ব্যস পিরীতি ছুটে গেল। দুদিন পরে যে প্রেম হারাতেন, এর ফলে নবাব অতি সত্বর এঁদের সে প্রেম হারালেন। নবাবের সাথে প্রেমের বাঁধন ঢিলা করে দিয়ে তাঁরা ইংরেজদের সাথে প্রেমের বাঁধন শক্ত করতে লাগলেন।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ আর বর্ধমানের রাজার কয়েক কোটি সরকারী টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনা এমন অনেক ঘটনার একটি। জলসার নামে জগৎ শেঠের এই গোপন বৈঠক এমন অনেক বৈঠকের একটি। পরবর্তীতে এ কারণে এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দিতে হওয়ায় এবং অন্যান্যদের আরো কিছু তছরূফ ও অপকর্ম নিয়ে টানাটানি শুরু হওয়ায়, নবাবের এই হিন্দু শক্তি নবারের সাথে তাঁদের প্রেমের রশি একেবারেই গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর ইংরেজ কুঠিয়াল বড় বড় রাজা জমিদার ও নবাবের উচ্চ পর্যায়ের সভাসদ ও কর্মকর্তা, যারা ছিলেন প্রায় সাকুল্যেই অমুসলমান, তাঁদের নিয়ে তাঁরা জলসার নামে ঘন ঘন গোপন বৈঠক দিতে লাগলেন এবং এই হুকুমাতের বিনাশকল্পে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলতে লাগলেন।

সোহেল বেনের প্রেক্ষাপটে এই পরেরটুকু এই মুহূর্তে না এলেও, এটা তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন এবং জগৎশেঠ বাবুর এই জলসার অভিজ্ঞতা সহ পরবর্তীতে ক্রমেই তিনি তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার ভরে তুলতে লাগলেন।

www.amarboi.org

ব্যধির সাথে আধি আবার তাঁর তন্দ্রাবাঈ। কাজেই, শেঠ বাবুর এই জলসার প্রতি আকর্ষণ তাঁর আরো কিছুটা বেশী হলো।

চার

জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সুবিশাল গৃহের সামনে ভিড় জমে গেছে। জলসায় যোগদানকারী দূর-দূরান্তের কিছু কিছু অতিথি দুপুরের পর থেকেই আসা শুরু করেছেন। এতে করে জুড়িগাড়ি, পাল্‌কী, টাঙ্গা আর অশ্বের সাথে সহিস, পাল্‌কীবাহক ও টাঙ্গাওয়ালারা শেঠবাবুর মকান সংলগ্ন খোলা জায়গায় জট্‌লা করা শুরু করেছে। প্রাচীর ঘেরা মকানের বিশাল ফটক আজ প্রায় সারাদিনই খোলা। পাহারাদার সহ এক্ষণে অভ্যর্থনাকারী দল ফটকে দাঁড়িয়ে গেছেন। রাস্তার পাশে যানবাহন রেখে আমন্ত্রিত অতিথিরা ফটকের সামনে এলে অভ্যর্থনাকারীরা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এবং সমাদরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছেন।

আসছেন জৌলুশদার লেবাসের আমির-আমলারা, উদ্ভট পোষাকের কুঠিয়াল সাহেবেরা আর সুবিশাল ভুঁড়িওয়ালা শেঠ-বেনিয়া ও রাজা-জমিদার বাবুরা। এদের দেখার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই আশপাশের লোকজন ও পথচারীরা রাস্তার উপর ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু সুযোগ-সন্ধানী যুবকেরাও এসে এই ভিড়ে যোগ দিয়েছে এবং নানা কায়দায় ভেতরে ঢোকার তাল করছে। পাহারাদারদের তাড়া খেয়ে তারা আবার ফিরে আসছে আর শেঠবাড়ীর চাকর নফরদের সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করছে।

লোকজনের ভিড় দেখে রাস্তার ফলওয়ালা, ফুলওয়ালা ও সৌখেন দ্রব্যের ফেরিওয়ালারা এখানে এসে জড়ো হয়েছে। উপস্থিত লোকজন ছাড়াও, সাহেব সুবোদের কাছে তারা তাদের পণ্য নিয়ে হাজির হচ্ছে। অন্য কিছু বিক্রি তেমন না হলেও, আগত অতিথিদের কেউ কেউ ফুলের গুচ্ছ কিনছেন এবং শাহী চা'লে সেগুলো শুঁকতে শুঁকতে ফটকের দিকে এগুচ্ছেন।

সোহেল বেনেও এসে এই ফেরিওয়ালা দলের সাথে সামিল হয়েছেন। অন্যান্য ফেরিওয়ালাদের মতো তিনি ছুটাছুটি করছেন না। সুরমা আতর নিয়ে তিনি বিশিষ্ট মেহমানদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন এবং তাজিমের সাথে বলছেন-হুজুর, আমার কাছে কিছু উৎকৃষ্ট মানের খোশ্‌বু আছে।

সোহেল বেনের আতরটা ভালই বিক্রি হচ্ছে। যানবাহন থেকে নেমে সৌখিন আমির আমলারা অনেকেই আতরের শিশি কিনছেন। লেবাসে ও নাকে-মুখে

www.amarboi.org

আতর মাখতে মাখতে তাঁরা ফটকের দিকে যাচ্ছেন। ভুরভুর করে গন্ধ ছুটছে আতরের।

তা দেখে অনাগ্রহীরাও দুই এক শিশি ঝোঁকের মাথায় কিনছেন।

দু'একজন কুঠিয়ালও এ দিকে আকৃষ্ট হলো। জনৈক ইংরেজ কুঠিয়াল সোহেল বেনের কাছে এসে সপুলকে প্রশ্ন করলো-হোয়াট ইজ দিস্? উ-ও কোন চীজ আছে?

আতরের শিশি বাড়িয়ে ধরে সোহেল বললেন-সুগন্ধি আতর। বহুৎ উমদা খোশবু। থোড়া পরীক্ষা করে দেখুন সাহেব।

আতরের শিশি হাতে নিয়ে কুঠিয়াল সাহেবটি তখনই সেটা নাকে ধরলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সোল্লাসে বলে উঠলো– বাই জোব্! হোয়াট এ নাইস্ সেন্ট্! প্রাইস্, আইমিন ইস্‌কো ডাম কেটো?

ঃ খুবই সস্তা সাহেব। এই ছোট শিশিগুলোর এক একটার দাম এক আনা।

ঃ অন্‌লী ওয়ান এ্যানা? মাট্টর এক আনা ? ভেরিগুড। এই লে লো–

এক আনার একটি মুদ্রা, সোহেল বেনের বাক্সের উপর ফেলে দিয়ে সাহেবটি আতরের শিশি হাতে শিশ্ দিতে দিতে চলে গেল।

ভিড়টা প্রচণ্ড হলো এর একটু পরেই। বিহারী লালের দলবল এসে এখানে পৌঁছা মাত্রই ভিড় ঠেকানো দায় হয়ে গেল। কয়েক খানা পালকী ও টাঙ্গাযোগে বিহারীলালের শিল্পীর দল এখানে এসে থামতেই চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো এবং বিহারীলালের যানবাহন গুলি ঘিরে দাঁড়ালো। শুধু পথচারী আর বাইরের লোকই নয়, আগত মেহমানদের চালক, সহিস, বাহকেরা-সকলেই। অবস্থা এমন হলো যে, পুরুষ শিল্পীরা কোনমতে যানবাহন থেকে নামলেও, পালকী থেকে মহিলারা বেরুতেই পারলোনা।

বেগতিক দেখে লাঠি হাতে কয়েকজন দারোয়ান ছুটে এলো। তারা এসে তর্জন গর্জন শুরু করলে লোকজন কিছুটা ফাঁকে সরে গেল। ভিড়টা কেটে গেলে পাল্কী থেকে একে একে মহিলা শিল্পীরা নামতে লাগলেন। পরিচারিকা সহকারে লহরীবালা নামলে নিতান্তই একটা কম বয়সের ছেলে বকুল ফুলের মালা নিয়ে তার কাছে ছুটে এসে বললো– মালা নেবেন হুজুরাইন, মালা? টাটকা ফুলের মালা।

দারোয়ানরা তাড়া করতে আসতেই ছেলেটার আগ্রহ দেখে লহরীবালা স্মিতহাস্যে মালাটা হাতে নিলো। তা দেখে দারেয়ানরা নিবৃত্ত হলো। মালাটা শুঁকে দেখে লহরীবালা বললো দাম কত?

www.amarboi.org

ছেলেটা খুশী হয়ে বললো- এক পয়সা হুজুরাইন।

লহরীবালার ইংগিতে পরিচারিকাটি মালার দাম দিয়ে দিল। বামহাতের কব্জীতে মালাটা জড়িয়ে নিয়ে লহরীবালা হৃষ্টচিত্তে সামনের দিকে এগুলো। অতঃপর পাল্কী থেকে বেরিয়ে এলেন তন্দ্রাবাঈ ও রানুবালা। তন্দ্রার উপর নজর পড়তেই চারদিকের দর্শক কুলের নজর স্থির হয়ে গেল। তন্দ্রবাঈ লহরীবালাকে অনুসরণ করার উদ্যোগ করলেন। এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে সোহেল বেনে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। আতরের একটা শিশি বের করে তন্দ্রাবাঈকে বললেন– খোশবু লাগবে হুজুরাইন, খোশবু?

পাশ ফিরে চেয়েই তন্দ্রাবাঈ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহেল বেনেকে এখানে আর এইভাবে দেখবেন, এটা তিনি কল্পনাও করেননি। বাক হারিয়ে তিনি তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। পুলক বিস্ময়ে রানুবালা স্বগতোক্তি করলো- ওমা-সেকি! সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈয়ের একেবারেই কাছে এলেন। দারোয়ানরা তম্বি করে বলতে লাগলো- এই মিয়া, সরোসরো, উনাদের যেতে দাও–

দারোয়ানদের হাঁকে তন্দ্রাবাঈ সম্বিতে ফিরে পেলেন এবং অস্ফুটকণ্ঠে বললেন-তাজ্জব!

সোহেল বেনে মৃদুহেসে বললেন– এক শিশি আতর দেবো ?

তন্দ্রাবাঈ একইভাবে বললেন– আতর!

ঃ এ সব অনুষ্ঠানে আতর-সুরমার কদর তো অনেক।

ঃ বটে!

ঃ খোশবু নাকে গেলে দর্শকশ্রোতারা আপনার প্রতি আরো বেশী আকৃষ্ট হবেন। দিউয়ানা বনে যাবেন।

ঃ তার মানে?

ঃ আপনার বাজারদর হু-হু করে বেড়ে যাবে।

তন্দ্রার কর্ণমূল গরম হয়ে গেল। রানুবালা চাপাকণ্ঠে তন্দ্রাবাঈকে বললো- এক শিশি নিয়ে নে না? উনি এত করে সাধছেন–

তন্দ্রাবাঈ ক্রোধ ভরে বললেন- দরকার নেই। চলে এসো–

তন্দ্রাবাঈ সক্রোধে সামনের দিকে এগুলেন। তন্দ্রাবাঈ দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অন্যান্য মহিলারাও পাল্কী থেকে নেমে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তা দেখে বিহারীলাল যানবাহনের ওপার থেকে বললেন– কি হলো? তোমরা

www.amarboi.org

সব দাঁড়িয়ে গেলে কেন? ফটকের কাছে গিয়ে ঐ ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াও সবাই। একসাথে ভেতরে যাবো–

বিহারীলাল এদিকে এগিয়ে আসতেই তাঁর নজর এড়িয়ে সোহেল বেনে পুনরায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

অন্যকেউ পারুক না পারুক, পাহারাদারদের সাথে সোহেল বেনে ঠিকই খাতির জমিয়ে নিলেন। আতর-সুরমা বিলিয়ে তাদের সাথে তিনি মিতালী পাতিয়ে ফেললেন। এর বদৌলতে তিনি ফটকের ভেতরেও ঢুকলেন এবং জলসাটাও মোটামুটি দেখার মওকা পেলেন। বিশাল যে কক্ষটিতে জলসা শুরু হলো, সে কক্ষে অবশ্য ঢুকতে তিনি পারলেন না, তবে সেই কক্ষের চারপাশে পাহারারত পাহারাদারদের সাথে তিনি তার পাশের কক্ষে ঢুকলেন এবং বন্ধকরা দরজা-জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে জলসাটা মোটামুটি ভালভাবেই অবলোকন করতে লাগলেন।

প্রথম থেকেই জলসাটা জমজমাট ভাবে চলতে লাগলো। এটা একদম সপ্তমে চড়ে গেল লহরীবালা এসে যখন নৃত্য শুরু করলো। মেহের মুন্সীর পান্থশালায় গতকাল সোহেল বেনে মিছে শুনেন নি ঐ যুবকটির মুখে। নাচের নামে লহরীবালা ক্রমেই তার শরীরের যে কদর্য ভাঁজ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে ও যৌনোদ্দীপক কায়দা কসরত প্রদর্শন করা শুরু করলো, তা দেখে সোহেল বেনের কান-মুখ গরম হয়ে গেল। আড়ালে থেকেও তিনি চোখ ঢাকলেন শরমে। জলসাঘরের ভেতরের হালত্ তখন আর দেখে কে! উল্লাসে ও আনন্দে দর্শকেরা অধিকাংশই আওয়ারা বনে গেলেন। নৃত্যের তালে তালে তালি বাজিয়ে তাঁরা ঢলে ঢলে পড়তে লাগলেন। মাদ্রাজ কাউন্সিলের প্রতিনিধিও কাশিবাজারের কুঠিয়াল প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস "ওকেয়া ফ্যান্টাস্টিক! কেয়া চামিং!" বলে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে লহরীবালার তালে তালে ওখানে দাঁড়িয়েই নৃত্য শুরু করলো এবং "ওলাভ মাই লাভ, আই লাভ ইউ– লাভ ইউ-লাভ ইউ..." বলে গান ধরলো। গানের সাথে কিছুক্ষণ ইংরেজী কায়দায় নাচার পর হাসতে হাসতে সে আবার তার আসনের উপর গড়িয়ে পড়লো। লহরীবালার নৃত্য শেষে আবার সে উঠে দাঁড়ালো এবং পাতলা একটা সোনার মালা তার দিকে ছুড়ে দিয়ে উল্লাস ভরে বলে উঠলো-ও ডালিং, ফরগেট্ মী নট্।

www.amarboi.org

সাহেবের এই বদান্যতায় উপস্থিত দর্শকেরা বাহাবা-বাহাবা করতে লাগলো। ওয়াট্‌স্ সাহেবকে সালাম করে লহরীবালা মালাটা কুড়িয়ে নিলো এবং লীলায়িতভঙ্গিতে মঞ্চ থেকে চলে গেল।

এরপরে তন্দ্রাবাঈ এলেন। নতমস্তকে এসে তিনি সংযত হয়ে বসলেন এবং ধীরকণ্ঠে গান ধরলেন– "ইয়ে দুনিয়া কি দিন বড়ি তকলিফ কি দিন....."

যন্ত্রের মূর্ছনায় সঙ্গীত তার ক্রমেই ভাব গম্ভীর হয়ে উঠলো। কিন্তু লহরীবালার নৃত্যের পর ও আসরে তাঁর এই শালীন সঙ্গীত দর্শক শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারলোনা। সকলেই তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জনৈক কুঠিয়াল সশব্দেই বলে উঠলো– মাই গড্! কেয়া লাভ্‌লী ফেস্। বহুৎ উমদা সুরাত।

গান কিছুক্ষণ শোনার পরেই ওয়াট্‌স্ সাহেব বলে উঠলো- নেহি- নেহি, গানা নেহি। ডান্স, আই মিন, নাচ লাগাও। বিউটিফুল ফিগার। তুমহারা ডান্স বহুৎ মিঠা লাগেগা সাহেবকে সমর্থন দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো-হ্যাঁ হ্যাঁ, নাচ লাগাও, নাচ।

হৈ চৈ শুরু হলো। তন্দ্রবাঈ গান বন্ধ করলে বিহারী লাল মঞ্চে ছুটে এলেন এবং দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে করজোড়ে বললেন– এ শিল্পী নাচ জানে না, শুধু গান জানে। আপনারা দয়া করে তার গান শুনুন।

হৈ চৈ স্তিমিত হলো। ওয়াট্‌স্ সাহেব হতাশ কণ্ঠে বললো- হাউ স্যাড্!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তন্দ্রাবাঈ পুনরায় গান ধরলেন এবং কোন মতে গানটা শেষ করে উঠে গেলেন। এরপর নাচ এলো। নাচের তালে গান। কিন্তু আসরটা আর আগের মতো তত গরম হলোনা।

ইতিমধ্যেই সোহেল বেনে লক্ষ্য করলেন, ওয়াট্‌স্ সাহেব সহ দুই তিন জন কুঠিয়াল, কয়েকজন পদস্থ আমির আমলা আর কয়েকটা বড় বড় শেঠ বেনিয়া ও রাজা একে একে উঠে জগৎ শেঠ বাবুর মকানের ভেতরের দিকে চুপিসারে চলে গেলেন। জলসাটা ঢিমে তেতালায় গভীর রাত ত্‌ক চললো, কিন্তু তারা আর ফিরে এলেন না।

পাঁচ

বেলাটা পড়ে এসেছে। মকান থেকে কিছুদূরে রাস্তার পাশে নির্জন এক স্থান। সোহেল বেনে একা একাই এই নির্জন স্থানে বসেছিলেন। ঘেরা পদব্রজে এ পথে লোক চলাচলও কম। সোহেল বেনে বসে বসে

www.amarboi.org

ভাবছিলেন। এই সময় একটা টাঙ্গা তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। টাঙ্গাটা তাঁকে অতিক্রম করে যেতেই হঠাৎ টাঙ্গা থেকে মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ এলো-এই রোখো-রোখো-

টাঙ্গাটা থেমে গেল । সোহেল বেনে সবিস্ময়ে দেখলেন, টাঙ্গার আরোহী তন্দ্রাবাঈ ও উস্তাদজীর খান সামা ফজল খাঁ। বাইরে কোথাও থেকে তাঁরা বাড়ীতে ফিরে আসছেন। টাঙ্গাটা থেমে গেলে তন্দ্রাবাঈ টাঙ্গা থেকে নামলেন এবং সরাসরি সোহেল বেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চমকিত হয়ে সোহেল বেনে উঠে দাঁড়াতেই তন্দ্রাবাঈ আক্রমণের সুরে বললেন– কাল থেকে খবর করে মকানে আপনাকে পাচ্ছিনে। ভাবলাম, এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গেছেন বোধ হয়। কিন্তু এখন তো দেখছি এই শহরেই আছেন আপনি!

সোহেল বেনে সসম্ভ্রমে বললেন–জ্বি। গতকাল আমি মকানে ছিলাম না। আজ দুপুরে ফিরে এসেছি। কিন্তু কেন বলুনতো?

তন্দ্রাবাঈ উষ্মার সাথে বললেন– বলাটা এই পথের উপর না বললেই ভাল হতো। কিন্তু সে মওকা আপনি দিলে তো? আপনার পাত্তা করে সাধ্যি কার?

ঃ জ্বি?

ঃ এর অর্থ কি? মানে আপনার ঐ আচরণের অর্থ কি?

ঃ আমার আচরণ!

ঃ আপনি আমাকে ওভাবে অপমান করলেন কেন?

ঃ অপমান করলাম। কখন?

ঃ সেদিন ঐ শেঠ বাবুর মকানে? আমাকে ওভাবে অপমান করার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে?

ঃ আপনাকে অপমান করলাম মানে?

তন্দ্রাবাঈয়ের চোখের নজর কঠিন হলো। তিনি আরো শক্তকণ্ঠে বললেন– না বুঝার ভান করবেন না। শেঠবাবুর মকানের সামনে অত লোকের মাঝে আপনি গায়ে পড়ে অপমান করলেন আমাকে আর এখন তা ভুলে গেলেন?

ঃ অপমান তো করিনি। খোশ্‌বু লাগবে কিনা, মানে আপনি আতর নেবেন কিনা, আমি সেই কথা বলেছিলাম।

ঃ আপনার আতর আমি চেয়েছিলাম, না আমার কাছে ছাড়া আতর বেচার আর জায়গা আপনি পেলেন না?

www.amarboi.org

ঃ তাতে কি হয়েছে? অনেকেই আগ্রহভরে আমার আতর নিচ্ছে দেখে ভাবলাম, আপনিও হয়তো নিতে পারেন।

ঃ আমি আতর নিলে আপনার বাড়ী থেকেই তো হাঁড়ি খানেক নিতে পারতাম। ওখানে নেবো কেন? আমার কাছে আতর যাচাই করতে আপনি কোন উদ্দেশ্যে এলেন, তা কি আমি বুঝি নি?

ঃ উদ্দেশ্য!

ঃ আলবত উদ্দেশ্য। ওটা আপনার আতর বিক্রি করা নয়, আমাকে অপমান করাই ছিল আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ঃ বলেন কি!

ঃ আতর বিক্রি করারচ্ছলে আমাকে ধিক্কার দেয়ার জন্যেই আপনি ওখানে ওঁৎ পেতে ছিলেন।

ঃ ধিক্কার দেয়ার জন্যে?

ঃ আপনার মর্মদাহ চরিতার্থ করার জন্যে। আমার একাজ আপনি পছন্দ করেন না। দর্শক-শ্রোতারা আমার প্রতি আকৃষ্ট হোক, এটা আপনার অসহ্য। এই জ্বালা মেটানোর জন্যেই আপনি ঐ আচরণ করেছিলেন।

ঃ তাজ্জব!

ঃ আপনার ইংগিতটা কি ছিল? খোশবু নাকে লাগলে দর্শক শ্রোতারা আমার প্রতি আরো বেশী আকৃষ্ঠ হবে, তারা দিউয়ানা বনে যাবে, আমার বাজারদর হু-হু করে বেড়ে যাবে, আপনার এসব কথার নিগুঢ় অর্থ কি? এটা কি আপনার শ্লেষ নয়? আমার প্রতি একটা অন্তর্নিহিত ঘৃণার বসেই কি একথা আপনি বলেন নি?

ঃ ঘৃণা!

আপনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমি একটা বাজারের পণ্য, কেনা বেচার মাল। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে?

এর জবাবে সোহেল বেনে হালকা কণ্ঠে বললেন– আরে বাবা, আপনাদের কাজইতো হাজার জনকে আকৃষ্ঠ করা আর হাজার জনের মনোরঞ্জন করা। অর্থাৎ হাজারজনকে আনন্দ দেয়া। আপনাদের ঐ শিল্পী গোষ্ঠীর সকলেই লক্ষ্য এক আর অভিন্ন। আমার ঘৃণা বা সহ্যে-অসহ্যে কি এসে যায় আপনাদের।

ঃ হুঁ, এই তো আসল কথা বেড়িয়ে আসছে।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে অপেক্ষাকৃত শক্ত কণ্ঠে বললেন-- আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, দর্শক-শ্রোতাদের খুশী করাই আপনাদের কাজ? খুশী করতে না পারলে অনুষ্ঠান জমেনা আর আপনাদের কারবারও চলে না?

ঃ বটে!

ঃ আমার এটা অসহ্য হওয়ার প্রসঙ্গটা কোথায় আর কারণটাই বা কি?

ঃ দেখুন, আমি মেয়ে ছেলে। আপনাকে বুঝতে আর মোটেই আমার বাকী নেই। এটি আপনার ঈর্ষা।

ঃ ঈর্ষা!

ঃ ঈর্ষা আর মর্মদাহ। আমার প্রতি অন্যেরা আকৃষ্ট হোক, এটা আপনার না-পছন্দ।

ঃ আশ্চর্য! আমি একজন তুচ্ছ ফেরিওয়ালা। আপনি অনেক উপরের আর আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোক। আপনার প্রতি কে বা কারা আকৃষ্ঠ হলো, তা নিয়ে আমার ঈর্ষার ভিত্তিটা কোথায়? এমন এক উদ্ভট খেয়াল কি করে আপনার হলো?

ঃ খেয়াল আমার উদ্ভট নয় আর আপনিও আসলে ফেরিওয়ালা নন।

ঃ আমি তাহলে কি?

ঃ সে আপনি যে-ই হোন, বাদশাহ-ফকির, সাধু-অসাধু, যা-ই কিছু হোন আপনি, ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। যা কিছু শ্রদ্ধাবোধ আপনার প্রতি ছিল, তাও ফিঁকে হয়ে গেছে। আমার কথা হলো, পরিচয় আমাদের অতি সামান্য। এরই মধ্যে আপনি আমাকে নিয়ে এতটা মেতে উঠলেন কেন?

সোহেল বেনে রুষ্ট কণ্ঠে বললেন- কি বলছেন আপনি? মেতে উঠলাম মানে?

ঃ মেতে না উঠলে, আমাকে তিরস্কার করার কোন গরজই আপনার পড়তোনা। খোয়াবের মাঝেই আপনি আমাকে আপনার অধিকারের একটি কিছু ভেবে নিয়েছেন আর তার বলেই আপনি আমাকে শাসন করতে চাচ্ছেন। যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছেন আপনি আমাকে।

সোহেল বেনে বিব্রতভাবে বললেন-কি কাণ্ড! আপনার কথার মাথামুন্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঃ কিন্তু আপনাকে আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। ওখানে লহরীদিদি ছিলো, রানুদিদি ছিলো, আরো কয়েকজন তাজাতাজা নওজোয়ানী ছিল। তাদের কাছে না গিয়ে আপনি আতর বেচতে কেবল আমার কাছেই কেন এলেন

www.amarboi.org

আর আমার উপরই ঐভাবে ঝাল কেন ঝাড়লেন, তা কি আমি বুঝতে পারিনি মনে করেন?

ঃ কি বুঝতে পেরেছেন?

ঃ আপনার ঘাড়ে ভূৎ চেপেছে। আর সেই জন্যেই আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এলাম।

ঃ ভূৎ!

ঃ হ্যাঁ। ঝোঁকের মাথায় আপনি ভ্রান্ত পথে এগিয়েছেন। আর আপনি এগুবেন না।

ঃ অর্থাৎ

ঃ অনেকেই ওভাবে ঠকেছে। উস্তাদজীর কারণেই হোক আর যে কারণেই হোক, আপনার প্রতি আমার কিছুটা দুর্বলতা আছে বলেই আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি- এভাবে অনর্থক নিজেকে ঠকানোর চেষ্টা করবেন না।

সোহেল বেনে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন- কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

তন্দ্রাবাঈ নির্বিকার কণ্ঠে বললেন- আপনাকে আমার কিছুটা ভাল লেগেছে- এটা ঠিক। কিন্তু আপনি তার সুযোগ নেবেন, এটা হতে দেবোনা।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ ভাল লাগাই ভালবাসা নয়। এতেই আপনি এতদূর এগুবেন, এটা হতে দেয়া যায় না।

ঃ আপনি থামুন!

তন্দ্রাবাঈ সরোষে বললেন- সরল মানুষ পেয়ে উস্তাদজীকে ভুলিয়েছেন বলে এ কথা কখনোও ভাববেন না, ঐ কায়দায় আমাকেও ভোলাতে পারবেন আপনি। সোহেল বেনেকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তন্দ্রাবাঈ গট্ গট্ করে এসে টাঙ্গার উপর উঠে বসলেন এবং টাঙ্গা ওয়ালাকে নির্দেশ দিলেন-চালাও–

পরের দিন সকালে উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব তন্দ্রাবাঈ ও রানুবালাকে কিছু হিতোপদেশ দিচ্ছিলেন। সুর সাধনাকে আর শালীনতাকে একেবারেই অবমাননা করে লহরীবালার উৎকট নৃত্যপ্রীতি নিয়েই কথাটা উঠেছিল। শেঠ বাবুর জলসায় লহরীবালার নাচ দেখে ওয়াট্স্ সাহেব তাকে মালা ছুড়ে দিয়েছে আর তন্দ্রাবাঈ নাচেনি বলে তাকে কিছু দেয়নি, রানুবালা উস্ত াদজীকে এই খবর পরিবেশন করলে, কথাটা উঠে।

www.amarboi.org

লহরীবালা খতম হয়ে গেছে, বাজারের পণ্য হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার-এসব কথা বলার পর উস্তাদজী বলছিলেন, নাচের কথা থাক, আমার জগৎ সুরের জগৎ, সেই সম্বন্ধেই আবার তোমাদের কিছু কথা বলি। সুর-সঙ্গীত সাধনার জিনিস, পবিত্র জিনিস, পবিত্রতার বিকাশ ঘটানোর জিনিস। নিজের ইজ্জত, সম্মান ও ওজন জ্ঞান বজায় রেখে সুর সঙ্গীতের সাধনা যারা করেনা, তারা সুর সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়না আর তার ফলে তারা সুর সাধনার পবিত্রতম লক্ষ্যে কখনোও পৌছতে পারেনা। সঙ্গীত যদি শ্রোতার অন্তর বিশুদ্ধ করতে না পারে, বিগলিত করতে না পারে, সঙ্গীত যদি শ্রোতার অন্তরে কেবল কামনার ভাব উদ্রেক করে, তাহলে সে শিল্পীর অপমৃত্যু অবধারিত। শ্রোতার ঐ কামনার পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়ে ঘৃণ্য জীবন যাপনই তার একমাত্র পরিণাম। গানই বলো আর নাচই বলো, শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট না করে যে শিল্পী দর্শক শ্রোতাদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, দশের সামনে তাদের শিল্পচর্চায় না যাওয়াই উচিত।

এরই মাঝে আসকান মোল্লা এসে মলিন মুখে উস্তাদজীর সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখে উস্তাদজী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন-কি খবর মোল্লা সাহেব? আপনি হঠাৎ? না ডাকলে তো আপনি কখনো আসেন না?

আসকান মোল্লা ম্লানকণ্ঠে বললো- আমি বড় মুসিবতে পড়ে এসেছি হুজুর। যা হয় একটা ব্যবস্থা আপনি করুন।

সকলেই তার দিকে আকৃষ্ট হলেন। উস্তাদজী বললেন- মুসিবত মানে? কি হয়েছে?

ঃ আপনার ঐ হক সাহেব হুজুর, মানে আপনাদের ঐ সোহেল বেনে সাহেব। উনি হঠাৎ বিগড়ে গেছেন।

ঃ বিগড়ে গেছেন মানে?

ঃ কি যে হলো, কাল বিকেলে হাসিখুশী মানুষ বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন আর সন্ধ্যের সময় ফিরে এলেন পোড়াকাঠ হয়ে। চেহারা উসকো খুসকো, চোখ মুখ মলিন। কোথায় গেল সেই হাসিখুশী, একেবারে মন মরা আর কি-জবান বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায়, কিভাবে আর কোথায় যেন শক্ত একটা আঘাত লেগেছে দীলে তাঁর।

তন্দ্রাবাঈ অলক্ষ্যে সংকুচিত হয়ে গেলেন। উস্তাদজী বললেন- বলেন কি মোল্লা সাহেব? তারপর?

www.amarboi.org

ঃ সাধা সাধি করার পরও এক ফোঁটা পানিও মুখে দিলেন না। না-খেয়েই শুয়ে পড়লেন। ব্যস, যা হবার তাই হলো। রাতে এলো গায়ে জ্বর। এখনও সে জ্বর ছাড়েনি। এরই উপর জিদ ধরেছেন, এই শহরে তিনি আর থাকবেন না, আজকেই অন্যত্র চলে যাবেন।

ঃ সেকি!

ঃ জ্বর নিয়ে বেরুলেতো রাস্তাঘাটে বিপদ হতে পারে হুজুর। বিভুঁই বিপথে পড়ে মারা যেতে পারেন। অথচ কাল দুপুরেও বললেন, এই শহরেই অনেকদিন থাকবেন, অন্য কোথাও যাবেন না।

উস্তাদজী সমর্থন দিয়ে বললেন-হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাকেও তো সেই কথা বলেছিলেন। আবার হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হলো?

ঃ বলছেন, এখানে আর থাকার পরিবেশ নেই। এ মকানে থাকলে তিনি স্বস্তি মোটেই পাবেন না। সব সময়ই তাঁকে একটা অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হবে।

ঃ তারমানে! মকানে কি কারো সাথে গোলমাল হয়েছে তাঁর?

ঃ জ্বি'না হুজুর, মকানে কিছু হয়নি। বাইরে থেকেই উনি মনখারাপ করে এসেছেন। একদম কাহিল হয়ে এসেছেন্।

উস্তাদজী গম্ভীর হলেন এবং গম্ভীরকণ্ঠে বললেন- এই সব অত্যন্ত জ্ঞানী আর সৎ মহৎ লোকদের নিয়ে এখানেই বিপদ। কুড়োলের ঘা মারলেও এঁরা একটুও নুয়ে পড়েন না। কিন্তু দীলের কোন নরম জায়গায় একটা সূক্ষ্ম আঘাত লাগলেই এঁরা খতম। একদম বেকারার হয়ে যান।

ঃ সেই কথাই তো বলছি হুজুর। এমন বিগ্‌ড়ে গেছেন যে আর তিনি থামছেন না। আপনি একটু চলুন হুজুর। আপনি বললে হয়তো জিদ্‌টা তিনি ছাড়তেও পারেন। এখানে আর থাকবেন না, ভাল কথা, জ্বরটা ছাড়ুক, শরীরটা শক্ত হোক, তারপরে যেখানে ইচ্ছে যান। এই জ্বর নিয়ে তো তাঁকে যেতে দেয়া যায় না হুজুর?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেতো ঠিকই। আচ্ছা চলুনতো দেখি-

আসকান মোল্লার সাথে উস্তাদজী বেরিয়ে গেলেন। তন্দ্রাবাঈ তখন একদম বিমনা হয়ে গেছেন। নিঃশ্বাসটাও তাঁর ক্ষীণ হয়ে গেছে। উস্তাদজী বেরিয়ে গেলে রানুবালা বললো-হঠাৎ তাঁর কি হলো বলে তুই মনে করিসরে তন্দ্রা? কে তাকে আঘাত অপমান করতে পারে বলে তোর মনে হয়?

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ কোন জবাব দিলেন না। রানুবালা ফের অনুচ্চকণ্ঠে বললো-আচ্ছা, ঐ যে সেদিন এত সাধাসাধি করার পরও তাঁর আতর তুই নিলিনে, একদম গোস্বাভরে তাঁর কাছে থেকে তুই সরে গেলি, এটাতো দীলে তাঁর লাগেনি আবার?

তন্দ্রাবাঈকে তবুও নীরব দেখে রানুবালা সরবে বলে উঠলো-ওমা! তোর আবার হঠাৎ কি হলো? কথা বলছিসনে কেন?

তন্দ্রাবাঈ বিব্রতকণ্ঠে বললেন-আমি তার কি জানি? ক্ষিপ্রবেগে উঠে তন্দ্রাবাঈ সেখানে থেকে চলে গেলেন।

উস্তাদজীর নসিহতে কিছুটা কাজ হলো। শরীরটা পুরোপুরি সুস্থ হলে তবে তিনি অন্যত্র যাবেন, এই মর্মে সোহেল বেনে রাজী হলেন।

সোহেল বেনের জ্বরটাও মারাত্মক ছিল না। মানসিকভাবে বিব্রত থাকায় আর রাতে কিছু না খাওয়ায় ঘুমটা ব্যহত হয় আর সে কারণেই শেষ রাতে শরীরে তাঁর তাপ উঠে। এই তাপকেই আসকান মোল্লা ভয়ানক জ্বর বলে মনে করে। সকালে সে তাপটা অনেক খানি থাকলেও, দুপুরের মধ্যেই তা নেমে গেল। বিকেলে আবার তিনি আগের মতোই সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সুস্থভাবেই চলাফেরা করতে লাগলেন।

মাগরিবের নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার ইরাদায় তিনি সাঁঝের কিছু আগেই মকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। নামাজ অন্তে মকানে ফিরে এলে কাজের বেটি জয়তুন বিবি কথায় কথায় বললো- ঐ মেয়েটা আমায় ডেকে কথা বললেন বাপজান।

সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন-কোন মেয়েটি খালা?

ঃ এই যে আমাদের এই পাশের বাড়ীর খুবই সুন্দরী মেয়েটা। নিশ্চিত হতে না পেরে সোহেল বেনে ফের প্রশ্ন করলেন খুবই সুন্দরী মানে?

ঃ ঐ যে পরীর মতো দেখতে, ঐ মেয়েটা। গান বাজনা করে। তন্দ্রা না কি যেন নামটা।

ঃ কে, তন্দ্রাবাঈ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ মেয়েটা।

সোহেল বেনে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন-কেন, কি বলেন?

ঃ আপনার জ্বরটা ছেড়েছে কিনা, তাই জানতেন চাইলেন।

ঃ হুঁ।

www.amarboi.org

ঃ বললেন, "লোকটা শুনি খুবই নাকি জ্ঞানী, তবু এমন অজ্ঞান কেন? অসুস্থ শরীর নিয়ে ভিন এলাকায় গেলে আর অসুখটা সেখানে গিয়ে বেড়ে গেলে মুসিবতটাতো অন্য কারো হবে না, হবে তাঁর নিজেরই। জিদটাই কি বড় হলো?"

সোহেল বেনে পুনরায় গম্ভীরকণ্ঠে বললেন–হুঁ! সোহেল বেনেকে উৎসাহহীন দেখে জয়তুন বিবি আর কথা বাড়ালোনা।

ছয়

সোহেল বেনে সেই দিনই সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ শহর ছেড়ে অনত্র যাওয়া আর তাঁর হয়নি। কারণ, রাজধানীর বাজারই এখন তাঁর জন্যে গরম হচ্ছে দিন দিন। হালচাল পাল্টে যাচ্ছে দৈনিক। বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট। একটা দেখা শেষ না হতেই আর একটা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। সোহেল বেনে আগ্রহী এক দর্শক। সমঝদার দ্রষ্টা। এ সব ছেড়ে তাঁর কি আর অন্য কোথাও যাওয়ার অবকাশ আছে? তন্দ্রাবাঈ সামনে আছেন থাকুন। দিনমান মুগর ভাঁজুন দহলীজে বা দ্বারপ্রান্তে। ভ্রূক্ষেপ করতে যাচ্ছে কে? সোহেল বেনে সবেরা–শাম শহর চষে বেড়ান। রাতটুকুর জন্যেই যা মকানটার প্রয়োজন। তন্দ্রাবাঈ আর বিপত্তি কি তাঁর?

তবুও মন যেটুকু নড়বড়ে ছিল, রিসালদার আবদুর রশিদ সে টুকুও মজবুত করে দিলেন। এক অবসরে একদিন ভ্রমণরত সোহেল বেনেকে নদীর ধারে পেয়ে তিনি অভিযোগের সুরে বললেন-আরে এই যে দোস্ত, তুমি এখানে? নাঃ! তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না।

সালাম বিনিময় অন্তে সোহেল বেনে সহাস্যে বললেন-কেন দোস্ত, পারলে না কেন?

আবদুর রশিদ বললেন-এসো-এসো, আগে একটু বসি নির্জন নদীর পাড়ে, উভয়েই বসে পড়লেন। এরপর আবদুর রশিদ পুনরায় বললেন– এভাবে চললে আর কি করে পারি, বলো?

ঃ কি ভাবে ইয়ার?

ঃ সেরেফ আতর বেচেই বেড়াচ্ছো, না হালচালের খবর কিছু রাখছো?

ঃ কেন ইয়ার, তোমার এমন ধারণার হেতু!

www.amarboi.org

আবদুর রশিদ একটু ঠেশ, দিয়ে বললেন-আজকাল তো আবার নাচগানের প্রতি আকর্ষণ খুব বেড়ে গেছে তোমার! নাচনেওয়ালীদের কাছে আতর বেচার সখটাও পেয়ে বসেছে তোমাকে!

ঃ বটে!

ঃ এর উপর আবার কোন এক লহরীবালার নাচ তোমাকে পাগল করে দিয়েছে। তুমি তো এখন আওয়ারা।

ঃ খোয়াব দেখছো দোস্ত?

ঃ খোয়াব দেখবো কেন? তুমিই তো বলেছিলে। শেঠ বাবুর মকানে লহরীবালা নামের কোন এক নাচনেওয়ালীর নাচ দেখে তুমি নাকি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে? মাটি ধরে পড়েছিলে? পরের দিনই জার জার কণ্ঠে তুমিই তো ঐ সব কথা বললে?

সোহেল বেনে হাসি চেপে বললেন- ও আচ্ছা!

ঃ ঐ ঘোরেই আছো না হুঁশজ্ঞান কিছু ফিরেছে?

ঃ হুঁশজ্ঞান?

ঃ কয়েকদিন ধরে পাত্তা লাগানোর কোশেশ করছি, কিন্তু নাঃ! কোন জলসায় গিয়ে আবার বেহুশ হয়ে পড়ে আছো, তোমার পাত্তা পায় কে? ঐ সব সুন্দর সুন্দর মুখ আর ভাঁজ ভঙ্গির নাচ দেখলে অন্যদিকে নজর দেবে, সে ফুরসুৎ কোথায় তোমার?

ঃ তাই?

ঃ ঐ যে আবার কি বললে? রনু না রানু বালা কি গাইলে? 'আর যাবোনা ঐ যমুনায়'? বা-বা, খাশা!

সশব্দে হেসে উঠে সোহেল বেনে বললেন-সেরেছেরে! দেখে আমার যে হালতই হোক, তুমি যে শুনেই দেখছি তার চেয়েও অধিক বেহাল হয়ে গেছো!

ঃ কি বললে? আমি বেহাল হয়ে গেছি?

ঃ সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

ঃ আরে-আরে! তোমার কথাই আমি বলছি। আমি বেহাল হবো কেন?

সোহেল বেনে হাসি থামিয়ে বললেন-থাক দোস্ত, এসব খেজুড়ে আলাপ রাখো। এবার কাজের কথা বলো।

ঃ কাজের কথা?

ঃ তালাশ করছো কেন? কি খবর তাই বলো?

www.amarboi.org

আবদুর রশিদ বললেন- খবর আমি বলবো কি? বলবে তো তুমি।

ঃ আমি বলবো?

ঃ বলবেনা? অবস্থা যা দাঁড়ালো, এর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি- সেইটেই জানার জন্যে তালাশ করছি তোমাকে।

ঃ অবস্থা মানে?

ঃ দেওয়ান কিরাট চাঁদ ঝোলে-অম্বলে মোটামুটি চলন সই ছিলেন। হঠাৎ তিনি মারা যাওয়ায়, উমিচাদকে দেওয়ান বানালেন নবাব, এটাতো শুনেছো?

ঃ তা শুনবোনা কেন?

ঃ এটা কেমন হলো, মনে করছো?

ঃ কেমন আবার হবে? নাটকটা জমে উঠলো।

ঃ মানে?

ঃ বাঘের মাথায় গোস্তের ডালী পড়লো।

ঃ ব্যাখ্যা করো।

ঃ ব্যাখ্যা খুবই সহজ। কিরাট চাঁদের কিছুটা স্বজনপ্রীতি থাকলেও, সেটা তেমন উৎকট কিছু ছিলনা। রায় রায়ান আলম চাঁদের বেটা তো? অনুশোচনায় বাপকে আত্মহত্যা করতে দেখে কিছু ভাবান্তর তাঁর দীলে ছিল। কিন্তু এই উমিচাঁদ? উমিচাঁদ মহাশয়ের স্বজনপ্রীতি তো আছেই, তার উপর ইংরেজ-প্রীতির যে প্রবল বন্যা তাঁর দীলে বিদ্যমান, তা পরিমাপের অতীত। অনেক আগে থেকেই ইংরেজ বেনিয়াদের লেজুড়ের সাথে নিজেকে তিনি আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছেন। বাঘের সাথে ফেউ যেমন, সম্পর্কটা তেমনই।

ঃ দোস্ত!

ঃ উঠতে হুজুর, বসতে হুজুর। উমিচাঁদের উম্মিদটা ঐ ইংরেজেরা পূরণ করে দেবে, এ সমঝোতা অনেক দিনের।

ঃ বলো কি!

ঃ আমি কি আর গাঁজা খেয়ে গঞ্জে-মোকামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কার সাথে কার পিরীত, সে পিরীতের গভীরতা কতটুকু, কার কি মন-মতলব, এগুলোই যদি উদ্ধার করতে না পারলাম, তাহলে আর এই আতর বেচতে এলাম কেন?

ঃ তাজ্জব!

www.amarboi.org

ঃ নবাব তাঁকে দেওয়ান বানালেন এই হুকুমাতের খেদমতে। কিন্তু দেওয়ানটি যে তাঁর অনেক আগে থেকেই ইংরেজদের খেদমতে নিবেদিত প্রাণ, সে খবরটা নিলেন না! এইভাবেই ইংরেজ দমন করবেন তিনি?

ঃ দোস্ত!

ঃ কিছু হাড়কাঁটা ছুড়ে দিয়েই হোক, আর লাঠি দেখিয়েই হোক, মারাঠা বিপর্যয়টা ঠেকিয়ে দিয়েছেন বাংলার নবাব আলীবর্দী খান। বুদ্ধি ও বল খাটিয়ে যথেষ্টই জব্দ করেছেন তাদের। তারিফ পাওয়ারই কাজ এটা। এই ইংরেজেরা সেরেফ বিপর্যয় নয়, বাংলার জন্যে মহা বিপর্যয়। এটাকেও ঠেকানোর জন্যে তিনি যে খুবই আগ্রহী, অনেকেরই তা জানা। কিন্তু একি তার আনযাম? এইসব দুশমনের চেলা ঘাড়ে নিয়ে দুশমন ঠেকাবেন উনি?

ঃ হ্যাঁ দোস্ত, সেটা তো মস্তবড় কথা।

ঃ আমি ভাবি, বেছে বেছে নবাব কি কেবল এই সব স্বার্থপর লোকদেরই দেখতে পান? আর লোক কি খুঁজে পান না তিনি? সৎ আর দেশ প্রেমিক লোক? এই হুকুমাতের ভালাই যাঁরা চান, এমন লোক কি কেউ আর নেই এই মুলুকে?

রিসালদার আবদুর রশিদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– তেমন লোক আর দেখি কই দোস্ত? মুসলমান শক্তিটার তো অস্তিত্ব আর নেই বললেই চলে। তবু যা কিছু সৎ আর ঈমানদার লোক আছেন, বেশ কিছুই আছেন বলা যায়, তাঁরা থেকেও তো লাভ হচ্ছে না কিছু।

ঃ কেন?

ঃ একেবারেই কোণঠাশা করে রাখায় একদিকে তাঁরাও যেমন নবাবের উপর ক্ষাপপা, অন্যদিকে তেমনি আবার নবাবও তাঁদের বিশ্বাস করতে চান না।

ঃ কেন চান না?

ঃ যে কারণে সেই নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকেই এই মুসলমান শক্তিটাকে ক্রমে ক্রমে উৎখাত করা হলো? ভবিষ্যতে মুসিবত পয়দা করতে পারে, এই ভয়ে। মুসিবতের ঝুঁকি নিতে চান না তিনি।

ঃ বাঃ! বড় চমৎকার হিসাব। মুসিবত পয়দা করলে কেবল ঐ মুসলমানেরাই পয়দা করতে পারে, অন্য আর কেউ পারেনা?

ঃ না-মানে–

ঃ আরে দোস্ত, মসনদে বসলে মুসিবতের ভয় থাকবেই। ও ভয় করলে মসনদে বসা চলে না। আর সে মুসিবতটা মুসলমানেরাও পয়দা করতে

www.amarboi.org

পারে, অমুসলমানেরাও পয়দা করতে পারে। এ জন্যে কি কেবল স্বজাতিকেই ভয় করে স্বজাতিকেই সরাতে হবে?

আবদুর রশিদ উদাসকণ্ঠে বললেন- এর আর কি জবাব দেবো, বলো?

সোহেল বেনে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন- খালের ভয়ে ভীত হয়ে নবাব বাহাদুর ঝাঁপ দিয়ে দরিয়ার মধ্যে পড়ছেন। পড়ুন। বলার আর কি আছে? ঘুরে ফিরে অবস্থা যে ঐ একই রকম হবে, এটা আমি জানতাম। খামাখা তোমার তালে পড়ে অতীত তিক্ততাটাই বৃদ্ধি করতে এলাম আবার!

ঃ দোস্ত!

ঃ তোমরা নকরী করছো গরজে। পোষ্য পরিজন প্রতিপালনে উপার্জনের গরজ আছে, পদের লোভও আছে। এ সবের মাঝে তোমরা আছো, থাকো। আল্লাহর রহমে আমার ঘাড়ে তো ওসব বোঝা নেই। পদের লোভও নেই আমার। আমি কেন সাধ করে এই পঁচা লাশ টানতে এলাম, এই আফসোসই হচ্ছে এখন।

সোহেল বেনের মুখমন্ডল মলিন হয়ে গেল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষেই তিনি কোন লোভে বা পেটের দায়ে এই তকলিফ করতে আসেন নি। তিনি এসেছেন খানিকটা সখে, আর অর্ধেকটা এই হুকুমাতের ভালাইয়ের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

গিরিয়ার ময়দানে তাঁর পরিবারটা একেবারেই মিস্‌মার হয়ে গেল। তাঁর বাপচাচারা সবাই ছিলেন সেনাবিভাগের লোক আর মরহুম নবাব সরফরাজ খানের পক্ষের লোক। লড়াইয়ে তাঁরা শহিদ হলেন। সোহেল বেনের বয়স তখন চৌদ্দ কি পনের। বাপচাচারা শহিদ হলে, আম্মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে বাধ্য হয়েই তিনি রাতারাতি পূর্ববঙ্গের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তাঁর পিতা-মাতামহের আদি বাসে পালিয়ে যান। সোহেল বেনের আব্বা ছিলেন সামরিক বিভাগের এক উঁচু পর্যায়ের কর্মচারী। তার উপরও বড় কথা। জন্মগতভাবেই সোহেল বেনের আব্বা ছিলেন একজন দৌলতমান্দ ব্যক্তি। বিত্তশালী লোক। তাঁদের আদিবাসে তাঁদের ছিল পুরুষানুক্রমে প্রশস্ত এক জোতদারী। সোহেল বেনের আব্বা এলেম শিক্ষা করে এসে মুর্শিদাবাদের নবাবের সামরিক বিভাগে যোগ দেন এবং পুত্র পরিবার নিয়ে এখানেই বসতি স্থাপন করেন।

সোহেল বেনে বর্তমানে যে গৃহে বাস করছেন এই বিশাল গৃহটি সোহেল বেনের আব্বাই নির্মাণ করেন এবং এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে

www.amarboi.org

থাকেন। তাঁর মূল পরিবার আদিবাসে থাকলেও, কালক্রমে সোহেল বেনের এক চাচা ও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনও এসে মুর্শিদাবাদের নবাবের সামরিক বিভাগে যোগ দেন।

গিরিয়ার যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটার পর এই বিশাল গৃহ ও আসবাবপত্র ফেলে রেখে সোহেল বেনেরা পালিয়ে যান এবং নবাব আলীবর্দী খানের চেলা চাম্‌চেরা সে গৃহ দখল করে রাখে। নবাব হয়ে আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের সকলেরই মন জয় করার চেষ্টা করলেও, গিরিয়ার যুদ্ধের পরেপরেই এবং আলীবর্দী খান গিরিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছার আগেই। এদের সীমাহীন দৌরাত্ম্যে এমন অনেক পরিবারকেই সর্বস্ব ফেলে পলায়ন করতে হয় আর এই চেলা-চাম্‌চেরা তা দখল করে নেয়।

একজন পদস্থ সামরিক লোকের সন্তান হিসাবে সোহেল বেনেও সামরিক বিভাগে ঢোকার ইরাদায় সাধারণ এলেমের সাথে সাথে সামরিক এলেমও রপ্ত করতে থাকেন। সামরিক এলেম শিক্ষাকালে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে নবাব সহ অনেককেই চমৎকৃত করেন। তার ফলে, এই সময়ই তিনি অনেকের কাছে পরিচিত হন এবং কিছু দুশমনও পয়দা করেন। রাষ্ট্রীয় এক উৎসবে নবাব কিশোরদের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার আনযাম করেন। এই প্রতিযোগিতায় কয়েকজন সালারের সন্তান সোহেল বেনের হাতে শোচনীয়ভাবে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হন। এই সালারদের অনেকেই ছিলেন মতলববাজ ও গাদ্দার। এই হুকুমাতের স্বার্থের পরিপন্থী লোক। ফলে, এঁদের চোখে সোহেল বেনে তখনই চিহ্নিত হয়ে যান।

এই প্রতিযোগিতাতেই সোহেল বেনের পরিচয় ঘটে বর্তমানের এই রিসালদার আবদুর রশিদের সাথে। উভয়েই তখন কিশোর। এই প্রতিযোগিতায় সোহেল বেনে প্রথম ও আবদুর রশিদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়াও, তাঁরা একই স্থানের লোক। আবদুর রশিদের আব্বারও আদিবাস পূর্ববঙ্গের ঐ এলাকাতেই আর তিনি সোহেল বেনের বাপ চাচাদের নিকট প্রতিবেশী। আবদুর রশিদের আব্বা অপেক্ষাকৃত নীচু পর্যায়ের সামরিক লোক হলেও, সোহেল বেনের আব্বার সাথে তাঁর যথেষ্ট দোস্তী-দহরম ছিল। এক্ষণে সোহেল বেনে ও আবদুর রশিদের মধ্যেও দোস্তী স্থাপন হলো, আর তা দিনে দিনে গভীর হয়ে গেল।

গিরিয়ার যুদ্ধে ঘটনাচক্রে আবদুর রশিদের আব্বা ও সোহেল বেনের আব্বা-দুইজন দুইপক্ষে লড়লেন। আবদুর রশিদের আব্বা যে বাহিনীর লোক

www.amarboi.org

ছিলেন সেই বাহিনীর অধিনায়ক নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁকে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে লড়তে হলো। এঁদের দুইজনের আব্বাই গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হলেন। পক্ষের লোক হওয়ায়, আবদুর রশিদ সপরিবারে মুর্শিদাবাদেই রয়ে গেলেন এবং কিছুদিন পরে নবাবের সেনাবিভাগে নকরী পেলেন। বিপক্ষের লোক হওয়ায়, ওবায়দুল হক সোহেল (সোহেল বেনে) সর্বস্ব ফেলে পূর্ববঙ্গের ঐ প্রত্যন্ত এলাকায় পালিয়ে গেলেন আর সেই থেকে ওখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

কেটে গেল অনেকদিন। আট দশটা বছর। আবদুর রশিদ সেনা বিভাগে রিসালদারের পদে উঠলেন। সোহেল বেনে আরো কিছু এলেম শিক্ষা করে একজন বিশিষ্ট আলেম রূপে পরিচিত হলেন। পূর্ব পুরুষের বাসস্থানে এবাদতবন্দেগীর মাঝে তিনি বিভোর হয়ে রইলেন।

অনেক দিন পরে এই দুই দোস্তের মোলাকাত হলো আবার। এক ছুটিতে আবদুর রশিদ পিতৃপুরুষের আদিবাসে বেড়াতে এলেন। এখানে এসে তিনি সোহেল বেনেকে একেবারেই ভিন্ন এক মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করলেন। দেখলেন, সোহেল বেনের মধ্যে তার সেই চমকপ্রদ সামরিক শিক্ষার নামগন্ধও নেই। লেবাসে আচরণে তিনি এখন একেবারেই নিরীহ এক সুফী মানুষ। বিষয় বিত্ত দেখার ভার মাইনে করা লোকজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তরুণ এই সুফী এবাদত খানায় ঠাঁই করে নিয়েছেন এবং জেকের-আজ্‌কারের মধ্যে মসগুল হয়ে আছেন।

দীর্ঘদিন পরে দুই দোস্তের মোলাকাত হওয়ায় উভয়েই খুবই খুশী হলেন এবং যে কয়দিন আবদুর রশিদ এখানে থাকলেন, দুইদোস্ত অনুক্ষণ এক সাথে রইলেন। সোহেল বেনে একদিন কথায় কথায় মুর্শিদাবাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানতে চাইলে, আবদুর রশিদ মলিন কণ্ঠে বললেন-কি আর হবে দোস্ত? যা হবার তাই হচ্ছে।

সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন- কেমন?

আবদুর রশিদ বললেন- নবাব আলীবর্দী খান সাহেব যাদের পরামর্শে আর মদদে বাংলার মসনদে এলেন, তাঁরা এখন নজর তাঁদের অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ নবাব আলীবর্দী খানের প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তাঁদের। তারা এখন অন্য দোস্তের তালাশ করছেন।

www.amarboi.org

ঃ অন্য দোস্ত!

ঃ ইংরেজ বণিকেরা। এই বণিকদের সাথে অনেক আগে থেকেই একটা নরম গরম মিতালী তাঁরা স্থাপন করে আসছেন। দীর্ঘদিন ধরে নবাব মারাঠা আর আফগানদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই সুযোগে ইংরেজেরা তাদের শক্তি মজবুত করে নিচ্ছে আর তাঁরাও ইংরেজদের সাথে তাঁদের সেই মিতালী গরম করে তুলছেন। পুরোপুরি গরম হয়ে উঠলে, নবাব আলীবর্দী খানকেও ছেড়ে দিয়ে তাঁরা সরাসরি ঐ দিকে গড়িয়ে পড়বেন-এই আশংকা জোরদার হচ্ছে ক্রমেই।

ঃ সেকি!

ঃ এটাতো নতুন কিছু নয় দোস্ত। একজনকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে ধরা আর তার পেছনে মদদ যোগানোই এঁদের সনাতন স্বভাব। পরম হিতেষী মুর্শিদকুলী খানের স্বার্থ ফেলে সুজাউদ্দিন খান, সুজাউদ্দীন খানের স্বার্থ ফেলে আলীবর্দী খানের স্বার্থ এঁরা দেখেছেন। এখন আলীবর্দী খানকে ফেলে অন্যদিকে যাবেন। এটি আর বিচিত্র কি? তুমি তো এটা কিছুটা বুঝেই এসেছ?

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু ঐ বিদেশী ইংরেজদের সাথে দোস্তী করলে, ইংরেজেরাও তো এ মুলুকটা নিয়ে নিতে পারে?

ঃ মোটেই অসম্ভব নয়।

ঃ সেকি! অন্য কেউ মসনদে এলে এ মুলুকের আজাদীটা থাকতো। তাঁরা এলেও থাকবে। কিন্তু বিদেশী ইংরেজদের হাতে গেলে যে এদেশের স্বাধীনতাই চলে যাবে।

ঃ অবশ্যই যাবে।

ঃ তাতে তাঁদের লাভ?

আবদুর রশিদ ম্লান হাসি হেসে বললেন– ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলে ক্ষতিটা কি এমন? মুসলমান শাসনটাতো উৎখাত হবে। নিজেরা নিতে পারছেন না যখন, যে নেয় নিকগে।

ঃ কিন্তু এটাতো সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত কাজ হবে।

ঃ সেরেফ তাদেরই বা দোষ দেবো কেন দোস্ত? আসল ব্যধি ছেড়ে দিয়ে উপসর্গ নিয়ে টানাটানি করে ফায়দা নেই।

ঃ উপসর্গ।

www.amarboi.org

ঃ মুসলমান নামধারী অনেক গাদ্দারই ঐ তালে আছে। স্বার্থই তাদের সব। মুসলমান হয়ে মুসলমান শাসনটা উৎখাত করতে তাদের বিবেকে যদি না বাধে, অমুসলমানদের দোষ দিয়ে লাভ কি? তারা শুধু পথ ঘাটটা দেখিয়ে দেয় আর ভেড়ার কান মুষড়ে দেয়। কুঁদে তো মুসলমান নামধারী এই ভেড়ার দল আর চূড়ান্ত সর্বনাশটা এরাই সাধন করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোহেল বেনে বললেন– তাজ্জব! এই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে এখন?

ঃ না, পুরোপরি এ অবস্থা এখনও দাঁড়ায়নি। তবে আলামত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে এই আশংকাই দৃঢ় হচ্ছে ক্রমেই।

ঃ দোস্ত!

ঃ শক্তি বলতে এ মুলুকে এখন দুই শক্তিই প্রধান। একদিকে অমুসলমান শেঠ-বেনিয়া রাজা-জমিদার, অন্যদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইংরেজ বনিকেরা। মাঝখানে বৃদ্ধ নবাব এখন এক হালভাঙ্গা পালছেঁড়া কিস্তি। অবস্থাটা অনুমান করো?

সোহেল বেনে সখেদে বললেন-চমৎকার।

ঃ এই অমুসলমান শক্তিটা যদি নবাবের পেছনে মজবুত থাকে, তাহলে ইংরেজেরা কিছুই নয়। ফুৎকারে উড়ে যাবে। কিন্তু আলামত যা পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

ঃ হুঁ!

ঃ এর উপর আবার ঐ মারাঠা বর্গীরা। এই হুকুমাতটা এখন বড় অসহায় দোস্ত। কিছু ঈমানদার লোক এক্ষণে বড়ই প্রয়োজন।

ঃ বটে!

ঃ এখনও যে যেখানে হারিয়ে লুকিয়ে আছেন, তাঁরা যদি সামনে এগিয়ে না আসেন, তাহলে ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার।

ঃ সে লোক আর পাবে কোথায়?

ঃ ব্যাপকহারে পাওয়া যাবে না। তবে দু'চারজন যে যেখানে আছে, তাঁদের অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত। যার যেটুকু সাধ্য, তাই দিয়েই এই দুর্দিনে হুকুমাতটার খেদমত করা কর্তব্য।

ঃ অর্থাৎ?

www.amarboi.org

ঃ এই যেমন ধরো তুমি একজন। তেজী এক লড়াইয়া। অভিমান করে না থেকে তোমরা যদি এগিয়ে আসো, তাহলে তো অনেকটা শক্তি বাড়ে নবাবের। কথায় বলে, পিঁপড়ের বলও বল।

ঃ হুঁউ!

ঃ চলে এসোনা দোস্ত? এই হুকুমাতের নুন খেয়েই মানুষ হয়েছো একদিন। যেটুকু পারো এই হুকুমাতের খেদমত করে সেই নুনের দাম শোধ করোনা এসে?

ঃ বলো কি! আবার? আমি আবার যাবো ওখানে আর ঐ ফালতু কাজে?

ঃ ফালতু কাজ!

ঃ আমি যা নিয়ে আছি এখন, তার তুলনায় ওকাজ একদম ফালতু কাজ।

ঃ মানে?

ঃ এই যে এবাদত বন্দেগী নিয়ে আছি এখন, বেশ ভাল আছি। উত্তম কাজে আছি। আমার পরকালের কাজ হচ্ছে।

আবদুর রশিদ সবিস্ময়ে বললেন-বলো কি! ইহকালটা একদম ছেড়ে দিয়ে সেরেফ পরকাল নিয়ে বসে থাকাই উত্তম কাজ?

সোহেল বেনের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো। তিনি কপটজোশে বললেন- আরে, আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগী করার উপর আর উত্তম কাজ কি আছে?

ঃ আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগী বলতে কি কেবল চার দেয়ালের মধ্যে বসে থেকে তসবিহ টেপা আর জিকির করা। অন্য কাজ করলেও তো এই এবাদত-বন্দেগীটা আরো অনেক বেশী করা হয়। আল্লাহ তায়ালা অধিক খুশী হন।

ঃ কি রকম?

ঃ সেরেফ ঐ করলেই যদি আল্লাহ তায়ালা বেশী খুশী হতেন, তাহলে আমাদের রসূল করিম (সঃ) তো হেরাপবর্তের গুহায় বসে দিনরাত ঐ জিকির করেই কাটিয়ে দিতেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে এতগুলো যুদ্ধে শরিক হতেন না।

না বুঝার ভান করে সোহেল বেনে বললেন- অর্থাৎ?

ঃ তুমি আলেম মানুষ। তোমাকে আমার বোঝাতে হবে, এটা আমি ভাবিনি। আরে দোস্ত, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা আর হেফাজত করার জন্যে ঘরে বসে ঐ তসবিহ টেপার চেয়ে জেহাদ করার জরুরত আরো বেশী। দ্বীনই যদি

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠা বা হেফাজত না হলো, ইসলামের নাম নিশানাই যদি দেশ থেকে মুছে গেল, তাহলে আর এবাদত বন্দেগী করার মওকাটা তোমার কোথায়?

ঃ তারপর?

ঃ এই বাংলা মুকুল থেকে মুসলমানদের হুকুমাতটা যদি উৎখাত হয়ে যায়, এখানে যদি খৃষ্টান-নাসারা আর পৌত্তলিকদের হুকুমাত কায়েম হয়, তাহলে এদেশের মুসলমানেরা তাদের ঈমান আকিদা বজায় রাখতে পারবে, না নিশ্চিন্তে বসে এবাদত করতে পারবে?

ঃ তার মানে, তুমি কি বলতে চাও?

ঃ তোমার এই ইবাদতখানাই যদি ইসলামের দুশমনেরা এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, মসজিদ ভেঙ্গে দেয়, শতভাবে তোমার এবাদতের পথে বিঘ্ন পয়দা করে, অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তুমি তোমার এবাদত-বন্দেগী নিয়ে থাকবে কোথায় আর এবাদত-বন্দেগীটা করবে কি ভাবে?

সোহেল বেনে এবার ঈর্ষৎ হেসে বললেন-হুঁ, ঘা'টা তো চরম জায়গাতেই হানছো?

ঃ মানে?

ঃ আরে ইয়ার, তুমি যা বলছো তা কি আমি বুঝিনে? কোন কাজটা আল্লাহ তায়ালার অধিক পছন্দ, মুসলমানদের জন্যে কোন কাজটা সর্বাগ্রে করণীয় আর কোন কাজে এবাদতটা সবচেয়ে অধিক হয়, এই জ্ঞানই যদি না থাকবে আমার, তাহলে আর কিসের এত এলেম শিক্ষা করলাম দোস্ত?

ঃ তাহলে? তাহলে আর বুঝতে চাচ্ছো না কেন?

সোহেল বেনে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- তোমার টোপ গিলতে চাইনে বলে।

ঃ টোপ!

ঃ নবাবের নকরী করার কিছুমাত্র খায়েশ আমার নেই বলে।

ঃ তা যদি না থাকে, অন্যভাবেও তো এই হুকুমাতটার খেদমত তুমি করতে পারো। আর না হোক, তোমার মতো একজন জ্ঞানবান লোক আমাদের পাশে থাকলে, উৎসাহ আর সৎ পরামর্শ দিয়েও তুমি সাহায্য করতে পারো আমাদের। ওয়াজ-নসিহত করে এবং সৎ উপদেশ দিয়ে অন্যদেরও তুমি এই হুকমাতের খেদমত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারো।

ঃ সেটা না হয় ঐ মুর্শিদাবাদে থাকলে কিছুটা করতে পারতাম। এই সুদূর পূর্ববঙ্গে থেকে-

www.amarboi.org

কথা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই আবদুর রশিদ তড়িঘড়ি বললেন- এখানে থেকে কেন? তুমি ঐ মুর্শিদাবাদেই চলে এসো দোস্ত।

ঃ মুর্শিদাবাদে?

ঃ হ্যাঁ। তোমার বিশাল মকানটা বেহাত হয়ে পড়ে আছে। তুমি চলে এসো, একদিনের মধ্যেই জবরদখলকারীদের তোমার মকান থেকে নামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেবো।

ঃ সেই সাথে আমার মাথাটাও নামিয়ে দেয়ার ব্যবস্থাটা পোক্ত করে দেবে।

ঃ তার অর্থ?

ঃ তোমাদের প্রশাসনের যারা এখন তাবড়ো-তাবড়ো লোক, তারা প্রায় সবাই আমার দুশমন আর তাদের অনেকের কাছেই আমি একজন চিহ্নিত লোক। আমার আব্বার কারণে আমাদের পরিবারের উপর আক্রোশ তাদের অপরিসীম। গিরিয়ার যুদ্ধের পরেই যেভাবে আমাকে আর আমার পরিজনদের তালাশ করা হয়েছে, তাতে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে না এলে, জিন্দা আর কেউ আমরা থাকতাম না।

আবদুর রশিদ আশ্বাস দিয়ে বললেন- সে পরিবেশ আর নেই দোস্ত। নবাবের মতিগতি বিপরীত দেখে, সে সাহস তাদের ফুরিয়ে গেছে।

ঃ কিন্তু গোপন আক্রোশ আর দীলের জ্বালাটাতো ফুরিয়ে যায় নি। হিংসুকও তারা মাত্রাধিক। প্রকাশ্যে না পারুক, চিনতে পারলে গুপ্ত হত্যাই যে তারা করাবেনা, তা কি করে মনে করো?

আবদুর রশিদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন- তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু এতদিন পরেও কি তারা চিনতে পারবে তোমাকে? তোমার সেই কৈশোরের চেহারাটা কি আজ আর আছে যে চিনতে পারবে?

ঃ প্রকাশ্য পরিচয়ে বাড়ীর দখল নিতে গেলে চিনতে পারবেনা কেন? আমিই যে বাড়ীর মালিক, এটা নিশ্চিত না হলে বাড়ীর আমি দখল পাবো কি করে?

আবদুর রশিদ লা-জবাব হয়ে গেলেন। হতাশকণ্ঠে বললেন-দোস্ত!

সোহেল বেনে বলেই চললেন- একমাত্র ছদ্ম পরিচয়েই আমার ওখানে গিয়ে থাকা হয়তো সম্ভব, পরিচয় দিয়ে কখনই নয়।

পথ পেয়ে আবদুল রশিদ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন- তাহলে তাই করো দোস্ত! বাড়ী তোমার যেভাবেই হোক ফাঁকা করে দেবো। ছদ্ম পরিচয়ে এসেই তুমি থাকো। তাতে বরং আর একটা বড় কাজ হবে।

ঃ বড় কাজ মানে?

www.amarboi.org

ঃ ছদ্ম পরিচয়ে থাকলে অনেক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে তুমি আমাদের দিতে পারবে?

ঃ গোপন সংবাদ।

ঃ তুমি একজন নির্ভীক সৈনিক। দুঃসাহসী লোক। তোমার মতো লোকই এ কাজটা অনেক ভাল করতে পারবে।

ঃ অর্থাৎ গোয়েন্দা গিরি করতে বলছো আমাকে?

ঃ দোষ কি দোস্ত? একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা একটা হুকুমাতের যে উপকার করতে পারে, অনেক সময় দশজন সালারও এক সাথে তা পারেনা।

ঃ বটে! নবাবের গোয়েন্দার কি খুবই অভাব পড়েছে বলে মনে করো?

ঃ অভাব কিছুই পড়েনি। অনেক বেশি গোয়েন্দা নবাবের নকরীতে আছে। কিন্তু এদের মধ্যে বিশ্বস্ত ক'জন আছে, মতলব বাজেরা এদের তামামগুলোকেই খরিদ করে ফেলেছে কিনা, এ নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে।

ঃ তার অর্থ, গোয়েন্দা হিসাবে আমাকে তুমি তোমাদের নবাবের নকরী করতে বলছো?

ঃ না-না, নকরী তুমি করবেনা-সে কথা তো আগেই বলেছো। আর তোমার পরিচয় পেলে নবাবও তোমাকে গোয়েন্দার কাজে নেবেন বলে মোটেই মনে করিনে। তুমি বেসরকারী গোয়েন্দার কাজ করবে। যাকে বলে স্বেচ্ছাশ্রম, তাই তুমি দেবে।

ঃ সেটা আবার কি রকম?

ঃ খবর সংগ্রহ করে তুমি আমাদের জানাবে। আমরা জানাবো আমাদের উপরওয়ালাদের। এ নিয়ে নবাবের সাথে কথা বলবেন তাঁরাই। আমাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত সালার এমন কিছু গোয়েন্দার জরুরত বিশেষভাবে অনুভব করছেন। নবাবের গোয়েন্দাদের যে সমস্ত খবর নবাব বাহাদুর তাঁদের গেলাচ্ছেন, তাতে তাঁরা মোটেই তৃপ্ত হতে পারছেন না। বাইরের কিছু লোক এই হুকুমাতটার খেদমতে এই কাজটা করুক, এই তাঁদের ইচ্ছে। আমাদের কয়েকজনকে এমন লোক খুঁজতে তাঁরা বলেছেন।

ঃ আচ্ছা! তাঁদের চিন্তাভাবনাটা অবশ্য ভালই।

ঃ এসো দোস্ত, এই কাজটা তুমি এসে করো।

ঃ বটে!

ঃ তোমার তো আর পেটের ধান্দা নেই। তোমাদের মতো লোকদেরই এটা সাজে। কওমের খেদমতে এ কাজটা একটা মস্তবড় সওয়াবের কাজ দোস্ত!

www.amarboi.org

আরো অনেক কথা হলো এ নিয়ে। অনেক সমঝানোর পর সোহেল বেনে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। সাব্যস্ত হলো, তার একজন কর্মচারী গিয়ে তাঁর পক্ষে মকানটার দখল নেবে। সোহেল বেনে ঐ কর্মচারীর আশ্রিত লোক- এই ছদ্ম পরিচয়ে ঐ মকানে গিয়ে থাকবেন।

সেই লোক এই আসকান মোল্লা। বাড়ীর মালিক পক্ষের কর্মচারী হিসাবে আসকান মোল্লা এসে বাড়ীর দখল নিয়ে আছে। রিসালদার আবদুর রশিদ তাকে বাড়ীর মালিক পক্ষের কর্মচারী হিসাবে সনাক্ত করায়, আসকান মোল্লা নির্বিবাদেই বাড়ীর দখল পেয়েছে। সোহেল বেনে আতর সুরমা ইত্যাদির একজন ফেরিওয়ালা পরিচয়ে ঐ মকানেই আসকান মোল্লার আশ্রিত হিসাবে বসবাস করছেন এখন। একমাত্র উস্তাদ সিকান্দর আলী ছাড়া, বাইরের কেউ এ খবর জানেনা। উস্তাদজীর এক অসতর্ক মুহূর্তে তন্দ্রাবাঈ এ কথাটা শোনেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিতও তিনি নন, আর এটা মনে প্রাণে বিশ্বাসও তিনি করেন না।

নদীর নির্জন পাড়ে বসে রিসালদার আবদুর রশিদ ও সোহেল বেনে উমিচাঁদকে দেওয়ান নিয়োগ করা নিয়ে কথা বলতে বলতে সোহেল বেনে বিতৃষ্ণায় মনমরা হয়ে গেলেন এবং আবদুর রশিদের কথায় এই সংশোধনের অযোগ্য হুকুমাতের খেদমত করতে আসা তাঁর ঠিক হয়নি বলে আফসোস করতে লাগলেন। আবদুর রশিদ তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে অবশেষে বললেন– আরে দোস্ত, এতে এত ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? এই সব অবাঞ্ছিত কতকগুলো ঘটনা ঘটছে আর ঘটবে বলেই তোমাকে আমার আসতে বলা। নানা মুসিবত চারদিক থেকে আসছে, আরো আসবে। এগুলোকে সামাল দেয়ার কেশেশ করাই কাজ আমাদের। এখানে তোমার ভুমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সকল মতলব সফল হওয়ার আগেই ফাঁশ করে দিতে পারলে, মস্ত মস্ত লড়াই জেতার চেয়েও অনেক বেশী কাজ হবে।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকার পর সোহেল বেনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– কাজ কি হবে তা বলা কঠিন। বিশ্বস্ততার যত অভাব চারদিকে দেখছি, তাতে আমিই বা কয়টার খবর করতে পারবো, ভেবে কোন কুল কিনারা পাচ্ছিনে।

ঃ তাই বলে কি হতাশ হয়ে পালিয়ে যাবে?

www.amarboi.org

ঃ পালিয়ে যাওয়ার মওকা আর কোথায়? এসেই যখন পড়েছি আর জড়িয়েও গেছি, এর শেষটা না দেখে আর যাই কি করে?

ঃ তবে? কাজকে তুমি ভয় পাবে, এটা কি করে আমি বিশ্বাস করি?

ঃ ভয় আমি পাইনি দোস্ত। আমার শ্রমটা পন্ডশ্রম হয় কিনা, এই আশংকাই মাঝে মাঝে আমাকে পীড়া দেয়। তা যাক, অনেক সময় গেল। আমাকে এখন উঠতে হবে দোস্ত। খুব বেশীক্ষণ আর দেরী করা যাবে না।

ঃ কেন- কেন? তাড়া আছে নাকি?

ঃ হ্যাঁ, তাড়া তো আছেই।

ঃ কিসের এত তাড়া?

মুখে এবার হাসি টেনে সোহেল বেনে বললেন– কিসের? তুমিইতো বললে, নাচগানে আমাকে খুব পেয়ে বসেছে আজকাল? আমি নাচগানে যাবো।

ঃ নাচগান!

ঃ জলসা-জলসা।

ঃ জলসা! আবার জলসা কোথায়?

ঃ হুঁঃ! অন্যকে কেবল নছিহত করতেই শিখেছো, খবর কিছুই রাখোনা। জলসাটা ঐ নতুন দেওয়ান উমিচাঁদ বাবুর মকানে।

ঃ বলো কি!

ঃ এতবড় একটা পদ পেলেন উনি, এ নিয়ে কিছু আমোদ ফুর্তি হবে না?

ঃ আমোদ ফুর্তি।

ঃ আমোদ ফুর্তিই কেবল? এর অন্তরালে আর কি থাকতে পারে, সে দিকটা মাথায় তোমার খেলেনা? প্রাথমিক কিছু পথ নির্দেশ। গোপন একটা বৈঠক এই ফাঁকে হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ঃ তাই নাকি?

ঃ সেরেফ ফুর্তি ফার্তার জন্যেই ফুর্তির আনযাম করবেন তাঁরা, এটা কি কখনো ভাবা যায়?

ঃ না-না, কখনো তা যায় না।

ঃ তাই একটু যাবো ঐ দিকে। জলসায় কে কে যোগ দিচ্ছেন, এটা দেখতে না পেলেও অনেক খানি আন্দাজ করতে পারবো।

ঃ আচ্ছা!

www.amarboi.org

সোহেল বেনে পুনরায় হাসি মুখে বললেন- সেই সাথে নূপুরের ঝংকার আর মিঠে গলার গান যদি বাতাসে ভেসে এসেও কানে লাগে কিঞ্চিৎ, জিন্দেগী আমার সার্থক।

আবদুর রশিদও হেসে বললেন- ওরে আমার ইয়ার। ও ঘোরটা কাটেইনি তাহলে?

ঃ কাটছেনা দোস্ত। তাই ভাবছি, অচিরেই এই শহরটা আমাকে ছাড়তে হবে।

ঃ কেন দোস্ত?

ঃ নিদারুণ বদহজম। নাচনেওয়ালী আর গানেওয়ালীদের ঠাট ঠামক দেখে আমার বেজায় অরুচি ধরে গেছে ইয়ার। তাই কিছুদিন এই শহরে আর থাকবোনা ভাবছি।

আবদুর রশিদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন- সেকি! বাইরে আবার জরুরী কি কাজ বাধলো কোথায়?

ঃ কাজ তেমন জরুরী কিছু নয়। তবে বেশ কিছুদিন হলো দক্ষিণ দিকের আর কোনই খবর রাখিনে। তাই ভাবছি, কলিকাতার দিকে গিয়ে আবার কিছুদিন থেকে আসি।

ঃ সেকি কথা দোস্ত? এই সময় তুমি শহর ছাড়বে কেন? একটা না একটা উপসর্গ নিত্যি নতুন তৈয়ার হচ্ছে এখানে। নবাব বাহাদুরের শরীরটা ভেঙ্গে পড়ছে ক্রমেই। প্রায়ই এখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রাজধানীর বাতাস তাই গরম। এই সময় তুমি বাইরে যাবে মানে?

ঃ দোস্ত।

ঃ রাজধানীতেই এখন তোমার কাজ বেশী। জরুরী তাকিদ না থাকলে, আমার বিবেচনায় এই সময় তোমার রাজধানী ছাড়া উচিত নয়।

ঃ তাই?

ঃ আমি বলবো কি? তুমি কি সেটা বুঝোনা? তোমার জরুরতটা কোথায় বেশী, সেটা তো তুমিই ঠিক করবে?

সোহেল বেনে নিরুত্তর হয়ে গেলেন। রাজধানীতেই থাকাটা যে এখন তাঁর খুব প্রয়োজন, এটা তিনি নিজেও বোঝেন। তাই, একটা মেয়ের উপর বিতৃষ্ণার ফালতু ঐ কারণে তাঁর শহর ছাড়া চলবেনা, এ ব্যাপারে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন। তাঁর কঠোর কর্তব্যের সামনে তন্দ্রাবাঈ নামক ঐ এক পেশাদার গায়িকার বিপত্তি নিতান্তই নগণ্য।

www.amarboi.org

সোহেল বেনেকে নীরব দেখে আবদুর রশিদ ফের প্রশ্ন করলেন- কি হলো দোস্ত? চুপ মেরে গেলে যে? অনেক দিন ধরে তো কাশিমবাজার, হুগলী আর কলিকাতাতে থেকে এলে। ওদিকের খবর করার এখনও কি তোমার জরুরী কিছু বাকী আছে?

ঃ না দোস্ত। মোটামুটি যা জানার, জানা তা হয়ে গেছে। আপাততঃ আর জানার কিছু বাকী নেই।

ঃ বেশ। তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। এবার বলোতো শুনি কি বুঝে এলে ওদিকে গিয়ে?

ঃ সবই রমারম। বলার মতো বিশেষ কিছু থাকলে, ফিরে এসেই তা তোমাকে বলতাম।

ঃ ঐ রমারমটাই বলোনা শুনি। ইংরেজদের মতিগতি কেমন দেখে এলে?

ঃ আপাততঃ খামুশ! তবে তাদের লক্ষ্যে তো তারা বরাবরই স্থির। অনেকদিন থেকেই তারা তাদের লক্ষ্য পথে এগুচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে আগের চেয়ে গতি তাদের এখন প্রায় শম্বুকবৎ।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ নবাব বাহাদুর মারাঠাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় যে হারে তারা বেড়ে উঠেছিল, সে বাড়াটা এখন খুবই খাটো হয়ে গেছে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ নবাব অন্যদিকে ব্যস্ত থাকার সুযোগে কি না তারা করেছিল? দূর্গ নির্মাণ, পরিখা খনন, সৈন্য সমাবেশ, অস্ত্র আমদানী-মানে একদম এলাহী কারবার।

ঃ তারপর?

ঃ ত্রুটি তাঁর যা-ই থাক, এটা আমাদের মানতেই হবে যে, নবাব আলীবর্দী খান আসলেই একটা শার্দুল। মারাঠা আর আফগানদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে না হলে আর বয়সটা এতটা গড়িয়ে না গেলে, অনেক কিছুই করতে পারতেন তিনি। অন্ততঃ এই ইংরেজদের একদম ঠান্ডা করে দিতে পারতেন। তাদের লক্ষ্য মতলব তামামই ছুটে যেতো।

ঃ কি করে বুঝলে?

ঃ এত বিপত্তির মাঝেও যেটুকু তিনি করেছেন, তা থেকেই অনুমান করছি।

ঃ যথা?

ঃ বাঘের থাবা ঘাড়ে পড়ায় ইংরেজদের তৎপরতা শিথিল হয়ে গেছে। দূর্গ নির্মাণ বন্ধ হয়েছে, সৈন্য সমাবেশ স্থগিত হয়েছে, কুঠিতে কুঠিতে ফৌজ

www.amarboi.org

পাঠিয়ে দিয়ে নবাব তাদের দৌরাত্ম্য বিপুলাংশে হ্রাস করে দিয়েছেন। ওদিকে আবার, আরমেনিয়ানদের উপর হামলা করে ইংরেজরা আর্মেনিয়ানদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছিল, সে ক্ষয়ক্ষতি কড়ায়-গন্ডায় পূরণ করতে নবাব তাদের বাধ্য করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইংরেজরা এখন নিয়ম মেনে চলতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। নিদারুণ প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও যেটুকু তিনি করেছেন, তা বিস্ময়কর বৈকি?

ঃ হুঁ! তাহলে তুমি খুশী হয়েছো, বলো?

ঃ না, খুশী আমি হইনি। খুশী হওয়ার ব্যাপারও কিছু ঘটেনি। আমি নবাবের যোগ্যতার তারিফটুকু করছি মাত্র।

ঃ ঠিক বুঝলাম না দোস্ত।

ঃ যেটুকু তিনি করেছেন তা সাময়িক একটা প্রলোপমাত্র। কায়েমী কোন সমাধান এতে হয়নি। ইংরেজদের পরিকল্পনা আর লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে। আপাততঃ কিছুদিন ঝিমিয়ে পড়ে থাকলেও, তৎপরতা একেবারেই বন্ধ কখনো থাকেনি। বোধ করি, ইতিমধ্যে আবার বৃদ্ধি পাওয়াই শুরু করেছে।

ঃ কেন-কেন?

ঃ বাঃ! ওরা যে খুব একটা ধুরন্ধর জাতি, এটা তুমি বোঝোনা? বাতাস কখন কোন দিকে বয়, ওরা সেটা পরিমাপ করে চলে। বাতাস যখন প্রতিকূলে তখন তারা পাল গুটায়। যখন আবার অনুল দেখে, তখনই পাল তোলা শুরু করে। বাতাস তো এখন ক্রমেই তাদের অনুল বইতে শুরু করেছে।

ঃ ব্যাখ্যা করো দোস্ত।

ঃ আরে! নবাব বাহাদুরের তবিয়ত এখন খারাপ হচ্ছে দিন দিন। আত্মীয় পরিজন হারিয়ে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যয়ে আছেন। হেরেমেও তার অশান্তি। কারো সাথে কারো মিল নেই। বড় বড় সভাসদ, শেঠ-বেনিয়া আর রাজা-জমিদারদের সাথেও তাঁর পিরীতটা ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠছে। জগৎশেঠ বাবুরা ইতিমধ্যেই ইংরেজদের নিয়ে জলসা-আমোদ আর দোস্তী-দহরম শুরু করেছেন। ইংরেজেরা কি অন্ধ? এদিকে কি নজর নেই তাদের? তারা কি বুঝতে পারছেনা, নবাবের আর এই প্রশাসনের সাধ্য এখন শূন্যের দিকে এগুচ্ছে? আবার তারা তৎপর হবে না কেন?

আবদুর রশিদ হতাশকণ্ঠে বললেন-তা বটে। তোমার দৃষ্টি ভঙ্গিটা বড়ই বাস্ত ব দোস্ত।

www.amarboi.org

ঃ সালার মীরজাফর খান যদি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য হতেন, তাহলেও কিছুটা ভরসা ছিল। নবাবের তিনি ভগ্নিপতি। নিজের না হলেও নবাবের বৈমাত্রেয় বোনের স্বামী। পরিস্থিতি বা তিনি অনেক খানি সামলে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো আবার বিগ্‌ড়ে যান মাঝে মাঝে। মারাঠা যুদ্ধের সময় নাকি একবার দস্তুর মতোই বিগ্‌ড়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা উচ্চ আশাও পোষণ করেন, কিন্তু চিত্তটা বড়ই দুর্বল। অল্পতেই টপ্‌কে যান। কখন তাঁর কোন তাল, হয়তো নিজেই উনি জানেন না। ইংরেজেরা সব খবর রাখে।

ঃ দোস্ত্।

সোহেল বেনে চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন- ওহ্যো! আমার সময় বয়ে যাচ্ছে দোস্ত্। আমি উঠি-

ঃ মানে?

ঃ ঐ যে সুন্দর সুন্দর মুখ আর ভাঁজ-ভঙ্গির নাচ!

উভয়েই হেসে ফেললেন।

দেওয়ান উমিচাঁদের গৃহটা জন সমাগমে মুখর হয়ে উঠলো। অতিথিদের আগমন শুভেচ্ছাজ্ঞাপন, আহার-আপ্যায়ন এবং সব শেষে জলসা ঘরে গমন- ধারাবাহিক পর্যায়ে সম্পন্ন হতে লাগলো। অনুষ্ঠান শুরু হলো। নাচগান চলতে লাগলো। গড়িয়ে চললো রাত। এরই ফাঁকে এক সময় উমিচাঁদ বাবু অন্তঃপুরের গোপন এক প্রকোষ্ঠে গরম হয়ে উঠলো।

জলসা জলসার নিজ গতিতে চলতে লাগলো। জলসার আকর্ষণ ঢিলে হয়ে এলে এই প্রকোষ্ঠে এসে একে একে জমায়েত হতে লাগলেন উমিচাঁদ বাবুর বাছাই করা আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা। সকলেই নির্ভেজাল স্বগোত্রীয় লোক। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কোন ইংরেজ বা ভিনজাতীয় ব্যক্তি এর মধ্যে নেই। এলেন প্রবীন ব্যক্তিত্ব ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, জানকীরামের পুত্র রায় দুর্লভ রাম, ঢাকার দেওয়ান রাজ বল্লভ, বিহারের শাসক রাজনারায়ণ, মানিক চাঁদ সহ আরো কয়েকজন স্থানীয় কর্মকর্তা। উমিচাঁদ নিজে তো ছিলেনই, আরো এলেন বর্ধমানের রাজাসহ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজা জমিদার।

জমজমাট বৈঠক বসে গেলো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার পর শুরু হলো আক্ষেপ ও অভিযোগ এবং সেই সাথে গরম গরম বাৎচিৎ। আক্ষেপটা শুরু করলেন জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাবুই আগে। তিনি কথায় কথায় বললেন- তা যা-ই বলুন, প্রকৃতপক্ষেই আর সহ্য করা যায় না। নবাব

www.amarboi.org

শেষে আমাকেও বেঈজ্জত করে ছাড়লেন? এক রকম ঘাড় ধরে এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দিতে বাধ্য করলেন আমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের রাজা বাবুও বলে উঠলেন- আমিও-আমিও। ঐ অপমানের অংশিদার আমিও।

রায় দুর্লভরাম আক্ষেপ করে বললেন- শুধুই কি আপনারা? তছরূফ আর দুস্কর্মের ফালতু অজুহাতে আমাদের আরো কতজনকে নবাব হ্যাস্ত-ন্যাস্ত করে চলেছেন, সেদিকে একবার তাকান।

জগৎশেঠ বাবু বললেন- আমরাই তোমাকে গদিতে এনে বসালাম আর আমাদেরই নাকে তুমি দড়ি পরাতে চাও?

দেওয়ান রাজবল্লভ ইন্দন যুগিয়ে বললেন-সেরেফ দড়ি পরানো নয় দাদা, একদম পয়জারের তলে দাবিয়ে রাখতে চান।

শুনতে শুনতে দেওয়ান উমিচাঁদ ভারিক্কী চালে বললেন- একেই বলে, "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে"।

একজন জমিদার উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন– এর অর্থটা কি দাঁড়ালো দেওয়ান বাবু? জবাবে দেওয়ান উমিচাঁদ বললেন– যারা তোমার এখন একমাত্র সহায়, তাদের লেজে আগুন দিলে লেজ তো লেজ, তোমার মাথা বাঁচাবে কে?

রাজবল্লভ বাবু সকৌতুকে বললেন– কেউ নেই-কেউ নেই, আমরা ছাড়া আর তেমন কেউ নেই। অনেক অপেক্ষার পর ভগবানের কৃপায় বাংলার প্রশাসনটা আজ এই অবস্থায় এসেছে। অবশ্য, এ জন্যে আমাদেরও খাঠখড়ি কম পুড়াতে হয়নি।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বললেন– কাঠখড়ি কি বলছেন? এই অবস্থায় পৌঁছতে দীর্ঘদিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে আমাদের অনেককে। রায় রায়ান আলমচাঁদ দাদা আজ নেই। থাকলে সে সাক্ষ্য উনিই দিতেন। সুদীর্ঘ দিনের ত্যাগ তিতিক্ষার পর এই মুসলমান হুকুমাতটাকে এতদিনে আমরা আমাদের পুরোপুরী কব্জার মধ্যে পেয়েছি আর ঠেলেঠুলে এই কব্জার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরই অনুকম্পার উপর টিকে আছে এই শাসন। এর পরও কি গরম চোখ দেখবো তোমার?

ঃ কখনো না। এ হতেই পারে না।

ঃ 'আহা' বলতে আমরা ছাড়া পাশে আর তোমার কেউ নেই বললেই চলে। এটা জেনেও হুংকার ছাড়তে চাও তুমি?

www.amarboi.org

দেওয়ান উমিচাঁদ বললেন– ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দাদা, আস্তে আস্তে সব গরমই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য্য ধরুন চোরাবালীতে দাঁড়িয়ে যে যতই নড়বে, সে ততই মরবে।

রাজবল্লভ বাবু সরোষে বললেন- মরতেই হবে। আমাদের উৎপাত করে আরামে নবাবী করবেন উনি? নবাবী ছুটিয়ে দেয়ার পথ ধরবো না তাহলে? কুপোকাত করে ছাড়বো না?

অন্য একজন রাজা সংশয়ের সাথে বললেন- তা পারবেন তো বাবু?

ঃ কেন? এ প্রশ্ন করছেন কেন?

ঃ না-কথা হলো, অনেক ভেড়াগোছের নবাবদেরও আপনারা মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে সহজে কিছুই করতে পারেন নি। বৃদ্ধ হলেও, এটা কিন্তু বাঘ!

জবাব দিলেন ফতেচাঁদ জগৎশেঠ। তিনি সরোষে বললেন-আরে রাখেন আপনার বাঘ! এ বাঘ খাঁচাবন্দী বাঘ। লম্ফ ঝম্ফই সার।

ঃ শেঠবাবু।

ঃ ভেড়া হলেও পেছনে শক্ত সহায়ওয়ালা ভেড়া বাঘের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। বাঘ হলেও খাঁচাবন্দী অবস্থায় বাঘ ছাগের চেয়েও শক্তিহীন। এ বাঘকে পরোয়া কি?

অনেকেই সমর্থন দিয়ে বললেন-ঠিক-ঠিক।

উমিচাঁদ বাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন– এছাড়া, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"। তেমন কিছুই করতে হবেনা আমাদের।

মানিকচাঁদ বাবু প্রশ্ন করলেন-সে কে দাদা?

উমিচাঁদ বাবু রস দিয়ে বললেন- ইংরেজ-ইংরেজ। বাঘের বাপ ঘোষ।

অনেকেই সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে, দেওয়ান উমিচাঁদ ফের বললেন- নবাব সোজা পথে না এলে, বাঁকা পথ ধরতেই হবে আমাদের।

জগৎশেঠ বাবু যোগ দিয়ে বললেন- আর সেজন্যে এখন থেকেই পথ ঘাটগুলো খোলসা করে রাখার কাজে আমাদের সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সম্মিলিত সমর্থনে গোপন প্রকোষ্ঠটি গরম হয়ে উঠলো।

পরের দিন সকালে শিল্পীদলের অধিকারী বিহারীলাল বাবু রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। তাঁর শিল্পীদের নিয়ে তিনি এখন ফিরে যাবেন। শিল্পীদের তৈরী হতে বলে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ডাকহাঁক করে যানবাহনগুলি একত্র

www.amarboi.org

করতে লাগলেন। বিহারী লালের ব্যস্ততার এক ফাঁকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন সোহেল বেনে। বললেন-এই যে অধিকারী বাবু, খুবই ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে?

সোহেল বেনেকে এই সময় এখানে দেখে বিহারীলাল স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হলেন। বললেন- আরে একি! বেনে সাহেব যে! কেমন আছেন? ভাল আছেন? আপনি হঠাৎ এখানে?

উস্তাদজী সোহেল বেনেকে সম্মান করেন দেখে বিহারী লালও সোহেল বেনেকে সম্মান করেন। জ্ঞানীগুণী লোক ভাবেন, সেরেফ একজন ফেরিওয়ালা ভাবেন না। জবাবে সোহেল বেনে বললেন– এখানে মানে, এইদিকেই একটু এলাম। ঐ সামনের মহল্লায় যাবো। তা আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখছি যে?

ঃ ব্যস্ত? হ্যাঁ-হ্যাঁ, শিল্পীদের নিয়ে এখন ফিরে যাবো তো? এই সব পালকীওয়ালা টাঙ্গওয়ালাদের সকাল সকাল এসে এখানে জমায়েত হতে বলেছি, কিন্তু ব্যাটাদের সে হুঁশই নেই। কে কোথায় কোনখানে গাঁজা টেনে পড়ে আছে, হাঁকতে হাঁকতে গলাটা আমার কাঠ হয়ে গেল।

ঃ আজই চলে যাচ্ছেন? মানে, জলসাটা একদিনেই শেষ হয়ে গেল?

ঃ হ্যাঁ, একদিনেই। অবশ্য দুইদিনও হতে পারে- এরকম কথা কিছুটা ছিল। কিন্তু দূর-দূরান্তের রাজা জমিদার বাবুরা কেউ থাকলেন না বলে দেওয়ান বাবু দুইদিনের দিকে আর গেলেন না, একদিনেই শেষ করে দিলেন।

ঃ ও আচ্ছা! জলসাটা জমলো এবার কেমন?

বিহারী লালের মুখখানা ভারী হলো। তিনি বিষন্নকণ্ঠে বললেন- না সাহেব, জলসা তেমন জমেনি।

ঃ কেন-কেন? সব জলসাই তো খুবই জমে আপনার। জিয়াদা তারিফ পান।

বিহারীলাল আরো অধিক ম্লানকণ্ঠে বললেন- জিয়াদা তারিফ? বরং বলতে পারেন, এবার জিয়াদা তিরস্কারই কুড়িয়ে নিলাম।

সোহেল বেনে সবিস্ময়ে বললেন-সেকি!

বিহারীলাল বললেন- যেখানে যেমন চলে সেখানে তেমনটির যোগান দিতে হবে তো? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে না পারলে, জলসা কখনো জমেনা। সে ব্যবস্থা নিতে পারলাম না।

ঃ কেন, পারলেন না কেন?

ঃ ঐ তন্দ্রাবাঈয়ের কারণে। ওবেটি না আসায়, জলসাটাই পণ্ড হয়ে গেল।

www.amarboi.org

ঃ সে কি! তন্দ্রাবাঈ আসেন নি?

ঃ না। সাধাসাধি করার পরও এলোনা।

ঃ কারণ?

ঃ খেয়াল-খেয়াল। জলসাতে আর গাইবেনা।

ঃ তাজ্জব! কোন জলসাতেই গাইবেন না?

ঃ তা কি করে বলবো? ওদের মনের খবর আমি পাই কি করে? এটাতে আসেনি, এই হলো কথা।

ঃ ও। তা একটা শিল্পীর জন্যেই জলসা আপনার পণ্ড হলো?

ঃ হবেনা? ওর গানের চাহিদাই ছিল এ আসরে জোরদার। ঐ যে বললাম, যেখানে যা চলে? এ আসরের সবাই ছিলেন জ্ঞানীগুণী আর ভারীভার্জন মানুষ। রুচিশীল শ্রোতা। ঐ সব উচ্ছৃঙ্খল ফিরিঙ্গী আর তরলমতি আমির আমলা কেউ ছিলেন না। লহরীবালা গিয়ে নাচ শুরু করলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আর ধিক্কার ধমক দিয়ে নাচ বন্ধ করে দেয়ালেন। সবাই রুচিশীল গান শুনতে চান।

ঃ বলেন কি?

ঃ তন্দ্রাবাঈয়ের গান এর আগে অনেকেই শুনেছেন আর মুগ্ধও হয়েছেন। শেঠবাবুর আসরেও সেবার তন্দ্রাবাঈয়ের গান এঁদের খুব ভাল লাগে। ইংরেজ কুঠিয়াল আর উচ্ছৃঙ্খল শ্রোতাদের উৎপাতে তন্দ্রাবাঈয়ের গান এঁদের ভাল করে শোনা হয়নি। আজ সবাই আওয়াজ তুললেন-এই সব বাজে নাচ বাদ দিয়ে তন্দ্রাবাঈকে পাঠাও। আমরা তন্দ্রাবাঈয়ের গান শুনবো। কয়েকখানা সুন্দর সুন্দর ভাবগম্ভীর গান সে আমাদের শুনিয়ে যাক।

ঃ আচ্ছা।

ঃ তন্দ্রাবাঈকে কোথা থেকে পাঠাবো? সে থাকলে তো?

ঃ তারপর?

ঃ যা হবার তাই হলো। তন্দ্রাবাঈ আসরে না আসায় শ্রোতাদের দুর্বার চাহিদার মুখে রাজবল্লভ বাবু নিজে উঠে তন্দ্রাবাঈয়ের খোঁজ নিতে এলেন।

ঃ বলেন কি! তারপর কি হলো?

ঃ তন্দ্রাবাঈ জলসায় আসেনি শুনে তিনি নাখোশ হলেন। এরপর যখন শুনলেন, কোন অসুখ বিসুখের কারণে নয়, তন্দ্রা আর জলসায় গান গাইবে না বলে অসেনি, তখন একদম ক্ষেপে গেলেন। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন,

www.amarboi.org

"গান গাইবেনা মানে? জলসায় গাইবে নাতো কি নেকাব এঁটে হেরেমে বসে থাকবে? এত খরচপাতি করে তাকে যে কাজের জন্যে তৈয়ার করা হলো, সে কাজ সে করবেনা বললেই আমরা তা মেনে নিলাম?

ঃ তারপর?

ঃ উনি রাগ করে চলে গেলেন। এরপর আসরটা আর জমিয়ে তুলতেই পারলাম না। হোমরা চোমরা লোকের সবাই একে একে উঠে দেওয়ান বাবুর অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

ঃ অন্দরের দিকে? আর তাঁরা ফিরেন নি?

ঃ তাই ফিরেননি তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন যে?

ঃ ও।

ঃ তন্দ্রার আজগুবী এই খেয়ালের জন্যে আসরটাই মারা গেল। "আমার ভাল লাগেনা, এ কাজ আর করবোনা"- এমনই সব তার কথাবার্তা। আরে বাবা, তুমি রাজ কন্যা, না শাহজাদী যে, তুমি যা চাইবে তাই হবে? পরের ঘরে পরের অনুগ্রহে মানুষ হয়েছো, নিজের মর্জির মাফিক চলতে চাও কোনজ্ঞানে? যাঁদের দয়ায় তুমি এই পর্যায়ে এসেছো, তাঁরা চান, তুমি নাচগান করো, আর তুমি তা 'না' করবে? যত্তসব! হুঁঃ!

বলেই বিহারীলাল পাশ ফিরে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন-আরে ও চেরাগ আলী মিয়া? এখনোও তুমি টাঙ্গাতে ঘোড়া জুড়োনি? জলদি করো- জলদি করো-। আমি যাই বেনে সাহেব, অন্য সময় কথা বলবো-

বিহারী লাল ব্যস্তভাবে টাঙ্গার দিকে ছুটলেন।

উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব, বাড়ীতে ছিলেন না। ফিরে এসে তন্দ্রাবাঈ জলসায় যায়নি শুনে, তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। তন্দ্রাবাঈকে জিজ্ঞাসা করলে, তন্দ্রাবাঈ তাঁকে জানিয়ে ছিলেন, শিল্পকে পণ্য করতে মন তাঁর চায় না। তবু তাঁর অভিভাবকেরা অর্থাৎ রাজবল্লভ বাবুরা না ছাড়লে, তাঁদের নির্দেশক্রমে সৌখিন শিল্পী হিসাবে কিছু জলসায় নিশ্চয়ই তিনি যাবেন। কিন্তু এবাড়ীতে সেবাড়ীতে যখন যেখানে জলসা বসবে, সেখানেই তাঁকে পেশাদার শিল্পীদের সাথে দৌড়াতে হবে, এতে তিনি নারাজ। কথাটা ভাল লাগায় উস্তাদজী আর প্রশ্ন করেননি।

এক্ষণে রানুবালা ফিরে এসে রাজবল্লভ বাবুর গোস্বার কথা তন্দ্রাবাঈকে জানালে, তন্দ্রাবাঈ এ নিয়ে কোন কথা বললেন না। রানুবালা তবু পীড়াপীড়ি করলে, তন্দ্রাবাঈ উষ্ণকণ্ঠে বললেন- তো কি হয়েছে দিদি? আমি

www.amarboi.org

কি তাঁদের অবাধ্য হয়েছি? এ নিয়ে এত ভাবছো কেন? জলসায় আমার যাওয়াটা যদি এতটাই অপরিহার্য ছিল, তাহলে সে কথা তাঁরা আমাকে জানিয়ে দিলেই পারতেন? সব জলসাতেই আমাকে যেতে হবে, এমন কি কোন চুক্তি আছে?

উস্মার সাথে তন্দ্রাবাঈ সেখানে থেকে সরে এলেন এবং দহলীজের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সেরেফ লাগালাগিই নয়, মুখোমুখী দুইবাড়ি। এই সময় সোহেল বেনের কাজের বেটি জয়তুন বিবি বাড়ীর বাইরে এসেছিলেন। তন্দ্রাবাঈকে শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়তুন বিবি একটু এগিয়ে এসে সস্নেহে প্রশ্ন করলো- কি হয়েছে মা? আপনাকে এত মনমরা লাগছে কেন?

এর কোন জবাব না দিয়ে তন্দ্রাবাঈ তখনই আবার ভেতরে চলে গেলেন। সরলদীলের জয়তুন বিবি এতে ব্যথিত হলো। সে ক্ষুন্নকণ্ঠে স্বগতোক্তি করলো-কি জানি বাপু! এইসব গান বাজনা করা মেয়েদের চালচলন কিছু বুঝিনে। এদের মেজাজ বুঝা ভার।

উস্তাদজীর মকানে সোহেল বেনে আর প্রায় যাননা বললেই চলে। অবশ্য সময়ও তাঁর কম। উস্তাদজীর সাথে তাঁর বাইরেই মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়। দু'চারটে সৌজন্য মূলক কথাবার্তা ওখানেই তিনি সেরে নেন।

সকালে বেরিয়ে গিয়ে সোহেল বেনে সন্ধ্যা বেলায় মকানে ফিরে আসেন। কোন দিন বা শেষ বেলায়। কোন কোন দিন অনেক খানি রাতও হয়। কোনদিন আবার ফেরেনওনা। কিছুই ঠিক নেই। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান প্রায় নির্ধারিত সময়েই। প্রতিদিন সকালে। সকালেই পাক চড়ে। গরম গরম দু'মুঠো মুখে দিয়ে তিনি বেলা উঠার সাথে সাথেই বেড়িয়ে যান। একহাতে আতর-সুরমার হাতলওয়ালা বাক্স, অন্যহাতে পাকা বাঁশের বড়ো সড়ো এক লাঠি। মাথায় সফেদ উষ্ণতীষ, দব্‌দবে উজ্জ্বল মুখ মন্ডলে এক মুখ কাঁচা দাড়ি। যেন তরুণ এক কাবুলীওয়ালা। চেহারা তাঁর অনেকেরই মন কাড়ে।

মকানে এই যাতায়াতের মাঝে সোহেল বেনে অনেক বারই সামনে পড়েছেন তন্দ্রাবাঈয়ের। মুখোমুখিও হয়েছেন। কিন্তু কোন দিনই আর চোখ তুলে তাকান নি। মাটির দিকে নজর রেখে তিনি আপন মনে চলে গেছেন। প্রথম প্রথম দু'একদিন তন্দ্রাবাঈ কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোহেল

www.amarboi.org

বেনেকে একেবারেই নির্লিপ্ত দেখে, তিনি গোস্বাভরেই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন।

তন্দ্রাবাঈ যেদিন জয়তুন বিবির প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তাকে উপেক্ষা করে চলে গেলেন, তার পরের দিন সোহেল বেনে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় বাড়ীতেই ছিলেন। উস্তাদজীর মকানে তিনি বহুদিন যাননি দেখে, উস্তাদজী সেদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। খানসামা ফজল খাঁ তাঁকে ডাকতে এলে সোহেল বেনে ইতস্ততঃ করে প্রশ্ন করলেন- মকানে এখন কে কে আছেন তোমাদের? ফজল খাঁ বললো- ছিলেন অনেকেই। বিহারী লাল বাবুর সাথে কি এক কাজে তন্দ্রামাইজী সহকারে আরো কয়েকজন এইমাত্র বাইরে বেরিয়ে গেলেন। থাকার মধ্যে এখন উস্তাদজী, আমি, রানুবালা মাইজী আর ঐ কাজের বেটিটা আছে। সোহেল বেনে আশ্বস্ত হলেন। নিঃসংকোচে গিয়ে তিনি উস্তাদজীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প-আলাপ করলেন। এরপর বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালে সৌজন্যের খাতিরে সোহেল বেনেকে এগিয়ে দিতে রানুবালা তাঁর সাথে দহলীজ পর্যন্ত এলেন। তাঁরা দহলীজে এসে হাজির হতেই, বাইরে থেকে ফিরে এসে তন্দ্রাবাঈ ব্যস্ত পদে দহলীজে ঢুকলেন আর সোহেল বেনের মুখোমুখি হয়ে গেলেন।

তন্দ্রাবাঈ কোন কথা বললেন না। সোহেল বেনে ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। রানুবালা সামনে আছে। এ অবস্থায় তিনিও কিছু না বলে চলে এলে, ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু হয়ে যায়। অনর্থক রানুবালার কৌতুহল পয়দা করা হয়। তাই বাধ্য হয়েই সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈকে হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন- আরে এই যে, কেমন আছেন? কোত্থেকে ফিরছেন?

অল্প একটু চোখ তুলে চেয়েই তন্দ্রাবাঈ হন হন করে ভেতরের কক্ষে চলে গেলেন। সোহেল বেনের প্রশ্নের কোনই জবাব দিলেন না। সোহেল বেনে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। রানুবালাও হকচকিয়ে গেল। ব্যাপারটা সামলে নেয়ার ইরাদায় রানুবালা সোহেল বেনেকে তাৎক্ষণিকভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললো- কিছু মনে নেবেন না সাহেব। ও ঐ রকমই। মাঝে মাঝেই তার কি যেন হয়।

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ এলো ভেতর থেকে। ভেতরের কক্ষ থেকে তন্দ্রাবাঈ সঙ্গে সঙ্গে বললেন- আমি কি রকম, আর মাঝে মাঝেই আমার কি হয়, তোমাকে তো সে ব্যাখ্যা কারো কাছে করতে বলিনি দিদি? উনি আমাকে গণ্য করেন না, আমিও উনাকে গণ্য করিনে। এর পরে কথা কি?

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈয়ের আর কোন সাড়া পাওয়া গেলনা।

বাংলার নবাব আলীবর্দী খান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি শয্যায় শায়িত আছেন। তাঁর পরম স্নেহের দৌহিত্র ও বাংলার ভাবী নবাব শাহজাদা মীর্জা মুহম্মদ আলী ওরফে সিরাজউদ্দৌলাহ তাঁর পাশে উপবিষ্ট। নবাব তাঁকে নসিহত দান করেছেন। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহকেই বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন নবাব আলীবর্দী খান। তাঁকেই তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন।

নবাব আলীবর্দী খানের অসুখটা এই মুহূর্তে জটিল নয়। তবে দৌড়ঝাঁপ করে প্রশাসনের কাজ করার সামর্থ আর তাঁর নেই। নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্থতা আর বাধ্যক্যের কারণে শরীর তাঁর অনেক আগে থেকেই ভেঙ্গে পড়া শুরু করে। এক্ষণে তা একেবারেই অচল হয়ে গেছে। তাই, নাতী সিরাজউদ্দৌলাহকে ডেকে পাশে বসিয়ে তিনি নবাবীর দায়িত্বটা তাকেই পালন করতে বলছেন এবং সেই সাথে কিছু নসিহত দান করেছেন। প্রথমে তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন এবং তারপরে বললেন এখন থেকে নবাবীটা তোমাকেই চালাতে হবে ভাই। মানে, প্রশাসনের সমস্ত কাজকর্ম তোমাকেই দেখাশুনা করতে হবে।

শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ সবিনয়ে বললেন- এতবড় গুরু দায়িত্ব আমি কি পালন করতে পারবো নানাজান?

ঃ পারতেই হবে ভাই। দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি একদম অচল হয়ে পড়েছি! উঠে ঠিক মতো চলা ফেরা করারও সামর্থ আর নেই কেমন। এ দায়িত্ব তুমি গ্রহণ না করলে কাকে আর দেবো?

শাহাজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ ইতস্ততঃ করে বললেন- গ্রহণ করতে আপত্তি আমার নেই। কিন্তু–

ঃ বলো?

ঃ এতবড় দায়িত্ব পালন করতে হলে যে যোগ্যতা আর ধীশক্তি থাকা চাই, সেটা আমার কোথায়?

নবাব আলীবর্দী খান সহাস্যে বললেন- বিনয় করছো ভাই?

ঃ নানাজান!

ঃ তোমার যোগ্যতা যে কতখানী এটা কি নতুন করে বুঝতে হবে আমাকে? শতকাজে শতকর্মে সব সময়ই তুমি পাশে আছো আমার। তোমার

www.amarboi.org

অপরিসীম উদ্যম, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সাহস আর কর্মনিষ্ঠা কি বার বার আমি দেখিনি? বার বার কি চমৎকৃত হইনি আমি?

ঃ তবু-

ঃ এই যে নির্দ্বিধায় তোমাকে আমি আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করলাম, সেটা কি কেবল খেয়ালের বশেই? তোমার যোগ্যতার উপর আমার নিরঙ্কুশ আস্থা আছে বলেই তো আমি তা করেছি।

ঃ এটা আপনার নিতান্তই স্নেহের ব্যাপার নানাজান। আপনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন বলেই-

নবাব ক্ষুন্ন হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাধাদিয়ে বললেন- আমাকে এতটাই খেলো আর দায়িত্বহীন মনে করো তুমি?

ঃ নানাজান!

ঃ গোটা দেশের ভবিষ্যৎ কেবলমাত্র স্নেহের বশেই একজন অপদার্থের হাতে তুলে দেবো আমি, এতটাই নাদান আর অবিবেচক মনে করো আমাকে?

শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ শরমিন্দা হলেন। তিনি নতমস্তকে বললেন- গোস্তাকী মাফ হয় নানাজান!

ঃ তোমার যোগ্যতার এন্তার তারিফ সজ্জনেরা অকপটেই করেন আর দুর্জনেরা তোমার যোগ্যতা দেখে হিংসায় পুড়ে মরেন। তুমি খেয়াল না করলেও, এটা কোন অবিদিত ব্যাপার নয়।

শাহজাদা এবার সলজ্জ হাসিমুখে বললেন-তা যদি হয়, এ খোশকিসমতির হকদার আমি তাহলে আপনার নেক দোয়ার বরকতেই হয়েছি নানাজান।

ঃ তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করায় অনেকেই যেমন জিয়াদা খুশী হয়েছেন, তেমনি কিছু সংখ্যক লোক না-খোশও হয়েছেন জিয়াদা। এটা তো জরুর লক্ষ্য তুমি করেছে?

ঃ জ্বি-জ্বি, তা করেছি।

ঃ এই না-খোশ হওয়ার কারণটা কি? কারণটা তোমার ঐ প্রশ্নাতীত যোগ্যতা আর অখণ্ড কর্তব্যনিষ্ঠা। যাঁরা নাখোশ হয়েছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন, আমার পরে একজন অযোগ্য আর অপদার্থ কেউ বাংলার মসনদে বসুক, যাতে করে তাঁরা তাঁদের আখের নির্বিঘ্নে গুছিয়ে নিতে পারেন।

ঃ নানাজান!

ঃ এ প্রসঙ্গে কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। নবাবী যখন ভবিষ্যতে তোমাকেই করতে হবে। এ দায়িত্ব গুরু না লঘু, এ দায়িত্ব পালনে তুমি সক্ষম না

www.amarboi.org

অক্ষম, এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। বরং এখন থেকেই তুমি এ দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তোমার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আরো সমৃদ্ধ করে তোলো, এইটেই আমি চাই। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ পুনরায় মাথা নত করলেন এবং বিনম্রকণ্ঠে বললেন- আপনি দোয়া করবেন নানাজান, একাজে আমি যেন আমার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারি।

ঃ দোয়া আমার তোমার জন্যে সব সময়ই আছে। বাংলার এই বিপর্যস্ত কিস্তির হালটা যে তুমি সঠিকভাবেই ধরে রাখতে পারবে, এ নিয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমার যা কিছু চিন্তা তা তোমার বয়সটা। বিচক্ষণ হলেও, একেবারেই ছেলে মানুষ তুমি তো?

ঃ নানাজান!

ঃ মসনদে যে বসে বা যে দায়িত্ব যে পালন করে, তাকে একেবারেই কনের বাপ বনে যেতে হয় ভাই, বরের বাপ হওয়ার কোন মওকাই তার থাকে না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আজ যা পারছো, অন্যায় আস্ফালন আর অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে, আজ যে ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই রুখে দাঁড়াতে পারছো, তখতে উঠে বসলে, এমন কি তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে গেলেও তা আর পারবেনা। অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন হবে তখন। অনেক অপদার্থের অনর্থক আসফালন অনেক সময় মুখ গুজে বরদাস্ত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠলে চলবেনা।

ঃ এ জন্যেও আপনার দোয়া চাই নানাজান।

ঃ ভাবটি এমন হবে, যেন সব কসুরই নবাবের। দরবারের আর সকলেই পূন্যে ধোয়া পরম পুরুষ। সভাসদ, পরিষদ, আমলা, অমাত্য-সকলেই নিষ্পাপ ফেরেস্তা। পরম ধৈর্য্যের সাথে এ সমস্ত সামাল দিতে হবে।

ঃ চেষ্টার কসুর আমার থাকবেনা নানাজান।

ঃ বাংলার ভাগ্যতরীটি এখন এক চরম দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। একটা ঝড় না থামতেই আর একটা ঝড় মরণ আঘাত হানার জন্যে সামনে ছুটে আসছে। বিরামহীন পরিশ্রমে মারাঠাদের বিষদাঁত ভাংতে না ভাংতেই খাবার ব্যাদান মেলে ধেয়ে আসছে দুর্বৃত্ত ইংরেজ। এ আপদ মারাঠাদের চেয়েও বড় শক্ত আপদ, নওজোয়ান! সেরেফ এই হুকুমাতেরই নয়, বাংলার আযাদীর বিরুদ্ধেও এই ইংরেজেরা এখন মারাত্মক এক হুমকি। খুবই শক্ত হাতে এদের মোকাবেলা করতে হবে।

www.amarboi.org

ঃ জ্বি। এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আমি ভাবছি–

ঃ কি, বলো?

ঃ বিদেশী এই বেনিয়ারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে পেটের ধান্দায় এ মুলুকে এসেছে। এদের এত শক্তি পয়দা হলো কি করে?

ঃ এটা তো কোন দানেশমান্দের কথা হলো না নওজোয়ান?

ঃ নানাজান!

ঃ অতীত প্রশাসনের আত্মঘাতী উদাসীনতায় এরা অনেক আগে থেকেই এ মুলুকে শিকড় গজিয়ে বসেছে আর দিনে দিনে ডালপালা বিস্তার করে ফেলেছে। আমি এদের সমুলে উৎপাটন করার চিন্তা ভাবনা করতেই আমার ঘাড়ে এসে চাপবে ঐ মারাঠা বর্গীরা। তুমি তো নিজেই জানো, ঐ মারাঠা ইল্লতদের পেছনে বছরের পর বছর ধরে কিভাবে আমরা ব্যস্ত হয়ে রইলাম? অন্যদিকে নজর দেয়ার ফুরসুৎটিও পেলাম না! এই ফাঁকে এই ফিরিঙ্গী ইল্লতটা মহিরূহের আকার ধারণ করেছে।

ঃ তা বটে। এই মারাঠারাই তামাম অনর্থের মূল। আর এ কারণেই আমার মনে হচ্ছে নানাজান, এ বেহুদা মারাঠারা এতই যখন ভোগালে, এই শেষের দিকে ঐ টাকা কয়টা না দিয়ে ওদের পিঠে আরো ক'খানা লাঠি ভাঙ্গাই উচিত ছিল।

ঃ টাকা বলছো কেন? বরং বলো, একমুঠো এঁটো ছড়িয়ে দিয়ে আমি কুকুর বিদায় করেছি। দেখলেই তো, বিলকুল কুকুরের যা স্বভাব এই মারাঠাদের স্বভাবও ঠিক তাই। লাঠি হাতে তাড়া করলে অমনি কুকুরের মতো দৌড় দিয়ে পালায়, ফিরে এলেই আবার এঁটো চাটার লোভে পিছে ফিরে আসে। কত লাঠি ওদের পিঠে ভাঙ্গা হলো, ভাস্কর পন্তিতের মতো ওদের আরো কত লাশ ভাগাড়ে গড়িয়ে দেয়া হলো, তবু তো পিছ ওরা ছাড়লোনা? দেখলাম, এঁটোর প্রতি এতই যখন আকর্ষণ ওদের, দিয়েই দিই একমুঠো, ইল্লত বিদায় হোক। তাই, টাকার নামে ঐ এঁটো টুকু ছুড়ে দিয়ে বিদায় করলাম ওদের।

ঃ নানাজান!

ঃ নইলে তো আরো সময় ওদের পেছনে খরচ হতো আমাদের। আর তাতে আরো বেশী ক্ষতিহতো এদিকে। আরো বেশী জুড়ে বসতো ইংরেজেরা।

ঃ জ্বি-জ্বি একথাও ঠিক।

www.amarboi.org

ঃ তবে ঐ এটোটাও ছুড়ে দিতে হতো না, যদি মীরহাবিবের এই শোচনীয় পরিণতিটা আগেই হয়ে যেতো।

ঃ কি রকম?

মারাঠাদের মূল শক্তি ঐ মীরহাবিব তাতো তুমি জানোই। মারাঠাদের ডেকে নিয়ে এসে এমন মরিয়া হয়ে আমাদের পেছনে তার লেগে থাকার ফালতু কারণটারও জানো। একটা অতীত আক্রোশ চরিতার্থ করার হুজুগে ঐ মীরহাবিবটা যে বাংলা মুলুকের কি ক্ষতিটা করলো, তা পরিমাপ করার উপায় নেই।

ঃ জ্বি – জ্বি।

ঃ মারাঠারা তোমার স্বজাতি নয়, মারাঠা মুলুক তোমার স্বমুলুক নয়, মারাঠাদের জয় তোমার নিজের গৌরব বা ফায়দা হাসিলের বিষয় নয়, অথচ তুমি একজন মুসলমান আর যে বাংলার সমৃদ্ধির জন্যে একদিন তুমি এত করলে, সেই বাংলারই এতবড় সর্বনাশটা করলে তুমি? জিদ যে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, ঐ মীরহাবিবই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ঃ জ্বি, এটা দিন বরাবর সত্য।

ঃ তার পুরস্কারও সে পেয়েছে। ঐ মারাঠাদের হাতেই, অর্থাৎ রঘুজী ভোঁসলের পুত্র জানোজীর হাতেই করুণভাবে তাকে জান দিতে হয়েছে।

ঃ তা তো হবেই নানাজান! উন্মাদের পরিণতি এই রকমই হয়।

নবাব আলীবর্দী খান সজাগ হয়ে বললেন- এই দ্যাখো, আসল প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা কোথায় এসে পৌছেছি। যা বলছিলাম। মোখতাছার কথা হলো– এখন থেকে বাংলার প্রশাসন আমার হয়ে তুমিই পরিচালনা করবে ভাই। আমার শরীরের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে নবাবীতে ফিরে যাওয়ার আর আমার কোন ভরসা নেই। এই অবসরই হয়তো শেষ অবসর।

নবাবের ক্লান্ত কণ্ঠে হতাশা ফুটে উঠলো। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ ধরা গলায় বললেন- নানাজান।

ঃ এখন থেকেই তুমি নিজেকে নবাবরূপে তৈরী করে নিতে থাকো ভাই। প্রশাসনের বাঁকমোড়গুলো ভাল করে চিনে নাও। সেই সাথে এখন থেকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখো ঐ দুর্নীতি ইংরেজ বেনিয়াদের উপর। ওদের আর কিছুতেই ছাড় দেয়া যাবেনা। আপোষহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দুরাচার বেনিয়াদের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে। অসর্তক হলেই এই দেশটা ওরা নিয়ে নেবে।

www.amarboi.org

এতক্ষণ ধরে একটানা এত কথা বলার পর বৃদ্ধ ও অসুস্থ নবাব আলীবর্দী খান ক্লান্ত হয়ে চোখ মুদলেন এবং ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগলেন। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ নিষ্পলক নেত্রে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর দুই নয়ন আঁসুভারে চিক্ চিক্ করতে লাগলো।

আট

তন্দ্রাবাঈকে কয়দিন ধরে দেখা যাচ্ছেনা। উস্তাদজীর মকানে তাঁর কোন সাড়াশব্দ সোহেল বেনে আর পাচ্ছেন না। কয়েকদিন আগেও মকানে যাতায়াতের পথে উস্তাদজীর মকানের দেউটিতে দ্বারপ্রান্তে তন্দ্রাবাঈয়ের উপস্থিতি সোহেল বেনে প্রায় দিনই লক্ষ্য করেছেন। আর নাহোক, সোহেল বেনের যাতায়াতের সময় তাঁকে প্রায়দিনই তাঁদের মকানের বহির্ভাগে দেখা গেছে। তন্দ্রাবাঈয়ের শেষবারের ঐ রূঢ় আচরণের পর, অর্থাৎ "উনি আমাকে গণ্য করেন না, আমিও উনাকে গণ্য করিনে"-এই দাম্ভিক উক্তি শোনার পর থেকে তন্দ্রাবাঈয়ের এই উপস্থিতিতে সোহেল বেনে আগের চেয়েও আরো বেশী বিব্রতবোধ করেছেন। পায়ে গতি বাড়িয়ে দিয়ে জলদি জলদি তিনি তার সামনে থেকে সরে গেছেন। তাঁর সেই উপস্থিতি আর কয়দিন ধরে নেই। তাঁদের মকানের ভেতর থেকেও তাঁর কোন সাড়াশব্দ আর আসছেনা। সোহেল বেনে এতে করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। নিঃসংকোচে এখন তিনি যাতায়াত করতে পারছেন। পালাই পালাই ভাব করতে হচ্ছেনা।

কিন্তু এ নিয়ে কিছুটা বিস্ময়ও সোহেল বেনে পরিহার করতে পারছেন না। দীলে তাঁর প্রশ্ন জাগছে অলক্ষ্যে অবচেতনে। ব্যাপার কি? হঠাৎ এই অন্তর্ধান! গেলেন কোথায়? কোন জলসায় কোথাও গেছেন বলেও তো মনে হয়না। গেলে, রানুবালা, বিহারীলাল আর অন্যান্য শিল্পীরাও যেতেন। এখানে কেউ থাকতেন না। তাঁরা সবাই স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান অথচ তন্দ্রাবাঈ নেই। ঘটনা কি? তবে কি রাজ বল্লভ বাবুরা-

কৌতুহলের বশেই তিনি খোঁজ নিলেন খানসামা ফজল খাঁর কাছে। সামনে পেয়ে ফজল খাঁকে উড়োভাবে প্রশ্ন করে জানলেন, তাঁর ধারণাই ঠিক। রাজ বল্লভ বাবুই তলব দিয়ে তন্দ্রাবাঈকে নিয়ে গেছেন। কি জানি কি প্রয়োজন আছে তাঁদের। তন্দ্রাবাঈ কবে ফিরবেন, অল্পদিনে আর ফিরবেন কি না, ফজল খাঁ তা জানে না।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে জানতেও তা চান না। বিড়ম্বনাটা দূর হয়েছে এতেই তিনি খুশী। তবু খুশীটা তাঁর নিরঙ্কুশ হলোনা। সূক্ষ্ম একটা প্রশ্ন তাঁর দীলের কোনে রয়েই গেল- একেবারেই দূর হয়ে গেলেন কি? গণ্য না করার ঐ দুর্বার কসরতটা তাঁর শেষ হয়েই গেল কি? রাজবল্লভ বাবুদেরই বা কি সেই প্রয়োজনটা?

অবশ্য এসব প্রশ্নের গভীরে যাওয়ার তাগিদ আর অবকাশ সোহেল বেনের ছিল না। তিনি এখন মহাব্যস্ত। মকানে তাঁর ফেরাই হয়না কোন কোনদিন। নবাব মহলের দিকটাই তাঁকে ব্যস্ত করে রেখেছে। বাইরের চেয়ে নবাবের পারিবারিক আবহাওয়াটাই এখন অধিকতর গরম হয়ে উঠেছে। নবাব আলীবর্দী খানের পরিবারের মধ্যে কিছুটা প্রীতির অভাব আগে থেকেই ছিল। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহকে বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব হিসাবে ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই তাঁর পরিবারের পরিবেশটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। পরিবারের অভ্যন্তরীণ অসম্প্রীতিটা এখন একটা প্রকাশ্য কোন্দলের রূপ পরিগ্রহণ করছে। বাইরের সাথে ভেতরেও শুরু হয়েছে অশুভ আনযাম।

নবাব আলীবর্দী খানের কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনি তিন কন্যার পিতা। এই তিন কন্যাকেই তিনি তাঁর বড় ভাই হাজী আহম্মদ সাহেবের তিন পুত্রের সাথে শাদি দিয়েছিলেন। এখন এই তিন কন্যাই বিধবা। তাঁর বড় জামাই নওয়াজিস মুহম্মদ খান ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা, মেঝো জামাই সাইদ আহম্মদ খান ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা এবং ছোট জামাই জয়েনউদ্দীন আহম্মদ খান ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা। ছোট জামাই জয়েনউদ্দীন আহম্মদ খান আগেই ইন্তেকাল করেন। নবাব আলীবর্দী খানের জিন্দেগীর এই শেষ সময়ে এসে তাঁর অপর দুইজন জামাতাও পর পর ইন্তেকাল করলেন। তিন কন্যাই বিধবা হলেন।

নবাবের বড় মেয়ের সন্তানাদি ছিলনা। মেঝো মেয়ের এক সন্তান- শওকত জঙ্গ। ছোট মেয়ের দুই সন্তান– সিরাজউদ্দৌলাহ ও ইকরামউদ্দৌলাহ। বড় মেয়ের সন্তানাদি না থাকায় তিনি তাঁর ছোটবোনের ছোট ছেলে ইকরামউদ্দৌলাহকে পোষ্য নেন এবং নিজের সন্তানরূপে পালন করতে থাকেন।

এক্ষণে নবাবের এই তিন মেয়ের মধ্যে সম্প্রীতিটা ভেঙ্গে গেছে। বিশেষ করে, বড় মেয়ে ও ছোটমেয়ের মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে গেছে। পারিবারিক কোন্দলটা পাকিয়ে তুলছেন নবাবের এই বড় মেয়েই।

www.amarboi.org

নবাবের বড় মেয়ে মেহেরুন্নিছা ওরফে ঘসেটি বেগম স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন যে, নবাবের বড় মেয়ে হিসাবে অপুত্রক নবাবের ইন্তেকালের পর মসনদের উপর কর্তৃত্ব তিনি করবেন। তাঁর এই আশা করাটাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ালে টের পেয়ে তাঁর সেই নিতান্তই মানসিক একটা অনুভূতিকে বাতাস দিয়ে দিয়ে সুযোগ সন্ধানী মহল অনুভূতিটা উগ্র করে তুলতে লাগলো এবং সেটাকে প্রকট একটা আকাঙ্খায় রূপান্তরিত করতে লাগলো।

অনুচর অনুচরীরা ফায়দা লুটার অভিলাসে আর মতলববাজ মহল মসনদটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার উদ্দেশ্যে এই কাজে প্রবৃত্ত হলো।

পর্দানশীল জেনানার কাছে নিজেরা ভিড়তে না পেরে মতলববাজেরা বেগম সাহেবার পেছনে দূতী নিয়োগ করলেন। বিভিন্ন দূতীরা বিভিন্ন ভাবে ঘসেটি বেগম সাহেবাকে ভয় দেখাতে লাগলো যে, নিজে তিনি অপুত্রক। তাঁর বোনদের অন্য কোন সন্তান মসনদে গেলে তাঁর অবস্থা হবে একদম ছিন্নমূল তরুর মতো। তিনি হবেন তাঁদের আশ্রিতা ও অনুগৃহিতা। নিজের আবাসে তিনি হবেন পরবাসী। এছাড়া, তারা তাঁর অনুভূতিতে এই মর্মে ঘা দিতে লাগলো যে, সিরাজ যখন নবাবের এত প্রিয়পাত্র, তখন সিরাজেরই মসনদে আসার সম্ভাবনা সর্বাধিক এবং সেক্ষেত্রে এ মুলুকের কতৃ হবেন সকলের ছোটবোন সিরাজের আম্মা আমিনা বেগম আর সকলের বড় হয়ে ঘসেটি বেগম সাহেবা হবেন ছোট বোনের কৃপার পাত্রী, আহা! এটি বড় বেদনাদায়ক!

অপরদিকে যুক্তি খাড়া হয়ে গেল যে, বেগম সাহেবার পোষ্যপুত্র ইকরামউদ্দৌলাহও নবাব বাহাদুরের আপন নাতী। নবাবের তিন নাতী তিন মেয়ের ঘরে। নবাব আলীবর্দী খানের পরে তাঁর নাতীরাই কেউ যখন মসনদে বসবেন, বড় মেয়ের ঘরে যে নাতী আছেন, তাঁর মসনদ পাওয়াটাই তো ন্যায়নীতির কথা। এতে করে নবাবের তিন কন্যার মধ্যে যিনি সবার বড় তাঁর ইজ্জতটা অক্ষুন্ন রাখা হয়। সুতরাং ঘসেটি বেগম সাহেবার দাবী যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবী। তাঁর হক তিনি ছাড়বেন কেন? শক্তি চাই? বিপুল শক্তি পেছনে পাবেন তিনি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে সে শক্তি তৈয়ার। অর্থ চাই? পরোয়া কি? দেওয়ান রাজবল্লভ বাবু বেগম সাহেবার এ খেদমতে হরওয়াক্ত তৈয়ার। পূর্ববঙ্গের তামাম রাজস্ব দেওয়ান সাহেবের

www.amarboi.org

হাতে। তিনি তাঁর স্বামীর দেওয়ান মানেই তাঁরও দেওয়ান। লাগে টাকা তামামগুলো তাঁর খেদমতেই লাগুক।

বাংলার শাসনদন্ডটা বরাবরই শক্ত হাতের পরিবর্তে দুর্বল ও অযোগ্য হাতে পড়ুক, এ পরিকল্পনা বাংলার তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। শিকারী বিড়াল গোঁফেই চেনা যায়। সিরাজের হিম্মত ও দৃঢ় মন মানসিকতা বাল্যকাল থেকে সকলেরই চেনাজানা। এ হাত শক্ত হাত। এ হাতে শাসনদণ্ড পারতপক্ষে তাঁরা যেতে দিতে পারেন না। অন্য দাবীদার খাড়া করা চাই তাঁদের। চাই অন্য এক গুটি। শওকত জঙ্গ ও ইকরামউদ্দৌলাহ তখন নাবালক ইকরামউদ্দৌলাহর পক্ষে ঘসেটি বেগম সে গুটি হতে পারে। শওকত জঙ্গের চেয়ে আবার মসনদের কতৃত্বটা ইকরামউদ্দৌলাহর নামে ঘসেটি বেগম সাহেবার হাতে গেলেই সুবিধেটা সর্বাধিক। তাঁরা ঘসেটি বেগম সাহেবাকে তাঁদের অবলম্বন বানালেন। এবার প্রশ্ন, আশা কিছুটা থাকলেও, ঘসেটি বেগম সাহেবা এতটা আগ্রহী হতে যাবেন কেন? পুত্রকন্যা হীনা অসহায় জেনানা এতটা সাহসীই বা কিসের জোরে হবেন? অতএব, তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হবে- উসকে দিতে হবে এবং শক্তি সামর্থ যা লাগে তামামই তাঁর পেছনে যোগান দিতে হবে। উৎসাহ আর মদদ পেলে কুঁড়েও তলোয়ার টানে।

শুরু হলো মেহেরউন্নিসা ওরফে ঘসেটি বেগমের মগজ ধোলাই। তাঁদের প্রেরীত দূতী-ডাইনীরা মহলের ভেতরে গিয়ে বেগম সাহেবার মগজ ধোলাই করতে লাগলো, মহলের বাইরে বেগম সাহেবার আপন ও বিশ্বস্ত জনের মগজ ধোলাই করতে লাগলেন এই উদ্যোগের হোতারা নিজে।

একে মসনদের উপর কর্তৃত্ব করার লোভ একটা বড় লোভ আর সে খায়েশ অন্তরে কিছুটা ছিলই, তার উপর তিনি একজন জেনানা। মগজ আর তাঁর ঠিক থাকে কতক্ষণ? ঘসেটি বেগম সাহেবা টপকে গেলেন এবং মতলববাজদের হাতের গুটি বনে গেলেন। স্বামী নওয়াজিস মুহম্মদ খান ইন্তেকাল করায় প্রশাসনে নিজের অবস্থান নিয়ে ঘসেটি বেগম চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং মসনদ দখলের ব্যাপারে আরো অধিক দৃঢ় সংকল্প ও আরো অধিক তৎপর হয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে নিরন্ত উৎসাহ, পরামর্শ ও মদদ যুগিয়ে চললেন এই হুকুমাতের অন্যতম তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী রাজভল্লভ মহাশয়।

www.amarboi.org

মাঝপথে একবার অনেকখানি থমকে গেলেন ঘসেটি বেগম সাহেবা। পোষ্যপুত্র ইকরামউদ্দৌলাহ অকস্মাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করায় মাঝখানে তিনি খুবই মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু মীর নজর আলী নামের তাঁর একজন স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এনে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সামনে দাঁড় করানো হলো এবং মীর নজর আলীকেই অবলম্বন করে পুনরায় তাঁকে শক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগানো হলো। চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার ঘসেটি বেগম সাহেবার ঝিমিয়ে পড়া খাহেশ। এই মীর নজর আলীকেই মসনদে বসিয়ে মসনদের উপর কতৃত্ব করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আবার তৎপর হয়ে উঠলেন।

নিজস্ব লোকলস্কর ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে ঘসেটি বেগম সাহেবা অনেকদিন যাবত মুর্শিদাবাদ শহর থেকে কয়েক মাইল উত্তরে মতিঝিল নামে ভিন্ন এক প্রাসাদে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন। শাহজাদা ইকরোমউদ্দৌলাহর ইন্তেকালের পর থেকেই মীর নজর আলীকে মসনদে বসানোর প্রস্তুতি তিনি গ্রহণ করে আসছেন। অর্থ দিচ্ছেন দেওয়ান রাজবল্লভ। মাছের তেলে মাছই দেওয়ান রাজবল্লভ ভাজছেন না, এই মওকায় নিজের আখেরও গুছিয়ে নিচ্ছেন। অর্থই নয়, শক্তির আনযামও আসছে এই রাজবল্লভ বাবুরই মাধ্যমে। বেগম সাহেবার সাফল্যের স্বপক্ষে ঐকান্তিকভাবে তিনি সর্বাধিক সহায়তা দান করছেন।

এক্ষণে সিরাজউদ্দৌলাহকে নবাব তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করায়, ঘসেটি বেগম সাহেবা অত্যন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তাঁর সেই প্রস্তুতি তিনি এখন খুবই জোরদার করে তুলেছেন। দেওয়ান রাজবল্লভ বাবুর সহায়তায় তিনি নবাব আলীবর্দী খানের তথা সিরাজউদ্দৌলাহর প্রতি বিরুপ মহলকে তাঁর পক্ষে বিপুল উৎসাহে টানছেন। ফলে, অন্যান্য শেঠ বেনিয়া ও সভাসদদের সাথে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায় দুর্লভরাম এমন কি নবাবের দেওয়ান উমিচাঁদেরও মতিঝিল প্রাসাদে গোপন যাতায়াত এবং ঝরোকার এপারে বসে বেগম সাহেবার সাথে তাঁদের শলাপরামর্শ সন্ধানী নজরে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

ঘসেটি বেগম একদিকে এই বিরূপ মহলের সাথে সমঝোতা স্থাপন করছেন, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব সৈন্যদল মজবুত করে তোলার সাথে নবাবের কিছু সেনানায়ক ও সৈন্যদের হাতে মোটা অর্থ ঢালছেন। উদ্দেশ্য, প্রয়োজনের কালে তাদের সক্রীয় সহায়তা লাভ। অর্থের তাঁর অভাব নেই। নিজের

www.amarboi.org

সম্পদসহ রাজবল্লভের সাথে ভাগাভাগি করে ঢাকার বিপুল রাজস্ব এই মতিঝিল প্রাসাদে এনে জমা করেছেন তিনি। এই অর্থে তিনি এখন ষড়যন্ত্র গড়ে তুলছেন।

এখানেই শেষ নয়। ঝোঁক যখন তুঙ্গে উঠে তখন তা কুল ছাপিয়ে যায়। ঘসেটি বেগম সাহেবা তাঁর মেঝোবোনের আওলাদ শাহজাদা শওকত জঙ্গের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। সিরাজউদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে শওকত জঙ্গকেও তিনি উত্তেজিত করে তুলছেন। মসনদের লোভ দেখাচ্ছেন। নিজের চেষ্টায় কাজ না হলে, এই শওকত জঙ্গকেই তিনি তাঁর সর্বশেষ অবলম্বন হিসাবে হাতের পাঁচ রেখেছেন।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ঘসেটি বেগমের এই গোপন তৎপরতা কিছু সন্ধানী নজরে ইতিমধ্যেই পড়েছে। সোহেল বেনের নজরও এটি এড়ায়নি। তাই, এই মতিঝিল এলাকায় আতর সুরমা বিক্রি করার গরজটা তাঁর খুবই এখন চেড়ে গেছে। এই এলাকাতেই তিনি এখন সকাল-সন্ধ্যা আটকে আছেন। কোন কোন দিন মকানে ফেরার অবকাশও তাঁর থাকেনা। মতিঝিল প্রাসাদ সংলগ্ন অলিতে গুলিতে অঙ্গনে ফটকে সকাল-সন্ধ্যা তিনি আতর-সুরমা-আগরবাতি বিক্রি করে বেড়াচ্ছেন, আর এসব গোপন তথ্য টেনে টেনে বের করছেন। ঘসেটি বেগম সাহেবার হেরেমের নওকর-নফরদের কাছে বিনামূল্যে আতর বিলিয়ে ভেতরের খবর নিচ্ছেন এবং বাইরের পাইক প্রহরীর সাথে মিতালী পাতিয়ে তাদের সাথে অবাধে সর্বত্র বিরচণ করা সহ গল্পচ্ছলে গোপন খবর অবহিত হচ্ছেন। এইসব পাইক প্রহরীর প্রাসাদ সংলগ্ন ডেরাতেও কোন কোন দিন রাত কাটাচ্ছেন সোহেল বেনে।

এমনই একটি রাত্রিশেষের ভোর। আঁধার মোটেই কাটেনি। এক প্রহরীর ফটক সংলগ্ন খুপরি ঘরে রাত্রি যাপনের পর এই ওয়াক্তে সোহেল, খুপরি থেকে বেরিয়ে এলেন। শীত তখনও নামেনি, তবে ভোরের দিকে শীত পড়েছে কনকনে। আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে সোহেল বেনে রাস্তায় এসে অপেক্ষামান এক জুড়ি গাড়ীতে চড়লেন। তাঁর পূর্ব নির্দেশ মতোই এ গাড়ীটা এখানে এসে তাঁর অপেক্ষায় ছিল। কোন টাঙ্গাওয়ালাকে হাতের কাছে না পেয়ে গত সন্ধ্যায় এই ভাড়াটে জুড়ি গাড়ীটাই তিনি বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন।

www.amarboi.org

এখানের কাজ আপাততঃ শেষ হয়েছে সোহেল বেনের। যা জানার তা মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। খবরটা এখন রিসালদার আবদুর রশিদকে জানানো খুব প্রয়োজন। কিন্তু আবদুর রশিদকে পেতে হলে সূর্যোদয়ের আগেই তার মুর্শিদাবাদে যাওয়া চাই এবং ঘোড়দৌড়ের ময়দানের পাশে বৃক্ষঘেরা দিঘীটার পাড়ে পৌছা চাই। ফজরের নামাজ আদায় করে আবদুর রশিদ প্রতিদিন ঐ নির্জন দিঘীর পাড়ে প্রাতঃভ্রমণ করেন। গোপন বৃত্তান্ত খুলে বলার এর চেয়ে আর বেহতর স্থান নেই। তাঁর দপ্তর নির্জন নয়। একজন ফেরিওয়ালার সাথে গোপন আলাপ করার প্রশস্ত সুযোগ সেখানে নেই, তাঁর মকানেও নেই।

গাড়ীতে চড়েই সোহেল বেনে গাড়ী ছাড়তে পারলেন না। যে প্রহরীর খুপরিতে তিনি ছিলেন, সেই প্রহরীর এক বয়স্কা আত্মীয়া মুর্শিদাবাদে যাবেন। তারও সকাল সকাল মুর্শিদাবাদে যাওয়া খুব প্রয়োজন। মাতৃতুল্যালোক, সোহেল বেনের পথেই একস্থানে তিনি নামবেন। তাই প্রহরীটির অনুরোধে তিনি মহিলাটিকে সঙ্গে নিতে রাজী হয়েছেন। মহিলাটির মকানে আগেই খবর পাঠিয়ে দেয়া আছে। সেখান থেকে লোক এসে যথা সময়ে মহিলাটিকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাবেন।

সেই মহিলাটির জন্যে সোহেল বেনে অপেক্ষা করছেন। মুখোমুখি দুই আসনের এক আসনে চাদরমুড়ি দিয়ে সোহেল বেনে পেছনের গদীর সাথে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে আছেন। কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার আগেই সন্তর্পনে তাঁকে চলে যেতে হবে।

তাঁর গাড়ীর কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি জুড়িগাড়ী অপেক্ষমান ছিল। তাঁর গাড়ীর সহিসকে জিজ্ঞাসা করলে সহিস তাঁকে জানালো, গাড়ীটি মুর্শিদাবাদ যাবে। কে না কে আর একজন আসবে বলে ও গাড়ীতেও একজন আরোহী অপেক্ষা করছেন। সোহেল বেনে আসার কিঞ্চিৎ আগেই তিনিও এসে ঐ গাড়ীতে উঠে আছেন।

সোহেল বেনে আরো বেশী চুপ মেরে গেলেন। কে আবার এসে কোন প্রশ্ন করে ভেবে তিনি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। একজন ফেরিওয়ালা এই ওয়াক্তে এখানে আর সে জুড়িগাড়ী হাঁকিয়ে সন্তর্পণে যাচ্ছে, সকলেরই এটা একটা কৌতুহলের ব্যাপার বৈ কি?

একটু পরেই অপর গাড়ীটি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। গাড়ীর মধ্যে বসে থেকেই সোহেল বেনে তা বুঝতে পারলেন। এতে তিনি কিছুটা হাঁফ

www.amarboi.org

ছাড়লেন বটে, কিন্তু পুরোপুটি আশ্বস্থ হতে পারলেন না। তাঁর সময় বয়ে যাচ্ছে। তিনি উসখুস করতে লাগলেন। অতঃপর অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই জেনানা পুরুষ সহ জনাতিনেক লোক এসে মহিলাটিকে তাঁর গাড়ীর কাছে পৌছে দিলো। নীরবে এসে গাড়ীতে চড়তে হবে- এ নির্দেশ আগেই দেয়া ছিল। বস্ত্রাবৃত মহিলাটি চুপচাপ গাড়ীতে উঠে শূন্য আসনে বসলেন। সোহেল বেনে নির্দেশ দেয়ার আগেই নীচে থেকে কে একজন সহিসকে হুকুম দিলেন– এখন গাড়ী ছাড়ো–

সহিস তখনই গাড়ী ছেড়ে দিলো। সোহেল বেনে আর মুখ না খুলে পূর্ববৎ চুপচাপ বসে রইলেন।

খট্‌মট্ আওয়াজ তুলে ছুটতে লাগলো জুড়িগাড়ী। দুই ঘোড়ার আট পা তাল তালে পড়তে লাগলো। আঁধারটা ইতিমধ্যেই অনেকখানি সরে গেছে। পূর্ব আসমান লাল হয়ে উঠেছে। কারো মুখে কথা নেই। অচিন মহিলার সাথে কোন কথাবার্তাও চলেনা। গাড়ীর মধ্যে আরোহীদ্বয় নীরবে বসে রইলেন। ভেতরটা নিস্তব্ধ। বাইরে শুধু সহিসের গোড়াকে ইশারা করার দুই একটা বোল্ আর চাবুক ঘোড়ানোর শোঁ শোঁ শব্দটা মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো যদিও চাকার আর অশ্বপদের এন্তার আর্তনাদে সেগুলো তামামই ছিড়ে ছিড়ে দিতে লাগলো। অনেকটা পথ এগিয়ে আসার পর সোহেল বেনে নড়েচড়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলার সাথে একেবারেই কোন কথা না বলাটা তিনি অভদ্রতা মনে করলেন। বাইরে আর আঁধার নেই। কুয়াশার হালকা একটা আমেজ ছাড়া বহির্ভাগটা বিলকুল ফর্সা। সামান্য যা কিছু আঁধার তা এখন এই গাড়ীর মধ্যেই বন্দি হয়ে আছে। দুই একটা কথা বলার জন্যে সোহেল বেনে নড়ে চড়ে উঠতেই কথা বললেন ঐ ভদ্রমহিলাই। তিনি বললেন- মীর্জা দাদু, খুব কি ঘুম পেয়েছে?

সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন-এ্যাঁ!

মহিলাটি ফের বললেন- আপনার খুব কষ্ট হলো মীর্জা দাদু! বুড়ো মানুষ আপনি, অথচ আপনার ঘাড়েই এসে এই দায়িত্বটা পড়লো।

ধরমড় করে সোজা হয়ে বসে সোহেল বেনে বললেন- সে কি আপনি! মানে কে আপনি?

সোহেল বেনে বিদ্যুৎ বেগে মুখ মাথা উন্মোচন করে ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ীর জানালা খুলে দিলেন। ঝপ করে একরাশ আলো এসে ভেতরের আঁধারটুকু তাড়িয়ে দিলো। সোহেল বেনের গলা শুনে মহিলাটিও চমকে গেলেন। মুখ

www.amarboi.org

মাথা থেকে তিনিও বস্ত্রাবারণ এক ঝটকায় নামিয়ে ফেললেন। অতঃপর মুখোমুখী চেয়েই উভয়েই নিমেষকাল সম্বিতহীনের মতো নির্বাক হয়ে রইলেন। মহিলাটি তন্দ্রাবাঈ।

সম্বিত ফিরে পেতেই অপরিসীম বিস্ময়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন সেকি! আপনি এ গাড়ীতে মানে?

অনুরূপ বিস্ময়ের সাথে সোহেল বেনে বললেন- আমারও তো সেই প্রশ্ন, আপনি এসে আমার গাড়ীতে উঠলেন কেন?

ঃ আপনার গাড়ী! আপনার গাড়ী পেলেন কোথায়? এ গাড়ী আমার জন্যেই এনে রাখা হয়েছিল।

ঃ আপনি ভুল করছেন। আমার জন্যেই আমি নিজে বন্দোবস্ত করে এ গাড়ী এনে রেখেছিলাম। এ সহিসও আমার চেনা লোক।

তন্দ্রাবাঈ অসহায়কণ্ঠে বললেন- তাহলে? মীর্জা সাহেব, মানে ফরিদ মীর্জা গেলেন কৈ?

ঃ ফরিদ মীর্জা কে?

ঃ ঐ মতিঝিল প্রাসাদের ফরিদ মীর্জা। বেগম সাহেবার এক বিশ্বস্ত কর্মচারী। এক সাথেই বেরিয়ে এলাম। একটা জিনিস ফেলে আসায় আমাকে আবার তখণই মহলে একটু ফিরে যেতে হলো। ঐ মীর্জা সাহেবকে আগে পাঠিয়ে দিয়েই তো আমি পরে এসে চড়লাম। আমার ফিরে আসতে সামান্য একটু দেরী হলো-এই যা।

সোহেল বেনের কাছে তামাম ঘটনা পরিস্কার হয়ে গেল। অপর গাড়ীতে অপেক্ষমান লোকটিই তাহলে সেই ফরিদমীর্জা। সেই সাথে তিনি আরো অনুমান করলেন, তাঁর সেই প্রহরীটির আত্মীয়া এসে ভুল করে ঐ গাড়ীতে উঠে পড়ায়, তন্দ্রাবাঈ ভেবে ঐ গাড়ীটা আগেই ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে। তন্দ্রাবাঈ পরে এসে এই গাড়ীই তাঁদের গাড়ী ভেবে এই গাড়ীতে চড়ে পড়েছেন। অন্ধকারের দুরুন আর নীরবতা বজায় রেখে সন্তর্পনে চলতে গিয়ে এই অঘটনটি ঘটেছে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই তন্দ্রাবাঈ ভীত হয়ে পড়লেন। সোহেল বেনেকে নীরব দেখে তিনি ফের কম্পিত কণ্ঠে বললেন- কি হলো? কথা বলছেন না কেন? এই গাড়ী, রোখো-রোখো-

তন্দ্রাবাঈ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটানা ঘড়ঘড় আর খট্ খট্ শব্দ ভেদ করে তন্দ্রাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর সহিসের কানে পৌছলোনা। যেমন চলছিলো,

www.amarboi.org

গাড়ীটা তেমনি চলতে লাগলো। সোহেল বেনে ঘটনাটি তন্দ্রাবাঈকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। ব্যাপারটি অনুধাবন করে তন্দ্রাবাঈ হতাশ হয়ে গেলেন এবং ভীতকণ্ঠে বললেন-সর্বনাশ। এ আমি তাহলে কি করলাম।

বলেই তিনি আবার আর্তকণ্ঠে হাঁক দিলেন- এই-এই, গাড়ী থামাও-গাড়ী থামাও-

সহিস এবার শুনতে পেলো। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সে বললো-গাড়ী থামাবো হুজুর-

সোহেল বেনে বললেন-না-না, তুমি যাও-

সহিস আবার গাড়ী ছুটিয়ে দিলো। তা দেখে তন্দ্রাবাঈ আরো অধিক ভীত হয়ে বললেন-তার মানে?

সোহেল বেনে বললেন-গাড়ী থামিয়ে করবেন কি?

ঃ কি করবো মানে? আমি নেমে যাবো।

সোহেল বেনে ঈর্ষৎ হেসে বললেন- এই তেপান্তরে? লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা এখন যেখানে এসে পড়েছি, সেটা একটা নির্জন প্রান্তর। বিশাল মাঠ আর গাছ গাছড়া ঝোপঝাড়। এখানে কোন লোক বসতি নেই আর লোকজনের চিহ্নও কোথাও নেই। এখানে আপনি নেমে গেলে আপনার অবস্থাটা কি হবে, তা কি চিন্তা করে দেখেছেন?

দিশেহারা কণ্ঠে তন্দ্রাবাঈ বললেন- কিন্তু তাই বলে আপনার সাথে এভাবে-

সোহেল বেনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- ভয় নেই। আমি একজন অসভ্য ফেরিওয়ালা। উঁচু মহলের কোন ধোপ দুরস্ত সাহেব-সুরো নই। কিন্তু ঐ সব লেবাসী ভদ্রলোকদের চেয়ে আমাদের মতো অসভ্য-অভদ্রদের কাছে আপনারা অনেক বেশী নিরাপদ। ভয় পাবার কারণ নেই।

ঃ মানে?

ঃ অসভ্য-অভদ্রেরা খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল এটা ঠিক। কিন্তু তারা একবার কথা দিলে তাদের আপনি অনেকখানি বিশ্বাস করতে পারেন। দুই-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, তথা কথিত ভদ্রলোকদের মতো তাদের জবান আর মতলব দুই রকম নয়। আপনি কোথা যাবেন বলুন?

তন্দ্রাবাঈ আশ্বস্তও হলেন, শরমও পেলেন। ঘটনার আকস্মিক ধাক্কাটা কেটে যেতেই তিনি সলজ্জভাবে অনুভব করলেন, সোহেল বেনেকে এতটা ভয় পাওয়া তাঁর উচিত হয়নি। অপ্রতিভকণ্ঠে তিনি বললেন-এ্যাঁ।

ঃ মুর্শিদাবাদে যাবেন, এটা জেনেছি। মুর্শিদাবাদে কোথায়?

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ একইভাবে বললেন-কোথায়?

ঃ হ্যাঁ। ভুল করে যখন চড়েই পড়েছেন আমার গাড়ীতে, কোথায় যাবেন বলুন? যেখানেই হোক, আপনাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে তারপরে আমি যাবো।

তন্দ্রাবাঈ স্বাভাবিকতায় ফিরে এলেন এবং সলজ্জকণ্ঠে বললেন- সেখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন?

ঃ না দিয়ে উপায় কি? আমার কাজটা হয়তো তাতে পণ্ড হতে পারে, কিন্তু আপনাকে তো পৌঁছে দিতে হবেই।

ঃ এতটাই করবেন আপনি আমার জন্যে?

ঃ আপনার সন্দেহের কারণ?

ঃ না বলছিলাম, আপনি তো মোটেই গণ্য করেন না আমাকে, আজ আবার এতটাই করবেন?

হাসির একটা স্পষ্ট রেখা তন্দ্রাবাঈয়ের ওষ্ঠাধরে ঝিলিক দিয়ে গেল। তিনি নীচের দিকে মুখ নামালেন। সেদিকে নজর না দিয়ে সোহেল বেনে বললেন– সগরজে কেউ কাউকে গণ্য না করলেও, গণ্য করার পরিস্থিতি ঘাড়ে এসে চেপে বসলে তখন সবাইকে তা করতে হয়। আপনাকেও।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ একটা মেয়ে ছেলেকে তো আর পথে ঘাটে যত্রতত্র নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারিনে। আমার ভদ্রতা তা বলেনা। তার নিরাপত্তার দিক আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে। তা যাক সে কথা। বলুন, আপনি কোথায় যাবেন।

তন্দ্রাবাঈ সোহেল বেনেকে আগেই অনেকটা বুঝেছিলেন, এবার পুরোপুরি চিনলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবটা তবু সঙ্গে সঙ্গেই দিতে তিনি পারলেন না। কারণ, আসল জিনিসটাই হাতে নেই আমার।

ঃ আসল জিনিস!

ঃ একটা খত। জরুরী একটা চিঠি। সেটা ঐ মীর্জা সাহেবের কাছেই ছাড়া পড়ে গেছে। ওটা তাঁর কাছেই রেখেছিলাম।

ঃ আচ্ছা!

ঃ খতটা পৌঁছে দিতেই আমার এই আসা। খত ছাড়া খালি হাতে গিয়ে আর আমি কি করবো সেখানে?

সোহেল বেনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। প্রশ্ন করলেন- কোনখানে? মানে খতটা কোথায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন?

www.amarboi.org

ঃ আমার আগের জায়গায়। জগৎশেঠ জেটা মশাইয়ের কাছে খতটা পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল।

ঃ জগৎশেঠ বাবুর কাছে?

ঃ জ্বি। আজ খুব সকালেই তিনি কাশিমবাজার যাবেন। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার আগেই চিঠিটা তাঁর হাতে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল।

ঃ ও। তাহলে চিঠিটা তাঁর হাতে গিয়ে যথা সময়েই পৌঁছবে।

ঃ কি করে?

ঃ আপনার ঐ ফরিদ মীর্জা সাহেব তো আগেই ছুটে গেছেন। তিনিই পৌঁছে দেবেন।

ঃ তা সম্ভব নয়। ফরিদ মীর্জা সাহেব আমার সাথে যাচ্ছিলেন সঙ্গী হয়ে। আমি তো আর একা যেতে পারিনে? তাও আবার এত ভোরে। মীর্জা সাহেব কিছুই জানেন না। কোথায় আর কাকে ঐ খত দিতে হবে, তা তাঁর জানা নেই।

ঃ তাই নাকি? তাহলে আপনি গিয়ে চিঠিতে যা লেখা আছে মুখে মুখে জানাবেন।

ঃ কি লেখা আছে আমি তা জানিনে। লেফাফা বদ্ধ খত। আমি কেবল পত্র বাহক।

ঃ বলেন কি!

ঃ একটা মস্তবড় গোলমাল হয়ে গেল।

ঃ তাই তো হলো দেখছি। কিন্তু আপনি ওখানে, মানে ঐ মতিঝিল মহলে হঠাৎ–

ঃ হঠাৎ হবে কেন? ওখানেই তো আছি আমি এখন।

ঃ সে কি! ওখানে কেন?

ঃ আমার অভিভাবকেরা, মানে রাজবল্লভ কাকা আমাকে ওখানেই এখন রেখেছেন।

ঃ ওখানেই? আপনি ঐ মতিঝিল প্রাসাদেই আছেন এখন?

ঃ জ্বি। তিন হপ্তা পার হয়ে গেছে।

ঃ তাজ্জব! ওখানে আপনার কি কাজ? ওখানে আপনাকে রেখেছেন কেন উনারা? তন্দ্রাবাঈ থেমে গেলেন। একটু পরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- দেখুন, যতটা বলেছি, এটুকু বলাই উচিত হয়নি আমার। কিন্তু প্রায় এক মকানেই বাস আমাদের। নির্জলা লুকোচুরি আপনার সাথে কি করে করি? কোথায়

www.amarboi.org

আছি, কি করছি, উস্তাদজী জানতে চাইলে রেখে ঢেকে কিছুটা বলতে আমাকে হবেই আর সে ক্ষেত্রে আপনার কানেও তা পৌঁছবেই। এমনিতেই তো অপরাধের আমার শেষ নেই। এখন আবার একেবারেই মিথ্যা বললে, আপনি কি আর আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?

তন্দ্রাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর উদাস হলো। সোহেল বেনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-হুঁউ!

ঃ তাই বাধ্য হয়ে এতটা আপনাকে বলেছি। এর বেশী জানতে চাইলে, আবার ঐ বাধ্য হয়েই আমাকে আমার অপারগতা জানাতে হবে।

সোহেল বেনে ঠেশ্ দিয়ে বললেন- যেটুকু বলেছেন, এটুকুতেই তো আপনার ক্ষতি হতে পারে।

ঃ বলেছি তো আপনাকে, অন্যকে বলিনি। আমার ক্ষতি হবে কেন?

ঃ আমিও তো আপনার ক্ষতি করতে পারি?

তন্দ্রাবাঈ মুখ টিপে হাসলেন। বললেন-আমার ক্ষতি করার ইচ্ছে থাকলে, এই যে এতবার আপনাকে এতভাবে অপমান করলাম আমি, আপনি তা উস্তাদজীকে বলে দিতেন।

সোহেল বেনে পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-হুঁউ!

এই সময় গাড়োয়ান আওয়াজ দিয়ে বললো-হুজুর, মুর্শিদাবাদে এসে গেছি। কোন দিকে যাবো?

সোহেল বেনে বললেন-সিধা যাও-

এরপর তন্দ্রাবাঈকে বললেন- তাহলে কোথায় আপনাকে এখন নামিয়ে দেবো বলুন?

তন্দ্রাবাঈ প্রশ্ন করলেন-আপনি কোথায় যাবেন? বাড়ীতে?

ঃ না, আমি অন্যদিকে যাবো। আমার কাজ আছে।

তন্দ্রাবাঈ দমে গিয়ে বললেন-ও। তাহলে ঐ শেঠ বাবুর মকানেই আমাকে পৌঁছে দিন। আপাততঃ ওখানেই যাই।

সোহেল বেনে আবার সহিসকে ডেকে বললেন-শেঠবাবুর মকান পয়চান আছে খাঁ সাহেব? জগৎশেঠ বাবুর মকান?

জবাবে সহিস বললো-হ্যাঁ হুজুর, জরুর পয়চান আছে।

ঃ উধার যাও জল্‌দি জল্‌দি।

ঃ বহুৎ আচ্ছা।

www.amarboi.org

সহিস অশ্বের পিঠে চাবুক ফেললো। চাবুক খেয়ে আরো দ্রুত ছুটতে লাগলো অশ্বদ্বয়। গাড়ীর ভেতরে উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। নীরবতা ভঙ্গ করে সোহেল বেনে বললেন-আমার একটা কৌতুহল ছিল।

তন্দ্রাবাঈ বললেন- বলুন।

ঃ ঘসেটি বেগম সাহেবার ওখানে কি করে আপনি এতদিন আছেন? আপনার খাওয়া দাওয়া চলাফেরা-মানে ওটাতো একটা মুসলমান বেগম সাহেবার হেরেম।

তন্দ্রাবাঈ হেসে বললেন- তাতে কি হয়েছে? উস্তাদজীর মকানও তো মুসলামান প্রধান মকান। মুসলমান বাবুর্চির পাকই আমরা খাই।

ঃ তবু আপনাদের জাতগোত্র তো আলাদা।

ঃ ও সব আমি মানিনে।

ঃ মানেন না!

ঃ কি করে মানবো আর মানার গরজটাই বা কি? জিন্দেগীর প্রথম দিকে এতিম-অসহায়-অবস্থায় একটু আশ্রয়ের জন্যে যখন পথে পথে ঘুরছিলাম তখন আমার জাত গোত্রের কেউই আশ্রয় আমাকে দেয়নি। একজন মুসলমানই সেই সময় আশ্রয় দেন আমাকে। সেই মুসলমান পরিবারেই প্রায় বছর দু'য়েক থেকেছি আর সেখানেই মানুষ হয়েছি।

ঃ বলেন কি!

ঃ তখন আমার এই নামটাও তো ছিলনা। তাঁরা আমাকে তন্দুরী বেগম বলতেন। স্নেহ করেই বলতেন।

ঃ তাজ্জব। আপনার সব কিছুই আজব ব্যাপার দেখছি।

ঃ আপনারই বা কম কি? ফেরি করে খান, জুড়িগাড়ী হাকান, পরোয়া কাউকেই করেন না। ওদিকে খবর যা শুনেছিলাম, তাও নাকি ঠিক নয়।

ঃ কি ঠিক নয়?

ঃ শুনেছিলাম, বাড়ীটা নাকি আপনারই। কিন্তু এখন শুনছি, আপনার নয়, আপনার আদর সম্মানটা মালিকের মতো হলেও, আপনি সেখানে আশ্রিত।

সোহেল বেনে হেসে বললেন- তাহলেই বুঝুন, আমি একজন নিছক পথের মানুষ। খেটে খাওয়া লোক। সকলের কাছেই এক নিরাপদ প্রাণী।

ঃ তবুও আপনি একটা ধাঁ ধাঁ।

গাড়ীটা ঝাঁকুনী দিয়ে থেমে গেল। গাড়ীর সহিস হাঁক দিয়ে বললেন- সামনেই শেঠবাবুর ফটক হুজুর। ভেতরে যাবো?

www.amarboi.org

সোহেল বেনে বাধা দিয়ে বললেন-না-না, এই রাস্তাতেই দাঁড়াও।
এরপর তন্দ্রাবাঈকে বললেন-চলবে না?
তন্দ্রাবাঈ উঠতে উঠতে হাসি মুখে বললেন-খুব চলবে। এই উপকারের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।
সোহেল বেনে নির্বিকার কণ্ঠে বললেন-নিষ্প্রয়োজন।

নয়

বাংলার শাসনদন্ড শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ মজবুত হাতে ধরেছেন। বিরাজমান অনাচারও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবিক্রমে দাঁড়িয়েছেন। মতলববাজ ও গাদ্দারদের পেছনে শক্তভাবে লেগেছেন। তিনি ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এতে করে চমকে গেছে অশুভ আনযামকারীর দল। আগেই তাঁরা কিছুটা বুঝেছিলেন। এবার আরো স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছেন যে, এটি মোটেই বাচ্চা নয়, একটা তাগড়া জোয়ান বাঘ। এ বাঘ তখতে এলে, তাঁদের আশা-ভরসা শেষ। সেই সাথে বুঝতে পেরেছেন, এক্ষণে তাঁদের মাথার উপর আসন্ন মুসিবত। এটা ভেবে অনেকেই তাঁরা কাঁপতে শুরু করেছেন। যেভাবে দুর্নীতি আর ষড়যন্ত্রের শিকড়গুলো খুঁজে খুঁজে বের করছেন এই তরুণ শাসক, তাতে যে কার ভাগ্যে কখন কোন গজব নেমে আসবে তার ঠিক কি? অঙ্গে তো তাঁদের প্রায় সকলেরই অনেক কালিমা। তাঁরা কাঁপছেন আর ভাবছেন।

ভাবছে ইংরেজেরাও। তারাও আঁতকে গেছে। নবাব আলবর্দী খানের পরে তাদের গতি রোধ করার শক্তহাত আর নেই ভেবে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল্ বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খানের জীবন প্রদীপ নিভতে আর কতদেরী-এই মর্মে বসে বসে দিন গণনা করছিলো। বিরান ঝোপ থেকে অকস্মাৎ বাঘ বেরিয়ে আসার মতো শাহজাদা সিরাজের এই সবিক্রম আবির্ভাবে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে গেছে। তারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে, এ হাত আলীবর্দী খানের বৃদ্ধ হাত নয়, মজবুত নওজোয়ানের সাঁড়াশীর মতো শক্ত হাত। এ হাত তাদের এ মুলুক থেকে নোঙ্গর তোলার আলামত। শাহজাদা সিরাজউদৌলাহ ইতিমধ্যেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, বাণিজ্য করার অতিরিক্ত তাদের কোন আচরণই তিনি বরদাস্ত করবেন না। দুর্গনির্মাণ সৈন্য সমাবেশ ও স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের বদমতলব অচিরেই পরিহার না করলে, এ মুলুকে বাণিজ্য করার কিসমতটাও হারাতে

www.amarboi.org

হবে তাদের। এ কারণে ইংরেজরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তারাও বসে বসে ভাবছে।

ঘসেটি বেগম সাহেবাও দিশেহারা হয়ে গেছেন। প্রশাসনে এসে সিরাজ যে এত বেশী বলিষ্ঠতার পরিচয় দেবে, এটা তিনি ভাবেন নি। সিরাজের দৃষ্টি যে এতটা প্রখর, তা তিনি কল্পনাও করেন নি। শাসনদন্ড হাতে নিয়েই সিরাজ তাঁর মনের খবর টেনে বের করেছে। তাঁর পরিকল্পনা পানসে করে দিয়েছে। বোনপোর এই বিচক্ষণতায় ঘসেটি বেগম সাহেবার মনোবল টলমলে হয়ে গেছে। স্থানীয় সহায়তাকারীদের তো কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেই, তদুপরি সিরাজ বিদেশী বণিকদের সাথেও তাঁর গোপন সম্পর্ক টেনে বের করেছে এবং তাদের প্রতিনিধিদের ডেকে নিয়ে আচ্ছামতো ধমকিয়েছে। তাঁর সাথে বাইরের কারো যোগাযোগ রাখার পরিণাম মর্মন্তদ হবে বলে শক্ত ঘোষণা দিয়ে সিরাজ তাঁর যোগানদারদের খামুশ করে দিয়েছে। দিশেহারা হয়ে ঘসেটি বেগম সাহেবা কেবলই এখন একা একা ছটফট করছেন।

প্রভাতের এই প্রতিভাবান উজ্জ্বল সূর্য দেখে দেশবাসী আনন্দিত হয়েছেন। আশার আলো দেখতে পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। প্রশাসনের শুভাকাঙ্খীদের দীলে ভরসা ফিরে এসেছে। দুর্যোগের মেঘ অচিরেই কেটে যাবে, এই আশায় তাঁরা বুক বাঁধতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ইতিমদ্যেই অনেক পানি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সিরাজ যখন আশার মশাল হাতে নিয়ে ময়দানে এসে নামলেন, তখন বড় অসহায়। যাঁরা আশায় বুক বাঁধছেন, তাঁদের হাতে শক্তি নেই। শক্তি যাঁদের হাতে আছে, তাঁদের মধ্যে আশায় বুক বাঁধার সংখ্যা পোনা মাছের চোখের মতোই ক্ষুদ্র। বাদ বাকী সকলের মধ্যেই এই আশার আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়ার মানসিকতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। মশাল হাতে সিরাজ প্রায় একা।

শাহজাদা সিরাজের পদক্ষেপ নিয়ে বিদগ্ধ মহল নানারকম চিন্তা ভাবনা করছেন। এই পদক্ষেপের দোষগুণ পর্যালোচনা করছেন। পর্যালোচনা করছেন রিসালদার আবদুর রশিদ ও সোহেল বেনেও। নিরালায় বসে দুই বন্ধু এই নিয়ে মত বিনিময় করছেন। রিসালদার আবুদর রশিদ শাহজাদার এই পদক্ষেপটা সমর্থন করতে পারছেন না। ভয় পাচ্ছেন। শুরুতেই তিনি বললেন-আমার মনে হয় ইয়ার, পদক্ষেপটা শাহজাদা সিরাজের এত শক্ত না করাই ভাল ছিল।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন- কি রকম?

আবদুর রশিদ বললেন-উই-ইঁদুরের সাথে হাতীঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক প্রায় সবাই যেখানে দুর্নীতি পরায়ন আর মতলববাজ, সেখানে এদের বিরুদ্ধে এমনভাবে লাগলে তো পরিস্থিতি বিপরীত হতে পারে?

ঃ হতে পারে মানে? কি বলছো ইয়ার? হবেই।

ঃ ঠিক বলিনি?

ঃ বিলকুল ঠিক বলেছো। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। সব চোর এক জোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লাগবেই। এত কড়াকড়ি সত্বেও এর মধ্যেই সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

ঃ দোস্ত!

ঃ আমি তো আর চোখমুজে বসে নেই। কি করে শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহর মসনদ লাভ বানচাল করা যায় তা নিয়ে শেঠবেনিয়া, কুচক্রী সভাসদ আর ইংরেজ বনিকের ইতিমধ্যেই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছে। ঘসেটি বেগম সাহেবা তো এ কাজে নিয়োজিত আছেনই। প্রথম প্রথম কয়েকদিন চুপ হয়ে থাকলেও, গোপনে আবার সবার সাথে সবার যোগাযোগ শুরু হয়ে গেছে।

উৎসাহিত হয়ে উঠে আবদুর রশিদ বললেন- সেই কথাই তো বলছি দোস্ত। শাহজাদা এত শক্ত মনোভাব না নিয়ে আর শক্ত হয়ে না দাঁড়িয়ে নরম হয়ে থাকলে-

তাঁকে হতাশ করে দিয়ে সোহেল বেনে বললেন-মতলববাজদের কাজটা খুব সহজ হতো।

ঃ মানে?

ঃ একটা নামধাম ঠেলা দিয়েই শাহজাদাকে উল্টে দিতে পারতো। তাদের কোন বেগ পেতেই হতোনা।

ঃ এ আবার কি বলছো ইয়ার?

ঃ কোন আজব কথা নয়। শাহজাদা যদি নরম আর কমজোর মানুষ হতেন, একটা ধাক্কা মেরেই শাহজাদাকে তারা চিৎ করে ফেলে দিতো আর তুড়ি মেরে মতলব তাদের হাসিল করে ফেলতো। শাহজাদা ইস্পাতের মতো মজবুত মানুষ হওয়ায়, এখন সেটা কঠিন হয়ে গেল। ফুঁ দিয়ে কার্যোদ্ধাদের আশা তাদের রইলোনা।

ঃ দোস্ত।

www.amarboi.org

ঃ এখন মতলব হাসিল করতে হলে তাদের শক্ত লড়াই লড়তে হবে, জানবাজী রাখতে হবে। এর পরেও সফল তারা হবে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন একটা থেকেই যাবে।

আবদুর রশিদ হোঁচট খেয়ে বললেন- তার মানে? শাহজাদার এই পদক্ষেপ তুমি তাহলে সমর্থন করছো?

সোহেল বেনে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন- একশোবার। আরে দোস্ত, এই হুকুমাতের বুকের উপর দিনে দিনে একটা হাজার মনের পাথর চেপে বসেছে। হুকুমাতের এখন জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে-উর্ধশ্বাস উঠেছে। শক্ত ধাক্কা না মারলে কি নেড়েচেড়ে নামানো যাবে পাথরটা?

ঃ তা তো বুঝলাম দোস্ত! কিন্তু শক্ত ধাক্কা মারতে গেলে যে শক্তভাবে নড়ে উঠবে পাথরটা তাতে তো আরো বেশী চাপ পড়বে বিপন্নের বুকে। তাতে তো বিপন্নটা তখনই মারা যেতেও পারে?

ঃ অবশ্যই তা পারে আর তা গেলেও উপায় নেই।

ঃ কেমন?

ঃ ঐভাবে পাথরচাপা থাকলে তো আপ্‌ছে আপ্‌ই প্রাণটা তার বেরিয়ে যাবে। দু'দন্ড আগে হোক পরে হোক, মরণ তার সুনিশ্চিত। বরং পাথরটা সরিয়ে ফেলতে পারলে তবেই বিপন্নটার বাঁচার আশা করা যায়। এই ধাক্কাটা যদি সামলে নিতে পারে তাহলে তো বঁচে গেল সে। মৃত্যুটা তার অবধারিত হলো না।

ঃ দোস্ত!

ঃ কারো উদরের মধ্যে বল্লম বা তীর আমূল ঢুকে গেলে, সেটা সবলে টেনে বের করে লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, না টানতে গেলে সে মারা যাবে ভয়ে বল্লম বা তীরটা ঐভাবেই উদরের মধ্যে রেখে দেবে?

ঃ হ্যাঁ, একথাও তো ঠিকই দোস্ত।

ঃ বাংলার এই হুকুমাতটা বিনাশ করার জল্পনা কল্পনা এই শাসনের দেশী-বিদেশী দুশমনগুলো অনেকদিন থেকেই করে আসছে। এখন তারা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। ইংরেজেরা বদ্ধ পরিকর, দেশীগুলোর মতিগতি ত ঐ দিকেই।

ঃ দোস্ত!

ঃ সিরাজের মতো একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী থাকা সত্ত্বেও মসনদের উপর কর্তৃত্বটা ঘসেটি বেগমের হাতে দেয়ার এত উৎসাহ রাজ বল্লভদের কেন, এ

www.amarboi.org

থেকেও কি কিছু অনুমান করতে পারছোনা? ব্যাপারটা এমন নয় যে, সিরাজের এই শক্ত পদক্ষেপের জন্যেই তারা বিরূপ হয়ে উঠছে বা উঠবে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ শাহজাদার শক্ত মনোভাবই তাদের বিরূপ হওয়ার আর বিরুদ্ধাচারণ করার একমাত্র কারণ হলে, অবশ্যই নরম হয়ে সকলের পিঠে হাত বুলিয়ে চলাই তাঁর উচিত হতো। কিন্তু ঘটনা তো তা নয়।

রিসালদার আবদুর রশিদের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি উল্লাসভরে বললেন-সাব্বাস! এই জন্যেই তো বলেছিলাম দোস্ত, তোমার মতো একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের পাশে থাকলে অনেক দিগদর্শন পাবো আমরা। সত্যিই তোমার অন্তর দৃষ্টি খুবই শানদার।

ম্লান হাসি হেসে সোহেল বেনে বললেন- অমনি অমনি হয়নি দোস্ত। সব কিছু দেখে শুনে আর অনুধাবন করে তবেই এই উপলব্ধি আমার হয়েছে। এই যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন নয় কয়েকটি বছর ধরে, এর তো ফায়দা কিছু আছে?

ঃ জরুর-জরুর। কিন্তু দোস্ত, আমি যা দেখছি তাতে কাজ তোমার আরো বেড়ে গেল। মানে তোমার ঐ ঘুরে বেড়ানোর পালাটা তুঙ্গে উঠে গেল।

ঃ তা তো যাবেই। এখন এক একজন এক এক ধাক্কা খাবে আর এক একটা বদমতলব পাকিয়ে তুলবে। তাঁতের মাকুর আর ক্লান্তি কি দোস্ত? এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছোটাই তো তার কাজ।

লোকজনের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা উঠে যে যায় পথে চলে গেলেন। সিরাজউদ্দৌলাহ অকুতোভয়। তিনি লড়ছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর সৎ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। দুর্নীতি আর দুর্জনদের মোকাবেলা করে জরাজীর্ণ হুকুমাতটাকে শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করার লক্ষ্যে তিনি যথাসাধ্য করছেন। তাঁর এই একনিষ্ঠ তৎপরতার মুখে একের পর এক বাঘ সিংহেরাই ঘায়েল হচ্ছেন বেশী। এই হুকুমাতের তথা কথিত শুভাকাঙ্খীদেরই মুখোশ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে করে প্রাথমিক যে বিড়ম্বনাটা দেখা দিচ্ছে তাহলো, যাদের নিয়ে তিনি এই শুদ্ধি অভিযান চালাবেন, তাঁরাই সর্বাগ্রে সর্বাদিক ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হচ্ছেন। এই প্রশাসনের যারা হাত-পা, দুর্নীতির পক্ষে তাদেরকেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত পাওয়া যাচ্ছে, নানাবিধ দুষ্কর্মের সাথে সরকারী অর্থ আত্মস্মাৎ করাটাই প্রকটভাবে ধরা পড়ছে। ফতেচাঁদ জগৎশেট, বর্ধমানের রাজা ও জগৎশেঠের

www.amarboi.org

ভাই আগেই ধরা পড়েছিলেন। রামকৃষ্ণ শেঠ নামক অন্য একজন প্রতাপশালী শেঠ ধরা পড়ার সাথে সাথেই কলিকাতার দুর্গে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করছেন। হোমরা চোমরাদের মধ্যে এবার মারাত্মক তহবিল তছরূফের দায়ে ধরা পড়লেন ঢাকার দেওয়ান ও পূর্ববঙ্গের রাজস্বের সর্বাধিকতা রাজবল্লভ নিজে। অন্যান্যদের তছরূফ তবু ডালিডোলের মধ্যে ঢোকার মতো ছিল। কিন্তু এই জগৎশেঠ-রাজবল্লভ গোত্রীয় রথী মহারথীদের তছরূফের পরিমাণ পর্বত প্রমাণ। কারো কোটি, কারো কোটি কোটি।

প্রশাসনের দায়িত্ব হাতে নেয়ার পর থেকেই তরুণ সিরাজউদ্দৌলাহ আরাম বিরাম হারাম করে ফেলেছেন। সামরিক, বেসামরিক, অর্থনৈতিক-অর্থাৎ প্রশাসনের সকল বিভাগ, সকল দিক নিয়ন্ত্রণে আনার ইরাদায় রাতদিন তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। অহর্নিশ প্রশাসনের খবর করে বেড়াচ্ছেন। এই খবর করতে করতে রাজ কোষের খবর নিতে গিয়ে তিনি দেখলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে পূর্ব বঙ্গের রাজস্ব থেকে এক পয়সাও জমা পড়েনি রাজকোষে। হিসাব করে দেখা গেল, রাজকোষে দেয় টাকার পরিমাণ কোটির কাছাকাছি।

পূর্ব বঙ্গের সমুদয় অর্থ রাজবল্লভের হাতে। রাজস্ব আদায়, আদায়কৃত অর্থ সংরক্ষণ এবং রাজকোষে দেয় টাকা প্রেরণ-তামামই দেওয়ান রাজবল্লভের এক্তিয়ারে। অদ্যতক তিনি এক পয়সাও রাজ কোষে জমা দেননি। শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ খোঁজ নিয়ে আরও জেনেছেন, বৈধরাজস্বের অতিরিক্ত অবৈধ পথে জুলুম করে প্রজাদের নিকট থেকে প্রভূত অর্থ আদায় করেছেন দেওয়ান রাজবল্লভ।

শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ রাজবল্লাভকে তলব দিলেন এবং রাজকোষে দেয় টাকা কেন জমা দেয়া হয়নি, তার উপযুক্ত কৈফিয়ত চাইলেন। কিন্তু উপযুক্ত কৈফিয়ত দেওয়ান রাজবল্লভ দেবেন কি? বিগত কয়েক বছর ধরে রাজস্বের তামাম অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গো সহকারে তিনি আত্মস্মাৎ করে বসে আছেন। কিছু দিয়েছেন তার অনুগত সঙ্গী সাথীদের হাতে আর বাদবাকী তামাম অর্থ ঘসেটি বেগম সাহেবার সাথে ভাগাভাগি করে গ্রাস করে ফেলেছেন। ঘসেটি বেগমের ভাগটা ক্ষুদ্র না হলেও, সিংহভাগটাই দেওয়ান রাজ বল্লভ নিজের বাকসে তুলেছেন। পানি ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেললে হিসেবটা আর দিতে হবে না, এই ছিল তাঁদের ধারণা।

www.amarboi.org

দেওয়ান রাজবল্লভ হিসেব দিতে পারলেন না। প্রচন্ড চাপের মুখে তিনি কাঁপতে কাঁপতে সময় প্রার্থনা করলেন। এই মারাত্মক অপরাধের একমাত্র শাস্তি ছিল প্রাণদন্ড বা কারাবাস। অশেষ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ সময় মঞ্জুর করলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ রাজকোষে জমা দেয়ার ওয়াদা করে দেওয়ান রাজবল্লভ রেহাই নিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু টাকা জমা দেয়ার মোটেই কোন সদিচ্ছা রাজবল্লভের ছিলনা। এ দায় এড়িয়ে যাওয়ার তিনি পথ খুঁজতে লাগলেন। একার মগজে কাজ না হওয়ায় শেষে তিনি স্বদলীয় সুহৃদদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে রামকৃষ্ণ শেট যে পথ ধরেছেন সেই পথ ধরার জন্যে তাঁর সুহৃদেরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন। সুহৃদদের পরামর্শই গ্রহণ করলেন দেওয়ান রাজবল্লভ। কিন্তু রাজবল্লভের মতো প্রশাসনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে ঐভাবে গা-ঢাকা দেয়া সম্ভব নয়। তদুপরি, তাঁদের দলীয় স্বার্থে তাঁর মতো একটা অত্যন্ত শক্তিশালী হাত রাজধানী থেকে হারিয়ে গেলেও চলবে না। সাব্যস্ত হলো, উধাও হবে রাজ বল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ওরফে কৃষ্ণদাশ।

কালবিলম্ব না করে দেওয়ান রাজ বল্লভ এই পথ ধরলেন। মূল্যবান ধন সম্পদ ও নগদ তিপান্ন লক্ষ টাকা সহ তিনি তাঁর পুত্র কৃষ্ণ দাসকে সপরিবার কলিকাতা দুর্গে ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পূর্বযোগাযোগ অনুসারে ইংরেজেরাও সাগ্রহে কৃষ্ণদাসকে সপরিবার আশ্রয় দান করলো। নবাব না তাঁর প্রতিনিধি এতে রুষ্ট হবেন জেনেও তারা বিন্দু মাত্র বিচলিত হলো না।

নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও দেওয়ান রাজবল্লভ রাজকোষে টাকা জমা না দেয়ায় শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ ক্রুদ্ধ হলেন এবং আবার তাঁকে তলব দিলেন। রাজবল্লভ এসে মায়াকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জানালেন, তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস তাঁর সর্বনাশ করে গেছে। নগদ অর্থসহকারে তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে কৃষ্ণদাস কলিকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কৃষ্ণদাস তাঁকে ফতুর করে গেছে, নিঃস্ব করে গেছে; একটা কপর্দকও রেখে যায়নি দুরাচার। তিনি একদম পথে বসে গেছেন। কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দিলেও একটা পয়সা রাজকোষে জমা দেয়ার সামর্থ তাঁর নেই।

www.amarboi.org

কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে না দিলেও, দেওয়ান রাজবল্লভের কথা শুনে শাহজাদা সিরাউজদ্দৌলাহ প্রথমে প্রচন্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরে দেওয়ানের বিবরণের সত্যতা অসত্যতা কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে না পেরে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং ঘটনার সত্যতা ও ঘটনার সাথে দেওয়ান রাজবল্লভ সম্পৃক্ত কিনা তা উৎঘাটন করা সহ কৃষ্ণবল্লভকে ধরে আনার ব্যাপারে তিনি বিপুল উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

আবার কেঁপে উঠলেন রাজবল্লভ বাবু। তাড়াহুড়া করে অল্প যোগাযোগের ভিত্তিতেই কৃষ্ণদাসকে পাঠানো হয়েছে কলিকাতায়। ঘটনার সাথে তিনি সরাসরি জড়িত- এ কথা যদি ইংরেজরা অসতর্ক মুহূর্তে ফাঁস করে ফেলে আর সিরাজের হুমকির মুখে তারা যদি শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদাসকে সিরাজের কাছে হস্তান্তর করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ভয়ংকর পরিনামের সম্মুখীন হবেন। কৃষ্ণদাস সিরাজের হাতে পড়লে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলাও ন্যায়বিচারে অসম্ভব নয়। তাই, ইংরেজদের পুনরায় শক্ত ও সতর্ক হওয়ার অনুরোধ করার জন্যে, রাজবল্লভ বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে গিয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন, কড়া নজর রাখা হয়েছে তাঁর উপর। শাহজাদা সিরাজের তদন্ত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে তাঁর নিজের যোগাযাগ করার কোন মওকা নেই। সিরাজের এই বুদ্ধিমত্তা দেখে দেওয়ান রাজবল্লভ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু অতি শীঘ্রই ইংরেজদের হুঁশিয়ার করে দেয়া নিদারুণভাবে প্রয়োজন। সরাসরি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের গভর্ণর রোজার ড্রেক কিংবা নিদেন পক্ষে কৃষ্ণদাসের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা চাই। কৃষ্ণদাসের সাথে কথা বলতে পারলেও পরিস্থিতির গুরুত্বটা কৃষ্ণদাস ড্রেক সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে পারবে। রাজবল্লভ বাবু নিজে যেতে না পারলে তাঁর সমান ওজনের কেউ কলিকাতায় না গেলে কাজ কিছু হবে না। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। তাঁর স্বগোত্রীয় হোমরা চোমরাদের সিরাজউদ্দৌলাহ এমনইভাবে দায়িত্বের মধ্যে ব্যস্ত করে রেখেছেন যে, অনুরোধ করা মাত্রই তাঁদের কারো পক্ষেই সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ছুটে যাওয়া সম্ভব নয়। কারো জন্যে তা নিরাপদও নয়। এটি সময় সুযোগের ব্যাপার।

দেওয়ান রাজবল্লভ ঘেমে উঠলেন। অবশেষে বিস্তারিত বিবরণ লিখে কৃষ্ণদাসকে পত্র দেয়াই তিনি যুক্তি সঙ্গত মনে করলেন। এ জন্যেও নিজের

www.amarboi.org

বা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক চাই। মাঝখানে পত্র খানা বেহাত হয়ে সিরাজের কাছে এলে, প্রমাণের জন্যে সিরাজকে আর মোটেই তকলিফ করতে হবে না।

এমন লোক কে? তাঁর বা তাঁদের সরকারী পরিমণ্ডলের কোন চিহ্নিত লোক কিংবা তাঁদের নিজস্ব কোন চাই চেলা গেলে তার পেছনে চর লাগা অসম্ভব নয়। এ নিয়ে ভাবতেই শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, মাদ্রাজ কাউন্সিলের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মানে কলিকাতার ইংরেজেরা কলিকাতা দুর্গে এক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করেছে। এদেশের অনেক ব্যবসায়ীরা এ উৎসবে উপস্থিত থাকবে। তাই এ উৎসবে জলসা করার জন্যে বিহারীলালের শিল্পী গোষ্ঠীকে বায়না করা হয়েছে। আগামী কালই বিহারীলাল তাঁর দল নিয়ে কলিকাতায় রওনা হয়ে যাচ্ছেন।

দেওয়ান রাজবল্লভ খুশী হয়ে হাঁফ ছাড়লেন। তখনই তিনি তন্দ্রাবাঈকে মতিঝিল প্রসাদ থেকে ডেকে নিলেন এবং বিহারীলালের দলের সাথে তাঁকে কলিকাতায় জলসা করতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বলাবাহুল্য, সব কিছু ভাল করে সমঝে দিয়ে তন্দ্রাবাঈয়ের হাতেই তিনি কৃষ্ণদাসকে পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

দশ

কলিকাতার দুর্গ 'ফোর্ট উইলিয়াম' এলাকা সংরক্ষিত এলাকা। ইংরেজদের এটি নিজস্ব ও নিয়ন্ত্রিত এলাকা। সবকিছুই এখানে নিয়মবদ্ধ। চলাফেলা দেন-দরবার, সভাসমিতি এমনকি উৎসব-অনুষ্ঠানও এখানে কড়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এলোমেলো আনাগোনা, হৈ হুল্লোড় ও অহেতুক জনসমাগম এখানে নিষিদ্ধ। বিশাল এলাকায় বাঁকে মোড়ে, পথের ধারে শৃঙ্খলা বিধানকারী সেপাই-শান্ত্রী অহর্নিশ বিদ্যমান। একমাত্র ইংরেজ ছাড়া অবাধ বিরচণ ও স্বাধীন আচরণের অধিকার এখানে অন্য কারো নেই। রাজ্যের মধ্যে এটি একটি পৃথক রাজ্য। বাংলা মুলুকের মধ্যে এ মুলুক ভিন্ন মুলুক। বাংলার অধিবাসী এ মুলুকে পরবাসী। জীবন এখানে অনেকটা কলের মতো বৈচিত্রহীন।

কলিকাতার প্রাণচাঞ্চল্য তামামই বাইরে। বৈচিত্র ও মুক্ত জীবন ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরের দেয়ালের ওপারে। বিশেষ করে, কলিকাতার নদী-বন্দরই কলিকাতার প্রাণ। যেমনই কর্মমুখর তেমনই বৈচিত্রময়। ভাগীরথী বা হুগলী

www.amarboi.org

নদী এখানে একটি চলমান দৃশ্য কাব্য। নদীবক্ষে ভাসমান হাজার মাপের হাজার রকম কিস্তি ও জলযান। বাদাম,-পালের রং বর্ণ, তার আকার-প্রকার-আয়তন, ছৈ-ছাউনির বাহার, দাঁড়-বৈঠার কসরত, উজান-ভাটির তৎপরতা, ঢেউস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত, মাঝি মাল্লার কোলাহল, উচ্ছ্বাস-আবেগ গান-গীত-সবকিছু মিলে এক অখণ্ড দৃশ্যপট। তীরবর্তী এলাকাও জলযানে আচ্ছন্ন। জাহাজ-বজরা-বাণিজ্যতরীর মৌচাকের দুইপাশে সুদীর্ঘ তীর বরাবর পানসি-ছিপ, বোট-বাড্ডি ও ডিঙ্গা-ভেলার বিচিত্র কাতার।

বন্দরের তাবৎ কর্মকাণ্ড তীর সংলগ্ন ডাঙ্গায়। গুদাম-আড়ত চালা-ছাউনির চত্বরে পণ্যের সমাবেশ, পণ্যের আনাগোনা, পণ্যের প্রচারণা, প্রদর্শন বেচাকেনা, দরদস্তর ও বাগবিতন্ডার পাশাপাশি খেলা মেলা বাদ্যিবাজনা ও রঙ্গ-তামাসার বিপুল সমারোহ। বন্দরের দুই পাশে নৌযানের ভিড় বিরল নদীতীর মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ-স্রোতের কলতানে, বর্ণে, বৈচিত্র ও নিরিবিলির আমেজে ভিন্ন এক দুনিয়া। এখান থেকে ভাগীরথীর ওপারে সূর্যাস্ত আর একটি দুষ্প্রাপ্য দৃশ্য। এই কালে কলিকাতার এদিকে যে আসেনি, কিছু বিষবাষ্প ছাড়া, ফোর্ট উইলয়ামের দেয়াল ঘেরা চত্বর থেকে প্রাণের প্রবাহ সে কিছুই নিতে পারেনি।

বিহারীলালের শিল্পীরা পড়ন্ত বেলায় দল বেঁধে বেরিয়েছেন প্রাণের সন্ধানে। ব্যস্ত বন্দর পাশে রেখে এই জনবিরল নদীতটে তারা এসে জুটেছেন এবং এই মনোরম পরিবেশে গা মেলে ইতস্ততঃ হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন।

বিহারীলাল বাবু আজ খুশীতে ভরপুর। গতরাতে জলসা তাঁর ধুমধাড়াক্কা জমেছে। উমিচাঁদ বাবুর মকানে সেবারের 'সেই ব্যর্থতার গ্লানী তাঁর সাফ হয়ে গেছে। সেখানে যেমন চলে তেমনটির যোগান দিয়ে রাতভর তিনি জলসাঘর উত্তপ্ত করে রেখেছেন। লহরীবালার লক্কর নৃত্য আর ক্ষ্যান্তমনির খেমটাদল ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরটা নাচে গানে ছয়লাব করে দিয়েছে। তন্দ্রাবাঈ ও রানুবালার বিনম্র সঙ্গীতও বিরক্তির বস্তু হয়নি। প্রচন্ড তাপের পর মাঝে মাঝে তাদের সংযত সঙ্গীত শীতল আমেজ আর বিরতির অবকাশ জুগিয়েছে। বিশেষ করে সৌম্য শান্ত তন্দ্রাবাঈয়ের সম্মোহনী রূপ সাহেবদের দীল তেমন তপ্ত করতে না পারলেও, এদেশীও অনেক চিত্ত বিকল করে দিয়েছে। তরুণ ব্যবসায়ীদের নিরন্তর চাহিদায় তন্দ্রাবাঈকে একাধিকবার আসতে হয়েছে আসরে।

www.amarboi.org

সাহেবদের মন কেড়েছে ক্ষ্যান্তমনির নটিনীরা। কয়েকজন নটী-নর্তকী নিয়ে ক্ষ্যান্তমনি এসেছে বিহারীলালের ভাড়াটে হয়ে ফিরিঙ্গীদের আসরে এদের কদর অনেক বুঝেই বিহারীলাল এবার ক্ষ্যান্তমনির খেমটাদল সাথে নিয়ে এসেছেন। হিসেবে ভুল হয়নি বিহারীরালের। লহরী বালার চেয়েও সাহেবদের বাহবা এরাই বেশী কুড়িয়েছে। কুড়িয়েছে অনেক বেশী ইনাম।

সব মিলে বিহারীলালের আসর এবার আশাতীত জমেছে। চুক্তির পাওনার সাথে ইনামের স্বাদ বিহারীলালও পেয়েছেন। সেই সাথে পেয়েছেন আর এক রাত্রি জলসা করার উষ্ণ আমন্ত্রণ। আর একরাত্রি জলসা মানেই আর একদফা মোটা অংকের প্রাপ্তিযোগ। গতরাতের বিপুল সফলতাই বিহারীলালের কিসমত খুলে দিয়েছে।

তাই বিহারীলাল বাবু আজ খুব খুশী। শিল্পীদের উপর খুবই আজ তৃপ্ত। তাঁদের উপর তিনি আজ অতিশয় দুর্বল। তাঁদের দাবী আবদার তাই তিনি খোশদীলে মেটাচ্ছেন। গভীর রাত আসর করে শিল্পীরা তাঁর দিনভর ঘুমিয়েছেন। চার দেয়ালে বাঁধন কেটে এখন তাঁরা বাইরে আসতে চান। মুক্ত পরিবেশে আর খোলামেলা আলোবাতাসের মুখ দেখতে চান। কিন্তু দুর্গ 'ফোর্ট উইলিয়াম' এলাকায় সে পরিবেশ নেই। এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোর নিরিবিলি প্রাঙ্গন ও স্বাচ্ছন্দের এখানে একান্তই অভাব। উচ্ছৃঙ্খল ফিরিঙ্গীদের উৎপাতের ভয়ও আছে জিয়াদাই।

দল নিয়ে বিহারীলাল ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। পড়ন্ত বেলায় শিল্পীদের নিয়ে বন্দর এলাকায় হাজির হয়েছেন। পুরুষ শিল্পীরা অনেকেই বাজারের মধ্যে ঢুকে গেছেন এবং কলিকাতা বন্দরের রং তামাসা দেখছেন। ক্ষ্যান্তমনির নটী-নর্তকীরা বেপরোয়া। তারা বাজারে ঢুকে স্বাধীনভাবে সৌখিন দ্রব্যের দোকানে দোকানে ঘুরছে। কয়েকজন পুরুষ ও বিশিষ্ট মহিলা শিল্পীদের নিয়ে বিহারীলাল বাবু বন্দরের হুড়-হট্টগোল এড়িয়ে দূরবর্তী জনবিরল ঐ নদীতটে এসেছেন। কিছু ছিপ-পানসী, বজরা-বোট পাড়ের অনেক নীচে হেতা হোথা ভেড়ানো থাকলেও, নদীর পাড় এখানে প্রায় নির্জন। সান্ধ্যভ্রমণরত দু'চারজন স্থায়ী লোকবাদে, লোক বলতে এখানে এখন তাঁরাই কয়েকজন। মুক্ত বায়ু আর খোলা ময়দান পেয়ে, বিহারীলালের শিল্পীরা, বিশেষ করে মহিলারা, আওয়ারা বনে গেছেন। কাঁচাকচি বালিকাবৎ তাঁরা দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছেন আর একে অন্যের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন।

www.amarboi.org

সন্ধ্যা সমাগত। অস্তাচলগামী সূর্য পাটে বসে গেছে। এখান তাঁদের ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু সূর্যাস্তের দৃশ্য এখানে অতিশয় মনোহর- এ খবর মহিলাদের কানে আগেই পড়েছে। তাই সূর্যাস্ত দেখার মোহে সুদীর্ঘ নদীতীরে কেউ একা, কেউ সাথীসহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন।

আঁধারে ঘিরে নিচ্ছে দিগন্ত। দিনের আলো অন্তর্হিত হচ্ছে। পুরুষ শিল্পীদের পুলক অনেক কম। এমন অনেক সূর্যাস্ত তাঁরা জিন্দেগীতে দেখেছেন। দূর থেকে ঘুরে বেড়িয়ে এসে তাঁরা একত্রিত হয়েছেন এবং ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করেছেন। কয়েকজন মহিলা ও তাঁদের সাথে আছেন। কিন্তু রানুবালা, লহরীবালা আর তন্দ্রাবাঈ সহ আরো দুই একজন এখনও ফিরেন নি। বিহারীলাল ব্যস্ত হয়ে আশে পাশে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁদের। কিন্তু তাঁরা অনেক দূরে চলে গেছেন এবং এক একজন এক একজায়গায় তন্ময় হয়ে বসে আছেন। সূর্যের অস্তটা পুরোপুরি দেখার খাহেশে তাঁরা খেয়ালই করেন নি যে, তাঁদের পুরুষ সঙ্গীরা ইতিমধ্যেই ফিরে অনেক দূরে চলে গেছে, নিকটে কেউ নেই।

সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে গেল। তন্দ্রাবাঈ একা একাই বসেছিলেন। লহরীবালা ও রানুবালা আরো কিছুটা দূরে গিয়ে পাশাপাশি বসে সূর্যাস্ত দেখার সাথে গল্পের মধ্যে বিভোর ছিল। তন্দ্রাবাঈয়ের খানিকটা নিকটে পাড়ের নীচে একটা বজরা বাঁধা ছিল। বজরার লোকজনের মৃদুমন্দ সাড়াশব্দ কানে পড়ায় তন্দ্রাবাঈয়ের একাকীত্বের ভয় তেমন ছিল না। পরপারের সুদূর দিগন্তে সোনালী থালাটা তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নদীর এপাড় আঁধার হয়ে এলো। তবুও আরো খানিক বসে রইলেন তন্দ্রাবাঈ। এরপর হুঁশে এসেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু পাশ ফিরতে পারলেন না। নিকটবর্তী বজরা থেকে জনাতিনেক লোক ইত্যবসরে চুপি চুপি নেমে পাড়ের উপর এসেছিল। বাঘে ধরার মতো তারা আচমকা এসে তন্দ্রাবাঈকে শূন্যে তুলে নিলো এবং দ্রুতপদে বজরার দিকে ছুটে চললো। একবার মাত্র চিৎকার দেয়ার সুযোগ পেলেন তন্দ্রাবাঈ। সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বৃত্তেরা সবলে তার মুখে চেপে ধরলো। তাদের কাঁধের উপর তিনি কেবল গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন।

চীৎকারটা রানুবালা ও লহরীবালার কানে যেতেই তারা কিছুটা এগিয়ে এসে আবছা আলো আবছা আঁধারে তন্দ্রাবাইয়ের হালত দেখে আঁতকে উঠলো ও আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলো। কিন্তু বিহারী লাল বাবু ও পুরুষ শিল্পীরা

www.amarboi.org

তখন অনেক বেশী দূরে, আর একদিকে তন্দ্রাবাঈকে নিয়ে দুর্বৃত্তেরা বজরায় তখন উঠি উঠি অবস্থা। আট দাঁড়ের বজরা। ছুটিয়ে দিলে অন্ধকারের বিশাল এই দরিয়ায় আর তাদের নাগাল পায় সাধ্য কার?

কিন্তু বজরায় উঠতে যেতেই প্রচন্ড এক লাঠির ঘায়ে ফটাশ করে দুর্বৃত্তদের একজনের মাথা ফেটে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বজরার পাশে লুকিয়ে পড়লো। ঘটনা কি, ফিরে চাইতেই অনুরূপ আর এক ঘায়ে আর একজনও মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তন্দ্রাবাঈয়ের পা এবার মাটি পেলো। হতভম্ভ তৃতীয়জন তাঁকে আর ধরে রাখতে পারলোনা বা তাঁকে ধরে রাখার হুঁশও তার ছিলনা। তৃতীয় জনের হাত থেকে ফসকে তন্দ্রাবাঈ আতংকের উপর পাড়ের দিকে দৌড় দিলেন এবং পাড়ের উপর উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। তখনই আবার মাটি হেঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পাড়ের উপর চলে এলেন।

এদিকে মাঝিমাল্লা সহকারে আরোদশ বারোজন লোক মার মার রবে ধেয়ে এলো এবং লাঠিয়ালকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু তারা লাঠিয়ালের কাছে ভিড়তে পারলোনা। লাফ দিয়ে পড়তেই দুই তিনজনের ঘাড়ে-মাথায় দুরন্ত লাঠির ঘা পড়ায় তখনই তারা কুঁকড়ে গেল। বাদবাকীরা তার দিকে ধেয়ে আসতেই লাঠিয়ালটি লাফ দিয়ে পাড়ের কিছুটা উপরে উঠে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো এবং দুর্মদবেগে লাঠি চালাতে লাগলো। এতে করে নীচে থেকে বজরার লোকজনের তাঁকে এঁটে উঠতে পাড়লোনা। বরং লাঠির ঘা খেয়ে নীচের দিকেই ছিটকে পড়তে লাগলো। এরপরও যা কিছু কসরত তারা করতে লাগলো, তীরের দুইদিক থেকে অনেক লোককে হৈ চৈ করে ছুটে আসতে দেখে সে উদ্যোগ তারা হারিয়ে ফেললো। ছুটে এলেন শিল্পীদের নিয়ে বিহারীলাল, ভ্রমণরত ব্যক্তিরা এবং তীরবর্তী অন্যান্য নৌযানের লোকজনেরা। এত লোকের সমাগম দেখে দুর্বৃত্তরা আঁতকে উঠে রণভঙ্গ দিলো এবং আহতদের বজরায় তুলে দিয়ে সবেগে বজরা ছুটিয়ে দিলো।

তন্দ্রাবাঈ ততক্ষণে কিছুটা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিলেন। দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে গেলে শিল্পীরা এসে তন্দ্রাবাঈয়ের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। অন্যান্য লোকেরা এসে ঘিরে ধরলো ঐ বাহাদুর লাঠিয়ালকে। আঁধার তখন অনেকখানি জমে গেছে। কাছে না এলে মুখ কারো চেনা যায়না। লোক জনেরা কাছে এসেও লাঠিয়ালকে চিনতে কেউ পারলেন না। তাঁরা তার পরিচয় জানতে চাইলেন। তন্দ্রাবাঈকে শিল্পীদের হাওলায় রেখে

www.amarboi.org

বিহারী লালও ছুটে এলেন এই মহা উপকারী বান্ধবটির খবর করতে। কাছে এসে মুখের দিকে চেয়েই তিনি বিপুল বিস্ময়ের চমকে উঠলেন। চমকে উঠে বললেন-একি! বেনে সাহেব, আপনি?

লাঠিয়ালটি সোহেল বেনে। কৈশোর কালে তিনি অনন্য সামরিক শিক্ষা হাসিল করে ছিলেন। এখানে সে তার কিছুটা দেখালেন।

রিসালদার আবদুর রশিদকে ঠিকই তিনি বলেছিলেন, "তাঁতের মাকুরের আর ক্লান্তি কি দোস্ত? এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছোটাইতো তার কাজ"। মুর্শিদাবাদ থেকে ইতিমধ্যেই তিনি আবার কলিকাতায় ছুটে এসেছেন।

পুত্র কৃষ্ণদাস পিতা রায়বল্লভের যথা সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে কলিকাতায় ইংরেজদের দুর্গে পালিয়ে গেছে, কৃষ্ণদাস তাঁর সর্বনাশ করেছে, রাজবল্লভের এই বিবরণ কানে পড়তেই সোহেল বেনে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ঘটনাটা সত্য না তামামই রাজ বল্লভের চালাকী, এটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তখনই তিনি কলিকাতার দিকে ছুটলেন এবং কলিকাতায় এসে হাজির হলেন।

কিন্তু কলিকাতায় এসে তখনই তিনি বিশেষ কোন সুবিধে করতে পারলেন না। ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে ইংরেজদের আনাগোনাই অধিক। দেশী লোকের উপস্থিতি নগণ্য। বাইরে যারা আছেন তাঁরা দুর্গের ভেতরে কি হচ্ছে, তা জানেন না। দুর্গের খবর বাইরে আসার অবকাশ অতিক্ষীণ। সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। সাধারণের এখানে প্রবেশধিকার নেই। একজন আতর-সুরমার ফেরিওয়ালার তো নেই-ই। সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এই ইংরেজেরা এ মুলুকে এসেছে অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্যে। পায়ের তলায় একটু খানি মাটি পাওয়ার জন্যে। এদেশীয় অনেক শাহীপুরুষদের মতো আলালের ঘরে দুলাল এরা নয়। এদের নজর বড় তীক্ষ্ণ।

ওদিকে আবার, শাহী এলাকার পাইক প্রহরীর মতো এতটা অলস ও দায়িত্বহীন ইংরেজ সেপাই-শান্ত্রীরাও নয়। নিজ নিজ দায়িত্বে এরা টন টনে। ভাষাও এদের দুর্বোধ্য। এইসব কারণে-প্রহরীর সাথে খাতির জমানোর কোন সুবিধে সোহেল বেনে পেলেন না। ফলে, কৃষ্ণদাস কোথায় আছেন, ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে না বাইরে, সোহেল বেনে এসেই তার হদিস করতে পারলেন না। তিনি ফোর্স উইলিয়ামের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

www.amarboi.org

তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর দেশী লোক কারা ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরে যায় আর আসে, তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেশী ব্যবসায়ী আর সাহেবদের পেটুয়া যে দু'চারজনকে যাতায়াত করতে দেখলেন, তাদের সাথে কথা বলে তিনি হতাশ হলেন। দেখলেন, সাহেবদের করুণার এন্তার তারিফটুকু ছাড়া আর কিছুই পেটে তাদের নেই। দুইবেলা যারা সাহেবদের দালাদী আর মোসাহেবী করে বেড়ায়, সাহেবদের পেটের খবর কিছুই তারা জানে না।

সোহেল বেনে মুস্কিলে পড়ে গেলেন। অখন্ড ধৈর্য নিয়ে তিনি সন্ধান কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ এলাকায় আরো তিনি এসেছেন এবং অনেকদিন থেকেছেন। এতে করে বাইরের অনেকের সাথেই তাঁর চেনাজানা ও ভাব-খাতির হয়েছে। অবশেষে তিনি এদের সাহায্য নিলেন। সাহেবদের এদেশীয় কেরানী-মুন্সি ও দাপ্তরিক লোক যারা ফোর্ট উইলিয়ামে কাজ করেন এবং যাঁরা অধিকাংশই অমুসলমান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথী ও তথ্য যাঁদের হাতে আসে তাঁরা বেশীরভাগই কলিকাতার অধিবাসী। অনেকেই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের বাইরে বাস করেন। এখানকার খাতিরের লোকদের মাধ্যমে সোহেল বেনে ঐসব দাপ্তরিক লোকদের সাথে পাত্তা লাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই সাথে তিনি বন্দরে-বাজারেও ঘুরে বেড়াতে লাগলেন-সংশ্লিষ্ট কারো সন্ধান কিছু পান কিনা, সেই আশায়।

একদিন তিনি এই সদর এলাকায় ছিলেন না। এক গুরুত্বপূর্ণ কারণিকের সন্ধান পেয়ে কিছুটা মফস্বল এলাকায় গিয়ে সেদিন ও পরের দিনের অর্ধেক ঐ কারণিকের পেছনেই কাটালেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সোহেল বেনের খাতিরের লোকেরাই তাঁকে এ মওকা করে দিলেন। এতে কিছুটা সন্ধানও তিনি পেলেন। কারণিকটি জানালেন, কৃষ্ণদাস নামের এক ব্যক্তি সপরিবার এখানে এসেছেন। তাঁকে সাহেবদের সাথে উঠাবসা করতে কারণীকটি দেখেছেণ। তবে কৃষ্ণদাস কোথায় থাকেন, কি সমাচার, কারণিকটি তা জানেন না। যতটুকু সম্ভব জেনে নিয়ে তিনি সোহেল বেনেকে পরে তা জানাবেন, এই আশ্বাস দিলেন। সেখান থেকে ফিরে বিকেলে এসে সোহেল বেনে ফোর্ট উইলিয়াম এলাকায় আবার পৌছলেন। পৌছেই তিনি শুনলেন, ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে গতরাতে এক বড়ো সড়ো জলসা হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের এক নামকরা শিল্পীগোষ্ঠী এসে সেই জলসায় অংশ

www.amarboi.org

গ্রহণ করেছেন। শুনেই সোহেল বেনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। তিনি অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই সেটা তাহলে বিহারীলালের শিল্পীগোষ্ঠী।

তৎক্ষণাৎ সোহেলবেনে ফোর্ট উইলিয়ামের সদরের দিকে ছুটলেন। সদর ফটকে এসেই নসীবগুনে একজন সাদাসিধে দেশী ব্যবসায়ীকে ফটকের সামনে পেলেন। তিনি তাঁকে জানালেন, শিল্পীরা এখন ভেতরে কেউ নেই। খুব সম্ভব নদীর তীরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

আবার সোহেল বেনে বন্দরের দিকে ছুটলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েদের নিয়ে বাজারে ঢোকা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই তাঁরা তাহলে বন্দরের বাইরে ঐ জনবিরল নদীর তীরে চলে গেছে। বেলা তখন ডুব ডুব। বন্দর পেরিয়ে ঐ নদীতীরে আসতে আসতেই সূর্যটা ডুবে গেল। একটু পরে, যেদিক দিয়ে ছুটছিলেন সেখান থেকে অনেকখানি ফাঁকে আলো আঁধারীর মধ্যে তিনি একব্যক্তিকে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনলেন, "এখানে খুঁজে লাভ নেই। বিহারীলাল বাবু। তন্দ্রাবাঈ, রানুবালা আর লহরীবালাদের ঐ অনেকদূরে নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম। ওরা তাহলে এখনও ওখানেই বসে আছে।"

শুনেই সোহেল বেনে চমকে উঠলেন। সেই সাথে বুঝতে পারলেন, এখানেই এসেছেন তাঁরা। আঁধার তখন অনেকখানি জমে গেছে। দূর থেকে কাউকেই আর চেনা যাচ্ছেনা। বিহারীলাল বাবুদের কাছে না গিয়ে সোহেল বেনে তৎক্ষণাৎ নদীর তীর বরাবর দূরের দিকে দৌড় দিলেন। ব ন্দরের এই দূরবর্তী নদীতীরের খবর তিনি জানেন। এখানে তিনি এর আগে আরো কয়েকবার এসেছেন। এ স্থান ভয়ংকর স্থান। বিশেষ করে সূর্যাস্তের পরে। হামেশাই এখানে লুটতরাজ, ছিনতাই আর রাহাজানী হয়। নারী হরণের ঘটনাও সেবার তিনি নিজের চোখে দেখে গেছেন। নদীর এই জনবিরল তীরে বজরা-ছিপ ভিড়িয়ে যারা চুপচাপ বসে থাকে, সবাই তারা নীরিহ লোক নয়। চোরডাকু আর লুটেরার দলও এখানে নৌকা-বজরা ভিড়িয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। বসে থাকে বদমায়েশ আর গুন্ডারা। বন্দর থেকে মালামাল নিয়ে সাঁঝের পর কাউকে একা বা অল্পলোককে যেতে দেখলেই তারা তাদের উপর চড়াও হয়ে মালামাল লুট করে। বাগে পেলে মেয়েদেরও তারা ছিনিয়ে নেয়। এই গতবারই তিনি এ ঘটনা স্বচোক্ষে দেখে গেছেন। একভদ্রলোক সপরিবার এই পথে এই নদীর তীরে অবস্থিত দূরবর্তী গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে জনা দুইয়েক যুবতী মেয়ে ছিল। বন্দর

www.amarboi.org

পেরিয়ে এই স্থানে আসতেই তাঁদের সাঁঝ হয়। নদীর তীরে একখানা ছিপনৌকা ভেড়ানো ছিল। অকস্মাৎ সেই ছিপ থেকে একদল দস্যু এসে ঐ পরিবারের উপর চড়াও হয়। তাঁদের যথা সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়ার পর ঐ দুই মেয়ের একটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা ছিপ ছুটিয়ে দেয়। এ এক করুণ দৃশ্য। ভাগ্যিস কয়েকখানা নৌকাবাইচ-খোলা ছিপ নৌকা এই সময় এ দিক দিয়ে যাচ্ছিল। লোকজনের চীৎকার ও আর্তনাদ শুনে তারা ঐ লুটেরাদের ছিপনৌকা ঘেরাও করে এবং মেয়েটাকে উদ্ধার করে। এতে উদ্ধারকারীরা কয়েকজন অনেকখানি জখম হয়। সোহেল বেনে স্মৃতিপটে এ দৃশ্য তরতাজা ছিল। তন্দ্রাবাঈয়েরা এখনও ঐ বিবরণ নদীতটে আছেন শুনেই তিনি আঁতকে উঠলেন এবং লাঠি হাতে ঐ দিকে উর্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন। বিহারীলাল বাবুদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি সময় ক্ষেপন করলেন না। তন্দ্রাবাঈদেরও ঐ অবস্থা হতে পারে ভেবে, তাদেরই খবর করতে আগে তিনি ছুটলেন।

কিছুক্ষণ ছুটার পর খানিকটা দূরে থেকেই তিনি নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তন্দ্রাবাঈ যেখানে ছিলেন তার কাছাকাছি এসেই তিনি আবছা আলো আঁধারে দেখলেন, জনা তিনেক লোক একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে বজরার দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাদের পশ্চাদধাবন করলেন এবং বজরাতে তারা উঠার উদ্যোগ করতেই পিছন থেকে একজনের মাথায় সবলে লাঠির ঘা মারলেন, তারপর আর একজনের মাথায়। কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেই অবস্থাটা করুণতম হতো।

বিহারীলাল বাবুর সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবে সোহেল বেনে ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললেন- হ্যাঁ আমি। যত্তসব আপনাদের কাণ্ড!

অতঃপর তিনি তাঁর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক লোকজনদের জানালেন, তিনি একজন ফেরিওয়ালা। এই দিকে এসেই তিনি এই কাণ্ড দেখতে পেলেন এবং তার সাধ্যমতো যা করার তা তিনি করলেন।

উপস্থিত সকলেই ধন্যধন্য করতে করতে যে যার পথে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে উদ্ধারকারী লোকটা সোহেল বেনে শুনেই শিল্পীরা সকলেই কলরব তুলে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। তন্দ্রাবাঈও এলেন। ঐ ফিঁকে আঁধারের মধ্যে সোহেল বেনে দেখলেন, তন্দ্রাবাঈ কিছুটা আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাটা তাঁর জমিনের দিকে ঝুঁকে আছে। সোহেল বেনে অনুমান করলেন, তিনি কিছুটা কাঁপছেনও। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ফসকে

www.amarboi.org

আসার কালেই সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈকে চিনেছিলেন। চোখের সামনে এক নজর দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আক্রান্ত এ মেয়েটি তন্দ্রাবাঈ নিজে। এক্ষণে সকলেই কলকণ্ঠে বলতে লাগলেন-বেনে সাহেব, আপনার জন্যেই তন্দ্রাবাঈটা বেঁচে গেল নইলে যে কি অবস্থা হতো-উঃ! চিন্তা করাই যায়না।

এক মহিলা শিল্পী আবেগভরে বললেন- আজীবন আপনার দাসীগিরি করলেও, এ ঋণ সে শোধ দিতে পারবেনা।

বিহারীলাল বাবুও অনুরূপ কিছু আবেগ প্রকাশ করতে গেলেন। সোহেল বেনে বাধা দিয়ে বললেন-হয়েছে হয়েছে। এখন চলুন দেখি, আপনাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিই।

বিহারীলাল বললেন- হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন-চলুন। কিন্তু আপনি, মানে আপনি হঠাৎ এখানে কি করে?

সোহেল বেনে বললেন- পরে ওসব বলবো। ফেরি করে খাই। আমাদের কি নির্দিষ্ট কোন বাজার আছে? যেদিকে যখন বাজারটা ভাল দেখি, সেই দিকেই ছুটি। নিন চলুন-

সকলেই ফেরত পথ ধরলেন। গল্পে গল্পে বিহারীলাল সোহেল বেনের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন। সোহেল বেনে লক্ষ্য করলেন, তন্দ্রাবাঈ ও তাঁর কোলঘেঁষে হাঁটছেন। কথার মাঝে বিহারী লাল বললেন- এখন আপনি কোন দিকে যাবেন বেনে সাহেব?

সোহেল বেনে স্মিত হাস্যে বললেন- ফেরিওয়ালার আবার দিক কি অধিকারী বাবু? যেখানে রাত, সেখানে কাত।

ঃ আপনার কি জরুরী কোন কাজ আছে এখন?

ঃ না, রাতে আর কি কাজ থাকবে?

ঃ ব্যস্-ব্যস্! তাহলে আজ আপনি আমাদের সাথে থাকবেন।

ঃ আপনাদের সাথে! কোথায়?

ঃ জলসা ঘরের পাশের ঘরে। মানে যেখানে আমি এই শিল্পীদের নিয়ে থাকি, সেখানে। বিলাট লম্বা এক ইমারত। পৃথক পৃথক কক্ষও আছে কয়েকটা। ওটা গোটাই আমাদের জন্যে খালি করে দেয়া হয়েছে।

ঃ আপনাদের জন্যে!

ঃ হ্যাঁ। ঘেরা ঢাকা চত্বর। ওখানে কোন বাইরের লোকের ঝামেলা নেই। ওদিকে আবার জলসা ঘরের একদম লাগালাগি।

www.amarboi.org

ঃ জলসা ঘর!

ঃ ওহো, আপনাকে তো বলাই হয়নি। আমরা এখানে ইংরেজদের ঐ খাস চত্বরে জলসা করতে এসেছি। ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরের একদম ভেতরে। ইংরেজেরাই আমাদের বায়না করে এনেছে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ গতরাতে খুব জমকালো এক জলসা আমরা করেছি। সাহেবেরা খুব খুশী। আজকেও আর এক রাত জলসা করবো আমরা। দেখলেই বুঝতে পারবেন, আসরটা কেমন জমা জমে।

বিহারীলালা খুশীতে হাসতে লাগলেন। সোহেল বেনে এই মওকাই খুঁজছিলেন। তবু মনের ভাব গোপন করে তিনি প্রশ্ন করলেন- তা আমি ওখানে যাবো কি করে?

বিহারীলাল বাবু সোচ্চার কণ্ঠে বললেন- কি করে মানে? আমাদের সাথে যাবেন। আমাদের দলেরই আপনি একজন, এই হিসেবে যাবেন। আপনাকে আটকাচ্ছে কে?

ঃ তাতো বুঝলাম, কিন্তু আমি ওখানে থাকলে কোন অসুবিধে হয় কিনা আপনাদের-মানে আপনার শিল্পীরা-

এবার জবাব দিলেন তন্দ্রাবাঈ। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন-তারা আপনাকে মাথায় করে রাখবে। এতটার পর আপনাকে এইভাবে ছাড়তে পারি আমরা?

সোহেল বেনে বললেন-কিন্তু

ঃ একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশটাও দেবেন না?

তন্দ্রাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর বিপুল বেগে কেঁপে উঠলো। তাঁর দুইচোখে পানি নেমে এলো। অপ্রতিভ হয়ে সোহেল বেনে বললেন- না-বলছিলাম, এতে আর কৃতজ্ঞতার কি আছে?

তন্দ্রাবাঈ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন- ও সব কিছু বুঝিনে। আপনাকে কিছুতেই ছাড়তে আজ পারবোনা, এই হলো কথা।

তন্দ্রাবাঈ সবলে কান্না চাপতে লাগলেন।

জড়োসড়ো হয়ে ফরাশের উপর বসে আছেন তন্দ্রাবাঈ। তাঁর আতংকটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। নত মস্তকে বসে আছেন চুপচাপ। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু কাঁপছেনও। রানুবালা পাশে বসে সাহস-আশ্বাস যোগাচ্ছে। লহরীবালাও এতক্ষণ তাঁর পাশে বসেছিল। এইমাত্র সে উঠে গেল। জলসা ঘরে। দর্শক শ্রোতাদের জায়গা-আসন ঠিকঠাক করা হচ্ছে। শিল্পীরা তৈরী

www.amarboi.org

হতে শুরু করেছেন। মহিলা শিল্পীরা অনেকেই জলসাঘর সংলগ্ন সাজঘরে চলে গেছেন। ওখানে তাঁরা সাজ পোশাক পরছেন। নূপুর বাঁধছেন পায়ে। ক্ষ্যান্তমনির নর্তকীরা সাজঘরের এক পাশে বসে চোখে মুখে থাবা থাবা রং-কালী মাখছে। যন্ত্রশিল্পীরা ফরাশ পাতা এ ঘরে তাঁদের যন্ত্রপাতি হাতরাচ্ছেন। পুরুষ শিল্পীরাও নড়ে চড়ে উঠে খাড়া হচ্ছেন। যাদের তাকিদ কম বা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কাজ, তাঁরাই কয়েকজন ফরাশের উপর হেথা-হোথা শুয়ে-বসে আছেন।

প্রশস্ত কক্ষটির লম্বা মেঝেজুড়ে ঢালাও ফরাশপাতা। মহিলাদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা থাকলেও, অনুষ্ঠান সূচী তৈয়ার করার প্রয়োজনে সব শিল্পীরাই এখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। এক্ষণে মেঝের ওপাশে কয়েকজন পুরুষ শিল্পী শুয়ে বসে আছেন, এপাশে রানুবালা ও জনা দুইয়েক মহিলাশিল্পী তন্দ্রাবাঈয়ের পাশে বসে মৃদুকণ্ঠে গল্প-আলাপ করছেন। তন্দ্রাবাঈয়ের ঐ দুর্ঘটনাই তাঁদের আলাপের বিষয়বস্তু। তন্দ্রাবাঈয়ের নাম কেটে দেয়া হয়েছে। শেষের অধ্যায়ে নামটা তাঁর রাখা হলেও, অনুষ্ঠানে তিনি আজ আদৌ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এ অনেকেরই সন্দেহ আছে মানসিক বিপর্যয়ের কারণে নিজের কক্ষে একা গিয়ে বসে থাকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন তন্দ্রাবাঈ। লোকজনের মাঝে এখানেই তিনি চুপ করে বসে আছেন।

অনুষ্ঠানসূচী তৈয়ার করা শেষ হলে, শিল্পীদের তৈয়ার হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিহারীলাল বাবু সোহেলবেনেকে তামাম চত্বর দেখানোর জন্য বেরিয়েছিলেন। চত্বরটার ভেতর-বাহির ঘুরে ঘুরে দেখানোর পর সোহেল বেনে সহকারে তিনি আবার ফিরে এলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের পাশে পাতা ছোট করে খাটিয়ের প্রতি ইংগিত করে বিহারীলাল বাবু সোহেল বেনেকে বললেন- আপনি এখন এখানে একটু বসুন বেনে সাহেব। আমি আসরের খবরটা করে আসি।

বিহারীলাল বাবু ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। সোহেল বেনে অগত্যা ঐ খাটিয়ায় এসে সংকুচিতভাবে বসলেন। সোহেল বেনের জড়োসড়ো অবস্থা দেখে রানুবালা মুখটিপ হাসলেন। রানুবালা কিছুটা ঠোঁটকাটা মেয়ে। কোনই জড়তা নেই। সে সোহেল বেনেকে উদ্দেশ্য করে বললো-বাপরে সাহেব যে এসে অবধি কেবল বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এতো তকলিফ করে

www.amarboi.org

যাকে বিপদ থেকে বাঁচালেন, তার কি হলো, ভুলেও একবার খোঁজ নিলেন না!

রানুবালার কণ্ঠস্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। সোহেল বেনে থতমত করে বললেন-জ্বি?

রানুবালা বললো- বিপদ বলে বিপদ? যাকে বলে মহামুসিবত। মনে হতেই আমার বুকের মধ্য ধরাশ করে উঠছে। মুসিবতটা যার উপর দিয়ে গেল তার অবস্থা কি, একবার বিবেচনা করে দেখুন?

ঃ হ্যাঁ, সে তো বুঝতে পারছি।

ঃ হৃদপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যে এখনও ঢলে পড়েনি, এইতো ঢের। আপনি একটু দেখেও যাবেন না?

সোহেল বেনে ভগ্নকণ্ঠে বললেন- দেখে আর কি করবো বলুন? আল্লাহতায়ালা যেটুকু তৌফিক আমাকে দিয়েছিলেন, সেটুকু আমি করেছি। এর পর আর কি করতে পারি আমি?

ঃ কি করতে মানে? কাছে বসে একটু সান্ত্বনা তো দেবেন? আপনি দুটো কথা বললেও মনের ফাঁপড়টা আর ঘুঁচে, মনে একটু সাহস আসে।

সোহেল বেনে গম্ভীর হলেন। কিছুটা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন- কথাই বা কি বলবো আমি? সাহস আনার কোন কথাই তো খুঁজে আমি পাচ্ছিনে।

ঃ কিছুই বলার নেই আপনার?

ঃ আছে। কিন্তু আমার যা বলার, তাতে তো সাহস কিছুই আসবেনা।

ঃ মানে?

ঃ সবই নিরুৎসাহের কথা। আপনারা তা পছন্দও করবেন না আর আপনাদের সেটা বিবেচনা করে দেখার বিষয়ও নয়।

ঃ যেমন? বলুন না, শুনি?

ঃ আপনারা হয়তো নারাজ হবেন। তবু বলতে যখন বলেছেন, এ প্রসঙ্গে আমাকে তাহলে বলতেই হয় যে, আমাদের সমাজে আমাদের মেয়েরা যে একটা নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে বাস করে, পর্দাপুশিদা করে চলে, এটা অনর্থক নয়। অপরিহার্য বলেই তাদের সেইভাবে চলতে হয়।

রানুবালা ঘুরে হাসি মুখে বললো- আপনি যা বলতে চান, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনাদের ব্যাপার আর আমাদের ব্যাপার এক নয়। আপনাদের মেয়েরা বাইরে এলে আর তাদের মুখ কেউ দেখে ফেললে,

www.amarboi.org

আপনাদের মেয়েদের পাপ হয়। কিন্তু আমাদের ধর্মমতে ওতে পাপও হয় না, বাইরে আসাও আমাদের নিষেধ নেই।

ঃ পাপটা কেন হয়, এইটেই বিবেচনা করে দেখা হয়না বলে নিষেধ নেই। ওতে মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, নির্মল মানসিকতা দূষিত হওয়ার ভয় থাকে। এ কারণেই ওটাকে পাপ বলা হয়।

ঃ কি রকম?

ঃ দেখুন, আকর্ষণহীন পদার্থ ঘরের বাইরে ফেলে রাখলে, ওদিকে মানুষের চোখ যায় না। কিন্তু মূল্যবান আর আকর্ষণীয় পদার্থ, অর্থাৎ সোনাদানা, অর্থকড়ি, যততত্র ফেলে রাখলে সৎলোকের না হোক, অসৎলোকের চোখ ওদিকে যাবেই আর হাত তারা বাড়াবেই। এইজন্যেই ওগুলো হেফাজত করে রাখতে হয়। উৎসাহিত হয়ে উঠে রানুবালা বললো-কেমন-কেমন? আর একটু বুঝিয়ে বলুন তো?

ঃ আপনারা মেয়েরা, ঐ সোনাদানার মতোই আকর্ষণীয় পদার্থ। খন্নাসদের নজরে সোনাদানার চেয়েও আপনাদের আকর্ষণ আরো বেশী। এ কারণেই কিছুটা রাখঢাক করে রাখা আর রাখঢাকের মধ্যে থাকাও আপনাদের প্রয়োজন। তা না হলে ফলাফল যা হয়, তা তো দেখতেই আজ পেলেন। মান ইজ্জতের সাথে জানটাও বিপন্ন হয়ে গেল।

ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে–

ঃ এই মান ইজ্জত আর জানটা হেফাজত করার প্রয়োজনেই আমাদের ধর্মে পর্দা–আব্রুর জরুরত এত বেশী।

রানুবালা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন-তা হতে পারে। কিন্তু আপনাদের ঐ ব্যবস্থাও তো ক্রটিমুক্ত নয়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনাদেরটাও অন্যদিক দিয়ে বাড়াবাড়ী- স্বাধীনতা বলতে মেয়েদের কিছুই ওতে থাকেনা। পুরুষেরাও মানুষ, মেয়েরাও মানুষ। একদল পুরোপুরি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে আর একদলের পায়ে থাকবে শিকল, তারা কোন স্বাধীনতাই পাবেনা, এটা কি অন্যায় নয়?

ঃ আপনি ভুল করছেন। যে পরিমান স্বাধীনতা ভোগ করলে আর যেভাবে ভোগ করলে মেয়েরা নিরাপদ থাকবে, মুসিবতে পড়বেনা, সে পরিমান স্বাধীনতা পুরোপুরিই মেয়েদের দেয়ার বিধান আমাদের ইসলামে আছে আর তাদেরকে তা দেয়া হয়। স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে যে গণ্ডী পেরিয়ে

www.amarboi.org

গেলে তারা বিপদাপন্ন হবে, সেখানেই ইসলাম রেখা টেনে দিয়েছে। ঐ রেখার বাইরে যাওয়ার নির্দেশ তাদের নেই। এটা তাদের স্বাধীনতা হরণ করা নয়, তাদের ভালাইয়ের জন্যেই অর্থাৎ তাদের বিপদমুক্ত রাখার জন্যই, এই বিধান দেয়া হয়েছে।

ঃ সাহেব!

ঃ পুরুষের মতো অবাধ স্বাধীনতা আপনারা ভোগ করতে চাইলেই তো আর হবেনা? আপনাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব দিয়ে এবং মাধুর্য, সুধা সম্ভার ও সৌরভের সমন্বয়ে অন্যের আকর্ষণের বস্তু করে। অনেক সম্ভার নিয়ে এ দুনিয়ায় এসেছেন আপনারা, কিন্তু সে তুলনায় বালাই বাধা মুক্ত হয়ে আসেন নি আর আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিদের সম পরিমাণ শক্তি নিয়েও আসেননি।

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ-মানে--

ঃ শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে সুদর্শন হরিণ শিশুর অবাধ বিচরণের অবকাশ কোথায়, বলুন? কিছুটা আড়াল রেখে চলতে তো তাদের হবেই। বাস্তবকে অস্বীকার করে সেরেফ গলার জোরে সমঅধিকার দাবী করা আত্মপ্রবঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছুই নয় যতখানি সময় আর রয়, সে হিসাবটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

অভিভুত হয়ে রানুবালা বললো- তাজ্জব। বড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছেন তো আপনি। অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়।

ঃ এই জন্যেই ইসলামে পর্দার উপর এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে শুধু কাজ করাই নয়, লড়াইয়ের ময়দানেও হাজির হওয়ার স্বাধীনতা মুসলমান মেয়েদের আছে, তবে যথেচ্ছাভাবে নয়, নিজের সৌরভ-সম্ভার ঢেকে।

ঃ তাই?

ঃ আমি আপনাদের পর্দা করে চলার উপদেশ দেবোনা। কারণ, ওটা আপনাদের ধর্মীয় বিধান নয়। কিন্তু কথা যখন উঠলোই, এরপর থেকে আপনারা যথাসম্ভব সাবধান সতর্ক হয়ে চলবেন, এই অনুরোধটা আজ আপনাদের করবো। এতটা অসাবধান হয়ে চলবেন না।

ঃ সাহেব!

ঃ একেবারেই বেপরোয়া হয়ে মেয়েদের চলাটা ভাল নয় বহিন, ওতে মুসিবত পদে পদে।

www.amarboi.org

সম্মোহিত রানুবালা আবেগে বললো- ভাইজান।

হন্তদন্ত হয়ে বিহারী লাল বাবু এস হাজির হলেন। এসেই তিনি রানুবালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- এই যে, যা ভেবেছি ঠিক তাই। তুমি এখনও এখানেই বসে আছো? যাও-যাও, শিগগির তৈয়ার হয়ে নাওগে। পয়লাই তো নাচ দেয়া যাবেনা? তন্দ্রার এই অবস্থা। উদ্বোধনী সঙ্গীতটা তোমাকেই গাইতে হতে পারে। যাও, শিগগির তৈরী হয়ে নাও।

রানুবালার পাশে আর দুইজন মহিলা শিল্পী বসে থেকে তন্ময় হয়ে সোহেল বেনের কথাগুলো শুনছিলেন। বিহারীলাল বাবু এবার এদের উদ্দেশ্যে বললেন- তোমরাও এখনো বসে আছো কেন? তৈরী হবে কখন? প্রয়োজনের সময় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অনুষ্ঠানটা কি পণ্ড করে দেবে তোমরা? এসো-এসো, শিগগির এসো-

সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েই বিহারীলাল আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সোহেল বেনেকে লক্ষ্য করে বললেন- আপনি আর কিছুক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করুণ বেনে সাহেব। তন্দ্রার সাথে কিছু কথাবার্তা বলুন। আজগুবী এক অঘটন ঘটিয়ে নিয়ে ও কেমন মনমরা হয়ে গেছে। ওকে একটু বুঝসুঝ দিন। আসর শুরুতে আর একটু বিলম্ব আছে। শুরু হলেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে সুন্দর একটা জায়গা দেখে বসিয়ে দেবো।

মহিলাদের পুনরায় তাকিদ দিয়ে নিয়ে বিহারীলাল বাবু বেরিয়ে গেলেন। রইলেন এখন দীর্ঘমেঝের এ প্রান্তে সোহেল বেনে ও তন্দ্রাবাঈ আর ও প্রান্তে ফরাশের উপর শায়িত দুই তিনজন পুরুষ শিল্পী। তাঁদের একজনের ইতিমধ্যেই নাকের ডাক শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে চাকর-বাকর ও যোগানদাররা দৌড় ঝাঁপের উপর আসছে আর এটা ওটা নিয়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকায় আর দর্শক-শ্রোতাদের হুল্লোড়ে রাতের অস্তিত্বটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

তন্দ্রাবাঈ আগাগোড়াই চুপচাপ বসে ছিলেন। এখনও তিনি নতমস্তকে চুপ হয়েই বসে রইলেন। কথা বলার কোন মওকাই সোহেল বেনে পেলেন না। মুহূর্ত কয়েক নীরবে বসে থাকার পর তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেন। তা দেখে তন্দ্রাবাঈ মৃদুকণ্ঠে বললেন- উঠছেন যে? আমাকে একা রেখেই যাবেন!

সোহেল বেনে ইতস্ততঃ করে বললেন-না-মানে, আপনি চুপ করে বসে আছেন তো! তাই ভাবছি, আপনাকে বিরক্ত না করাই ভাল।

তন্দ্রাবাঈ বললেন- আমি চুপ করে বসে নেই। আপনার কথাগুলোই ভাবছি।

www.amarboi.org

ঃ আমার কথা।

ঃ জ্বি। কোনদিনই আমি এতটা বেপরোয়া হয়ে চলিনে। সব সময়ই সাবধান হয়ে থাকি। অন্যদের মতো এত দৌড়ঝাঁপও করিনে। কিন্তু আজ যে আমার কি হলো।

তন্দ্রাবাঈ উদাস হয়ে উঠলেন। সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন- কি হলো মানে?

ঃ মানে, রানুবালা আর লহরী দিদিদের পাল্লায় পড়ে কেমন যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ওদের সাথে দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে স্থান কালের জ্ঞানটা লোপ পেয়ে গেল আমার। নইলে কি আর এতক্ষণ ঐভাবে বসে থাকি ওখানে?

ঃ দৌড়ঝাঁপ করলেন ভাল কথা। ওখানে বসতে গেলেন কেন? চলে আসবেন!

ঃ বসে পড়লাম সূর্যাস্তটা দেখার জন্যে। সবাই বললেন, ওখান থেকে সূর্যাস্ত টা দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

ঃ এতই সুন্দর লাগলে যে, সূর্যটা অস্ত যাওয়ার পরও বসেই রইলেন ঐভাবে?

ঃ জ্বিনা। ঠিক সূর্যাস্তটা ভাল লাগার জন্যে নয়, বসলাম সূর্যাস্ত দেখার জন্যেই। কিন্তু সূর্যটা কখন অস্তগেল, সেটা খেয়ালই করিনি।

ঃ সে কি!

ঃ দেখতে দেখতে আমি চিন্তার মধ্যে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় আছি, কেন আছি, সে বোধটাই আর ছিলনা।

ঃ বলেন কি! কি নিয়ে এত চিন্তা?

ঃ আমার এই ভাসমান জিন্দেগী নিয়ে। সূর্যের অস্ত যাওয়াটা দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হলো, একদিন আমারও এই জিন্দেগীর সূর্যটা ঐ ভাবেই অস্ত াচলে চলে যাবে। পার্থক্যটা শুধু, সূর্যের একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে, তার একটা ধরাবাঁধা কক্ষপথ আছে, কিন্তু আমার কিছুই নেই। কোথায় আর কোন পথে হালহীন নোঙরহীন আমার এই একান্তই ভাসমান জিন্দেগীটা ভাসতে ভাসতে যাবে, কোথায় আর কিভাবে অস্তযাবে এ জিন্দেগী, কোন কিছুরই ইশারা-ইংগিত সামনে আমার নেই।

ঃ আচ্ছা?

www.amarboi.org

ঃ বাপ নেই, মা নেই, বিষয়আশয়, চালচুলা, কিছুই নেই। একটি নির্জলা মেয়েছেলে আমি। সাময়িকভাবে উস্তাদজী ছাড়া, আমার ভালমন্দ অন্তর দিয়ে দেখার কোন স্থায়ী আর সুনির্দিষ্ট অভিভাবকও নেই। অভিভাবকের নামে কিছু মালিকের হাতে আমি বন্দী, আর তাঁদের হাতের আমি একটা খেলার গুঁটি মাত্র। ফরমায়েশ খাটা লোক। যখন যেদিকে হাঁকাচ্ছেন, সেইদিকেই দৌড়াচ্ছি। কখন আর কোন ভাগাড়ে যে শেষ পর্যন্ত ছুড়ে দেবে আমাকে, তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

সোহেল বেনে বিপুল বিস্ময়ে বললেন- কি আশ্চর্য! এতবড় গভীর ভাবনাই ভাবতে গেলেন আপনি? তাও আবার ওখানে বসে?

ঃ ব্যাপারটা তাই হয়ে গেল। রানুবালা দিদিরা এসে ডাক দেবে কি, গল্পের মধ্যে তারাও বেহুঁশ হয়ে রইলো। সবই অদৃষ্টের লিখন।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ কোথা থেকে আর কিভাবে যে এই চরম দুঃসময়ে আপনি আমার উদ্ধারে ছুটে এলেন, এটা যতই ভাবছি ততই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। আপনার এ ঋণ আমি কেমন করে শোধ করবো, ভেবে কোন কুল কিনারা পাচ্ছিনে!

ঃ ঋণ বলছেন কেন? এটা কি আমার নিজের ইচ্ছেয় আর নিজের ক্ষমতায় করেছি? সবই আল্লাহর তায়ালার মেহেরবানী। তিনি আমাকে এতটুকু করার তৌফিক দিয়েছিলেন বলেই তো করতে আমি পারলাম। ঋণ বলেন তারিফ বলেন, সব কিছুরই মালিক এককভাবে ঐ সৃষ্টিকর্তাই। আমি নই।

ঃ তবু তো উপলক্ষ্যটা আপনিই?

ঃ হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারেন।

ঃ অথচ এই আপনার সাথেই আমি কতই না দুর্ব্যবহার করেছি। সেটা ভাবতেও এখন মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

ঃ আহ্‌হা! এর মধ্যে আবার ওসব কথা ভাবছেন কেন?

ঃ ভাবার যে এইটেই দিন। আজও যদি সেসব কথা আমার চিন্তা-ভাবনায় না আসে, তাহলে আসবে আর কবে, আর বিবেক বলে আমার থাকে কি?

ঃ সে যা-ই থাক, ওসব কথা রাখুনতো। এভাবে বার বার বলে আমাকে শরমিন্দা করবেন না।

বলবোই না বা কেন, বলুন? আমার আচরণের জন্যে আমার উপর কমগোস্বা হননি আপনি? আমার সাথে কথা বলেন নি! কতটাই যে খন্নাস আমাকে

www.amarboi.org

মনে করেছেন, কে জানে! আজ সে জন্যে মাফ না চাইলে, মাফ চাওয়ার মওকা আর কবে আমি পাবো?

ঃ আপনি খামাখাই ভেবে পেরেশান হচ্ছেন। আপনাকে আমি ওসব কিছু ভাবিনি।

ঃ ভাবেন নি?

ঃ না। কিছুটা জেদী আর মেজাজী আপনাকে ভেবেছি ঠিক কিন্তু এতটা খানি কখনো ভাবিনি আপনাকে।

ঃ তাই কি? তাহলেও তো বলতে হয়, এত আপনার অনন্য একগুণ। আপনার তুলনা আর মেলেনা।

সোহেল বেনে হেসে বললেন- হয়েছে-হয়েছে। ওসব রেখে এবার আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন তো দেখি? আমার কিছু কৌতুহল নিবারণ করুন।

ঃ জ্বি বলুন?

ঃ আপনি শুনেছি, এসব জলসা-অনুষ্ঠান করতে আর তেমন আগ্রহী নন। উমিচাঁদ বাবুর জলসাতে আপনি যাননি। প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনার এই ভাবান্তরের কারণ কি?

তন্দ্রাবাঈ এবার ঈর্ষৎ হেসে বললেন- কারণ তো মূলতঃ আপনিই।

সোহেল বেনে বিস্মিতকণ্ঠে বললেন- আমি।

ঃ আপনাদের মতো লোকেরা এটা না-পছন্দ করলে, আমি আর পছন্দ করতে পারি কি করে বলুন? আমার কি শরম নেই?

মাথা নীচু করে তন্দ্রাবাঈ মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। সোহেল বেনে বললেন- আমি আবার না-পছন্দ করলাম কখন?

তল চোখে চেয়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন-বটে। ও নিয়ে আমাকে অপমানটা কে করলে, শুনি?

ঃ সেরেফ আমার কথাতেই জলসার উপর আগ্রহ আপনার কমে গেল?

ঃ যাবে না? গুণীলোকের কথা কি ফেলতে আছে কখনো? তার উপর আমার অভিভাবকের মতো সে কি রাগ। তাই বাধ্য হয়েই আগ্রহটা আমার কমিয়ে দিতে হলো।

আলতোভাবে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে তন্দ্রাবাঈ নত মস্তকে মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন। সোহেল বেনে প্রীত হলেন এবং পুনরায় প্রশ্ন করলেন- তাহলে এখন আবার হঠাৎ এখানে আর এতদূরে এসেছেন যে?

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈয়ের মুখের হাসি ফুৎকারে নিভে গেল। তিনি ম্লানকণ্ঠে বললেন- কমিয়ে দিয়েছি ছেড়ে তো আর দিইনী। তা দেওয়াও সম্ভব নয়।

ঃ না, আমি তা বলছিনে। আমি বলছি, নিজের খুশীতে আর স্ব-ইচ্ছায় এসেছেন কি?

তন্দ্রাবাঈ গম্ভীর হলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- জ্বিনা। আমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এসেছি। এজন্যে আমি মোটেই খুশী নই।

ঃ কেমন?

ঃ কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম বলতে যা বুঝায়, এটা ঠিক তাই।

ঃ বলেন কি?

ঃ কর্তা ব্যক্তির হুকুম হলো, যাও ওখানে। তাই আমাকে আসতে হলো। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা কি?

ঃ তাই? তা কে সে কর্তা ব্যক্তি?

ঃ রাজবল্লভ বাবু। আমার রাজবল্লব কাকা।

সোহেল বেনে সচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন-কেন? এখানে জলসা করতে আসার জন্যে তিনি আপনাকে হুকুম দিতে গেলেন কেন? তাঁর গরজটা কি?

ঃ বিনা গরজে কি এক পাও হাঁটেন তাঁরা? কান্ড বেধেছে, তাই পাঠিয়েছেন।

ঃ কান্ড! কি কান্ড?

একটু থেমে তন্দ্রাবাঈ বললেন- তা বলতে অবশ্য নিষেধ আছে। একাজটা উনি আমাকে গোপনে করতে বলেছেন। কেউ না দেখে, না শুনে-এইভাবে।

সোহেল বেনে, নির্জীব কণ্ঠে বললেন-ও।

তন্দ্রাবাঈ স্মিতহাস্যে বললেন-নিষেধ যতই থাক, আপনাকে আমি বলবোনা, তা হবে কেন?

ঃ মানে?

ঃ আপনি আমর জান মান সবই বাঁচিয়েছেন। এ দুনিয়ায় আপনার মতো হিতৈষী আর কে আছে আমার? আপনার কাছে গোপন করার আর কিছুই আমার নেই।

ঃ নেই।

ঃ না। অন্ততঃ একজনের কাছেও যদি আমি আমার মনের ভার লাঘব করতে না পারি, নির্দ্বিধায় মনের কথা প্রকাশ করতে না পারি, একা একা আর গুমরে মরি কতদিন?

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা!

ঃ উস্তাদজী আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হলেও, তিনি গুরুগম্ভীর লোক, ভিন্ন জগতের মানুষ।

ঃ এইটা নির্ভরযোগ্য জায়গা। নিজের স্বার্থ কিছুই আমার নেই, অথচ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি সর্বত্র। আপনাকে তা বলবোনা কেন? এতদিনে তো জায়গা পেলাম একটা।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ এমন জায়গা, যেখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ঃ নিরাপদ?

ঃ এ নিয়ে দীলে আর আমার একবিন্দুও সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এসব কথা আপনি আমার আশ্রয়দাতাদের কাছে ফাঁশ করেও দেবেন না বা এনিয়ে এমন কিছু করবেন না, যাতে আমি জড়িত হয়ে পড়ি আর বিপদে পড়ি।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ আমাকে বিপদে অবশ্যই আপনি ফেলবেন না।

ঃ হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আপনি নির্দ্বিধায় রাখতে পারেন।

ঃ আমি এসেছি রাজবল্লভ বাবুর পত্র নিয়ে।

সোহেল বেনে বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করলেন-রাজবল্লভ বাবুর পত্র? কাকে দেয়ার জন্যে?

ঃ তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস বাবুকে।

ঃ কৃষ্ণদাস বাবুকে?

ঃ জ্বি। গত কালই সে পত্র দিয়ে দিয়েছি তাঁকে।

সোহেল বেনে আছাড় খেলেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন- দিয়ে দিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ। কলিকাতায় পৌঁছেই আমি যেন পত্রখানা কৃষ্ণদাস বাবুকে দিয়ে দেই, রাজবল্লভ কাকা এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। পত্রটা আমার কাছে অনেকক্ষণ রাখা নিষেধ ছিল।

ঃ ও। তা কিভাবে তাঁকে দিলেন?

ঃ রাজবল্লভ কাকা বলেছিলেন,"তুমি আমার লোক, এই পরিচয় দিয়ে ড্রেক সাহেবের খাস মুন্সিকে খবর দিলে, মুন্সি সাহেব সে খবর কৃষ্ণদাসকে পৌঁছাবেন আর তোমার কথা শুনলে কৃষ্ণদাসও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে"।

ঃ তাই নাকি?

www.amarboi.org

ঃ জ্বি। আমি খবর দেয়ার কিছু পরেই কৃষ্ণদাস বাবু ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। তাঁকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে পত্রখানা দিতেই তিনি আর একটু আড়ালে গিয়ে পত্রখানা এক নিঃশ্বাসে পাঠ করলেন। এরপর ফিরে এসে আমাকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "বাবাকে বলে দেবেন, এভাবে আর কোন পত্র যেন না পাঠান। আমাকে নিয়ে তাঁর চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। সাহেবেরা শক্ত আর সতর্কই আছেন তাঁরা আসল কথা ফাঁশও করবেন না বা আমাকে ফেরতও কখনো পাঠাবেন না। সব ব্যবস্থা করেছি। আর যা করার সাহেবদের সাথে আমিই করবো। তাঁকে একদম চুপ থাকতে বলবেন।"

ঃ তারপর?

ঃ আমি বললাম, "এইসব কথা কিছু লিখে দেবেন কি?" উনি সতর্ককণ্ঠে বললেন, "না-না, লেখালেখিতে অনেক বিপদ। যা বললাম, ফিরে গিয়ে বাবাকে তা মুখেই বলবেন। কিছু মনে না থাকলে বলবেন, আমাকে নিয়ে তাঁর চিন্তা করার মোটেই দরকার নেই। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল"। বলেই তখনই তিনি চলে গেলেন।

ঃ কোথায় গেলেন? মানে উনি কোথায় থাকেন?

ঃ তা উনি বলেন নি আর তা জানারও উপায় নেই। উনি আত্মগোপন করে আছেন তো? মুন্সি সাহেব সহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তাঁর খবর পরিচয় অন্য কেউ জানেন না।

ঃ হুঁউ। কিছুটা বুঝা গেলেও, পত্রে আর কি কথা ছিল-তাকি কিছু জানেন? মানে খুব কৌতুহলের ব্যাপার তো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ঃ জ্বিনা। লেফাফাবদ্ধ পত্র। আমার খোলার হুকুম ছিলনা। কিভাবে পত্রখানা পৌঁছে দিতে হবে, রাজবল্লভ বাবু শুধু এসব কথাই বলেছিলেন। পত্রের বিষয়-বস্তুর কোন কথা বলেননি।

ঃ তাজ্জব। আপনি কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন-মধু বা বিষ-এসব কিছুই আপনি জানবেন না?

ঃ কি করে জানবো? আমি যে সেরেফ পত্রবাহক।

ঃ পত্র বাহক?

তন্দ্রাবাঈ ম্লান হাসি হেসে বললেন- চিনির বলদ। এ কাজে আগেও তো আর একবার আমাকে দেখেছেন। আমার কাজ ডাক বাহকের।

সোহেল বেনে ম্লানকণ্ঠে বললেন- ভালই কাজ নিয়েছেন। এতে যদি গোটা দুনিয়াটা উলট পালটও হয়ে যায়, তা নিয়ে আপনার কোন মাথা ব্যথা নেই।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ থমকে নিয়ে বললেন- এ কথা বলছেন কেন?

ঃ না-মানে, মুর্শিদাবাদে থাকতে শুনেছিলাম, কৃষ্ণদাস বাবু গোপনে রাজবল্লব বাবুর যথাসর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। তাঁকে পথে বসিয়ে গেছেন। রাজবল্লভ বাবু টের পাননি। কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু এখনতো দেখছি-

তন্দ্রাবাঈ হেসে বললেন- সব ভুল।

ঃ মানে?

ঃ সবই ও সব তাঁর বানানো কাহিনী। রাজবল্লব বাবু নিজেই কৃষ্ণদাস বাবুকে টাকা পয়সা সোনাদানা সহকারে গোপনে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস বাবু নিজের গরজে আসেন নি, পালিয়েও আসেন নি। এ কথা তাঁদের পরিবারের একটা বাচ্চাও জানে।

ঃ তাই?

ঃ এরপরও কি কিছুই বুঝতে পারছেন না?

ঃ ইতিমধ্যে আসরে গানের সুরের সাথে বাজনা বেজে উঠলো।

বিহারীলাল বাবু শশব্যস্তে এসে সোহেল বেনেকে বললেন- আসুন-আসুন, জলসা শুরু হয়ে গেছে। তন্দ্রা, তুমিও এসো। একা একা বসে থেকে কি করবে? আড়ালে বসে জলসাটা দেখলেও মনটা হালকা হবে, এসো-

দুইজনকেই ডেকে নিয়ে বিহারীলাল বাবু জলসা ঘরে গেলেন এবং সাজ ঘরের দুয়ারের পাশে এক নিরিবিলি জায়গায় দু'জনকে বসিয়ে দিলেন।

জলসা চলতে লাগলো। উদ্বোধনী সঙ্গীতটা রানুবালাই গাইলো। বেশ ভালই সে গাইলো। এরপর গান গাইলেন আর একজন পুরুষ শিল্পী। যন্ত্রসঙ্গীত শুনালেন দক্ষ আর এক শিল্পী। বড় চমৎকার তাঁর হাত। কিন্তু আসরটা তবু ঝিমিয়েই রইলে।

পরে এলো লহরীবালা। লহরী বালা এসে নাচ শুরু করতেই ঝিমিয়ে পড়া আসরটা ধাঁ ধাঁ করে গরম হয়ে উঠলো। এরপরেই ক্ষ্যান্ত মনির নর্তকীরা এসে খেমটা শুরু করলে, গরম আসরে একদম আগুন ধরে গেল। দর্শক শ্রোতাদের, বিশেষ করে ইংরেজ কুঠিয়ালদের, উল্লাস আর নর্তকীদের অশ্লীলতার তুফান ছুটতে লাগলো। কি পীড়াদায়ক সে দৃশ্য! দুইদলে ভাগ হয়ে নর্তকীরা গানের নামে অশ্রাব্য সওয়াল-জবাব আর সেই সওয়াল-জবাবের সাথে সাথে নাচের নামে দর্শকদের দিকে ঢলে ঢলে পড়ে সে কি

www.amarboi.org

কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি ও যৌন আবেদন! পরণের কাপড় রাখে না তামামই ফেলে দেয়, বুঝে উঠা কঠিন হয়ে গেল।

তপ্ত লৌহ শলাকার মতো চোখে কানে বিঁধে যাওয়ায়, সোহেল বেনে ঝটকা মেরে আসন থেকে উঠে গেলেন। উঠে গেলেন তন্দ্রাবাঈও। উঠে তারা সরাসরি আগের কক্ষে চলে গেলেন। বিহারী লাল বাবু এসে সাধাসাধি করা সত্ত্বেও আর তাঁরা জলসা ঘরে গেলেন না।

বিপুল উল্লাস-আহলাদের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। বিহারী লাল বাবু অবসর হয়ে ফিরে এলে সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন- এদের আপনি দলে নিয়েছেন কেন? এরা তো প্রায় বারবনিতা?

জবাবে বিহারীলাল বললেন- দলে নেবো কেন? এখানকার জন্যেই ওদের আমি ভাড়া করে এনেছি আর পৃথকভাবে রেখেছি। আবার এখানে থেকেই বিদায় করে দেবো। আমার দলের সাথে ওদের কোন সংশ্রবই নেই।

ঃ বটে!

ঃ ঐ যে সেবার বলেছিলাম, যেখানে যেমন চলে তেমনটির যোগান দিতে না পারলে, জলসা-আসর জমেনা? দেখলেন তো, ওদের নাচ সাহেবদের কত প্রিয়? ঐ খানা সাহেবেরা কেমন খায়?

আর কথা না বাড়িয়ে সোহেল বেনে সংক্ষেপে বললেন-হুঁ।

বিহারীলালের আহবানে সোহেল বেনে এই শিল্পীদের সাথেই মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন। যে জন্যে তিনি এসেছিলেন, তা তিনি ঘরে বসেই পেয়ে গেলেন। দৌড় ঝাঁপ করে খুঁজে বেড়াতে হলোনা। কৃষ্ণদাস কোথায় থাকে, সেটা তার জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। রাজবল্লভ বাবুর বিবরণ সত্য-না মিথ্যে, সেইটেই তিনি যাচাই করতে এসেছিলেন। যাচাই করা তাঁর সুচারুরূপে হয়ে গেল। কলিকাতায় অবস্থানের প্রয়োজন তাঁর এবারের মতো শেষ।

তাই তিনি এঁদের সাথেই মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন এবং রিসালাদার আব দুর রশিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তামাম কথা জানালেন।

এগার

"সকলই গরল ভেল"। সোহেল বেনের তামাম শ্রম পণ্ডশ্রম হলো। তাঁর শ্রমের ফসল কাজে লাগার কোন মওকাই পেলোনা। রাজবল্লভ বাবু যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেলেন। তাঁর জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের প্রতিবিধান

www.amarboi.org

করার কোন অবকাশই রইলো না। তার আগেই নবাব মহলে পড়ে গেল হাহাকার।

বাংলার দিকপাল নবাব আলীবর্দী খান এই সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অচল ও অসুস্থ তিনি অনেক দিন আগে থেকেই ছিলেন। অসুখটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। হাহাকার ও আহাজারীতে আচ্ছন্ন হলো নবাব মহল। শোকের এই খরস্রোতে ভেসে গেল সকলের সমুদয় অন্যায় ও অপরাধ। আকস্মিক এই ধাক্কাসহ তখত-মুলুক সামলাতেই তরুণ সিরাজউদ্দৌলাহ পেরেশান হয়ে গেলেন। এই ওয়াক্তে রাজবল্লভের শাস্তি বিধান করতে গিয়ে দরবারের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে পারলেন না।

লাশ দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই এই মুকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী অমাত্য-আমলারা নবাব পরিবারের সৎব্যক্তিদের সহায়তায় শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহকে বাংলার তখতে বসিয়ে দিলেন। বিপক্ষ ও বিরুদ্ধ মহলকে বদমতলব হাসিল করার কোন সুযোগই দিলেন না। না ঘসেটি বেগম, না শওকত জঙ্গ, না কুচক্রী আমলা-অমাত্যগণ, কেউই মসনদ আগলে দাঁড়ানোর বা সিরাজের মসনদ-আরোহণ রোধ করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কোন মওকাই পেলেন না। এত তড়িৎ গতিতে সিরাজউদ্দৌলাহকে মসনদে বসানো হলো যে, বিরুদ্ধ মহল হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিছুই করতে না পেরে তাঁরা আপাততঃ খামুশ হয়ে গলেন। শাহজাদা সিরাজদ্দৌলাহের মসনদ লাভ তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদেই সুসম্পন্ন হলো।

ঈসায়ী ১৯৫৬ সনের ১০ই এপ্রিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ বাংলার মসনদে আরোহণ করলেন এবং নানাজান আলীবর্দী খানের নাম অনুযায়ী "মীর্জা মুহম্মদ বাদশাহ কুলী খান সিরাজউদ্দৌলাহ" নাম ধারণ করলেন। মসনদে আরোহন করেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ মসনদ হেফাজত করার কাজে লিপ্ত হলেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিরুদ্ধ মহল চুপ হয়ে গেলেও, সিরাজউদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়ে ছিলো না। ঘসেটি বেগম সাহেবা, পূর্নিয়ার শওকত জঙ্গ এবং এঁদের সহায়তাকারী মতলববাজ সভাসদেরা পরক্ষণেই জোরদারভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। মসনদ ছিনিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। সিরাজের মসনদে বসার পরে পরেই ঘসেটি বেগম

www.amarboi.org

সাহেবা অতর্কিতে আক্রমণ করে মসনদ দখল করার ইরাদায় তৈরী হয়ে গেলেন।

কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাহর চোখ কান অত্যন্ত সজাগ ছিল। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে ঘসেটি বেগম সাহেবার পরিকল্পনার খবর আগেই তিনি পেয়েছিলেন। এক্ষণেও পেলেন। ফলে, ঘসেটি বেগম সাহেবাকে আক্রমণ করার কোন সুযোগ না দিয়ে তিনি তড়িৎগতিতে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী মতিঝিল প্রাসাদে প্রেরণ করলেন। নবাব বাহিনী এসে অতর্কিতে মতিঝিল মহল ঘিরে ফেললো। ঘসেটি বেগম সাহেবা হকচকিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তিনিও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পাল্টা হামলার আদেশ দিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হলোনা। সংক্ষিপ্ত একটা সংঘর্ষের পরেই ঘসেটি বেগম সাহেবা আটক হয়ে গেলেন। তাঁর নিজস্ব ফৌজ নবাবের এই শক্তিশালী বাহিনীকে মুহূর্তকাল ঠেকা দিতে পারলোনা। নবাবের যেসব সালার-সেপাইদের পেছনে ঘসেটি বেগম সাহেবা এত অর্থ ঢাললেন, প্রয়োজনের সময় তাঁরা তাকে হতাশ করলেন। গতিক খারাপ দেখে, নবাবের ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন সাহস আর উৎসাহ তাঁরা দেখালেন না। মীর নজর আলীও প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে কেটে পড়লেন। ঘসেটি বেগম সাহেবার পাশে না দাঁড়িয়ে পর্যাপ্ত উপঢৌকন সহকারে তিনি নবাবের সৈন্যাধক্ষ দোস্তমুহম্মদ ও রহিম খানের কাছে এসে হাজির হলেন এবং তাঁদের মধ্যস্থায় নবাবের আক্রোশ থেকে রেহাই নিয়ে পলায়নের পথ করে নিলেন। উল্লেখ্য যে, পলায়নের সময় মীর নজর আলী চৌদ্দ-পনের লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে বাংলা থেকে পলায়ন করেন এবং ১৭৮০ সনে আবার যখন বাংলায় ফিরে আসেন, তখন তিনি সর্বস্ব হারিয়ে পথের ফকিরের হালতে ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ অতঃপর ঘসেটি বেগম সাহেবাকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে এনে নজর বন্দী করে রাখলেন এবং তাঁর অবৈধ ও অসৎ উপায়ে লব্ধ ধনসম্পদ, ইংরেজদের হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়ার পরও যা অবশিষ্ট ছিল, তা এনে সরকারী তহবিলে জমা দিলেন।

পারিবারিক ষড়যন্ত্র এখানই শেষ হলো না। ঘসেটি বেগমও অন্যান্য মতলববাজদের উস্কানীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর খালাতোভাই শাহজাদা শওকত জঙ্গ সিরাজউদ্দৌলাহকে নবাব বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং নিজেকে নবাব বলে দাবী করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। কিন্তু নবাব

www.amarboi.org

সিরাজউদ্দৌলাহ্ তাঁকেও অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার অবকাশ দিলেন না। যে ক্ষিপ্রতা নিয়ে তিনি ঘসেটি বেগম সাহেবার মোকাবেলা করলেন, ঐ ক্ষিপ্রতা নিয়েই তিনি শওকত জঙ্গের মোকাবেলায় অগ্রসর হলেন। নবাবের এই ক্ষিপ্র হামলায় শওকত জঙ্গ, তাঁর সৈন্য সামন্ত ও সহযোগিরা দিশেহারা হয়ে গেলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং শওকত জঙ্গ নবাবের বশ্যতা স্বীকার করলেন। পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নবাব আপাততঃ মুক্ত হলেন।

পারিবারিক ষড়যন্ত্র থেকে গেল বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র থামলোনা। সেটা আরো জোরদার হয়ে উঠলো। দরবারের প্রধান প্রধান সদস্যেরা, যারা প্রায় সকলেই মতলববাজ আর অধিকাংশেরাই অমুসলমান, তাঁরা থেমে থাকলেন না। বিশেষ করে, জগৎ শেঠ-উমিচাঁদ-রায়দুর্লভ-রাজবল্লভ বাবুদের মাথা চরকীর মতো ঘুরপাক খেতে লাগলো। ঘসেটি বেগম, শওকত জঙ্গ-সবাই যদি একের পর এক এইভাবে শুয়ে পড়ে, তাহলে আর তাঁদের ভরসা বলে থাকে কি? ভবিষ্যতের বৃহৎ পরিকল্পনাটা পড়ে মরুক, তাঁদের বর্তমানটাই তো ঝরঝরে। মসনদটা ঘসেটি বেগমের মতো একজন জেনানা বা শওকত জঙ্গের মতো একজজন অলস ও অযোগ্যলোকের হাতে এলে, তাঁরা তাঁদের বর্তমানের স্বার্থ ও ভবিষ্যতের ইষ্ট-দুটোই অনায়াসে হাসিল করতে পারতেন। প্রশাসনের চাকাটা তাঁরা যে দিকে ইচ্ছে সেই দিকেই ঘুরিয়ে নিতে পারতেন এবং কায়দামতো একদিন পুরো কর্তৃত্বটাই হাতে তুলে নিতে পারতেন।

কিন্তু সেগুড়ে এখন বালি। সিরাজের মতো বাঘা লোক মসনদে শক্ত হয়ে বসলে, সালাম ঠুকে হুকুম তামিল করার অধিক তাঁদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ থাকবেনা। হুকুমের গোলাম বই, নিজেদের ইচ্ছে-ইরাদাও থাকবেনা, অস্তিত্বটাও থাকবেনা। অথচ এ মুলুকের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি সবই প্রায় তাঁদের হাতে। সভাসদ, পরিষদ, মন্ত্রী ও সেনাপতি, দেওয়ান, দারোগা-সবই প্রায় তাঁরাই। এহেন অবস্থায় এ দীনতা তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। আর পারেনা না বলেই তাঁরা এত কসরত করলেন। সরাসরি নিজেদের কিছু করার মতো অবস্থা এখনোও তৈরী হয়নি বলেই, পর তাকে কাজ উদ্ধার করতে চাইলেন। ঘসেটি বেগম আর শওকত জঙ্গের পেছনে এত মদদ যোগালেন কিন্তু সবাই বিফল হলো। মীরজাফর আলী খানও যদি এগিয়ে আসতেন এই সময়, তাও মন্দের ভাল হতো। মোটামুটি হাতের

www.amarboi.org

লোক। চিত্ত-চরিত্রও সিরাজের মতো এতটা মজবুত নয়। তাঁকে এদিকে ওদিকে ঘোরানো যেতো। কিন্তু তিনি একটা আমড়ার ঢেঁকি। হালের গ'ড়ে বলদ। লেজ মুচড়ে দাঁড় করানো যায়না। প্রবীন লোক তুমি। নবাব পরিবারের আত্মীয়। সামরিক বিভাগের এক মস্তবড় ব্যক্তি সেনাপতি ও বকশী। একটা ছোকরা এসে মসনদে উঠে বসলো আর তুমি কিনা হা করে চেয়ে রইলে? অথচ তুমি যে নির্লোভও নও, তা অনেকেই জানে। লোভটা আছে টনটনে, ওদিকে আবার আত্মীয়তার দিকটুকুও ছুটছেনা? আহম্মক কাঁহাকার! নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নিতে জানেনা।

জগৎশেঠ-উমিচাঁদ-রায়দুর্লভ বাবুদের ভাবনার অন্ত নেই। ভেবেচিন্তে দেখে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। সিরাজকে কিছুতেই তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। ভেতরের সকলেই সিরাজকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হলে, তাঁরা এখন ভরসা করবেন কার উপর? ভরসা এখন বাইরে। ভরসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আগে থেকেই ইংরেজদের দিকে অনেক খানি ঝুঁকে ছিলেন তাঁরা। এবার পুরোপুরি ঝুকে পড়লেন।

শাহজাদা শওকত জঙ্গ বশ্যতা স্বীকার করার পর ফতেচাঁদ জগৎশেঠ, রায় দুর্লভরাম ও নবাবের দেওয়ান উমিচাঁদ বাবু ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ বাবুর গৃহে গিয়ে গোপনে বসলেন। ফতেচাঁদ জগৎশেঠ কথার শুরুতেই রাজবল্লভকে আক্রমণ করে বললেন- এভাবে কাজ করলে আমরা টিকে থাকবো কি করে বলুন? আমরা যতজন যতবড় পদেই থাকিনে কেন, বদহুকুম একটা হয়ে গেলে সেটা কি রোধ করার তাকত কারো আছে আমাদের?

রাজবল্লভ বাবু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন- বুঝতে পারলাম না দাদা! এ কথা বলছেন কেন?

জগৎশেঠ বাবু বলেই চললেন- পদে আর মর্যাদায় যত বড়ই হইনে কেন আমরা, কথায় বলে-লাঠির বল বড় বল। সে বলকি আছে আমাদের পর্যাপ্ত? আমাদের চলতে হবে বুদ্ধি করে। সেই বুদ্ধিতেই যিদি এতটা ঘাটতি ঘটে, তাহলে আর ভবিষ্যৎ কি আমাদের?

রাজবল্লভ বাবু বললেন- বুদ্ধিতে ঘাটতি! কি বলছেন দাদা?

ঃ এতবড় গোপন কথাটা ফাঁশ হলো কি করে? কৃষ্ণদাসকে যে আপনিই কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তার সাথে যে আপনার পুরো দস্তর যোগাযোগ আছে, এ কথাটা বাইরে এলো কি করে?

www.amarboi.org

রাজবল্লব বাবু ভীত কণ্ঠে বললেন- বাইরে এসেছে?

ঃ সেরেফ বাইরে? খোদ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ তামাম খবর জেনে গেছেন। তিনি এখন মসনদ সামলাতে ব্যস্ত আছেন বলেই এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। নইলে কি আর রেহাই ছিল আপনার?

আরো অধিক ভীত হয়ে রাজবল্লভ বললেন- সে কি! খোদ নবাব জেনে গেছেন?

ঃ তামাম কথা জেনে গেছেন। নবাব নিজে আমাকে ডেকে সে সব কথা বলেছেন। এটা যে তামামই আপনার চালাকী, এটা তিনি বিলকুল ধরে ফেলেছেন।

ঃ দাদা!

ঃ নবাব আমাকে বললেন, "রাজবল্লভ বাবু সহকারে আপনারাই আমার হাত-পা শেঠবাবু! অথচ সেই রাজবল্লভ বাবুই যদি এতবড় জালিয়াতিটা আমার সাথে করেন, তাহলে আর আপনাদের উপর আস্থা রাখি কি করে?"

ঃ তারপর?

ঃ আমি বললাম, "জনাব কি এ প্রসঙ্গটা দরবারে তুলতে চান?" জবাবে নবাব বললেন, "না-না, তা আমি তুলবোনা বা তার বিচার করতেও বসবোনা। কৃষ্ণদাসকেই কেবল ফেরত নিয়ে আসবো।"

ঃ আচ্ছা?

ঃ নবাব আরো বললেন, "আমি যে সব ঘটনা জেনে ফেলেছি, এটা রাজবল্লভ বাবুর কানে যাক, এইটেই আমি চাই। আমার বিশ্বাস, এতে উনি শরম পাবেন আর তাতে করে শুধরে যাবেন। এমন হীন কাজ আর ভবিষ্যতে করবেন না।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজবল্লভ বাবু বললেন-বটে।

জগৎশেঠ বাবু আবার জোর দিয়ে বললেন- ব্যাপারটা ফাঁশ হলো কি করে? কার হাতে পত্র দিলেন, কৃষ্ণদাসের কাছে? পত্রখানা তো তোমার বেহাত হয়ে যায়নি পথে?

ঃ না-না, তা যাবে কেন?

ঃ যাবে কেন মানে? নবাবের গোয়েন্দা যেভাবে চারদিকে লেগে আছে, তাতে সন্দেহভাজন কাউকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতার দিকে যেতে দেখলে আর কথা আছে? তার পিছু নেবেনা গোয়েন্দারা?

www.amarboi.org

ঃ না দাদা, যার হাতে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, তাকে কারো সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

ঃ কে সে?

ঃ আমাদের তন্দ্রাবাঈ। বিহারীলালের দলের সাথে সে সেখানে জলসা করতে গিয়েছিল। তার হাতে পত্র দিয়েছি। সন্দেহভাজন হওয়ার কোন কথাই উঠেনা।

ঃ তাহলে তো তাই-ই। কিন্তু পথে তো সে আবার হারিয়ে ফেলেনি পত্রটা?

ঃ না-না, তা হবে কেন? ফিরে এসে সে বলেছে, কৃষ্ণদাসকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছে পত্রটা।

ঃ তবু তাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, আসলেই সে পত্রখানা ঠিকমতো পৌঁছিয়েছে কিনা?

ঃ তার কথার মধ্যে তো বানানো কথার কোন আভাস পাইনি দাদা? যা বলার, ফিরে এসে সে তা স্বাভাবিকভাবেই বলেছে। তবু যখন বলছেন, তন্দ্রা এখন এখানেই আছে, আর একবার যাচাই করে দেখুন-

- বলেই তিনি তন্দ্রাবাঈকে তাঁদের কক্ষে ডেকে পাঠালেন। তন্দ্রা এসে হাজির হলে, শেঠবাবু প্রশ্ন করলেন-তুমি পত্র নিয়ে কলিকাতায় গিয়েছিলে?

তন্দ্রাবাঈ নিঃসংকোচে জবাব দিলেন- আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঃ পত্রখানা কি সরাসরি কৃষ্ণদাসকে দিয়েছিলে?

ঃ আজ্ঞে, তাই দিয়েছি।

ঃ অন্য কাউকে দেখাওনি তো?

ঃ আজ্ঞে না।

ঃ অন্য কেউ পড়েনি তো?

ঃ তা পড়বে কি করে? লেফাফাবদ্ধপত্র। কৃষ্ণদাস বাবুই লেফাফাটা ছিঁড়েছেন।

ঃ পত্র তাকে দিতে কেউ দেখেছিল কি?

ঃ না, কেউ দেখেনি। তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে পত্রখানা দিয়েছি।

ঃ তার সাথে কথাবার্তা বলার সময় কেউ কি সেখানে এসেছিল?

ঃ আজ্ঞে না, কেউ আসেনি। কথাবার্তা ও সব আড়ালে হয়েছে।

ঃ তাজ্জব!

তন্দ্রাবাঈ এবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন- এসব কথা বলছেন কেন জেঠামশাই?

www.amarboi.org

ঃ কারণ, ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই ফাঁশ হয়ে গেছে।

ঃ কোন ব্যাপার?

ঃ কৃষ্ণদাস যে চুরি করে পালায়নি, তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, এই ব্যাপার। তন্দ্রাবাঈ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন- তা হয়ে থাকলে কেবল ঐ চিঠির জন্যেই হবে কেন জেঠামশাই? কত সাবধানে চিঠি তাঁকে দিয়েছি। ব্যাপারটা এখান থেকেও ফাঁশ হতে পারে? ঘটনাটা এবাড়ীর তো অনেকেই জানে।

কথা ধরলেন উমিচাঁদ। তিনি বললেন-হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা কেউ গল পচ্ছলে কেউ কাউকে বলে থাকতেও পারে।

রায় দুর্লভ বললেন- পারে না, তাহলে তাই এখানে ঘটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ঝি-চাকরানী বা অন্য কারো মাধ্যমে কথাটা বাইরে চলে গেছে।

রাজবল্লভ বাবু বললেন ঝি-চাকরানী! মানে, তারা তো সব ঘুমিয়ে ছিল। কৃষ্ণদাসকে যেতে কেউ দেখেনি।

দেওয়ান উমিচাঁদ বললেন- তা বললেই কি হয় দাদা? একটা গোটা পরিবার নিয়ে কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগ করলো। কয়জনের নজর আটকাবেন?

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বললেন- এসব কথা রাখুন, কাজের কথায় আসুন। তন্দ্রা, তুমি এখন যাও-

তন্দ্রাবাঈ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বেশী দূরে গেলেন না। তাকে নিয়ে কি কথাবার্তা হয় আবার, তা শোনার জন্যে আশেপাশেই কান পেতে রইলেন। তা বেরিয়ে গেলে, জগৎশেঠ বাবু রাজবল্লভ বাবুকে- ইংরেজদের ব্যাপারে কি ধারণা দিয়েছে আপনাকে কৃষ্ণদাস? কোন পত্র দিয়েছে কি?

রাজবল্লভ বললেন- না, বিপদ ঘটতে পারে ভেবে কোন পত্র দেয়নি। যা বলার তন্দ্রাকে তা মুখেই বলে দিয়েছে।

ঃ কি বলেছে? কৃষ্ণদাসকে হেফাজত করার মতো শক্ত মানসিকতা ইংরেজদের আছে তো?

ঃ যা বলে দিয়েছে, তাতে তো বোঝা যায় খুব শক্তই আছে ইংরেজরা। নবাবের হুমকিতে তারা মোটেই ঘাবড়াবেনা, এই কথাই বলেছে।

ঃ ওতেই হবেনা। ওদের আরো বেশী শক্ত করে দিতে হবে। ওদের পিছনে মজবুতভাবে সাহস যোগাতে হবে।

ঃ অর্থাৎ

www.amarboi.org

রায় দুর্লভরাম বললেন- বুঝলেন না? ওরা ছাড়া আমাদের আর ভরসা রইলো কি? সিরাজকে মসনদ থেকে সরাতে কেউই পারলোনা। পারলে একমাত্র ওরাই পারবে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ,তা অবশ্যই ঠিক।

ঃ সিরাজ মসনদে থাকলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, তাতো বুঝতেই পারছেন। অকাজ-কুকাজ তো কমবেশী আমাদের সবার পেছনেই আছে। ইংরেজেরাও যদি সিরাজের হাতে মার খেয়ে পালায়, তাহলে সিরাজের হাত আর ছাঁদবে কে? আমাদের সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখেনা। আপদ বিপদ সবই কেটে গেলে সে ইস্পাতের মতো মজবুত হয়ে যাবে। প্রতাপ আর শক্তি তার অপ্রতিহত হয়ে যাবে। আমাদের দীর্ঘদিনের সাধনা তো বিফলে যাবেই, তার উপর সে আমাদের ধরে ধরে ফাঁশিতে ঝুলিয়ে ছাড়বে।

ঃ ঠিক-ঠিক।

দেওয়ান উমিচাঁদ যোগ দিয়ে বললেন- দয়া করে ফাঁশিতে যদি নাও দেয়, একদম পয়জারের নফর বানিয়ে রাখবে। একবার ভাবুন দেখি অবস্থাটা?

রাজবল্লভ বাবু অস্থির কণ্ঠে বললেন-ভাববো আবার কি? আমি কি আর এসব কিছু অহোরহ ভাবছিনে? এই আপদটা যেভাবেই হোক সরাতে আমাদের হবেই। এর বিকল্প নেই।

জগৎশেঠ বাবু বললেন- সেই সরাতে হলে, একমাত্র এই ইংরেজেরাই তা পারবে। সবার মুরোদ তো দেখা শেষ হলো। এখন এই ইংরেজেরাই শেষ ভরসা। তাদের হাত যদি আমরা আরো শক্ত করে না দেই, তাহলে তারাই যে কতটুকু করার সাহস করবে, তা ঠিক কি? হাজার হোক, তারা তো সেরেফ একদল বনিক গোষ্ঠী। নিজেদের কিছু সুযোগ সুবিধে আদায় করা ছাড়া একটা দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত নবাবকে উৎখাত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগার মতো সাহসটা তারা পাবে কোথায়? সে সাহস আমাদেরই যোগাতে হবে।

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। সে কাজে তো সব সময় লেগেই আছি আমরা।

দেওয়ান উমিচাঁদ বললেন- ওতেই হবে না। এ যাবত আমরা কেবল উৎসাহ দিয়েই আসছি তাদের। আমাদের ভূমিকার কথা এখনও খোলাখুলি কিছুই জানানো হয়নি। এখন তা জানানো খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

জৎশেঠ বললেন- তাদের যদি একদম নিশ্চিত করে দেয়া যায় যে, আমরা সর্বোতভাবে তাদর পক্ষেরই লোক, নবাবের কেউ নই, চরম মুহূর্তে নবাব

www.amarboi.org

তেমন কাউকেই হাতের কাছে পাবেন না, তবেই সাহস তাদের দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। উপরে যত গর্জনই করুন, নবাবের পায়ের তলে যে মাটি তেমন নেই, প্রশাসনের ভেতরটা তাঁর ফাঁফা- এ ব্যাপারে ইংরেজরা নিশ্চিত হতে পারলেই, তারা মজবুত হয়ে দাঁড়াবে।

দুর্লভরাম বললেন- এই জন্যেই আমাদের মনোভাবটা তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে আর তা তাড়াতাড়ি দিতে হবে। মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বিরা প্রতিহত হয়েছে। নবাব এখন ইংরেজের দিকে শক্তভাবে নজর দেবেন। অবিলম্বে তাদের যদি সাহস যোগানো না যায়, তাহলে তারা ভড়কে যেতেও পারে।

রাজবল্লভ বাবু বললেন- নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। তাহলে তো অতি সত্বর তাদের সাথে যোগাযোগ আবার করতে হয়?

উমিচাঁদ বাবু বললেন- সেই কথা বলতেই আমরা এসেছি। আমরা তো কেউ প্রকাশ্যে এখন কলিকাতায় যেতে পারছিনে। নবাবের নজর এখন আমাদের উপর খুব কড়া। দক্ষিণ দিকে পা বাড়ালেই নবাব আমাদের সন্দেহ করবে। অথচ সরাসরি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর ড্রেক সাহেবের সাথে কথা বলা চাই। এ কাজটা কৃষ্ণদাসের দ্বারাই হতে পারে।

রাজবল্লভ বললেন- কেমন?

ঃ আমরা লোক দিচ্ছি। সেই লোক যে আমাদের লোক, এই পরিচয়টা কৃষ্ণদাসকে কেউ গিয়ে দিয়ে আসুক। কৃষ্ণদাস সেই লোককে নিয়ে ড্রেক সাহেবের সাথে বসুক। এরপর যা করার বা বলার, সেই লোকই করবে।

ঃ কে সে লোক?

ঃ আপনিও তাঁকে চেনেন। কলিকাতার গোবিন্দরাম মিত্র। ইংরেজদের খুব খাতিরের আর বিশ্বাসী লোক। ওদিকে আবার তিনি খুব বুদ্ধিমানও। সব কথা তিনি সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারেন।

ঃ তাহলে আর কৃষ্ণদাসের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার কি? তিনি নিজে গিয়েই তো সরাসরি ড্রেক সাহেবকে আমাদের কথা জানিয়ে দিতে পারবেন।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাবু বললেন- তা কি করে হবে? গোবিন্দারাম মিত্র মহাশয় কিছুটা প্রতিপত্তিশালী লোক বটেন, কিন্তু আমাদের দরবারের তিনি তো কেউ নন। আমাদের কেউ তাঁর সাথে না থাকলে, ড্রেক সাহেব তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন কেন? ড্রেক সাহেব কি করে বুঝবেন, তাঁর সব কথাই

www.amarboi.org

আমাদের কথা? আমাদের পক্ষে কৃষ্ণদাস তাঁর সাথে থাকলে, তবেই ড্রেক সাহেব নিঃসন্দেহ হবেন।

রাজবল্লভ বাবু চিন্তিতকণ্ঠে বললেন- হ্যাঁ, সেও তো কথা বটে।

ঃ ওদিকে আবার কৃষ্ণদাসের তো নিশ্চয়ই মিত্র মহাশয়ের সাথে কোন পরিচয় নেই। মিত্র মহাশয় একা গিয়ে কৃষ্ণদাসের সাথে কথা বললে, কৃষ্ণদাসই বা তাঁকে বিশ্বাস করবে কেন? নবাবের পক্ষের কোন গুপ্তচর কিনা, সেটা সে কি করে বুঝবে?

ঃ হ্যাঁ, তাও ঠিক। কিন্তু এই পরিচয় করে দেয়ার জন্যে কাকে পাঠানো যায়? আমাদের নিজস্ব লোক না হলে তো কৃষ্ণদাসই বিশ্বাস করবে না তাকে।

জগৎশেঠ বললেন- আমি বলছিলাম কি, যে একবার আপনার চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তন্দ্রাবাঈকে পাঠানো হোক মিত্র মহাশয়ের সাথে। এটা খুবই নিরাপদ হবে। তন্দ্রার ওদিকে কিছুটা জানাশুনা হয়ে গেছে। গতবার যেভাবে সে কৃষ্ণদাসের সাথে যোগাযোগ করেছিল, এবারও গিয়ে সেইভাবে যোগাযোগ করুক আর কৃষ্ণদাসের সাথে মিত্র মহাশয়ের পরিচয় করিয়ে দিক। পত্রও একখানা দেয়া যায় সাবধানে। কিন্তু সেরেফ পত্রটাই তো পরিচয়ের বড় মাধ্যম নয়। পত্রে উল্লেখিত গোবিন্দরাম মিত্র এই পত্রবাহকই কিনা, সেটা আবার সনাক্ত করবে কে?

ঃ দাদা।

ঃ কৃষ্ণদাস এমনও ভাবতে পারে, গোবিন্দরাম মিত্রকে পাঠানোর জন্যে পত্র খানা লেখা হলেও, অন্যকেউ পত্রখানা হাত করে গোবিন্দরামের পরিচয় নিয়ে এসেছে! গোয়েন্দারা তো এইভাবেই কাজ করে।

দেওয়ান রাজবল্লভের দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তিনি উল্লাস ভরে বললেন- কি সাংঘাতিক! আপনার চিন্তাভাবনার গভীরতা দেখে সত্যিই আমি তাজ্জব হচ্ছি দাদা! আপনিই আমাদের ভরসা।

রায়দুর্লভ বাবু আরো খানিক তুলে ধরে বললেন-হবেনা? অর্থকড়ির কারবারের মতো মারাত্মক কারবার তিনি হাজারটা লোকের সাথে করেন। চিন্তা শক্তি গভীর না হলে, দাদা এই অর্থলগ্নি কারবারটা কবে চাঙ্গে উঠে যেতো!

ঃ তাই-তাই!

রাজবল্লভকে লক্ষ্য করে জগৎশেঠ বাবু বললেন- আহ্‌হা।

www.amarboi.org

এসব আবার কি শুরু করলেন আপনারা? এখন যা বলি তাই শুনুন। আপনি তন্দ্রাকে সেইভাবে তৈরী থাকতে বলুন। কোন মক্কেল বা ব্যবসায়ীকে দিয়ে আমি মিত্র মহাশয়কে অতিসত্বর খবর দিয়ে আনি।

রাজবল্লভ বাবু বললেন- আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করুন। কিন্তু-

ঃ কিন্তু কি?

ঃ তন্দ্রা একজন উঠতি বয়সের মেয়েছেলে। মিত্র মহাশয়কে সে চেনেনা। তাঁর সাথে একা সে কি করে যাবে আর কোথায় গিয়ে থাকবে, মানে তন্দ্রা আবার রাজী হয় কিনা–

ঃ একা যেতে রাজী না হয় একজন বয়স্কা ঝি-চাকরানী সাথে দিন। মেয়েছেলে একজনে পাঁচজন যাতায়াত করলেও, কারো সন্দেহ করার কারণ নেই।

ঃ দাদা!

ঃ তাছাড়া মিত্র মহাশয় তন্দ্রার পিতৃতুল্য লোক। দানাদার মানুষ। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকন্যাদের সাথে সে থাকবে। সংকোচ করার কারণটা কোথায়? এর সাথে, তন্দ্রা একজন অত্যন্ত আত্মসচেতন মেয়ে- আত্মসম্মানবোধটা তার অনেকখানি বেশী-এসব কথা মিত্র মহাশয়কে একটু বলে দিলে, সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তন্দ্রাকে আপনি এসব কিছু বুঝিয়ে বলবেন?

ঃ আচ্ছা দাদা, আচ্ছা। তাই হবে।

ঃ তার ফালতু আপত্তি আমরা মানতে যাবো কেন? মিত্র মহাশয়ের বাড়ী থেকে ফোর্ট উইলিয়াম অধিক কিছু দূরে নয়। সাথে গিয়ে পরিচয়টুকু করে দিয়ে আসবে মাত্র। এ আর এমনকি কঠিন কাজ?

ঃ তা বটে-তা বটে।

ঃ একমাত্র তন্দ্রাছাড়া পাঠানোর মতো সুবিধেজনক আর কাউকেই দেখছিনে। কৃষ্ণদাসের বিশ্বাসযোগ্যও হওয়া চাই, আবার গোয়েন্দাদের নজরে না লাগে এমনটিও হওয়া চাই।

ঃ ঠিক ঠিক। তাহলে আপনি মিত্র মহাশয়কে খবর দিন দাদা। আমি তন্দ্রাকে তৈরী থাকতে বলে দিচ্ছি।

ঃ আর হ্যাঁ, এই সাথে আর একটা কথা বলে দেই। তন্দ্রাকে আমাদের এই রকম আরো অনেক কাজে প্রয়োজন হবে। তাকে আর সব সময় আপনি আপনার গৃহে রাখবেন না। উস্তাদজী বা বিহারীলালদের সংশ্রবেই সে এখন

www.amarboi.org

থাকুক। আমাদের কারো পরিবারের লোক হিসাবে তার অধিক পরিচিতি ঘটলে, গোয়েন্দাদের নজর সেও এড়াতে পারবেনা। সে একজন শিল্পী আর বিহারীলালের শিল্পী গোষ্ঠীর সে একজন, তার এই পরিচয়ই এখন জানুক সবাই। একমাত্র কাজের সময়ই আমরা তাকে ডেকে নেবো। অন্যথায় আমাদের সাথে তার আর কোন সংশ্রবই থাকা এখন ঠিক হবেনা।

ঃ হ্যাঁ দাদা, এও একটা কাজের কথা। আজকেই তাকে আমি উস্তাদজীর কাছে পাঠিয়ে দেবো।

ঃ হ্যাঁ, তাই দেয়াই ভাল হবে।

দেওয়ান উমিচাঁদ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন- কিন্তু এত বেশী বাইরে বাইরে থাকলে, এসব কথা সে আবার তা কারো কাছে ফাঁশ করে ফেলবেনা।

শেঠবাবু ও রাজবল্লভ বাবু একসঙ্গে বললেন- পাগল! তার জানের ভয় নেই?

বার

কলিকাতা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তন্দ্রাবাঈয়ের সাথে সোহেল বেনের আর কোন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সোহেল বেনে ফিরে এসেই রিসালদার আবদুর রশিদের খোঁজ করতে ছুটেন এবং তারপরে পরেই রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আবর্তে পড়ে যান। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু, শাহজাদা সিরাজউদ্দৌলাহর মসনদে আরোহন এবং তৎপরে ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গদের পেছনে ছুটোছুটি করতেই তাঁর দিনরাত একাকার হয়ে যায়। বড় একটা ঘরে ফিরতেই পারেন না। দীর্ঘদিনের পেরেশানীর পর কয়েকদিন হলো ঘরে ফিরে তিনি স্থির হয়ে বসেছেন।

তন্দ্রাবাঈও ফিরে এসে রাজবল্লভ বাবুর কাছে খবর পৌঁছাতে যান এবং তারপরে প্রায় ওখানেই তিনি আটকে যান। রাজনৈতিক ঐ পালাবদলের মুহূর্তে কখন তাঁকে কোন কাজে দরকার হয় ভেবে, দেওয়ার রাজবল্লভ তাঁকে কাছেই রেখে দিয়েছেন। মাঝখানে বার দুয়েক তন্দ্রাবাঈ উস্তাদজীর মকানে এসেছেন এবং সোহেল বেনে খোঁজ করেছেন। কিন্তু সোহল বেনে তখন নবাব মহলের দিকেই অনুক্ষণ ব্যস্ত। তিনি তখন ঘরেই প্রায় ফেরেননা। এক্ষণে ঘরে ফিরে এসে সোহেল বেনেও খোঁজ করছেন তন্দ্রাবাঈয়ের। কিন্তু তন্দ্রাবাঈ এখনও উস্তাদজীর মকানে এসে পৌঁছেন নি। উভয়েই উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। কথা বলতে ইচ্ছুক। সাক্ষাতের জরুরী কোন প্রয়োজন নেই। কোন গুরুত্বপূর্ণ কথাও নেই। তবুও

www.amarboi.org

উভয়ে উভয়ের সাথে মোলাকাতে অভিলাষী। দুইজনই খোঁজ করছেন দুইজনের। অথচ এমন দিন ছিল, যেদিন মুখোমুখী হয়েও তাঁরা কেউ কেউকে ভ্রূক্ষেপটিও করেন নি। একজন আগ্রহী হলে, আর একজন উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে গেছেন। আজ আবার উভয়েই খোঁজ করছেন উভয়ের। একেই বলে পরিস্থিতির খেলা। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াও তন্দ্রাবাঈ এখনও অনুতাপের রেশ টেনে বেড়াচ্ছেন। সজ্জনের প্রতি অসৎ আচরণের অনুতাপ। সোহেল বেনের প্রতি তাঁর বিগত আচরণের গ্লানী তিনি মুছে ফেলতে পারছেন না। অলক্ষ্যে অবচেতনে সে গ্লানী তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। অশান্ত আচরণে প্রশান্ত অন্তর বিক্ষুদ্ধ করার গ্লানী। তন্দ্রাবাঈ গ্লানীমুক্ত হতে চান এবং সোহেল বেনের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ ও সহজভাবে তুলে ধরতে চান।

সোহেল বেনের অন্তরে সমবেদনার প্রবাহ অন্তঃসলিলা নদীর মতো সন্তর্পণে প্রবাহমান। সমমর্মিতা প্রদর্শনের স্বতঃস্ফুর্ত স্পৃহা অন্তরে তাঁর ধাবমান। রূপে-গুণে তন্দ্রাবাঈ এক অনন্যানারী। বিরল কাননের এক দুর্লভ কুসুম। অন্তরে তাঁর অফুরন্ত সুবাস। অথচ সে বৃন্তচ্যুত পরিত্যাজ্য লালার পঙ্কিল স্রোতের উপর সে কুসুম ভাসমান। স্রোতের তাড়নায় অনুক্ষণ বিপর্যস্ত। ভবিষ্যৎ তমসাময়। সুষমার এই অপচয় সোহেল বেনের দরদী অন্তর আন্দোলিত করেছে। তন্দ্রাবাঈয়ের প্রতি তিনি কিছু সহানুভূতি প্রদর্শনে আগ্রহী।

রানুবালার সারবস্তু রঙ্গরস। এঁদের প্রাণেও সেই রস সঞ্চারিত হোক, রানুবালার ঐকান্তিক আগ্রহ। সে এঁদের মাঝে দেখতে চায় মন-হারানোর খেলা। বিচিত্র এক নারী। যৌবনের বিরানপ্রান্তে এসেও রানুবালা অশান্ত একবালিকা। অন্তর তার বর্ণে গন্ধে ভরপুর। রসে আর্দ্র হৃদয়। নিজের কোন চাহিদা নেই। থাকলেও তার উত্তাপ নেই। পরের চাহিদা পূরণেই অসামান্য তৃপ্তি তার। নিজের ঘরে খড় নেই, পরের ঘর ছাওয়তেই যত আনন্দ রানুবালার। পরের সুখের আনযাম দিয়ে সে নিজের সুখের সাধ মেটায়। তন্দ্রাবাঈ আর সোহেল বেনেকে ঘিরে তার পুলকের অন্ত নেই। দুইজনকে একসাথে পয়লা দেখার পর থেকেই মনিকাঞ্চনের অনুভূতি ঘর বেঁধেছে দীলে তার। সে এক বিরল জুটির খোঁজ পেয়েছে। শুরু হয়েছে রানুবালার সেই থেকেই খোয়াব দেখা। তন্দ্রাবাঈয়ের বিপরীত আচরণে রানুবালা মাঝখানে থমকে যায়। সাময়িকভাবে সে কিছুটা হতাশ হয় সোহেল বেনে

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈকে উদ্ধার করার পরেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তার খোয়াব। সে এখন তার খোয়াবকে বাস্তবরূপে পেতে চায়। শীতল দুই তনুমনে তাপ সঞ্চারণ করতে চায়।

উস্তাদজীর সাথে কথা বলে সোহেল বেনে বেরিয়ে আসতেই রানুবালা তাঁকে দহলীজে আটকালো এবং হাসিমুখে বললো-এই রকমই হয় সাহেব। গাইন থাকলে বাঈন নেই, বাঈন থাকলে গাইন নেই। মানে, সু-অন্ন সু-ব্যাঞ্জনের মিলন প্রায়ই ঘটেনা।

সোহেল বেনে থমকে গিয়ে বললেন- মানে?

রানুবালা বললো- এ মকানে আসাতো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এখন পর পর দুই তিন দিন দুই তিন বার এলেন। কিন্তু সে যখন নেই, তখন আপনি এলেন।

ঃ সে যখন নেই মানে?

ঃ মানে, আগে তো তেমন বনিবনাই ছিলোনা। বনিবনাটা হলো যখন, তখন এ আসতে ও নেই, ও আসতে এ নেই।

সোহেল বেনে ইংগিতটা বুঝলেন। তবু ফের প্রশ্ন করলেন- কার কথা বলছেন? কে নেই?

ঃ কে আবার? তন্দ্রাবাঈ। যাকে আপনি জান প্রাণ করে বাঁচালেন, সেই তন্দ্রা। বেচারী এখন এ মকানে থাকলে কত খুশী হতো।

ঃ তাই নাকি? তা তিনি এখন কোথায়?

ঃ সেটা বলা কঠিন। তার অভিভাবকেরা তাকে এখন কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছেন তা আমার জানা নেই। তবে এর আগে সে রাজবল্লভ বাবুর বাড়ীতেই ছিল।

ঃ ও আচ্ছা। আর এখানে আসেন না?

ঃ আসে। মাঝখানে দুই দুই বার এসে দুই তিন দিন করে থেকে গেছে। থেকে যাওয়া তো নয়, কেবলই ছটফট করে গেছে।

ঃ মানে?

ঃ উঠতেও বেনে সাহেব, বসতেও বেনে সাহেব। তার ভাব দেখে আমি আর বাঁচিনে। পোড়ামুখী, দুইদিন আগেও যাকে এতটা মান অপমান করলে, তার জন্যে এখন আবার এত অধিক আকুলতা? সে আর কি বলবো, আমাকে কি একদন্ড সে স্থির থাকতে দিয়েছে।

ঃ কেমন?

www.amarboi.org

ঃ ঘুরে ফিরেই বলে, আবার একটু যাওনা দিনি ঐ দিকে, গিয়ে আবার দেখোনা, বেনে সাহেব বাড়ীতে ফিরে এলেন কিনা? পুনঃ পুনঃ এই হুকুম। হুকুম তামিলে দেরী হলে তো রক্ষে নেই, গাল ফুলিয়ে বসবে। তাই কি আর করি? একবার ঘর একবার বাহির- এই করেই ঐ কয়দিন গেল আমার।

সোহেল বেনে উৎকর্ণ হয়ে বললেন- সে কি? জরুরী কোন প্রয়োজন ছিল নাকি? মানে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

ঃ না থাকলে কি অমনি অমনি এত তালাশ করে কেউ। কথা তো আছে তার জরুর।

ঃ বলেন কি? তা কিসে কথা আপনি কি কিছু জানেন?

আঁড়চোখে চেয়ে রানুবালা স্মিতহাস্যে বললো- তা কি করে জানবো ভাই? সবাই কি মনের কথা সবার কাছে বলে? যে যার মন কিনে, বললে কেবল তার কাছেই বলে।

সোহেল বেনে বিব্রতবোধ করলেন। বললেন- এসব কি বলছেন?

ঃ কেন বলবোনা ভাই? তার যে উপকার করেছেন আপনি, তাতে তার মাথার চুলে চুলে দেনা। মন মাথা সবাইতো তার বিকিয়ে গেছে আপনার কাছে। নিজের বলে আর কি তার আছে কিছু? আপনার সাথে তার কথা থাকবেনা তো থাকবে আর কার সাথে? অন্তরে তার জরুর হাজারটা কথা জমাট বেঁধে আছে।

ঃ ছিঃ বহিন। এসব কথা বলতে নেই আর ওভাবে বলতে নেই। মানুষের উপকার মানুষেই করে। এ কারনে কারো কাছে কারো কিছু বিক্রি হয়ে যায় না।

ঃ কি জানি ভাইজান। এত চড়া দাম দেয়ার পরও কারো মন যদি না বিকিয়ে যায়, তাকে আমি অভাগিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনে। তন্দ্রাবাঈ নিশ্চয়ই এতটা অভাগিনী নয়।

এইসময় ফজল খাঁ ব্যস্তভাবে রানুবালাকে বললো- এই যে মাইজী, হুজুর আপনাকে তালাশ করছেন। এক্ষুনি যেতে বললেন।

রানুবালা এস্তপদে ভেতরের দিকে ছুটলো। উন্মনাভাবে বেরিয়ে এলেন সোহেল বেনে।

তন্দ্রাবাঈ ফিরে এসেছেন। গতকাল সাঁঝের আগে উস্তাদজীর মকানে ফিরে এসেছেন তন্দ্রাবাঈ। সোহেল বেনের ইচ্ছে হলো, তখনই একবার যান

www.amarboi.org

সেখানে তন্দ্রার সাথে সাক্ষাৎ করতে। যেতেনও তিনি ঠিকই। কিন্তু রানুবালার ইংগিতটা তার দুই পা ভারী করে দিয়েছে। অনাহুতভাবে তখনই সেখানে ছুটে গেলে, আর না হোক, রানুবালার দুই চোখে ঠিকড়ে পড়বে হাজার তারার ঝিলিক। তার পুলকের সীমা-অন্ত থাকবেনা। তন্দ্রা যখন নিজেই এত বেশী খোঁজ করছেন তার, নিশ্চয়ই তিনি স্মরণ করবেন অল্পক্ষণের মধ্যেই। ডেকে পাঠাবেন কাউকে দিয়ে। এই আশাতেই বসে রইলেন সোহেল বেনে।

কিন্তু ডাকতে কেউ এলোনা। সন্ধ্যে গেল, রাত গেল, পরের দিনের প্রথম প্রহরও পার হয়ে গেল, তবুও বাড়ী থেকে কোন আহবান এলোনা। সোহেল বেনে বিস্মিত হলেন। আরো কিছুক্ষণ গড়িমসি করার পর একপা দুই পা করে নিজেই তিনি ওবাড়ীর দিকে এগুলেন। দহলীজের দুয়ারে এসে পা দিতেই সামনে পড়লো রানুবালা। সোহেল বেনে স্মিতহাস্যে বললেন- কি খবর? তন্দ্রাবাঈ গত সন্ধ্যায় এলেন বলে মনে হলো?

রানুবালা নিস্প্রভ কণ্ঠে বললো- হ্যাঁ, সাঁঝের আগে এসেছে।

ঃ কিন্তু কৈ, তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?

রানুবালা ক্ষোভের সাথে বললো- অসুখ আবার কি! এসব মেজাজী মেয়েদের কখন সুখ, কখন অসুখ, হদিস পায় কে?

ঃ তবে যে বলেছিলেন, উনি খুবই খোঁজ করছেন আমার?

ঃ সবই ঐ মেজাজের ব্যাপার। তখন করেছিলো, এখন করলোনা। কি বলবো, বলুন?

ঃ আচ্ছা।

ঃ এসে অবধি একা একাই গাল ফুলিয়ে বসে আছে। কারো সাথে মন খুলে কথাটি বলছেনা। আমি গিয়ে হাসিমুখে দু'এক কথা বলতেই দূর দূর করে তাড়া করলে আমাকে। গা জ্বলে না কার?

ঃ বলেন কি?

ঃ বললাম, "বেনে সাহেব কয়েকবার এসে তোমার খোঁজ করে গেছেন। তাঁকে খবর দিই?" শুনেই মুখ গোমতা করে বললে, "তোমার তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই। দরকার মনে করলে, আমিই তাঁকে ডেকে পাঠাবো।" তবু আমি বললাম, "তুমি এসেছো, এই কথাটা বলে আসি?" অমনি সে বাঘে ধরার মতো আমায় ধরলে। মুখ ঝামটা মেরে বললে, "আহ! বিরক্ত করোনা তো দিদি? তোমার এত দায় ঠেকলো কিসের? যাও-যাও, নিজের কাজে

www.amarboi.org

যাও।" বলেই সে মুখের এমনভাব করলে, যেন অকথা-কুকথা কিছু বলে ফেলেছি তাকে। যত্তসব।

অভিমানভরে রানুবালা সেখান থেকে সরে যেতেই সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন- উস্তাদজী কি মকানে এখন আছেন?

রানুবালা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো- না, এই একটু আগে বাইরে গেলেন।

সোহেল বেনে দমে গিয়ে বললেন- ও আচ্ছা। আমি তাহলে পরে আসবো।

সোহেল বেনে পিছন দিকে ফিরতেই রানুবালা শশব্যস্তে বললো- আরে সে কি! এসে আবার তাই বলে ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমার কথা শুনে আপনি ফিরে গেছেন, এটাও তো আমার একটা মস্তবড় অপরাধ হয়ে যাবে। যান-যান, ঐ যে ঐ দক্ষিণ দিকের খোলাবারান্দায় একা একাই খাটিয়ার উপর বসে আছে। এসেছেন যখন, দুটো কথা বলে যান।

ঃ কিন্তু-উনি নাকি–

ঃ আপনাকে দেখলে হয়তো মহারানীর দীলটা খোলাসা হতেও পারে। সবই মেজাজ মর্জির ব্যাপার তো?

পুনরায় পেছনে ঘুরে রানুবালা চলে গেল। সোহেল বেনে দাড়িয়ে থেকে লহমা খানেক ভাবলেন। এরপর ইতস্ততঃ করতে করতে দক্ষিণ দিকের ঐ খোলা বারান্দায় চলে এলেন।

খোলামেলা হলেও জায়গাটা নির্জন। অন্যকোন লোক কোথাও নেই। পিঠের পেছনে বালিশগুঁজে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে তন্দ্রাবাঈ বসে ছিলেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিলো। হয়তো খুবই চিন্তামগ্ন ছিলেন। মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। সোহেল বেনেকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে সোজা হয়ে বসতে বসতে প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন- আরে এই যে, এসে গেছেন? আসুন-আসুন। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

সোহেল বেনে হেসে বললেন- আমার কথা ভাবছিলেন?

ঃ জ্বি-জ্বি। এখনই কাউকে ডাকতে পাঠাবো, ভাবছি। বসুন-বসুন-

খাটিয়ার কাছেই একটা কুরসী পাতা ছিল। তন্দ্রাবাঈ সেই দিকে ইংগিত করলেন। সোহেল বেনেকে ইতস্ততঃ করতে দেখে তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন- আহা বসুন না! এতক্ষণ উস্তাদজী এখানে বসেছিলেন। তাঁর সাথেই কথাবার্তা বলছিলাম। কি এক কাজে তিনি বাইরে গেলেন, আমি আর উঠিনি এখানেই বসুন।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে বসতে বসতে বললেন- একা একাই বসে আছেন?
তন্দ্রাবাঈয়ের মুখ আবার বিষন্ন হলো। তিনি ম্লানকণ্ঠে বললেন- কি করবো, কিছু ভাল্লাগছেনা, তাই।
ঃ কেন, শরীর খারাপ করেছে কি?
ঃ না, শরীর ঠিক আছে। তবে মনটা ভাল নেই।
ঃ মন খারাপ?
ঃ জ্বি, খুবই খারাপ। তা না হলে কি আর আপনাকে এতক্ষণ খবর দেইনে? এসেই তো আপনার তালাশ করতাম।
ঃ আচ্ছা!
ঃ গত দুইবার এসে খুবই আপনাকে তালাশ করেছি। কিন্তু আপনি তখন বাইরে ছিলেন। এবার আপনি মকানে আছেন শুনেছি। কিন্তু মনটা আমার এতই খারাপ যে, এ অবস্থায় আপনাকে ডেকে আনার সাহস করিনি।
ঃ কেন-কেন?
ঃ যে উৎসাহ নিয়ে গত দুইবার আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছি, সে উৎসাহ আর আমার নেই। সব গোলমাল হয়ে গেল।
ঃ কি রকম?
ঃ আপনার সাথে যে কত কথাই দীলে আমার ছিল, তা একমাত্র ঐ উপরওয়ালাই জানেন। দিনমান বললেও বুঝি সে সব কথা ফুরাতো না আমার।
ঃ যেমন?
ঃ আপনি আমার মহা-উপকার করেছেন, সেরেফ ঐ কথাই নয়। আমার বিগত দুর্ব্যবহার আর দুরাচরণ খণ্ডন করে নিজেকে আমি আপনার কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেও চেয়েছি, সেই সাথে একটা মস্তবড় দায়িত্বও আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছি। মানে, আবেগের বশে এই রকম হাজারটা চিন্তাভাবনায় আমার মাথা-মগজ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।
ঃ এই রকম কি রকম? সে দায়িত্বটা কি?
ঃ দায়িত্ব মানে, একটা অনর্থক চিন্তাভাবনা। নিছক খেয়ালই বলতে পারেন। ভেবেছিলাম, আমাকে নিয়ে তো এদুনিয়ায় ভাবার লোক কেউ নেই, আপনাকেই আমি আমার সেই ভাবার লোক বানাবো। আমি মুরুব্বী-মালিক আর পথ প্রদর্শক হিসাবে সব দায়িত্ব আপনার উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবো এবং আপনার উপদেশ-নির্দেশ ছাড়া এক পাও ছুটবোনা।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে হেসে বললেন- তারপর?

ঃ ভেবেছিলাম, হলেমই না হয় ভিনজাতি, আমি তো কোন জাতবিচার মানিনে। আমার ভবিষৎ জীবনের একটু কুলকিনারার ব্যবস্থাও আপনিই করে দেবেন-এমনই সব আজগুবী দাবী-আব্দারের কথা।

ঃ তাই?

ঃ এতসব আমার জন্যে কেন আপনি করবেন, সে চিন্তাও মাথায় আমার আসেনি। কেবলই ভেবেছি, আপনিই তো করবেন সব নইলে আর করার আমার কে আছে? কি এক যুক্তিহীন চিন্তাভাবনা, মানে কি এক নিছক পাগলামী মাথায় আমার চেপেছিল, ভেবে দেখুন? আর এ জন্যে আপনাকে সেকি আমার খোঁজা খুঁজি!

তন্দ্রাবাঈ ম্লান হাসি হাসলেন। সোহেল বেনে উৎসাহ দিয়ে বললেন- বেশ তো, ঠিকই তো ভেবেছেন। এটা পাগলামী হবে কেন?

তন্দ্রাবাঈ করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন। এরপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–পাগলামী যদি নাও হয়, তবু এমন ভাবাটা এখন আমার কাছে অর্থহীন।

ঃ কেন-কেন?

ঃ আমার নসীবের সাথে আপনাকে জড়ানো যে মোটেই ঠিক হবেনা, এখন এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ছাড়া আপনাকে বলার আর আপনার কাছে দাবী করার আমার কিছুই নেই।

ঃ নেই কেন?

ঃ কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নূন্যতম যোগ্যতাও প্রার্থীর যদি না থাকে, তাহলে তা পাগলামী বই কিছু নয়।

ঃ আপনি কি বলতে চান, আমি ঠিক বুঝলাম না।

ঃ দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে বলে, সব ফুল দিয়ে সব দেবতার পূজো হয়না। আর যে ফুল নষ্টফুল, সে ফুল দিয়ে কোন দেবতার পূজোই হয়না।

সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন- নষ্টফুল!

ঃ আমাকে একটা নষ্টফুল বলেই চিন্তা করতে পারেন আপনি। নষ্ট হয়ে যাওয়াই আমার অদৃষ্ট লিপি। আজ হোক, কাল হোক, নষ্ট হয়ে যেতে আমাকে হবেই। এ থেকে আমার কোন মুক্তি নেই। আপনি একজন নির্মল

www.amarboi.org

চরিত্রের মানুষ। সৎ-মহৎ ব্যক্তি। আমার মতো একজন অভিশপ্ত আর বিপদগামী মেয়ের সাথে আপনার সংশ্রব দৃঢ় হোক, এটা হতে দেয়া যায়না।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ আমার জান-মান-ইজ্জত, সবই নিলামে উঠে আছে। যে কোন মুহূর্তে অথৈ পাঁকের মধ্যে ডুবে যেতে হবে আমাকে। আমার জিন্দেগীর পাপ আপনাকে স্পর্শ করুক, এটা কখনো আমি চাইনে।

সোহেল বেনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন-ব্যাপার কি বলুন তো। কি একটা সাংঘাতিক সংকটের আপনি মুখোমুখি হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

তন্দ্রাবাঈ বিষন্ন কণ্ঠে বললেন- সংকট আর কি? সৎভাবে জীবন যাপন করার কোন মওকা আর আমার নেই। এখন আমাকে হীনপথে চলতে আর হীন কাজে লিপ্ত হতে হচ্ছে।

ঃ হীন কাজে!

ঃ হীন কাজ বৈকি? ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে কাজ উদ্ধার করাকে কেউ মহৎ কাজ বলে না। কাজ উদ্ধার করাই এখন আমার সব। আমার জান আর মান-সম্ভ্রম খোলামকুচি ছাড়া আর কিছুই নয়। সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখার প্রশ্নই কিছু উঠে না।

ঃ তাজ্জব! ব্যাপারটা খোলাসা করে বলুন, দেখি?

ঃ গুপ্তচর বলে আপনাকে একদিন আমি খোঁটা দিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে?

ঃ হ্যাঁ, তা আছেই তো?

ঃ নসীবের কি পরিহাস! সেই গুপ্তচর বৃত্তিই আমার বিধিলিপি হলো। ঐ কাজেই আমাকে এখন সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত হতে হচ্ছে।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ আপনি পুরুষ মানুষ। গুপ্তচর যদি হোনও আপনি, বেকায়দায় পড়লে আপনার জানটাই যাবে, ইজ্জত হারানোর কোন প্রশ্ন নেই। আমি মেয়েছেলে। আমার মান ইজ্জত কচু পাতার পানির মতো। আমার বেকায়দায় পড়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতটা খোয়ানো। আগে লুট হবে ইজ্জত, জান গেলে যাবে তার পরে। মরতে আমি হাজার বার রাজী, ইজ্জত খোয়াতে কিছুতেই আমি রাজী হতে পারিনে।

ঃ তন্দ্রা!

www.amarboi.org

ঃ মাঝে মাঝে ভাবি, আত্মহত্যা করাই এখন আমার জন্যে শ্রেয়ঃ। পালিয়ে যে যাবো কোথাও, সে উপায়ও নেই। একা আমি পথে নামলে তো ঐ ইজ্জতটা হারাতে হবে আগে। পালাবো আমি কার সাথে?

ঃ তার মানে, বিস্তারিত ব্যাপারটাতো এখনও কিছু বুঝলাম না?

সোহেল বেনের কথায় কান দিলেন না তন্দ্রাবাঈ। অকস্মাৎ তিনি আওয়ারা হয়ে উঠলেন এবং বিপুল আবেগে বললেন- আমাকে নিয়ে আপনি পালিয়ে যেতে পারেন? যেখানে ইচ্ছে, যতদূরে ইচ্ছে, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যান না আপনি? যে হালে আর যে অবস্থায় আপনি আমাকে রাখবেন, আমি তাতেই খুশী থাকবো! দোহাই আপনার, একটু ভেবে দেখুন?

দুই হাত জোড় করে তন্দ্রাবাঈ মিনতি করতে লাগলেন। সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন-আরে-আরে! একি ছেলে-মানুষী করছেন? আপনি স্থির হোন তো। তামাম ঘটনা আমাকে আগে জানতে দিন।

তন্দ্রাবাঈ একই রকম আকুলকণ্ঠে বললেন- ঘটনা ঐ একটাই। ওঁরা আমাকে ইজ্জত নিয়ে কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেবেনা। ইজ্জত খোয়াতে বাধ্য করবে আমাকে।

ঃ কারা?

ঃ আমার ঐ তথাকথিত অভিভাবকেরা।

ঃ সেই কথাটাই শান্তভাবে বলুন আগে। ব্যাপারটা আমাকে বুঝে উঠতেও দেবেন না?

ঃ জ্বি?

ঃ আপনি শান্ত হোন আর শান্তভাবে সব কথা খুলে বলুন। আপনার মতো মেয়ের এত পাতলা হওয়া সাজেনা।

ঃ তার মানে-

ঃ বিপদে ধৈর্য হারালে কোন ফয়সালা হবে না। ইজ্জত রাখার মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি যদি না চান, যে যত চেষ্টাই করুক, আপনার জান-মান-ইজ্জতের ধারে কাছেও ভিড়তে কেউ পারবেনা। স্থির হয়ে সব কথা খুলে বলুন।

তন্দ্রাবাঈ থামলেন। একটু পরে ধীরে ধীরে রাজ বল্লভ বাবুর গৃহে যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে সব কথা এবং তাঁকে যে কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে, সে সব কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শুনালেন। তন্দ্রাবাঈয়ের বিবরণ শুনে সোহেল বেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারা যে মতলববাজ, সোহেল

www.amarboi.org

বেনে তা জানতেন। কিন্তু এতবড় সর্বনাশও যে তাদের দ্বারা সম্ভব হতে পারে, সোহেল বেনে এতটা ভাবতে পারেন নি। বিবরণ শেষ করে তন্দ্রাবাঈ বললেন- দেশের যে মহা সর্বনাশ করতে তাঁরা উদ্যোত, তা বুঝতে আমার বাকী নেই। তাঁরা যা ইচ্ছে করুন কিন্তু আমার সর্বনাশটাও তাঁরা না করে ছাড়বেন না।

কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকার পর সোহেল বেনে বললেন- তা এতে তো আপনার সর্বনাশের কারণ তেমন দেখিনে। সাথে আর একজন মেয়েছেলে থাকবে। সাবধানে থেকে আপনি আপনার কাজটুকু করে চলে আসবেন। এখানে ইজ্জত খোয়ানোর তেমন তো কোন ভয় নেই।

ঃ এবার না হয় নেই, কিন্তু তার পরের বার? আড়ালে থেকে তাঁদের কথাবার্তা সব আমি শুনেছি। এরপর আমাকে এমন আরো অনেক কাজে পাঠাবেন আর লাগাবেন, এই তাঁদের চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ চমুক কথা, এরপর থেকে আমাকে কেবল এইভাবে গুপ্তচরের কাজ করে বেড়াতে হবে। অর্থাৎ, অসৎ ও চরিত্রহীন লোকদের মাঝে আর ইতর ও লম্পট ফিরিঙ্গীদের ডেরায় ডেরায় একা আমাকে রাতদিন কাটতে হবে। ঐ পশুদের হামলা থেকে ইজ্জত আমি কতক্ষণ রক্ষে করতে পারবো, বলুন?

ঃ সে কি! এরপরেও আবার এইসব কাজে পাঠাবে তারা আপনাকে?

ঃ আমাকে যে তাঁরা পেলে পুষে মানুষ করেছেন, তা কি জন্যে? এই সব হীন কাজ করানোর জন্যেই তো তারা আমাকে মানুষ করেছেন। আগে কিছুটা অনুমান করেছি, এখন সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ঃ তন্দ্রা!

ঃ বলতে আর লজ্জা করলে চলছেনা, এমনও হুকুম হতে পারে যে, অমুক মাতালদের, অমুক লম্পটদের দেহসঙ্গীনী হয়ে তুমি অমুক কাজটা আদায় করে নিয়ে এসো।

ঃ তা হবে কেন? আপনি তখন আপত্তি করবেন?

ঃ তাহলে কি আর নিস্তার আছে আমার? আমি তাদের অনেক খবর জেনে ফেলেছি। ভবিষ্যতে আরো জেনে ফেলবো। আপত্তি করার সাথে তারা কি আর জ্যান্ত রাখবে আমাকে? জীবন্ত পুঁতে ফেলবে। আমাকে নিয়ে তাঁদের মতলবের কথা তামাম আমি জেনে গেছি।

সোহেল বেনে এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- হুঁউ!

www.amarboi.org

ঃ এখন বলুন, পালিয়ে যেতে না পারলে, আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার সামনে আর পথ কি?

অদূরে উস্তাদজীর কথা শুনা গেলো। সজাগ হয়ে উঠে সোহেল বেনে বললেন– আপনি স্থির হোন। আপনার সাথে পরে আমাকে অনেক কিছু আলোচনা করতে হবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আর পরামর্শ। এখন শুধু এইটুকু ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনাকে হেফাজত করার জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করবো। আপনার ভাবনা তামামই এখন আমার উপর ছেড়ে দিন।

–"কৈ, হক সাহেব এসেছেন নাকি? হক সাহেব কোথায়?

উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব ডাকাডাকি শুরু করলেন। সোহেল বেনে উঠে দ্রুত পদে সেইদিকে গেলেন।

দুপুরের আহারের পর সবাই যখন বিশ্রামে, সেইওয়াক্তে সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈকে নিয়ে আড়ালে বসলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের সমস্যা নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈকে তাঁর অবিভাবকদের নির্দেশ মতো চলার জন্যেই উৎসাহ দান করলেন। এতে করে তন্দ্রাবাঈ বিস্মিতকণ্ঠে বললেন–আপনিও আমাকে গুপ্তচরগিরিই করতে বলছেন?

সোহেল বেনে দ্বিধাহীনকণ্ঠে বললেন- হ্যাঁ, তাই বলছি।

ঃ তার মানে?

ঃ এতে আপনি একদিকে ওদের আক্রোশ থেকে নিরাপদ থাকবেন, অন্যদিকে আপনার একটা মহৎ কাজ করা হবে।

ঃ মহৎকাজ! গুপ্তচরগিরি করার মতো হীনকাজকে আপনি মহৎ কাজ বলছেন?

ঃ হ্যাঁ। ক্ষেত্রবিশেষে এ কাজ মহৎকাজও হয়। আর সেই জন্যে আমিও গুপ্তচর বা গোয়েন্দাগিরিই করছি।

ঃ সেকি! আপনি গোয়েন্দা?

ঃ জ্বি! পয়লাদিনই আপনি আমাকে যে সন্দেহ করেছিলেন, তা মিথ্যে নয়, সত্যি।

ঃ বলেন কি!

ঃ আমার সম্বন্ধে আপনি আর যা জানেন, সেগুলো অবশ্য সত্যি নয়। আমি পেটের দায়ে ফেরিওয়ালার কাজ করিনে। কোন খেটে খাওয়া মানুষও আমি নই।

www.amarboi.org

ঃ মানে?

ঃ এই যে এই মকান দেখছেন, আপনাদেরটা আর আমাদেরটা– এই দুই মকানই আমার মকান। আপনাদের এটা আমার চাচার জন্যে তৈরী করা হয়েছিল। এই দুই বাড়ীরই একমাত্র মালিক এখন আমি। এ ছাড়া একটা ছোটখাটো জোতদারীও আছে।

ঃ কি আশ্চর্য! তাই? এ বাড়ী দুটিও আপনার?

ঃ জ্বি। আমি এখানে আশ্রিত নই। এটা আমার ছদ্ম পরিচয়। গোয়েন্দগিরি করি বলেই আসল পরিচয় গোপন করতে হয়েছে।

ঃ বড় বিচিত্র লোক তো আপনি! আপনি তাহলে নকরী করেন? মানে গোয়েন্দা বিভাগে নকরী করেন?

ঃ না। আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমার নকরী করার কোন জরুরত নেই। তিনি আমাকে অনেকই দিয়েছেন। আমি একমাত্র আল্লাহতায়ালার গোলামী করি। অন্য কারো নকরী-গোলামী করিনে।

ঃ তার মানে? তাহলে কার জন্যে গোয়েন্দা গিরি করেন আপনি? কার পক্ষে?

ঃ আমার দেশের পক্ষে। আমার এই দেশের ভালাইয়ের জন্যেই স্বেচ্ছায় এই কাজ বেছে নিয়েছি আমি।

ঃ স্বেচ্ছায়?

ঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। বিনামূল্যে আর নিঃস্বার্থভাবে। আমি আমার দেশকে বাঁচাতে চাই। এই দেশের আর এই হুকুমাতের ভালাই চাই। আর কিছু চাইনে। না পুরস্কার, না বিনিময়।

ঃ বেনে সাহেব।

ঃ ঐ একই উদ্দেশ্যে আপনাকেও এই কাজ করতে আমি বলছি। যদিও এই হুকুমাত আপনার স্বজাতির হুকুমাত নয়, তবু দেশকে বাঁচানোর জন্যেই আপনাকে এই হুকুমাতটা বাঁচাতে হবে। আর এই অনুরোধই আপনাকে আমি করবো।

তন্দ্রাবাঈ ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললেন– অনুরোধের কথা বলছেন কেন? আপনি আমাকে হুকুম করবেন। আপনি হুকুম করলে, আগুনের মধ্যেও আমি হাসিমুখে যাবো। আপনি ছাড়া আমার অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী আর কে আছে? কিন্তু ব্যাপারটা যে আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছেনা?

ঃ কোন ব্যাপার?

www.amarboi.org

ঃ আমি গুপ্তচরগিরি করলে তা দিয়ে দেশের ভালাই হবে কি করে? যাঁরা আমাকে এ কাজে লাগাতে চান, তাঁরা তো দেশের ভালাই চান না। আমি এ কাজ করলে দেশের বিপক্ষেই আমাকে করতে হবে।

ঃ তবুও তা দেশের পক্ষেই যাবে। আপনি আমি এক সাথে এইকাজ করবো। আপনি করবেন বিপক্ষে, আমি করবো পক্ষে। এতে করে বিপক্ষে থেকেই আপনি অনেক বেশী দেশের ভালাই করতে পারবেন।

ঃ কি করে?

ঃ আপনার তো এটা না বোঝার কথা নয়? ওদের বদমতলবের অনেক কথা আমি আপনার মাধ্যমেই পাবো। আমার কাজ তাহলে আরো অনেক সহজ হবে আর আপনার কাজ দেশের পক্ষেই যাবে। দুইজন এক পক্ষে থাকলে তো কাজ বেশী হবেনা। আপনি ঐ পক্ষে থাকলে তবেই ভেতরের সঠিক খবর পাওয়া যাবে।

ঃ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু–

তন্দ্রাবাঈ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সোহেল বেনে বললেন– কিন্তু কি?

ঃ আপনার ইচ্ছে অমান্য করার জন্যে বলছিনে, এ ব্যাপারে একেবারেই পরিস্কার হয়ে যাওয়ার জন্যে আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

ঃ জ্বি, করুন।

ঃ এ কাজে তো আমাকে আমার জান-মান, মানে সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও হতে পারে?

ঃ অবশ্যই তা পারে। দেশের কল্যাণ করতে গেলে তা দিতেও হয় বৈকি? যদিও আপনাকে পরিচালনা আর হেফাজত করতে আমি আমার যথা সাধ্য করবো, তবু এ কাজে সে সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে।

ঃ তাহলে আমার সুখশান্তি আর ভবিষ্যৎ বলে তো কিছুই থাকবে না।

ঃ কি থাকবে, না থাকবে, সেটা ঐ একজনের ইচ্ছা। আপনাকে শুধু জানতে হবে, ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ কোরবান করতে পারাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়, মহত্বের পরিচয়। সেই সাথে এটা অনন্ত পূণ্যের কাজ। পরকালের পরম পাথেয়।

ঃ কিন্তু দেশের 'তাবড়ো' তাবড়ো লোকেরা যেখানে এই বৃহৎ স্বার্থটা দেখছেন, সেখানে আমি আপনি–

ঃ তারা তা দেখবে না। নামেই তারা 'তাবড়ো' লোক। মনের দিক দিয়ে তারা 'তাবড়ো' নয়, নিকৃষ্ট জীব।

www.amarboi.org

ঃ বেনে সাহেব!

ঃ অসৎ আর নিকৃষ্ট লোকেরাই ব্যক্তি স্বার্থ অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থকে পরম বস্তু বলে আঁকড়ে ধরে থাকে। বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্র স্বার্থ তারা কখনো ত্যাগ করতে পারে না। সে জন্যে চাই বৃহৎ হৃদয় আর পবিত্র প্রাণ।

ঃ জ্বি?

ঃ বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার্থে সৎ-সুন্দর ও পাকদীলের লোকেরাই যুগে যুগে জান কোরবান করে থাকে। বৃহৎ স্বার্থ অসৎ লোকেরা রক্ষে করতে পারেনা। সৎলোকেরাই পারে আর তাদেরই তা করতে হয়।

ঃ সাহেব!

ঃ সৎ সুন্দর লোকের সংখ্যা কোন কালেই অধিক নয় তন্দ্রাবাঈ। যে কয়জন আছে, তাঁরা যদি বৃহৎস্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে না আসেন, তাহলে তো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবেনা আর মানুষের মহৎ কীর্তির কোন নজীরও থাকবে না। জীবন আর ক'দিনের বলুন? দুদিন পরেই ফুরিয়ে যাবে। অথচ মহৎ কাজে আত্মত্যাগ করলে এ জিন্দেগী ফুরোবেনা। মরেও অনন্তকাল অমর হয়ে থাকবে।

অভিভূত কণ্ঠে তন্দ্রাবাঈ বললেন– একি পরম কথা শুনাচ্ছেন আমাকে বেনে সাহেব? আপনার নির্দেশ পালনের জন্যেই শুধু নয়, এমনিতেই যে এ কাজের প্রতি এখন লোভ ধরে যাচ্ছে আমার। যে কাজ করতে আমি আদৌ ইচ্ছুক ছিলাম না, সেইদিকেই যে প্রবল বেগে ঝুঁকে পড়ছি এখন আমি?

সোহেল বেনে ঈষৎ হেসে বললেন– পড়তেই হবে। আপনার রক্তে যে আছে অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের আদর্শ। সৎপক্ষে আত্মদানের পবিত্র প্রবাহ।

তন্দ্রাবাঈ উৎকর্ণ হয়ে বললেন– কি রকম?

ঃ আমার অতীত আপনি জানেন না। কিন্তু আপনার অতীত আমি জানি। উস্তাদজীর মুখে শুনেছি। ঘটনাচক্রে আমাদের দুইজনেরই অতীত এক। আমরা দুইজনই একই অবস্থার মানুষ। নসীবের একই রকম শিকার।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ সৎপক্ষ অবলম্বন করে আপনার বাপ চাচারা যেভাবে গিরিয়ের ময়দানে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমার বাপ-চাচারাও ঐ একইভাবে শহিদ হয়েছেন। ফলে, আপনি যেমন এতিম হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন, আমিও তেমনি এতিম হয়ে রাজধানী থেকে পালিয়ে যাই।

www.amarboi.org

পরিস্থিতির চক্রে আমরা সেই দুই এতিম এই রাজধানীতে আজ আবার একত্রিত হয়েছি।

অপরিসীম বিস্ময়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন– বেনে সাহেব!

সোহেল বেনে ভারী কণ্ঠে বললেন– নামটাও আজ বদলে গেছে আমার। ওবায়দুল হক সোহেল নামটা হারিয়ে গেছে অতীতের সাথেই। আজ সেটা সোহেল বেনে। বেনে সাহেব।

ঃ কি তাজ্জব! এই ঘটনা? আমরা দুইজনই তাহলে একই রকম বদনসীবের শিকার?

সোহেল বেনে স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন– তবু একে বদনসীব আমি বলিনে। এই নসীব নিয়ে আমি এখনও গর্ববোধ করি।

ঃ গর্ববোধ করেন?

ঃ আপনারও তাই করা উচিত। সৎ পক্ষ নিয়ে কয়জনের বাপ চাচারা আমাদের বাপ চাচাদের মতো এমন অকাতরে প্রাণ দিতে পেরেছেন? নিজের সন্তানেরা এতিম হয়ে যাবে, এ চিন্তাটুকুও না করে এমন একনিষ্ঠভাবে কয়জনের বাপ চাচারা সৎপক্ষে লড়েছেন? এতবড় ত্যাগ কয়জনের বাপ চাচাদের আছে? আমরা এতিম হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের মতো এমন গর্বিত ইতিহাস খুব বেশী লোকের পেছনে নেই।

ঃ তা অবশ্যই ঠিক কিন্তু–

ঃ এখানে আবার কিন্তু কেন?

ঃ না বলছি, তাঁরা তো লড়েছেন মরহুম নবাব আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে। এই নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আপনিও তো এই বংশেরই বর্তমান নবাবের পক্ষে কাজ করছেন, বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল না?

সৎপক্ষ অসৎ পক্ষের প্রসঙ্গটা রইলো কি?

ঃ আপনি ভুল করছেন। তাঁরা আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে লড়েন নি। তাঁরা লড়েছেন অসৎ ও অপশক্তির বিরুদ্ধে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ যাঁদের পক্ষে আমাদের বাপচাচারা লড়েছেন, সেই নবাব সরফরাজ খানের চেয়ে নবাব আলীবর্দী খান অনেক বেশী যোগ্যব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে আর স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে লড়ার বিশেষ প্রশ্নই উঠেনা।

ঃ তবু তো তাই তাঁরা লড়েছেন। কেন তাহলে লড়লেন?

www.amarboi.org

ঃ প্রাথমিকভাবে বলা যায়, অন্যের মসনদ তিনি জবর দখল করতে এলেন বলে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, নবাব সরফরাজ খান যে অপশক্তিকে ঘাড়ে নিতে চান নি, আলীবর্দী খান সেই অপশক্তিকে ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন বলে আর সেই অপশক্তি অশুভ চক্রান্তের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলে। তাঁর মসনদ জবর দখল করতে আসার মূলেই হলো এ অশুভ শক্তি। নবাব সরফরাজ খা'র আর নবাব আলীবর্দী খানের মধ্যে পার্থক্যটা হলো, দেশও হুকুমাতের স্বার্থে নবাব সরফরাজ খান সেই অপশক্তির বিরোধী ব্যক্তি আর নবাব আলীবর্দী খান মসনদের লোভে সেই অপশক্তির বন্ধু ও লালনকারী ব্যক্তি।

ঃ বেনে সাহেব!

ঃ নবাব মুর্শিদকুলী খান আর নবাব সুজাউদ্দীন খান এই মতলববাজ ও চক্রান্তকারী শক্তিটাকে ঘাড়ে করে বয়ে এনে সরফরাজ খানকে মেরেছেন, নবাব আলীবর্দী খান বয়ে এনে সিরাউদ্দৌলাহকে মারা পথ তৈরী করে রেখে গেছেন।

ঃ সেই জন্যেই তাঁরা সরফরাজ খানে পক্ষ নিলেন?

ঃ অবশ্যই। আমি আজ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর পক্ষ নিয়েছি কেন আর আপনাকে তা নিতে বলছি কেন?

ঃ আপনিই তা বুঝিয়ে বলুন?

ঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ নবাব সরফরাজ খানেরই প্রতিচ্ছবি আর উত্তরসূরী বলে। নবাব সরফরাজ খানের মতো নবাব সিরাজউদ্দৌলাহও এই অপশক্তি ঘাড়ে নিতে রাজী নন বলেই সরফরাজ খানের মতো নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর আসনও আজ টলে উঠেছে। সরফরাজ খানকে উচ্ছেদ করার জন্যে তখন তারা আলীবর্দী খানের পরিবারের সাথে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, এখন নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে উচ্ছেদ করার জন্যে তারা ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। তাই এই মতলববাজদের-মানে শেঠবাবু, রাজবল্লভ বাবু, উমিচাঁদ বাবুদের উদ্দেশ্যে, সিরাজউদ্দৌলাহকে উচ্ছেদ করতে তারা এখন বদ্ধ পরিকর।

ঃ সবচেয়ে মারাত্মক যা ব্যাপার এখন তাহলো, এই অশুভ শক্তির চক্রান্তে নবাব সরফরাজ খানকে প্রাণ দিতে হলেও, এই মুলুকের আযাদীটা যায়নি। এখন যদি এই অপশক্তির চক্রান্তটা রোধ করা না যায়, তাহলে শুধু নবাব

www.amarboi.org

সিরাজউদ্দৌলাহর প্রাণটাই যাবেনা, এদেশের স্বাধীনতাটাও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই, এই অপশক্তিকে রোখার কাজে যেকোন মূল্যে আমাদের মদদ যোগাতে হবেই। এই মতলববাজ গোষ্ঠীর তামাম চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়ার কাজে আমাদের জানমাল সর্বস্ব নিয়োগ করতে হবেই।

ঃ কি আশ্চর্য! এত গভীর আপনার উপলব্ধি আর এত তীক্ষ্ণ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি?

ঃ আমরা যে ঘরপোড়া গরু তন্দ্রাবাঈ। এই উপলব্ধি আমার বা আমাদের অনেকের হঠাৎ করেই হয়নি। অনেক দাগা খেয়ে খেয়ে এই আমাদের হয়েছে।

ঃ তাই? তাহলে যে আর একটা কৌতুহল আমার এই সাথে জেগেছে। এই অপশক্তি, অপশক্তির ধারক বাহক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিরা যা দেখছি তারাইতো দীর্ঘদিন যাবত এই অপকর্মই করে আসছে। যাকেই তাদের অপছন্দ হয়েছে তাকেই তারা উচ্ছেদ করতে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। এদের এই অন্ধজিদের কারণটা কি? প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের এই একই আচরণ কেন?

সোহেল বেনে থেমে গেলেন। একটু পরে ম্লান কণ্ঠে বললেন– এটা একটা অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ তন্দ্রাবাঈ। আপনিও হয়তো তা পছন্দ করবেন না।

ঃ কেন-কেন?

ঃ এক কথায় বলা যায় এটা আমাদের অর্থাৎ এই মুসলামন জাতির একটা দুর্ভাগ্য আর কি!

ঃ দুর্ভাগ্য!

ঃ এ ছাড়া আর কি বলবো? উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আপনি যদি আমার একটা কথা একেবারেই বুঝতে না চান, যুক্তিতর্ক ন্যায়-অন্যায়ের ধার না ধেরে, বুঝবেন না বলে যদি জিদ ধরে থাকেন, তাহলে আমার দুর্ভাগ্য ছাড়া সেটাকে আর কি বলতে পারি আমি?

তন্দ্রাবাঈ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললন– তাজ্জব! বিরাট একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে! বলুন তো শুনি?

ঃ সে অনেক কথা। হয়তো ধৈর্য আপনার থাকবেনা।

ঃ থাকবে–থাকবে। আপনি বলুন–

ঃ দেখুন, এ দুনিয়ার কোন স্থানই কারো নিজস্ব স্থান নয়। কোন স্থানেই কেউ সেখানে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়নি। এক এক মানবগোষ্ঠী যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে এক এক স্থানে এসে বসবাস শুরু করে। কালের পরিবর্তনে

www.amarboi.org

বিভিন্ন স্থান থেকে আরো জনগোষ্ঠী এসে সেখানে বসতি স্থাপন করে। কেউ আগে কেউ পরে এই যে তফাৎ। পরে আসা ব্যক্তিরাও যখন দীর্ঘদিন যাবত সেখানে বাস করে, সেই স্থান তাদেরও স্থান হয়ে যায়, সেই দেশ তাদেরও দেশ হয়ে যায়। কিন্তু কি বিচিত্র কথা, দ্রাবিড়দের দেশ আর্যদের হতে পারবে, মুসলমানদের বেলায় তা পারবে না।

ঃ কেমন-কেমন?

ঃ এই বাংলার তথা এই হিন্দুস্তানের মুসলমান অমুসলমান তামাম বাসিন্দাই, বিলুপ্ত প্রায় দ্রাবিড়দের বাদে, বাইরে থেকে আসা লোক। এক কালে দ্রাবিড়েরাও হয়তো এদিক ওদিক থেকে এই এলাকায় এসেছিল। সে কথা নিষ্প্রয়োজন। যা আমার বক্তব্য তাহলো, অমুসলমানেরা আর্য নাম নিয়ে পারস্য তথা ককেশাশ-মঙ্গোলিয়া এলাকা থেকে আগে এসেছে, মুসলমানেরা মধ্যপ্রাচ্য (আরব, ইরাক, পারস্য, তুর্কীস্থান, আফগানিস্তান ইত্যাদি) এলাকা থেকে পরে এসেছে। ইসলামের উৎপত্তিকাল থেকেই মুসলমানেরা এই হিন্দুস্তানে এবং বাংলায় বসবাস করে আসছে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খল্‌জীর বঙ্গবিজয়ের পর থেকে এই বাংলায় তারা সুদীর্ঘ প্রায় ছয়শো বছর ধরে ব্যাপকহারে বসবাস করে আসছে। এখানে এই বাংলায় তারা ঘর বেঁধেছে, এই বাংলায় আবহাওয়ায় তারা মানুষ হয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই বাংলায় বাস করছে। এই দেশকেই তারা তাদের নিজের দেশ বলে জানে এবং এই দেশকেই তারা তাদের মাতৃভূমি মনে করে।

কথার মাঝেই তন্দ্রাবাঈ বললো– হ্যাঁ, তাইতো মনে করবে। এই বাংলাই তো তাদের মাতৃভূমি।

ঃ অথচ এই দেশেরই একদল লোক, যারা নিজেরাও বহিরাগত, আদিবাসী নয়, তারা মুসলমানদের এদেশের বাসিন্দা বলে মেনে নিতে রাজী নয়। সব সময়ই তারা মুসলমানদের বিদেশী বলে বদনাম দিয়ে আসছে। নিজেরাও যে বিদেশ থেকে এই দ্রাবিড়দের দেশে এসেছে, সে কথা চেপে গিয়ে নিজেদের আর বিদেশী বলে ভাবছেনা। বিদেশী কেবল মুসলমানেরাই। আরো যা বিচিত্র তা হলো, এদেশের মুসলমানদের অধিকাংশই এ দেশেরই অধিবাসী। ইসলাম কবুল করে তারা বংশ পরম্পরায় এই দেশেই বাস করছে। তাদের নজরে এরাও বিদেশী।

ঃ তারপর?

www.amarboi.org

ঃ এতে করে শুরু হয়েছে এই অহেতুক বিদ্বেষ ও কোন্দল। পরদেশী হয়েও তারা নিজেদের এই দেশবাসী বলে দাবী করছে আর অন্যকে বদনাম দিচ্ছে পরদেশী বলে। এই অছিলায় এই মুসলমান জনগোষ্ঠীকে তারা সহ্য করতে পারছেনা। এই দেশ থেকে বিশেষ করে এই বাংলা থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার প্রমত্ত বাসনা তাদের দীর্ঘ দিনের।

ঃ বলেন কি!

ঃ অথচ মুসলমানদের আগমনের কিছুকাল আগেও বাংলাদেশ নামের এই ভূভাগ এই বাংলাদেশ ছিলনা। বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ, মানে বিভিন্ন নামের যোগাযোগহীন সম্প্রীতিহীন বিচ্ছিন্ন এক ভূভাগ ছিল। মুসলমান সুলতানেরা এসেই এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগটাকে সুসংহত করে এই বাংলাদেশ বানিয়েছে। তারা এই ভূভাগটাকে সুসংহত করেছে, সুশৃঙ্খল করেছে, সমৃদ্ধ করেছে এবং সর্বোতভাবে এদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছে। এমন কি, এই বাংলাভাষাটাকেও মুসলমান সুলতানেরাই এসে সংস্কার ও সুসংহত করে আজকের এই সাবলীল রূপ দিয়েছে। তবুও মুসলমান জনগোষ্ঠী এদেশের বাসিন্দা নয়, এদেশ তাদের নয়, তারা বিদেশী, তাদের হঠাও। মুসলমানদের উচ্ছেদ করার এই এক অন্যায়, অযৌক্তিক ও একগুঁয়ে জিদ তাদের মাথা মগজে শিকড় গেড়ে বসেছে।

ঃ সে কি! এ কথা কি তামাম অমুসলমানদেরই কথা?

ঃ না-না, তা কখখনো নয়। সাধারণ অমুসলমান মুসলমান-সবাই ভাই ভাই হিসাবে একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে পরম সম্প্রীতির সাথে দীর্ঘদিন যাবত পাশাপাশি বাস করে আসছে। তাদের মধ্যে এ সব কোন চিন্তাভাবনাই নেই। রামদাস, আবদুর রহিম, একের ঘরের আগুন অন্যে এসে নেভাচ্ছে। কিন্তু কিছু উচ্চ পর্যায়ের অমুসলমান, শ্রেণী বিন্যাসে যারা অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, যারা বিত্তবান এবং যারা নিজের জাতির ঘাড়েই পা তুলে দিয়ে বার বার সুখভোগ করে আসছে, তারাই আরো অধিক সুখভোগের আশায় গদী দখলের তালে আছে আর এই কোন্দল পাকাচ্ছে। তারাই তাদের শ্রেণী স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিদেশী আখ্যা দিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মাঝেও এখন বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তন্দ্রাবাঈ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন-দাঁড়ান-দাঁড়ান। নিজের জাতির ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে মানে?

www.amarboi.org

ঃ মানে, নিজের জাতির মধ্যে যারা শ্রেণী বিচারে ছোট, তাদেরকেই কি এই উচ্চ শ্রেণী বরদাস্থ করেছে? তাদেরই ঘাড়ে বসে খেয়েছে আর তাদেরকেই পয়জার চাপা করে রেখেছে। এই উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়েই তো নীচেরগুলো দলে দলে এসে ইসলাম কবুল করেছে। বাইরে থেকে কয়টা মুসলমান এসে এদেশে বসতি স্থাপন করেছে? এই মুসলমান জনগোষ্ঠীর সিংহভাগটাও তো তাদেরই স্বজাতি থেকে আগত। এই দেশেরই মানুষ।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এই উচ্চশ্রেণী আর গদীলোভী গোষ্ঠীটাই সুদীর্ঘকাল থেকে মুসলমান শাসনটা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে জিদ ধরে লেগে আছে আর একের পর এক ষড়যন্ত্র করে আসছে। শাসন দণ্ডটা হাত করতে পারলেই বিদেশী অপবাদ দিয়ে তারা এই মুসলমান জনগোষ্ঠীটা উৎখাত করবে- এই তাদের সুগভীর পরিকল্পনা।

ঃ সে কি! তা হবে কেন? সেটা তো চরম অন্যায়।

ঃ অন্যায় বোধ থাকলে কি আর এতবড় বদমতলব তারা পোষণ করতে পারে? তাদের এই হীন মতলবের নজীরও আমরা দেখতে পাই, এদেশের শাসনদণ্ডটা রাজা গনেশ কিছুকাল হাত করে রাখার মধ্যেই।

ঃ বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার তো। কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে তো শাসনদণ্ডটাও হাতে তাদের যাবেনা। এটা বিদেশীর অর্থাৎ ইংরেজদের হাতে চলে যাবে। এতে তাদের লাভ?

ঃ আক্রোশ চরিতার্থ করা। নিজেরা যখন শত্রু মারতে পারছে না, নিজেদের সে শক্তি নেই, তখন ইংরেজেরাই মারুক। যায় দেশের স্বাধীনতা বলে যাকে, তাদের ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল তো হবে। সিরাজ মসনদে থাকলে সে মওকাও তাদের তো থাকছে না।

ঃ মানে?

ঃ সিরাজ মসনদে থাকলে মুসলমান শাসনটা উৎখাত তো হচ্ছেই না, এ যাবত যেভাবে তারা লুটে পুটে খেয়ে আসছে, সেটাও খেতে পারবে না। আসে ইংরেজেরাই আসুক আর এই ফাঁকে তারা তাদের ব্যক্তি স্বার্থ গুছিয়ে নিক। উত্তেজিত হয়ে উঠে তন্দ্রাবাঈ বললেন– অসম্ভব। এতবড় সর্বনাশ কখনোই হতে দেয়া যায়না।

ঃ তন্দ্রা!

ঃ যে ভাবেই হোক, এই বেঈমানদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতেই হবে।

www.amarboi.org

ঃ সেই জন্যেই তো আপনাকে এই গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে আমি এত উৎসাহিত করছি।

ঃ আর উৎসাহের প্রয়োজন নেই। আমি তৈয়ার।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ আপনি আর না বললেও, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এখন এ কাজে নিয়োজিত হবো। এতে আমার জান যায় যাক, মান সম্ভ্রম সবই যায় যাক। তাদের এই হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতেই হবে।

ঃ সাব্বাস! আর তো কোন দ্বিধা নেই?

ঃ না। আর কোন দ্বিধা নেই। দুঃখও আপাততঃ কিছু নেই। দুঃখ হলে হবে শুধু তখনই, জান-মাল-ইজ্জত সর্বস্ব নিয়োগ করার পরও যদি এই হুকুমাত তথা দেশটাকে বাঁচাতে না পারি।

ঃ বাঁচাতে পারা না পারাটা আল্লাহ তায়ালার হাতে। আমাদের করনীয় টুকুতো করতে আমাদের হবেই।

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। এখানে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

ঃ আর কোন কথা আছে?

ঃ আর কি কথা থাকবে?

ঃ কোন কথাই নেই?

তন্দ্রাবাঈ নীরব হলেন। লহমা খানেক চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে বললেন– কথা অবশ্যি এরপরও একটা আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা তোলাটা ঠিক হবে না।

ঃ কেন?

ঃ তাতে আমার সংকল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আপনি সন্দিহান হতে পারেন, যদিও কোন কারণেই আমার সংকল্পের মধ্যে তার একটুকু দুর্বলতা নেই।

ঃ তাহলে বলুন না, শুনি সে কথাটা?

ঃ না, থাক।

ঃ থাকবে কেন? কোন কথাই চেপে রাখা ঠিক নয়। তাতে অবচেতনভাবে হলেও, মনের জোর পরবর্তীতে কমে যেতে পারে।

ঃ কমবেনা-কমবেনা। সে ভরসা আপনাকে দিচ্ছি।

ঃ তবু আপনি বলুন।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ একটু ইতস্ততঃ করে বললেন– কথাটা হলো, চেষ্টা আমরা সফলই হোক আর বিফলই হোক, বেঁচে থাকলে শেষের জীবনটা আমার কিছুটা কষ্টেরই হবে।

ঃ কেন, কষ্টের হবে কেন?

ঃ মানে, দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি সর্বস্ব হারিয়ে অপবিত্র হয়ে যাই, তাহলে আর আমার ঠাঁই কোথায় হবে, বলুন? একটা অপবিত্র মেয়েকে কে আশ্রয় দেবে?

ঃ কে দেবে মানে? বেঁচে থাকলে আমি আশ্রয় দেবো।

বিপুলভাবে আশান্বিত হয়ে উঠে তন্দ্রাবাঈ বললেন– আপনি দেবেন? সোহেল বেনে বললেন– যদি আপনি তা কবুল করেন।

ঃ কবুল করেন, কি বলছেন? আমার জন্যে সেটাতো স্বর্গলাভের দরকার হবে। কিন্তু অপবিত্র জেনেও আপনি–

ঃ আমার কাছে আপনি চিরদিন চির পবিত্রই থাকবেন।

ঃ হক সাহেব!

ঃ পবিত্র অপবিত্র সর্ব অবস্থাতেই একমাত্র আপনারই আশায় আমার গৃহের দ্বার চির উন্মুক্ত থাকবে, আর কারো আশায় নয়।

আনন্দের আধিক্যে তন্দ্রাবাঈ আওয়াজ দিলেন– সোহেল!

অপরিসীম তৃপ্তির আবেশে তন্দ্রাবাঈয়ের দুই চোখ মুজে এলো।

তের

সেইদিনই সোহেল বেনে রিসালদার আবদুর রশিদের খোঁজ করলেন। কিন্তু অবেলায় তাঁর সাথে পাত্তা লাগাতে পারলেন না। বেচারা ঘর সংসার আছে। একদিনে সকাল-সন্ধ্যা নকরী আর একদিকে সংসার। সোহেল বেনের মতো তিনি লা-ওয়াররিশ নন। সবদিনই তাঁকে পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। অথচ পথঘাট ছাড়া তাঁর সাথে সোহেল বেনের সাক্ষাৎ করাও সম্ভব নয়।

পরেরদিন প্রত্যুষে প্রাতঃভ্রমণের সময় তিনি আবদুর রশিদকে ধরলেন এবং নিরালায় বসে চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের তামাম কথা শুনলেন। খবর শুনে আবদুর রশিদ হতভম্ভ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ যাবত দুই দোস্ত বসে বসে এই নিয়ে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। এরপর সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন– খবরগুলো ঠিক ঠিক নবাবের কানে যায় দোস্ত? জবাবে আবদুর রশিদ বললেন– না যাওয়ার কোন কারণ নেই। খবরগুলো সবই আমি সঙ্গে সঙ্গে সালাম মীর মর্দান সাহেবকে জানাই। তাঁকে হাতের কাছে না পেলে,

www.amarboi.org

সেনানায়ক বাহাদুর আলী বা এই রকম আর দু'একজন দেশ প্রেমিক যাঁরা আছেন, তাঁদেরকে জানাই। কোন গুরুতর খবর সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে না জানিয়ে তাঁরা কেউ চুপ থাকার লোক নন।

ঃ জানালেই ভাল। খবরগুলো তো নানাজনের মাধ্যমে হয়ে নবাবের কাছে যায়। তাতে খবরের বিবরণ আর গুরুত্ব কতখানি ঠিক থাকে, কে জানে? সরাসরি জানানো কথা আলাদা।

আবদুর রশিদ এ প্রসঙ্গে বললেন-তা যদি মনে করো, তাহলে না হয় নবাবের সাথে তোমার পরিচয়ের ব্যবস্থা করে দেই? এতে হয়তো খবরগুলো সরাসরি দিতে পারবে?

সচকিত হয়ে উঠে সোহেল বেনে বললেন– বটে! আবার সেই মতলব?

ঃ মতলব মানে?

ঃ নবাবের গোলামী করাতে চাও?

ঃ তাই চাইবো কেন? বলছিলাম, নকরী না করেও তো–

ঃ আরে রাখো-রাখো। আমি নিজেরভাবে কাজ করছি, এই ভালো। এ নিয়ে আমি ঢোল পিট্‌াতেও চাইনে, কারো নির্দেশ নসিহতের ফ্যাসাদে পড়তেও চাইনে।

ঃ তবে যে সরাসরি পৌঁছানোর কথা বলছো?

ঃ আমি সরাসরি পৌঁছে দিতে চাচ্ছিনে। ঠিক ঠিক আর সময়মতো পৌঁছে কিনা, সেই কথা বলছি।

ঃ ঠিক ঠিক না পৌঁছলে, ঘসেটি বেগম সাহেবা আর শাহজাদা শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে নবাব এমন সময়োচিত পদক্ষেপ নিলেন কি করে? এ দেখেও কি কিছুই বুঝতে পারছোনা? তাবৎ খবর ঠিক ঠিক আর যথা সময়েই নবাবের কানে দেয়া হয়েছে। এতে গোলমাল কিছু হলে তো মহামুসিবত ঘটে যেতো।

ঃ কথা তো সেইটেই। কোন কারণে গোলমাল হয়ে গেলে মুসিবত যা ঘটার তা ঘটেই যাবে। আমার শ্রম কোন কাজেই আসবেনা।

ঃ সেটা ঠিক। তবে অধিক ভেবেও কাজ নেই দোস্ত। নবাবেরও তো নিজস্ব একটা গোয়েন্দা বাহিনী আছে। সেখান থেকে তিনি যদি কিছুই না পান, তাহলে সেরেফ তুমি আমি আর কতখানি সামাল দিতে পারবো?

ঃ দোস্ত!

www.amarboi.org

ঃ এ ব্যাপারে তুমি একটা মস্তবড় ভরসা, এই কথা মনে রেখে তোমার কাজ তুমি ঈমানের সাথে করে যাও আর আমার যেখানে পৌঁছানোর কথা, আমি পৌঁছে দিতে থাকি। এরপর সব নসীব।

ঃ হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি? আচ্ছা দোস্ত। আমি এখন উঠি।

ঃ উঠবে?

ঃ হ্যাঁ। আমার শেষ কথা হলো, ভেতরের গোলমাল আপাততঃ খতম। খুব সম্ভব, নবাব এখন ইংরেজের দিকে নজর দিতে যাবেন। তাঁর কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগেই আজকের এই খবরটা যেভাবে পারো, নবাবের কানে দাও।

ঃ জরুর-জরুর। তা আর বলতে হবেনা দোস্ত। এতবড় গুরুতর খবরটা কি জানাতে দেরী করলে চলবে? সালার মীর মদন সাহেবকে যেভাবেই পারি, আজকেই নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেবো।

ঃ তাই দাও। আমি চলি–

ঃ কোথায় যাবে এখন?

ঃ এখনই আবার মকানে ফিরে যেতে হবে। খুবই তাড়া আছে।

ঃ মকানে আবার তাড়া কিসের? সংসারের দায়তো তোমার নেই।

ঃ সংসার!

আবদুর রশিদ হঠাৎ একটু পাতলা হয়ে গেলেন। তিনি রসিকতা করে বললেন– ঘর সংসার। ঘরদোর চালচুলো থেকেও তো তোমার কিছু নেই। সারারাত শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনাই তোমার কাজ। এই সকাল বেলা ঘরে ফিরে করবে কি?

ঃ কি করবো?

ঃ কতকাল আর এইভাবে চলবে দোস্ত? দেশের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ভাবনাটাও একটু একটু ভাবতে শেখো। তোমার মুখে তো এসব কথা কোন দিনই শুনলামনা। পেট মেরে বাণিজ্য আর কতদিন করবে?

ঃ বটে!

ঃ ঘরে একটা দীলের দোসর থাকলে, ক্লান্তি আর অবসর সময়টা তোমার কত আরামে কাটতো!

সোহেল বেনে ঠেশ দিয়ে বললেন– ব্যস্-ব্যস্! ভাবী সাহেবার সাথে তুমি তোমার ক্লান্তি আর অবসরটা আরামে কাটাও, ওতেই আমি খুশী। আর অধিক খোয়াব আমাকে দেখিও না।

www.amarboi.org

ঃ মানে?

ঃ যে কাজে ঢুকিয়েছো, তাতে দিনরাত সবই আমার মাঠেঘাটেই কেটে যায়। দীলের দোসর ঘরে থাকলে, ও বেচারীকেও যে আবার ঐ কড়িকাঠকেই দোসর বানাতে হতো, সে খেয়ালটা করেছো?

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ, তাও অবশ্য কথা।

ঃ লাঠিয়ালের দীলে যে এত রং কোত্থেকে আসে।

আবদুর রশিদ হো হো করে হেসে উঠে বললেন– কি বললে? আমি লাঠিয়াল?

ঃ না-না, তুমি এশকে মজনু। হা-লাইলী হা-লাইলী করে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো লোক। লাঠি-শোঠা, ঢাল-তলোয়ার, এসবের সাথে তোমার কোন সম্পর্কই নেই।

আবুদর রশিদ হাসি মুখে বললেন- আচ্ছা! তারপর?

সোহেল বেনে গম্ভীর হয়ে বললেন– এ সব রসিকতা রাখো দোস্ত। রসিকতার সময় এটা নয়। চরম দুর্যোগের মেঘ ঘনিভুত হয়ে উঠেছে। এটা কিভাবে সামলাবে সেই ভাবনা ভাবো।

আবদুর রশিদও পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেন এবং চিন্তিত কণ্ঠে বললেন-তা বটে-তা বটে।

ঃ যা তোমাকে বললাম, সেইটেই এখন করোগে। খবরটা নবাবের কানে যথাশীঘ্র পৌঁছাও–

চঞ্চল হয়ে উঠে আবদুর রশিদ বললেন-হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা এখনই আমি করছি। চলি দোস্ত, আল্লাহ হাফেজ–

সোহেল বেনের আগেই আবদুর রশিদ পথ ধরলেন।

মেহের মুন্সীর পান্থশালা আগের চেয়ে আরো খানিকটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। খদ্দেরের ভিড় বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে। চাকর নফরও আরো কিছু যোগ হয়েছে। বেড়ে গেছে মেহের মুন্সীর হাঁকডাক। নয়া নওকর যোগ হলেও, ঝড়টা পূর্ববৎ পুরানোদের উপর দিয়েই বইছে। মুখলেস্, বাদশা, তমজে (তমিজউদ্দীন)-এসব নামই মেহের মুন্সীর মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে। 'আরে এই মুখলেস ওদিকে যা-এই বাদশা, এদিকে দ্যাখ-ওই তমজে, হাত চালা-হাতচালা" ইত্যাদি হাঁক হুকুম। খদ্দেরদের কোলাহল কানে কারো না পড়লেও, মেহের মুন্সীর ডাকহাঁক পাঁচশোগজ দূরে থেকেও সবাই শুনতে পাচ্ছে। সোহেল বেনেও শুনতে পাচ্ছেন। এই দিকেই তিনি

www.amarboi.org

এসেছেন। তাঁর কাছে খবর আছে, গোবিন্দরাম মিত্র সরাসরি রাজবল্লভ বাবু বা শেঠ বাবুর বাসভবনে আসবেন না। সেটা নিরাপদ নয়। তিনি এসে শহর থেকে ফাঁকে ও বিরান প্রান্তে অবস্থিত মেহের মুন্সনীর পান্থশালা অপেক্ষা করবেন। এরপর শেঠবাবুরা কোথায় তাঁকে নেবেন আর আলাপ অলোচনা করবেন, সে ব্যবস্থা শেঠবাবুরাই করবেন। তবে স্থানটা তাঁদের কারো বাসভবন হবে না। আজকেই মিত্র মহাশয় আসবেন এবং সাঁঝের কিছু আগে আসবেন, এই হলো খবর।

সোহেল বেনে গোবিন্দরাম মিত্রকে চেনেন না। তিনি তাঁকে এক নজর দেখতে চান। কোথায় তাঁরা কি আলাপ করবেন, এ নিয়ে সোহেল বেনের আগ্রহ নেই। আলাপ যা করবেন, সোহেল বেনের তা জানা। তাঁর প্রয়োজন লোকটাকে চিনে রাখা। ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

সম্ভাব্য সময়ের কিছু আগে সোহেল বেনে মেহের মুন্সীর পান্থশালায় হাজির হলেন। সোহেল বেনেকে দেখেই মুন্সী সাহেব বিপুল আবেগে বলে উঠলেন– আরে এই যে বেনে সাহেব, আসুন-আসুন। কি ব্যাপার? এদিকে আসা যে ছেড়েই দিলেন একদম?

সালাম বিনিময় করে সোহেল বেনে সহাস্যে বললন– ছেড়ে দিলাম কই? এইতো এলাম। মেহের মুন্সী বললেন– এই-তো মানে? সেই কতদিন পরে আপনাকে দেখছি। আপনি মাঝে মধ্যে না এলে দীলটা আমার তাজা হয় কি করে বলুন? বসুন-বসুন–

পাশেরই একটা আসনের প্রতি মুন্সী সাহেব ইংগিত করলেন। সোহেল বেনে বসতে বসতে বললেন– দীলটা তাজা হয়?

ঃ আরে ভাই, মন খুলে যে দুটো কথা বলবো, এমন লোক আর কৈ?

ঃ বলেন কি! এমন লোক নেই?

ঃ কোথায়? কথা বলার লোক বলতে তো এই যে এই বাদশা, মুখলেস, তমজে, এই এরাই। এদের সাথে বকতে বকতে মগজটা আমার খতম। মাঝে মাঝে রুচি বদল না হলে, মানে একটু হালকা আলাপ না থাকলে, দীলটা হালকা হয় কি করে? এই একটানা ঝামেলায় একদম যে হাঁপিয়ে উঠলাম। ঐ দেখুন– ঐ দেখুন, কাজ ফেলে সবাই কেমন হা করে তাকিয়ে আছে এই দিকে! একটু নজর ফেরালেই সব গড়বড়। আরে ওই-ওই, তোরা এ দিকে দেখছিস কি? কাজ কর, কাজ কর। কার কি লাগে দ্যাখ–।

www.amarboi.org

মুন্সী সাহেব চাকর বাকরদের তাড়া দিলেন। সোহেল বেনে বললেন– মনটা আপনি হালকা করবেন কখন মুন্সী সাহেব? সে মওকা তো আপনার দেখিনে।

ঃ আরে সাহেব, সেই কথাইতো বলছি। আপনি মাঝে মধ্যে এলে তবেই তো মনটা আমার সরে। আপনার সাথে দুটো রসের আলাপ করতে পারলে মনটা ঝরঝরে হয়।

ঃ সেই রসের আলাপ করবেন আপনি কখন? আপনার তো সব সময়ই কাজ।

ঃ কাজ তো থাকবেরে ভাই। আমরা কি আর রাজা বাদশা মানুষ যে হাওয়া খানায় বসে বসে রসের আলাপ করবো? কাজ করলে তবেই খানা জোটে আমাদের। আমাদের যা কিছু মনের খোরাক, তা এরই মধ্যে যোগান দিতে হয়।

ঃ আচ্ছা!

ঃ এছাড়াও, অন্য এক ব্যাপারে মনে মনে কয়দিন ধরেই আপনাকে আমি খুঁজছি।

ঃ তাই নাকি? অন্য ব্যাপার কি ব্যাপার?

ঃ বলছি-বলছি। বলার জন্যেই তো আপনার পথ চেয়ে আছি। কিন্তু কি যে হলো আপনার, আর পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ ইদানিং খুব ব্যস্ত আছি মুন্সী সাহেব। তাই সময় করতে পারিনি।

ঃ ব্যস্ত। আপনার আবার ব্যস্ততা কি? কাজতো দুই পুরিয়া সুরমা বেচা। নাকি শেকল পরলেন পায়ে?

ঃ শেকল!

ঃ মানে ঘর সংসারের ফাঁশ। এর মধ্যে বিয়ে শাদি করে ফেললেন নাকি?

সোহেল বেনে সশব্দে হেসে উঠে বললেন–বিয়ে শাদি? কি যে বলেন মুন্সী সাহেব। আমি আবার বিয়ে শাদি করবো কি?

ঃ হাসবেন না- হাসবেন না। মেঘে মেঘে বেলা কতটা হলো, সেটা খেয়াল করছেন না? চেহারা যত খাশাই হোক, চুলে যখন পাক ধরবে, তখন কি আর দাম থাকবে আপনার? কোন মেয়েই তো আর রাজী হবেনা তখন।

সোহেল বেনে কপট খেদে বললেন– এখনই কি রাজী তেমন হচ্ছে কেউ মুন্সী সাহেব? যার পেছনে ছুটছি, সে-ই তেড়ে আসছে।

ঃ তেড়ে আসছে! বলেন কি? আপনার মতো পাত্রকে নাকোচ করে দিচ্ছে?

www.amarboi.org

ঃ যদিও বা বুঝেসুঝে শেষ পর্যন্ত রাজী কেউ হচ্ছে, তখন আবার তার কথা বসে থাকো। বসে বসে চুল পাকাও। তারপর বেঁচে যদি থাকি, একদিন হয়তো এসেই যাবো তোমার ঘরে।

মুন্সী সাহেবও হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন– দুনিয়ার বাহার লুটে নিয়ে বুড়ো কালে ঘরে আসবে আপনার?

ঃ কথাবার্তা সেই রকমই।

ঃ আরে রাখেন-রাখেন। ওসব হেঁয়ালী এখন থাক। এই জন্যেই আপনাকে খোঁজ করছি আমি। একটা তোফা মেয়ে হাতে আছে আমার। পরীর মতো চেহারা। বাদশাহজাদীকে বলে তুই ওখানে থাক। সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলবে না। এখনই সে শাদি করতে এক পায়ে খাড়া।

ঃ আচ্ছা!

ঃ যদি চান তো চলুন, সাঁঝের পরে গিয়ে মেয়ের তসবিরটাও দেখিয়ে দেই, পর্দার আড়াল থেকে মেয়ের সাথে কথা বলিয়েও দেই। আজই চলুন।

ঃ আজই? এমন তৈরী মেয়ে কোথায় পেলেন?

ঃ আমার ঘরের পাশেই। অনেক খানি দূর দিয়ে হলেও সম্পর্কে সে আমার মিষ্টি কুটুম। মানে শ্যালিকা। ফেরি করে বেড়ানোর কালে মেয়ের আম্মা আপনাকে দেখেছেন। আপনাকে তাঁর পছন্দ হয়েছে খুব। তাঁর ইচ্ছে তাঁর মেয়ের শাদি আমি আপনার সাথেই পাকিয়ে দেই।

ঃ তাই?

ঃ আপনি এখন রাজী হলেই হয়।

ঃ রাজী হতে ইচ্ছেটা তো হচ্ছেই মুন্সী সাহেব, তবে–

ঃ তবে?

ঃ একজনকে যে আমি কথা দিয়ে রেখেছি বুড়োকালে তাকে আমি শাদি করবো।

ঃ আর দূর! মসকরা এখন রাখুন তো। ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বলছি। কথাটা আপনি একা ভেবে দেখুন।

ঃ আহা মসকরা হবে কেন? এইটেই তো আসল কথা।

ঃ আসল কথা!

ঃ একবার ভেবে দেখুন না, ঘর সংসার চালচুলো তো আগে গুছিয়ে নিতে হবে আমাকে। শাদি করে বিবি নিয়ে আমি কি গাছতলায় যাবো? দুই শিশি

www.amarboi.org

আতর আর দুই পুরিয়া সুরমা বেচা পয়সা দিয়ে ঘরদুয়ার ঠিক করতেই তো বুড়িয়ে যাবো আমি। আমার কথা দেয়া ঐ পাত্রীছাড়া আর গতি কি, বলুন?

মুন্সী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললন- হুঁ, বুঝেছি।

ঃ বুঝতেই হবে। আপনার সেই শ্যালিকাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন তো, বুড়ো কালে উনি আমাকে শাদি করতে রাজি থাকবেন কিনা? থাকবেন না– থাকবেন না। কাজেই ঐ পাত্রীই আমার শেষ ভরসা মুন্সী সাহেব।

ঃ আরে দুত্তোর! আপনার কাছে এ প্রস্তাব দিয়েই আমি ভুল করেছি। আসলেই আপনি একটা বলদগোছের মানুষ বেনে সাহেব। শাদি করার কোন ইচ্ছেই আপনার নেই।

ঃ থাকে কি করে বলুন? এ অবস্থায় আমার যে শাদি করা সম্ভব নয়, এটা আপনিও বোঝেন। তবু আপনি নারাজ হলে কি আর করবো আমি।

সোহেল বেনে মুখটা একটু ভারী করলেন। তা দেখে মেহের মুন্সী সুর পাল্টিয়ে বললেন– এই খেয়েছে! আরে দূর! আমার এতে নারাজ হওয়ার কি আছে? ব্যাপারটা কি আমার নিজের? এক প্রতিবেশী ব্যাপর। আমি নিরুৎসাহ করা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে এটু টোপ দিয়ে দেখতে বলেছিলেন বলেই আমি প্রস্তাবটা দিলাম। আপনার তরফ থেকে কোন জবাব আসবে, তা তো আমি জানিই।

ঃ মুন্সী সাহেব।

ঃ থাক থাক, ও প্রসঙ্গ আর নয়। তাঁদের মেয়ের শাদি তাঁরা যেখানে পারেন দিন, নয় বুড়িয়ে যাক। আমার তাতে কি? আমার কি কোন ব্যক্তিগত বিষয়?

ঃ ব্যক্তিগত নয়?

ঃ আরে না-না। খুবই দূর সম্পর্কের, মানে পাতানো শ্যালিকা।

ঃ আপনার খুব পছন্দ হয়েছে?

ঃ সে তো বটেই। আমার পছন্দ না হলে কি এর ভেতরে আমি যাই?

ঃ ও। তো বলছিলাম কি মুন্সী সাহেব–

ঃ জ্বি বলুন?

ঃ ভেতরে যখন গেছেনই তখন আর এটু বেশী করে যান না?

ঃ মানে?

ঃ মানে ভাবী সাহেবা নিশ্চয়ই এখন বুড়িয়ে গেছেন। শ্যালিকাও দুর সম্পর্কের। আপনিই না হয় নওশা সাজুন আর একবার।

www.amarboi.org

ঃ নওশা!

ঃ বউটা বুড়িয়ে গেলেন। শ্যালিকাটাও বর অভাবে চোখের সামনে বুড়িয়ে যাবেন, এটা হতে দেয়া কি অন্যায় নয়? মওলা বলে আপনিই তাঁকে ঘরে তুলে নিন না। মুখ ফুটে বলতে না পারেন, প্রস্তাবটা আমিই তাঁদের দেই?

মেহের মুন্সী লাফিয়ে উঠে বললেন– তবেরে। মনে মনে এতটা বজ্জাতি?

ঃ বজ্জাতি! বজ্জাতি হবে কেন?

ঃ শোধ নেয়া হচ্ছে? উল্টো আবার আমার জন্যে ঘটকালী করতে চাচ্ছেন?

ঃ দোষ কি?

ঃ বটে? যান-যান, নাস্তাপানি খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। আচ্ছা লোকের কাছে আচ্ছা প্রস্তাব দিয়েছি। এখন আমাকেই ফাঁশিয়ে দিতে চায়।

– বলেই মুন্সী সাহেব হাঁক দিলেন-আরে এই মুখলেস, বেনে সাহেবকে ভেতরে নিয়ে নাস্তা দে–

সোহেল বেনে হাসতে হাসতে বললেন–থাক থাক, নিজেই আমি যাচ্ছি–

ঃ তাই যান। নাস্তার আজ দাম দিতে হবে না, তবু আপনি ঠাণ্ডা হোন।

হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে সোহেল বেনে ভেতরের লোকজনের মাঝে বসলেন এবং নাস্তা করার নামে গোবিন্দরাম মিত্রের আগমন অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু, এই সময় এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক পান্থশালায় এলেন। পরণে ধবধবে ধূতি, গায়ে ধোপদূরস্ত জামা, কাঁধে ভাঁজ করা মূল্যবান এক বস্ত্রখণ্ড। ভদ্রলোক মেহের মুন্সীর সামনে আসতেই মেহের মুন্সী সোচ্চার হয়ে উঠে বললেন– আরে বাবু যে। আদাব আদাব। তা ব্যবসায়ের কাজে এসেছেন বুঝি? আদাবের জবাব দিয়ে ভদ্রলোক ভারিক্কী সুরে বললেন– হ্যাঁ, ব্যবসায়ের কাজ ছাড়া আর এতদূরে আসবো কেন? তা আপনি কেমন আছেন? ভালো তো? কারবার আপনার চলছে কেমন?

মেহের মুন্সী আনন্দের সাথে বললেন– জ্বি-জ্বি, ভাল আছি। কারবারও মোটামুটি ভালই চলছে। আপনার আর লোকজন কোথায়? এ দিকে কিছুদিন থাকবেন তো?

ঃ না। এবার আমি একাই এসেছি। আগামীকালই চলে যাবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তা আছে, তাই।

ঃ ও!

মেহের মুন্সী ঠুশ্ খেয়ে পড়লেন। ব্যবসায়ের কাজে এ ভদ্রলোক এ অঞ্চলে এলে অনেক মজুর মাল্লা সাথে করে আনেন আর অনেক দিন এ অঞ্চলে

www.amarboi.org

থাকেন। ঐ মজুর-মাল্লার অধিকাংশেরাই সে কয়দিন বাঁধা গ্রাহক হয়ে মেহের মুন্সীর পান্থশালায় খানাপিনা করে। এছাড়া, ভদ্রলোকের সাথে দূর দূরান্তর লোকেরা যারা মাল লেনদেন করতে আসেন, খানাপিনার জন্যে তাঁরাও লোকজন নিয়ে এই পান্থশালার উপরই নির্ভরশীল হন। ফলে, দৈনন্দিন খোদ্দেরের পাশাপাশি মুন্সী সাহেবের পান্থশালায় সে কয়দিন বাড়তি খোদ্দের জোটে। পয়সাটাও চাকুরীজীবি আর খেটে খাওয়া লোকের চেয়ে খানাপিনার পেছনে ব্যবসায়ীরা বেশী খরচ করে। মেহের মুন্সীর আগ্রহটা সাকুল্যে এখানে।

সোহেল বেনে আগ্রহভাবে সেই লোকের দিকে চেয়ে রইলেন এবং সন্ধানী নজর দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। মেহের মুন্সী ঝিমিয়ে পড়তেই ভদ্রলোক তাঁকে প্রশ্ন করলেন– আচ্ছা, আমার খোঁজে ইতিমধ্যে কেউ কি এখানে এসেছিল? মানে, আপনাকে কেউ কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে? মেহের মুন্সী বললেন-না বাবু, তা তো কেউ করে নি! ভদ্রলোক চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– কেমন হলো? কেউ না কেউ তো অবশ্যই আসার কথা!

ঃ কথা থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন। আপনি না হয় কিছুক্ষণ এখানে বসেই অপেক্ষা করুন।

সোহেল বেনে যে আসনে বসেছিলেন, মুন্সী সাহেব সেই আসনের প্রতি ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করে বললেন– কি আর করি, বসতেই হয় কিছুক্ষণ।

ভদ্রলোক আসনে গিয়ে বসতেই ব্যতিব্যস্তভাবে সাধারণ লেবাসের এক লোক এসে বললো– এই যে বাবু, এসে গেছেন?

তাকে দেখে ভদ্রলোক নাখোশকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, এসেই তো গেছি। কিন্তু তোমরা কেউ এখানে আগে এসে থাকবে না, এটা তো কোন কাজের কথা হলো না?

আগন্তুক লোকটি অপরাধীরকণ্ঠে বললো– আমারই দোষ বাবু। আমিই একটু দেরী করে ফেলেছি। আসুন-আসুন–

ভদ্রলোকটি মেহের মুন্সীকে বললেন– তাহলে চলি মুন্সী সাহেব। অল্পদিনের মধ্যেই লোকজন নিয়ে ব্যবসায়ের কাজে আসবো আবার।

সূর্য তখন ডুবে গেছে। মাগরিবের আজান আসন্ন। আগন্তুকের পেছনে ভদ্রলোকটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সোহেল বেনে প্রায় নিঃসন্দেহই

www.amarboi.org

হয়েছিলেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তিনি এসে প্রশ্ন করলেন– ভদ্রলোকটি কে মুন্সী সাহেব?

জবাবে মেহের মুন্সী বললেন– কলিকাতার বাসিন্দা। ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসায়ের কাজে সময় সময় এ অঞ্চলে আসেন।

ঃ নাম?

ঃ গোবিন্দরাম মিত্র।

কলিকাতা বন্দরের কিছু উজানে এক বজরা ঘাট। ঘাটের অদূরে বাজার আর তারপরই এক বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত জনবসতি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশিষ্ট লোকের বাস। কলিকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনেকেই এই এলাকায় বাস করেন। এই বজরাঘাটের গুরুত্ব তাই অনেকখানি। এখানকার অধিবাসীরা এই ঘাট দিয়েই উজানভাটি গমনাগমন করেন। কলিকাতা বন্দরের সাথে হরদম এর যোগাযোগ। ঘাটে তাই সব সময় ভিড় কিছুটা লেগেই থাকে। একটা যাত্রীবাহী বজরা এসে এই ঘাটে ভিড়লো। মস্তবড় বজরা। মহিলা ও পুরুষযাত্রীর জন্যে পৃথক পৃথক কামরা। দাঁড়ি মাঝিও অনেক। অনেক দূরের পাল্লা মেরে এবং আরো ক'টি বড় বড় ঘাটে-বন্দরে ভিড়ে ভিড়ে বজরাটা এসে এই ঘাটে লাগলো। কলিকাতা বন্দরে পৌঁছলে শেষ হবে এর পাল্লা।

বজরা এসে ঘাটে ভিড়লে অনেক যাত্রী ভিড় করে নামতে লাগলো। পুরুষদের ভিড় কম হলে মহিলারা নামতে শুরু করলো। মেয়েদের ভিড়ও কমে এলে একজন বর্ষীয়সী চাকরাণী সহ নেমে এলেন তন্দ্রাবাঈ। তাঁদের পেছনে নেমে এলেন গোবিন্দরাম মিত্র। ঘাটে তখন খুব ভিড়। বজরা থেকে নেমে আসা যাত্রীগণ ছাড়াও, বজরাতে উঠার জন্যে জেনানা পুরুষ বহুযাত্রী ঘাটে এসে জমায়েত হয়ে আছে। তন্দ্রাবাঈদের সহকারে গোবিন্দরাম মিত্র ভিড় এড়িয়ে একপাশে এসে দাঁড়ালেন এবং এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন।

পলক কয়েক কেটে যেতেই গোবিন্দরাম মিত্রের গৃহভৃত্য ছুটে এসে বললো– এই যে বাবু, আমি ঘাটেই আছি।

গোবিন্দরাম প্রশ্ন করলেন– ষষ্ঠীচরণ কোথায়? ষষ্ঠীচরণ সরকার? সে বাজারে আসেনি?

ভৃত্যটি বললো– আজ্ঞে, বাবু এসেছেন। তিনি আমাদের গদীঘরে বসে আছেন।

www.amarboi.org

ঃ গদীঘরে?

ঃ আজ্ঞে। তিনি বললেন, "বাবু এলেই আমাকে সংবাদ দিবি। বাবু বাড়ীতে যাওয়ার আগেই নির্দেশ-আদেশ কিছু থাকলে আমি গিয়ে শুনে নেবো"।

গোবিন্দরাম মিত্র গম্ভীরকণ্ঠে বললেন-হুঁ!

এরপর তন্দ্রাবাঈদের দেখিয়ে দিয়ে ভৃত্যটিকে বললেন– এরা আমাদের অতিথি। এদের বাড়ীতে নিতে হবে। বাজারে আমার জরুরী কিছু কাজ আছে। তুমি এদের নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

চাকরটি মাথা চুলকিয়ে বললো– ব্যবস্থা! কি ব্যবস্থা বাবু?

ঃ এদের থাকার ব্যবস্থা। এরা কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবে।

ঃ এরা কারা বাবু?

ঃ সেটা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি এদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

ঃ আজ্ঞে বাবু, আজ্ঞে। তা খুব পারবো।

কিন্তু পরক্ষণেই চাকরটি ফের কাঁচুমাচু করে বললো– থাকার ব্যবস্থা, মানে কি ব্যবস্থা করবো বাবু? কার ঘরে তুলবো? এরা কার কুটুম? কর্তা মা দিদিমনিরা জিজ্ঞাসা করলে–

গোবিন্দরাম মিত্র বিরক্তির সাথে বললেন– হয়েছে হয়েছে। তোমার মতো গর্ধভের কাজ নয় এটা। তুমি এদের নিয়ে আর একটু ঐ ফাঁকে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ষষ্ঠীচরণকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঃ তারপরে কি করবো বাবু?

মিত্র মহাশয় ধমকে উঠে বললেন– তোমাকে করতে কিছুই হবেনা। যা করার, ষষ্ঠীচরণকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, সে-ই সব করবে। তুমি এদের নিয়ে ওখানে ঐ রাস্তার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াও–।

অতঃপর তিনি তন্দ্রাবাঈকে বললেন– তোমরা একটু ওখানে গিয়ে দাঁড়াও তন্দ্রা। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার সাথে তোমরা আমার বাড়ীতে যাও। কিছু পরেই আমি বাড়ীতে ফিরে আসছি।

গোবিন্দরাম মিত্র বাজারের দিকে চলে গেলেন। নতুন জায়গায় এসে আর এই অবস্থায় পড়ে তন্দ্রাবাঈয়েরা অনেকটা অসহায় বোধ করতে লাগলেন। গোবিন্দরাম সামনে থেকে সরে যেতেই চাকরটি বীরদর্পে তন্দ্রাবাঈকে বললো– কিছু ভাববেন না দিদিমনি। আপনারা ঐ দিকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি এদিকটা আগলে আছি। এই গোটা বাজারটা বলতে

www.amarboi.org

পারেন আমার একদম মুঠোর মধ্যে। বাজারের সব ব্যাটারাই আমাকে বাঘের মতো ডরায়। আমি থাকতে যমের বাপেরও সাধ্য নেই যে আপনাদের দিকে এক পা এগিয়ে আসে। হুঁ-হুঁ বাবা, গোঁসাইপদ বলে একখান কথা! যান-যান, ঐ দিকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ান। বিলকুল মাতৃগর্ভে থাকবেন।

তন্দ্রাবাঈয়েরা আরো খানিক ঘাবড়ে গেলেন। এ আবার কোন পাগলের পাল্লায় তাঁরা পড়লেন ভাবতে ভাবতে আর একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু চারদিকে অনেক লোক। বজরাটা তখনও ঘাটেই ভিড়ে আছে। বিভিন্নদিক থেকে দৌড়া দৌড়ি করে অনেকেই বজরায় এসে উঠছে। বজরায় যাত্রীরাও অনেকে প্রয়োজনীয় এটা ওটার জন্যে নিকটবর্তী দোকানের দিকে দৌড়ের উপর আসছে আর যাচ্ছে। এতে করে, তন্দ্রাবাঈদের একদম কাছে কেউ না এলেও তাঁদের চারদিক দিয়েই লোকজন যাওয়া আসা করছে। মিত্র মহাশয়ের ভৃত্যটার নজর আর এদিকে নেই। এঁদের সে কাছে কোলেও নেই। তার মতোই আর একজন কম বুদ্ধির পরিচিত লোক পেয়ে সে তখন তার বুদ্ধির ও বীরত্বের ফিরিস্তি দানে ব্যস্ত।

অসহায়া দুই জেনানাকে, বিশেষ করে তন্দ্রাবাঈয়ের মতো অনন্য সুন্দরী এক যুবতীকে, প্রায় লা-ওয়ারিশ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দখে কৌতুহলী নজরে সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অতি উৎসাহীর দল ইতিমধ্যেই তন্দ্রবাঈদের চারপাশে ঘুরঘুর করা শুরু করেছে। এতদৃশ্যে তন্দ্রাবাঈয়ের মৃদু মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কলিকাতা বন্দরের ঐ দুর্ঘটনার স্মৃতি ক্রমেই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। তাঁর তখন প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা।

- 'এক পুরিয়া সুরমা দেবো হুজুরাইন?'

তন্দ্রবাঈয়ের একদম কানের কাছে এসে কে একজন এই কথা বলতেই তন্দ্রাবাঈ চমকে উঠে প্রায় চীৎকার দিতে গেলেন। কিন্তু পাশ ফিরে চেয়েই টচীৎকার দেয়ার বদলে তন্দ্রাবাঈ হতবাক হয়ে গেলেন। লোকটি সোহেল বেনে। এক পুরিয়া সুরমা বাড়িয়ে ধরে তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন।

মুহূর্তেই তন্দ্রাবাঈয়ের মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দুরন্ত সাহস এলো মনে। আনন্দে বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে তিনি বললেন– আপনি!

চাকরানীটার কাছে থেকে সোহেল বেনে অলক্ষ্যে কয়েক কদম সরে এলেন। তন্দ্রাবাঈও তাঁর সাথেই সরে এলেন। সোহেল বেনে নীচুকণ্ঠে বললেন– ভয় পাবেন না, সাথেই আছি।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈও অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন– আপনি এখানে কখন এলেন?

ঃ এক সাথেই।

ঃ মানে?

ঃ আপনার সাথে একই বজরায়।

ঃ বলেন কি!

ঃ এরপরও আশেপাশেই থাকবো।

ঃ কি রকম?

ঃ ফোর্ট উইলিয়ামের ফটকেও দেখতে পাবেন আমাকে।

হেফাজতির আমেজে তন্দ্রাবাঈ সজীব হয়ে উঠলেন এবং হাসিমুখে বললেন– সে কি! এতটাই?

ঃ চলাফেরাটা সাবধানেই করবেন, তবে একেবারেই অসহায় বোধ করবেন না।

চকিতে একটু চিন্তা করে তন্দ্রাবাঈ বললেন– কিন্তু আমাকেই সারাক্ষণ আগলে নিয়ে বেড়ালে আপনার কাজ করবেন কখন?

ঃ আমার কাজই তো করছি আমি। মাধ্যমটা আপনি।

গোবিন্দরামের লোক অর্থাৎ ষষ্ঠীচরণ এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই সোহেল বেনে জনতার মাঝে মিশে গেলেন।

চৌদ্দ

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ থমকে গেলেন। যে দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে তিনি ঘসেটি বেগম সাহেবা আর শওকতজঙ্গের মোকাবেলা করলেন, পারিবারিক গোলযোগ শেষ হলে, সেই দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে তিনি ইংরেজদের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও দুর্গতো তারা সুদৃঢ় করে তুলছেই, তার উপর এদেশের প্রশাসনকে কিছুমাত্র পরোয়া না করে পলাতক আসামী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে তারা আশ্রয় দান করেছে। তার চেয়েও আরো যা বরদাস্তের বাইরে তা হলো, নতুন নবাবের সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাতেও ইংরেজেরা কেউ আসেনি। প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও আচরণ অনুযায়ী, নয়া কোন নবাব এ মুলুকে তখতে উঠে বসলে বিদেশী

www.amarboi.org

বনিকেরা সকলেই সৌজন্য সাক্ষাতে আসে এবং সম্মানজনক উপঢৌকন দিয়ে নবাবের প্রীতি কামনা করে যায়। অন্যান্য তামাম দেশের বনিকেরা এই প্রথাটি যথাযথভাবে পালন করে গেছে। কিন্তু এই ইংরেজেরাই গাঁট হয়ে বসে আছে। উপঢৌকন প্রদান তো দূরের কথা, সৌজন্য সাক্ষাৎটুকু করাও তারা প্রয়োজন মনে করেনি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ এদের আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। এই দুর্বিনীয় বেনিয়াদের চরম শিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে নানাদিকের নানা খবরে তিনি থমকে গেলেন। বিশ্বস্ততার অভাব কিছু গোয়েন্দাদের মধ্যে থাকলেও, নবাব তাঁর গোয়েন্দাবাহিনীর মাধ্যমে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন। সালার মীরমর্দান সাহেব এসে জগৎশেঠ-রাজবল্লভ-রায়দুর্লভ গোষ্ঠীর সেই দুরভিসন্ধির বা ষড়যন্ত্রের কথা সবিস্তারে তুলে ধরলে, নবাব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেরেফ পরিবারের মধ্যেই নয়, তাঁর দরবারের ও কেউ কেউ নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, নবাব তা জানতেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের গোষ্ঠীটা যে এতটা বড় আর তাদের ষড়যন্ত্রের জাল যে এতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে, এটা তিনি সরাসরি ভেবে উঠতে পারেন নি। সেনাপতি মীর মর্দানের বিবরণে তিনি খামুশ হয়ে গেলেন।

মীল মর্দান সাহেব বিদায় নিয়ে গেলে নবাব আরো চিন্তাভাবনা করলেন, আরো কিছু খবর সংগ্রহ করলেন এবং চক্রান্তকারীদের মতিগতি ও মনমানসিকতা বিশেষভাবে যাচাই করে দেখে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নেয়ার মনোবল তিনি হারিয়ে ফেললেন। ঘরের ভেতরে এতটা গলদ থাকলে, বাইরের শত্রুর মোকাবেলা কঠোরভাবে করবেন কিন্তু কিসের জোরে? ওদিকে আবার সবই মৌখিক খবর। উপযুক্ত প্রমাণ কিছু নেই যে, বেঈমানদের বিচার করে সমুচিত সাজা দেবেন। তাছাড়াও, সংখ্যায় এরা অনেক। সাজা দিতে গেলে, গোটা দরবারটাই তছনছ করে ফেলতে হয়। এ কথা এখন চিন্তা করাই যায়না। ইংরেজ বেনিয়াদের ঔদ্ধত্য এত বেশী

www.amarboi.org

বেড়ে গেছে যে, তাদের রেখে এদিকে নজর দেয়ার কোন অবকাশই নেই এখন। কাজেই, বাইরের দুশমনের মোকাবেলা করার সময় ঘরের দুশমনের পেছনে লেগে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই তিনি মুসিবত পয়দা করতে পারেন না। এই জগৎশেঠ-রায়দুর্লভ-রাজবল্লভ গোষ্ঠী যে এই হুকুমাতের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, তিনি তা জানেন। কিন্তু অদূরদর্শীতার ফলে, বিগত নবাবেরা প্রশাসনের চাবিকাটি আর এ মুলুকের মোটামুটি মূল শক্তি এদের হাতেই তুলে রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষেই তিনি এখন এক অবরুদ্ধ রাজা। সুতরাং, এদের সাথে যথাসম্ভব সদ্ভাব রাখার চেষ্টা করেই তাঁকে প্রশাসন চালাতে হবে এবং বাইরের শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এক সাথে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে না।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র উদ্যম অফুরন্ত। উদ্যোগও প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি পরিস্থিতির শিকার। তাই বিভিন্ন দিক চিন্তা করে দেখে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনা আপাততঃ পরিহার করলেন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সর্বপ্রথম তিনি কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেয়ার এবং অবৈধভাবে গড়ে তোলা দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভেঙ্গে ফেলার জন্যে ইংরেজদের কলিকাতা কাউন্সিলকে মৌখিকভাবে আদেশ দিলেন। ইংরেজেরা তা ভ্রূক্ষেপও করলো না। পর পর কয়েকবার মৌখিকভাবে আদেশ দিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর, নবাব লিখিতভাবে এই আদেশ কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু সবই বিফল হলো। প্রশাসনের সিংহভাগটাই পক্ষে আসায় ইংরেজেরা ইতিমধ্যেই রীতিমতো শক্ত হয়ে গেছে। নবাবের দরবারের বিরাট এক অংশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নবাবকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে তারা গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে গেছে। কোন পথে আর কোন ক্রীড়ানককে এনে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে উল্টে দেয়া যায়, সেই পন্থা উদ্ভাবনে তারা এখন অতিশয় ব্যস্ত এবং তাদের সফলতা সম্পর্কে তারা বিপুলভাবে আশাবাদী। নবাবের এ আদেশ তারা গণ্য করবে কেন? নবাব যদি বাড়াবাড়ি করেই,

www.amarboi.org

কর্ণাটের যুদ্ধ শেষ, দাক্ষিণাত্যে আর যুদ্ধ নেই, তাদের ওদিকের তামাম সৈন্য এখন মাদ্রাজের সেন্ট্ জর্জ দুর্গে এসে জমায়েত হয়ে আছে। চাওয়ামাত্র বিপুল সংখ্যক সেনা-সৈন্য মাদ্রাজ থেকে এসে যাবে। তাদের আর ভয় কি?

নবাবের পত্রের জবাবে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের গভর্ণর রোজার ড্রেক যে পত্র পাঠালো, তা পাঠ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর আপাদমস্তক গরম হয়ে গেল। ড্রেক জানালো, কৃষ্ণদাস এসে ইংরেজদের জাতীয় পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাকে ফেরত দিয়ে তারা তাদের জাতীয় পতাকার অবমাননা করতে কখনোই পারেনা। তদুপরি, নবাবের লক্ষ্য কৃষ্ণদাসের ধন সম্পদ লুট করা, যা তারা কখনই হতে দেবেনা। এ ছাড়া, কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেয়ার অর্থই হলো, নবাব যখন আর সে আশ্রয়গ্রহণকারীকে ফেরত চাইবে, তাকেই ফেরত দেয়ার নজীর স্থাপন করা। এ নজীর তারা কিছুতেই স্থাপন করবেনা।

রোজার ড্রেকের এই যুক্তিহীন জবাবে বাংলার নবাব তাৎক্ষণিকভাবে হতবাক হয়ে গেলেন। আর পাঁচটা বনিক গোষ্ঠীর মতো ইংরেজেরাও এদেশে এসেছে, এদেশেরই শাসন ও কানুনের অধীনে বাণিজ্য করতে। এখানে তারা এদেশেরই হুকুমাতের আশ্রিত বিদেশী। এদেশের কোন অংশই তাদের স্বাধীন বা জাতীয় ভূখণ্ড নয়। তাদের ইজারা নেয়া কলিকাতার ভূ সম্পতির ইজারাও এদেশের হুকুমাত যেকোন মুহূর্তে বাতিল করে দিতে পারে। একরাজ্যের মধ্যে বাস করে আর একটা পৃথক ও সার্বভৌম রাজ্য কোথায় পেলো তারা যে, এদেশেরই কানুন থেকে পলাতক আসামীকে তারা আশ্রয় দিতে পারবে আর সে আশ্রয় গ্রহণকারীকে ফেরত দিলে তাদের জাতীয় পতাকার মর্যাদা ক্ষূণ্ন হবে? এটা ইংলন্ড নয়, বাংলাদেশ। আসামীরা ইংলন্ডে গিয়ে তাদের জাতীয় পতাকার তলে আশ্রয় নেয়নি। এদেশেরই ভেতরে তাদের কুঠিতে গিয়ে আসামীরা লুকিয়ে আছে। কৃষ্ণদাসের ধন সম্পদও কৃষ্ণ দাসের নয়, এদেশের রাজস্ব সে চুরি করে

www.amarboi.org

নিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার সম্পদ রাজ কোষের সম্পদ। ওদিকে আবার, কানুন থেকে পলাতক যত আসামীই তাদের কাছে যাক না কেন, সবাইকে তারা চাহিবামাত্র প্রশাসনের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য। এখানে নজীর সৃষ্টির প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

ড্রেকের জবাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। এদেশের প্রশাসনকে যে তারা কিছুমাত্র পরোয়া করেনা, এটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তখনই আবার তিনি চরম পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তাভাবনা করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করলেন, তাঁর দরবার থেকে বিপুল সহযোগিতা আর চূড়ান্ত মদদের আশ্বাস না পেলে ইংরেজেরা হঠাৎ করেই এতটা শক্ত হতে পারেনা। দরবারের অবস্থা চিন্তা করে তিনি আবার ঝিমিয়ে পড়লেন এবং অগত্যা ও শেষ চেষ্টা হিসাবে ইংরেজদের সাথে একটা সমঝোতা স্থাপন করার উদ্যোগ নিলেন। নবাবের এ উদ্যোগে উৎসাহ যোগালেন খাজাওয়াজিদ নামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। হুগলীর প্রভাবশালী ব্যবসায়ী খাজাওয়াজিদ একজন দেশ প্রেমিক লোক এবং বাংলার বর্তমান হুকুমাতের এক অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী। ওদিকে আবার ইংরেজদের মাঝেও তার অনেকখানি প্রভাব আছে, কিছুটা সুসম্পর্ক আছে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের নেতৃবর্গের সাথে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ তাঁর সাথে কথা বললে, বিশেষ চিন্তাভাবনা করে খাজা ওয়াজিদ বললেন– ভেতরে এই নিদারুণ প্রতিকুল অবস্থার প্রেক্ষিতে সমঝোতার পথই আমি বেহতর বলে মনে করি জাঁহাপনা। শক্তি প্রয়োগের পথে যেখানে এতটা অন্ত রায়, ইংরেজদের সাথে সমঝোতা স্থাপন করাই সেখানে সঠিক পদক্ষেপ হবে।

খাজা ওয়াজিদ আরো জোড় দিয়ে বললেন– আর পাঁচদেশের বনিকেরাও এদেশে বানিজ্য করছে আর রাজকোষে অর্থযোগান দিচ্ছে। এদিকটাও ভাবতে হবে। ইংরেজেরাও একটা বনিক গোষ্ঠী, এদেশের মালিক নয়, এ

www.amarboi.org

কথাটা যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যায় আর একটা শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় পৌছা যায়, তাহলে অনেকটা মন্দের ভাল হয় জনাব। ইংরেজদের সাথে সংঘাতটা এই মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে পারলে, অন্যান্য দুর্যোগ ও দুরভিসন্ধির দিকে জনাবের নজর দেয়ার ফুরসুৎ ঘটে। ভেতরে এত দুর্বলতা রেখে বাইরে লড়তে যাওয়া ঠিক নয়। এ ছাড়া, বিবেচনার দিক ওটাও। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখার প্রয়োজনটাও অপরিহার্য আর সেদিক দিয়ে ইংরেজেরাও একটা মস্তবড় কোম্পানী।

খাজা ওয়াজিদ সকল দিক চিন্তা করে তাঁর মতামত জানালেন এবং নবাবের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে তিনি সাগ্রহেই এই প্রচেষ্টা নিজে করতে রাজী হলেন। অর্থাৎ সমঝোতা স্থাপনের লক্ষ্যে ইংরেজদের সাথে আলাপ আলোচনার দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করলেন।

খাজা ওয়াজিদ বেইজ্জত হলেন। পর পর তিনবার তিনি কলিকাতায় গিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের কাছে সমঝোতার প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন এবং প্রতিবারেই তিনি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হলেন। সমঝোতার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে ইংরেজেরা তাঁকে প্রতিবারেই চরম অবজ্ঞাভরে বিদায় করে দিলো। নবাবের কাছে বড় মুখ করে খাজা ওয়াজিদ এ প্রসঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তাই, শেষ চেষ্টা হিসাবে চতুর্থবার তিনি তাদের কাছে গেলে, ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর রোজার ড্রেক খাজা ওয়াজিদকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো-ইউ শেমলেস ক্রিয়েচার! ইউ হ্যাভ কাম এগেন? সমঝোটার বাট শুনাইটে টুমি আবার আসিয়াছে? কেনো হামরা সমঝোটা করিবে? কাহার সাঠে সমঝোটা করিবে/ টোমাডের নবাব টোমাডের কাছে বড়া আডমী আছে। হামাডের কাছে কৌন আচে? উই কেয়ার এ ফিগ ফর হিম। উহাকে হামরা ঠোরাই কেয়ার করে। হামরা লায়ন, আইমিন সিংহ আছে। টোমাডের নবাব একটা শেয়াল। উহার সাঠে হামরা সমঝোটা করিটে যাবে কেনো? হোয়াই?

www.amarboi.org

জবাবে খাজা ওয়াজেদ মুখখোলার চেষ্টা করতেই ড্রেক তাঁকে পুনরায় তাড়া করে বললো– গেট্ আউট ষ্টুপিড্। এহি বাট্ বলিটে ফের আসিবে টো টোমার ঠ্যাং হামি ভাঙ্গিয়া দেবে। আই শ্যাল। ব্রেক ইওর লেগ্। নিকাল যাও, আভভি নিকাল যাও–

অকল্পনীয় বেইজ্জতির দহনে দগ্ধ হয়ে খাজা ওয়াজিদ ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। শরমে তিনি আর নবাবের সামনে গিয়ে মুখ দেখাতে পারলেন না। খবরটুকু কোন মতে নবাবের কানে পাঠিয়ে দিয়ে লজ্জায় তিনি কয়েকদিন মুখ ঢেকে রইলেন।

খাজা ওয়াজিদের বেইজ্জতির খবর নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর কানে এসে পৌছলে নবাব আর একটি কথাও বললেন না। ক্রোধ-ক্ষোভ-আবেগ-উচ্ছ্বাস-কিছুই প্রকাশ করলেন না। তিনি ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেলেন এবং সালারদের তলব দিয়ে বললেন-সৈন্য সাজাও–

সালার মীরমর্দান এই সময় নবাবের সামনে এলে নবাব তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। এ চাহনীর অর্থ সেনাপতি মীরমর্দান বোঝেন। নবাব তাঁর মনোভাব জানতে চান, তাঁর মতামত শুনতে চান।

জবাবে সালার মীর মর্দান সঙ্গে সঙ্গে বললেন– লড়াই জনাব, লড়াই। আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। জনাবের এই সিদ্ধান্তকে আমি মোবারকবাদ জানাই। এই হুকুমাতকে টিকিয়ে রাখতে হলে, লড়াই করেই টিকিয়ে রাখতে হবে।

নবাব তৃপ্তকণ্ঠে বললেন– মীর সাহেব।

মীর মর্দান বললেন– চক্রান্তকারীরা যা পারে করুক। চক্রান্তের ভয় করে চললে আর তাদের ভরসায় থাকলে আমাদের নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

ঃ সাব্বাস্! রাজধানী রইলো, সতর্ক নজর রাখবেন।

কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানায়কদের অধীনে সৈন্য বাহিনী ন্যস্ত করে নিয়ে নবাব নিজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

www.amarboi.org

ঈসায়ী ১৯৫৬ সনের ৩রা জুন তারিখে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ সৈন্য এসে ইংরেজদের অন্যতম ঘাঁটি কাশিমবাজার উপস্থিত হলেন। নবাবের নির্দেশে নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের ঘাঁটির উপর সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইংরেজেরাও সসৈন্যে নবাবের বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করলো। কিন্তু ফল কিছু হলোনা। অল্পক্ষণ লড়েই ইংরেজেরা শোচনীয়ভাবে পরাভূত হলো। কাশিমবাজার কুঠিয়াল প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস ও ম্যাথু কলেট সহ সমুদয় ইংরেজ সৈন্য নবাবের ফৌজের হাতে বন্দী হলো। নবাব কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করে নিলেন। তিনি তাদের বাণিজ্য কুঠিতে তালা লাগিয়ে দিলেন এবং অস্ত্রঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করলেন। বন্দী ওয়াটস ও কলেট আতংকিত হয়ে নবাবের পায়ে এসে পড়ে গেলো। অবৈধভাবে গড়ে তোলা দুর্গ তারা ভেঙ্গে ফেলবে, কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেবে এবং আর পাঁচটা বিদেশী বণিকের মতো কর শুল্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কানুন ও নবাবের হুকুম মেনে এদেশে বাণিজ্য করবে– এই মর্মে ওয়াদানামা লিখে দিয়ে তারা নবাবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

নবাবের সদিচ্ছার অভাব ছিলনা। বশ্যতা স্বীকার করে ইংরেজেরা এদেশে আর পাঁচটা বণিকগোষ্ঠীর মতো রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে নীরবে বাণিজ্য করলে, নবাবের আপত্তি করার অধিক কারণ ছিলনা। তাই ওয়াটস ও কলেটের অনুরোধে নবাব অন্যান্য তামাম ইংরেজদের মুক্তি দিলেন এবং ওয়াটস ও কলেটকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে কলিকাতা অভিমুখে সসৈন্যে রওনা হলেন।

কলিকাতা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার পথেই ওয়াটস ও কলেটের ওয়াদার কথা উল্লেখ করে নবাব কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে শান্তিপূর্ণ চুক্তির মধ্যে আসার জন্যে আহবান জানালেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের, বিশেষ করে রোজার ড্রেকের, দর্প তখনও কমেনি। জগৎশেঠ-রাজবল্লভ গোষ্ঠীর সহযোগিতা, কৃষ্ণদাসের সম্পদ তথা ঢাকার রাজস্ব ও ঘসেটি বেগমের সম্পদ কাজে লাগিয়ে সিরাজকে সরানোর এবং অন্য একজন

www.amarboi.org

পেটুয়াকে মসনদে বসানোর চিন্তাভাবনায় তখন তারা মশগুল। তদুপরি, মাদ্রাজের সেন্টফোর্ট থেকে এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত সৈন্য পাওয়ার সম্ভবনা থাকায়, গভর্ণর ড্রেক নবাবের আহবানে কর্ণপাত করলো না।

কাশিমবাজারের পতন সংবাদ পাওয়ামাত্রই সে মাদ্রাজ কাউন্সিলের কাছে তড়িৎগতিতে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো। নবাবের গতিরোধ করার লক্ষ্যে এবং নবাবকে আতংকিত করে তোলার উদ্দেশ্যে রোজার ড্রেক দুই দুইটি ইংরেজ বাহিনী হুগলীর দিকে পাঠিয়ে দিলো। এই বাহিনীদ্বয়ের কাজ হলো, নবাবের বাহিনী এসে পৌঁছার আগেই হুগলীর ভাটিতে হুগলী নদীর সংকীর্ণতম স্থানে অবস্থান 'থানা' ও হুগলী এবং কলিকাতার মাঝামাঝি 'সুখ সাগর'-এই দুইটি সামরিক দিক দিয়ে কৌশলগত জায়গা অধিকার করে নেয়া। ড্রেকের ধারণা ছিল, এই দুইটি স্থান অধিকার করে নিলেই নবাব আর অগ্রসর হওয়ার পথ পাবেন না। তিনি পিছিয়ে যাবেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে গোবিন্দরাম মিত্র তাঁর লোকজন দিয়ে নবাবের কলিকাতা মুখী আগমন পথে বিশাল বিশাল বৃক্ষাদি কেটে নামিয়ে পথ রুদ্ধ করে রাখতে লাগলেন।

কিন্তু তামামই ব্যর্থ হলো। ড্রেক ও গোবিন্দরাম মিত্র কারো উদ্দেশ্যেই সফল হলো না। ইংরেজ সৈন্য এসে উল্লেখিত ঐ স্থান দুটিতে হানা দিতেই নবাব বাহিনীর এক অগ্রগামী অংশ এসে তাদের উপর চড়াও হলো এবং ইংরেজ বাহিনীদ্বয়কে বিধ্বস্ত করে দিলো। বিধ্বস্ত ইংরেজ ফৌজ কোনমতে প্রাণ নিয়ে কলিকাতায় পালিয়ে এলো। গোবিন্দরামের চেষ্টাও কোন কাজে এলো না।

ঐ সনের জুন মাসেরই ১৬ তারিখে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সদর ফটকে উপস্থিত হলেন। তখনোও ড্রেক ভাবলো, তারা যদি সর্বাত্মকভাবে নবাব বাহিনীর মোকাবেলা করতে নামে, তাহলে জয় তাদের সুনিশ্চিত। তাদের রণকৌশলের কাছে নবাব বাহিনীর ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরাজিত বাহিনী নিয়ে নবাব পলায়ন

www.amarboi.org

করতে বাধ্য হবে। এই ধারণার বশে ড্রেক তখনও কোন মীমাংসায় এলোনা। ফোর্ট উইলিয়ামের তামাম শক্তি নিয়ে নবাবের বাহিনীকে সে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু দুইদিন দুইরাত প্রাণপণে লড়ে নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পর ড্রেক বুঝতে পারলো, জয়ের তো প্রশ্নেই নেই, নবাবের বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখাও একেবারেই অসম্ভব। অতি সত্বর না পালালে সবাইকে তাদের জান দিতে হবে। ওদিকে আবার, অকস্মাৎ সকলেই এক সাথে পালানোর চেষ্টা করলে, নবাবের ফৌজ সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাওয়া করে ঘিরে ফেলবে এবং সবাইকে হত্যা করবে। এছাড়া ফোর্ট উইলিয়ামের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও তারা সরিয়ে নিতে পারবেনা।

রোজার ড্রেক কৌশলের আশ্রয় নিলো। সেনাপতি হলওয়েলকে কিছু সৈন্যসহ নবাবের ফৌজের সাথে যুদ্ধ করার অভিনয়ে নিয়োগ করে রেখে বাদবাকী সৈন্য ও ফোর্ট উইলিয়ামের সমুদয় ইংরেজ অধিবাসীদের নিয়ে রোজার ড্রেক গোপনে পালিয়ে গেল এবং কলিকাতার ক্রোশ কয়েক দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে নদীঘেরা ফলতা দুর্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো। পালিয়ে আসার সময়ে সে হলওয়েলকে পরের দিনই পালিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে এলো।

কিন্তু হলওয়েল সে সুযোগ পেলোনা। সেই রাতেই নবাব ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার করে নিলেন। পালানোর পথ না পেয়ে হলওয়েল সসৈন্যে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। আত্মসমর্পন করায় ইংরেজদের প্রতি নবাব কোন দুর্ব্যবহার করলেন না। শুধুমাত্র কিছু ইংরেজ সৈন্য অত্যধিক মদ্যপানে মাতাল অবস্থায় ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নবাব তাদের ধরে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৪ ফুট প্রস্থ কক্ষে আটক করে রাখলেন। এই কক্ষটি উচ্ছৃঙ্খলদের নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে ইংরেজেরাই নির্মাণ করেছিল। এই আটককৃত সৈন্যসংখ্যা নীচে চল্লিশ ও উপরে ষাটের অধিক ছিল না। এদের মধ্যে বিশজন ইংরেজ সৈন্য আহত থাকায় এবং একটানা চারদিন দিবারাত্রি বিরামহীন লড়াই করার ক্লান্তিতে

www.amarboi.org

অবসন্ন হয়ে রাত্রিকালে মারা যায়। পরবর্তীকালে হলওয়েল একেই তথাকথিত "অন্ধকূপ হত্যা" বলে অপপ্রচার করে এবং এক বিভৎস হত্যাকান্ডের কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরে। হলওয়েল এই আটককৃত সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ১৪৬ তোলে এবং এর মধ্যে ১২০ জনই মৃত্যুবরণ করে বলে এক বানোয়াট বিবৃতি প্রদান করে। উভয়ক্ষেত্রেই হলওয়েল এই ১০০ সংখ্যাটি মিথ্যাভাবে যোগ করে।

থাক সে কথা। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ পরের দিন হলওয়েল, ওয়াটস আর ও দুইজন ইংরেজ বাদে সমস্ত ইংরেজদের মুক্তি দান করলেন। ২০শে জুন কলিকাতা অধিকৃত হলো। আলীবর্দীর নাম অনুস্মরণে নবাব কলিকাতার নাম রাখলেন আলীনগর। ২৪শে জুন মানিকচাঁদকে কলিকাতা সহ ঐ তামাম এলাকার প্রশাসক নিয়োগ করে হলওয়েল ও অন্য তিনজন ইংরেজ বন্দীসহ নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। কলিকাতার অবশিষ্ট ইংরেজেরা নিরাপদে ফলতায় চলে গেল।

মহলে ফিরে এসে বিজয়ী নবাব সব কিছুর আগে আম্মাজান আমিনা বেগমকে সালাম করতে এলেন। সন্তানের মুখে অভিযানের তামাম বিবরণ শুনে আম্মাজান খুবই খুশী হলেন এবং প্রাণখুলে সন্তানকে দোয়া করলেন। এরপর তিনি কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– এটা কেমন হলো বাপজান? এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তুমি মানিকচাঁদকে নিয়োগ করে এলে?

নবাব হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন– কেন আম্মাজান, এ কথা বলছেন কেন?

আম্মাজান বললেন– না মানে, যতদূর জেনেছি তাতে তো উনিও একজন ঐ মতলববাজদের-

নবাব এবার গম্ভীর হয়ে বললেন– আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি আম্মাজান। কিন্তু তাকে বা তাদের্ কাউকে এ দায়িত্বে রেখে আসা ছাড়া আমি আর কাকে রেখে আসবো? মীর মর্দান আব্দুল হাদী, বাহাদুর আলী, পীর আলী প্রমুখ যে কয়জন আমার শেষ ভরসা আছেন, রাজধানীতে না

www.amarboi.org

রেখে তাঁদের আমি বাইরের দায়িত্বে রাখলে, আমার রাজধানীটা কে সামলাবে, বলুন?

ঃ বাপজান!

ঃ মীর জাফর আলী নানাজান তাঁদের মতো এতটা নির্ভরযোগ্য হলে কি আর কথা ছিল? কিন্তু তাঁর উপর তো পুরোপুরি ভরসা রাখা চলেনা। তাঁর মন মানসিকতা দ্বিধা বিভক্ত। কখন যে কোন খেয়ালে চলেন উনি, কে জানে। এই এখনই আপন আবার পরক্ষণেই কেমন যেন বিপরীত মনোভাব। বাঁধনের পাশে বাঁধন হিসাবে মীর মর্দান সাহেবেরা আছেন বলেই তিনি তাল রেখে চলছেন। একেবারেই ফাঁকা মাঠ পেলে কখন তিনি কোন দিকে গড়ে পড়বেন, তার ঠিক কি?

আমিনা বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, সে তো কথাই বটে!

ঃ মুখচাপা মানুষ। আমি তাঁর মনের খবর কিছুই পাইনে আম্মাজান। আত্মীয় বলে নানাজান তাঁকে সম্মান করে সামরিক বিভাগের বড় পদে রেখে গেছেন। তাহার সম্মান অক্ষূণ্ন রেখে আমিও তাঁকে ঐ পদে রেখেছি। সরাইনি। সামরিক বিভাগে বলতে গেলে হর্তাকর্তা তিনিই। তাঁকে আমি নিরুঙ্কুশভাবে পাশে পেলে আর নিশ্চিন্তভাবে কোন দায়িত্ব দিতে পারলে, আর কি কোন পরোয়া ছিল আমার, মীর মর্দান সাহেবদের সহকারে তাঁকে নিয়ে আমি অনায়াসে তামাম সমস্যার মোকাবেলা করতে পারতাম। চাই কি, এই কলিকাতা অভিযানেও আমার যেতে হতোনা। কিন্তু কি করবো আম্মাজান? সবই আমার নসীব!

ঃ বাপজান!

ঃ তাই, বিরোধী গোষ্ঠী দিয়েই যখন প্রশাসনটা চালাতে হবে, তখনই আর অধিক চিন্তা করে করবো কি?

ঃ কিন্তু–

ঃ এখানে আর কোন অবকাশ নেই আম্মাজান। পক্ষ-বিপক্ষ যে যা-ই হোন, মানুষকে কিছুটা বিশ্বাস না করলে, একটা দেশের প্রশাসন চালানো সম্ভব

www.amarboi.org

নয়। বিশেষ করে, ওরাই যেখানে প্রশাসনের প্রায় সব। মানিকচাঁদ, উমিচাঁদ, নন্দকুমার, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জানকীরাম, রামনারায়ণ-মানে এই বাংলার তামাম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে এঁরাই বিদ্যমান। নানাজান আমাকে খাঁচার মধ্যে তুলে রেখে গেছেন আম্মাজান। সর্বস্থানে এঁদেরকেই শক্তভাবে বসিয়ে দিয়ে এঁদের দ্বারাই আমাকে ঘিরে রেখে গেছেন। একদিনেই এঁদের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ফলে, এক সাথে এঁদের সবাইকে অবিশ্বাস করে বসলে, গোটা প্রশাসনটা অচল হয়ে যাবে আর আমাকেও নবাবী ছেড়ে দরবেশের বেশ নিতে হবে।

গভীর মনোযোগ সহকারে পুত্রের কথা শুনে নবাব মাতার মুখে আর কোন কথা যোগালোনা। অনেকক্ষণ পর তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বার্স ফেলে বললেন-হুঁউ! তা ইংরেজেরা এখন কোথায় রইলো বাপজান? ফল্‌তায়?

ঃ জি আম্মাজান।

ঃ তা কলিকাতা থেকে আড়ালে তো ও আপদ আবার ফলতায় রেখে এলে কেন? দেশ থেকে একদম বের করে দেবে?

ঃ কি করে আম্মাজান? আমাদের যে নৌশক্তি বলতে তেমন কিছুই নেই। ফলতা একটা দ্বীপ বরাবর জায়গা। ওখানে থেকেও যদি তাদের কোনমতে তাড়াই, ওরা আরো খানিক ভাটিতে গিয়ে নোঙ্গর গেড়ে বসে থাকবে। জলপথে ওদের আমি মোকাবেলা করি কিভাবে? ডাঙ্গাতে ওদের এঁটে উঠা সম্ভব। পানিতে ওদের এঁটে ওঠার মতো আমাদের নৌশক্তি কোথায়?

ঃ বাপজান!

ঃ সুবাদার শায়েস্তা খানের পর থেকে এদেশের নবাব সুবাদার সকলেই সেরেফ গদী নিয়ে কামড়া কামড়ি করে গেছেন, নৌশক্তি গড়ে তোলার জন্যে কিছুমাত্র চিন্তাভাবনা করেননি। অথচ এই বিদেশী বেনিয়াদের ঠেকানোর জন্যে ওটা ছিল অপরিহার্য। আপনি দোআ করুন আম্মাজান, বিপদ মুসিবতগুলো তরিয়ে উঠতে পারলে আমি একটা শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

ঃ তা আমি অবশ্যই করবো বেটা। কিন্তু এক্ষণে কি হবে। ওরাতো তাহলে আবার–

ঃ চিন্তার বেশী কারণ নেই আম্মাজান। ওদের যদি আর আমরা ডাঙ্গায় আসতে না দেই, পানিতে ভেসে ভেসে বাধ্য হয়ে তারা হয় বশ্যতা স্বীকার করবে, নয় লেজ গুটিয়ে চলে যাবে। ডাঙ্গাটা আমাদের শক্তভাবে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে, এই আর কি?

ঃ তার মানে–

ঃ ওদের আমি ঐ পানিতে রেখেই জব্দ করবো আম্মাজান! খাদ্যশস্য সহ সব রকম সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে, আপছে আপ ঝাঁপির মধ্যে মুখ লুকোতে বাধ্য হবে ঐ কাল সাপগুলো।

পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলে নবাব মাতা বললেন– তাই যেন হয় বাপজান। তোমার তামাম উম্মিদ আল্লাহতায়ালা পূরণ করুন, আমি এই দোয়াই করি– নবাব মাতা দুইহাত উপরে উঠালেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ হাত উঠিয়ে ভক্তিভরে বললেন– আমিন!

ইংরেজেরা ফল্‌তায় পালিয়ে এলে, গোবিন্দরাম মিত্র দৌড়াদৌড়ি করে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। গোবিন্দরামকে দেখেই রোজার ড্রেক সক্রোধে বললো– ইউ গবিন্ র‍্যাম্, ইউ লায়ার, টুমি হামাডের ঢোকা ডিয়াছে!

পোষাপ্রাণীর মতো হেলেদুলে গোবিন্দরাম বললেন– ধোকা! দিলাম কোথায় সাহেব?

ঃ ডিলে না?

ঃ রাম-রাম, তা কি কখনো দিতে পারি?

ঃ ঠুমি বলিলে, ডরকারের সময় টোমাডের হোল গ্রুপ, আইমিন নবাবের ডরবারের লোকেরা হামাডের সহায় হোবে। বাট্ হোয়াট্ ইজ্ দিস? হামাডের চরম ডুঃসময়ে টাহারা কুচু করিলে না!

www.amarboi.org

ঃ কি করবে সাহেব? তাঁরা তো রাজধানীতে রয়ে গেলেন। নবাব তাঁর হাতের কয়জন সেনাপতিদেরই এনেছিলেন। মানিকচাঁদ নবাবের সাথে থাকলেও তিনি ছিলেন যোগানদার হিসাবে। লড়াইয়ের ময়দানে তাঁর ভূমিকা তেমন ছিলনা। আমাদের দলের সেনাপতিরা লড়াইয়ের ময়দানে থাকলে কি অবস্থাটা এতদূর গড়ায়? শুরুতেই তারা গনেশ উল্টিয়ে দিতেন।

ঃ টাহা হইলে সে গনেশ উল্টাইবে টাহারা কখন ? হামরা খটম হইয়া গেলে?

ঃ তা আর কি বলবো সাহেব? আপনারা আপনাদের বীরত্বের এত বড়াই করেন, আর নবাবের ঐ তুচ্ছ একটা ধাক্কাই সামাল দিতে পারলেন না?

ড্রেক সাহেব ভীতকণ্ঠে বললো– ও নো-নো, টুচ্ছ বলিবেনা। ইট ওয়াজনট্ এ্যান্ আম্বল্ এ্যাটাক্। ক্ষুদ্র হামলা নয়। নবাবের সালজার এট্না মজবুট্ সোলজার আছে, উহার সেনাপটিরা এয়সা ড্রেডফুল ওয়ারিয়ার আছে, হামরা টাহা মালুম করিটে পারে নাই। অন্ দি আদার হ্যাণ্ড, ওডিকে আবার, হামাডের মাড্রাজ কাউন্সিল হইটে ফোর্স আসিলনা। নবাবের ঢাক্কা হামার কাঁহাছে সামাল ডিবে, বাটাও?

ঃ সাহেব।

ঃ পরিষ্টিটি এমন হইবে জানিলে, হামরা লড়াই করিটোনা। সমঝোটার খেলা খেলিয়া নবাবকে বিডায় করিয়া ডিটো।

ঃ কিন্তু মাদ্রাজ থেকে আপনারা সৈন্য পেলেন না কেন?

ঃ দ্যাট্ ইজ্ আওয়ার হার্ড লাক্। হামাডের ডুর্ভাগ্য আছে। মাড্রাজ কোঠিটে খবর বহুট্ ডেরীটে পৌঁছিল। এখোন হামরা ফোর্স পাইটেছে।

ঃ সাহেব।

ঃ মাড্রাজ হইটে এক ষ্ট্রং ফোর্স আসিটেছে। উহা আসিলে হামরা মজবুট হইয়া যাইবে।

ঃ সেই কথাই তো বলছি সাহেব। আপনারা মজবুত হয়ে নবাবকে আক্রমণ করুন, তখন দেখবেন আমাদের লোকেরা আপনাদের সাহায্য করে কি না।

ঃ হাউ? কেমন করিয়া?

www.amarboi.org

ঃ আপনারা শক্ত প্রস্তুতি নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে, নবাব তখন তাঁর তামাম সেনাসৈন্য ময়দানে নামাতে বাধ্য হবেন। আমাদের পক্ষের সালার– স্পাইরা ময়দানে নামলেই দেখতে পাবেন খেল।

ঃ অঠাট?

ঃ নবাবের পক্ষ ত্যাগ করে তারা আপনাদের পক্ষ নেবেন। এ ছাড়া, নবাবের পক্ষের আরো কিছু সালার– সেপাই যাতে করে আপনাদের পক্ষে আসে, সে ব্যবস্থাও শেঠবাবুরা বল্লভবাবুরা করবেন। ব্যস্! নবাবকে কাত করতে আর কি লাগবে?

ঃ কিন্টু টাহাডের হামরা বিশ্ওয়াশ্ করিবে কি করিয়া? হাপনাডের ডলবল যে হামাডের রিয়্যাল ফ্রেণ্ড্ আছে, টাহার নিশ্চয়টা কি? ঐ ওমেচাঁদ বাবু শেঠ বাবু আওর বালহোভ্ বাবুডের মটলব যে খাঁটি আছে, টাহার প্রুফ, আইমিন প্রমাণ কি আছে?

ঃ সে প্রমাণ খুব শিগ্গিরই আপনারা পাবেন সাহেব। এই তামাম কলিকাতা এলাকার প্রশাসক এখন আমাদের মানিকচাঁদ বাবু। অর্থাৎ ঐ উমিচাঁদ বাবু-শেঠবাবু-বল্লভবাবুদেরই লোক। মানিকচাঁদের আচরণেই আপনারা বুঝতে পারবেন, তাঁরা আপনাদের প্রকৃত বন্ধু আছে কিনা আর তারা তাদের ওয়াদায় মজবুত আছেন কিনা।

ঃ ভরীগুড্-ভেরীগুড্!

ঃ নবাব আপনাদের এখন ফাঁদের মধ্যে রাখতে চান। মানিকচাঁদকে নবাব হুকুম দিয়ে গেছেন, খাদ্যসহ তামাম সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে আপনাদের ফাঁদের মধ্যে রাখতে। তামাম সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে আপনারা বেকায়দায় পড়বেন না? রোজার ড্রেক চমকে উঠে বললেন– ও মাই গড্! শিওর-শিওর টাহা হইলে হামাডের বহুট্ মুসিবট্ হইবে।

ঃ আপনাদের যাতে করে কোন মুসিবত না হয়, সে ব্যবস্থা মানিকচাঁদ বাবু নিজেই করবেন।

আশ্বান্বিত হয়ে রোজার ড্রেক বললো-ইজ্ ইট্! সে টাহা করিবে?

www.amarboi.org

ঃ করেন কি না, তাঁর কাজেই তা টের পাবেন। তিনিও একজন আপনাদের পরম শুভাকাঙ্খী।

ঃ হাঁ-হাঁ। উও আডমী হামাডের ফ্রেণ্ডশীপ্ চায়, হামাডের কোম্পানীটে সার্ভিস্ করিটে চায়, টাহা হামি শুনিয়াছে।

ঃ তবে? তাহলে আর ভাবছেন কেন সাহেব?

ঃ থ্যাংক্ ইউ-থ্যাংক ইউ। হাপনারা সবাই হামাদের বন্ধু থাকিলে হামাডের কুচু ভাবনা নাই।

ঃ বন্ধু সাহেব, আমরা সবাই আপনাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। অচিরেই তা টের পাবেন।

ঃ নাইস্-বিউটিফুল! হাপনি শেঠবাবুডের সাঠে পুরাডষ্টুর যোগাযাগ রাখুন, আওর হামাডের কাম করুন। সুডিন আসিলে আমরা হাপনাকে এই সাউথ বেঙ্গলের কিং, আইমন রাজা বানাইয়া ডিবে।

গোবিন্দরাম মিত্র গদ গদ কণ্ঠে বললেন– সেটা আপনাদের অনুগ্রহ সাহেব, অশেষ মেহেরবানী।

ঃ মেহেরবাণী নেহি মিঃ গাভীন্ র‍্যাম। উহা হাপনার হক আছে।

ঃ ঠিক তো সাহেব?

ঃ সন্ডেহের কুয়ী কারণ না আছে। হামরা ইংলিশম্যান কভ্ভি ওয়াডা খেলাপ করে না।

ঃ আপনারা মহৎ ব্যক্তি সাহেব।

ঃ অফকোর্স-অফকোর্স। আচ্ছা, হামার এখান কাম আছে। আপনি আসুন মিঃ গাভীনর‍্যাম। বাঈ-বাঈ–

পনের

আবার তন্দ্রাবাঈয়ের হদিস পাওয়া যাচ্ছেনা। কলিকাতার কাজ শেষে তন্দ্রাবাঈ মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে সোহেল বেনেও তাঁর সাথে মুর্শিদাবাদে আসেন। এক সাথে এসে তাঁরা এক

www.amarboi.org

বাড়ীতেই উঠেন। অর্থাৎ, তন্দ্রাবাঈ উস্তাদজীর আবাসে আর সোহেল বেনে নিজ আবাসে উঠেন। কয়েকদিন চুপচাপই থাকেন তাঁরা। এরপর শুরু হলো নবাবের অভিযান। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ কাশিমবাজার ও কলিকাতা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। শুরু হলো সোহেল বেনেরও ছুটোছুটি। তন্দ্রাবাঈ উস্তাদজীর মকানেই রয়ে গেলেন, সোহেল বেনে ছুটে বেরুলেন মকান থেকে। অতঃপর রণাঙ্গন থেকে দরবার, দরবার থেকে রণাঙ্গন, সোহেল বেনে সমানে দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। গাদ্দারী আর শয়তানীর সূত্রপাত সর্বত্রই হতে পারে। লড়াইয়ের ময়দানেও পারে যেমন, পারে তেমন নবাববিহীন দরবারেও। একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অবকাশ কোথায় সোহেল বেনের?

লড়াই অন্তে নবাব বাহাদুর ফিরে এলেন রাজধানীতে। মানিকচাঁদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে সোহেল বেনে আরো কয়েকদিন কলিকাতাতেই রয়ে গেলেন। এরপর বাড়ীতে ফিরে এসে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন, তন্দ্রাবাঈ নেই। জরুরী তলবে তন্দ্রাবাঈ রাজবল্লভ বাবুর বাড়ীতে গেছেন-এইটুকুই জানেন সবাই, এর বেশী কেউ জানেন না।

উস্তাদজীর মকান থেকে সোহেল বেনে ফিরে এলে, আসকান মোল্লা কাছে এসে বললো-বাপজান, মেয়েটা এই কাগজটা রেখে গেছেন, মানে আপনাকে দিতে বলে গেছেন।

ভাঁজ করা ছোট্ট একটা কাগজ সে সোহেল বেনের হাতে দিলো। কাগজটা হাতে নিয়ে সোহেল বেনে প্রশ্ন করলেন– মেয়েটো মানে? কোন মেয়ে?

আসকান মোল্লা বললো-ও বাড়ীর ঐ তন্দ্রাবেটি। তন্দ্রাবাঈ। খুব ব্যস্তভাবে এসে এই কাগজটা তিনি দিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সোহেল বেনে কাগজটা মেলে ধরলেন। এক চিলতে কাগজ। ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকটা কথা লেখা– "জরুরী তলবে রাজবল্লভ বাবুর মকানে গেলাম। নিশ্চয়ই হয়তো পাঠাবে আবার কোথাও। যদি না ফিরি, খোঁজ নেবেন"।

কাগজ থেকে মুখ তুলে সোহেল বেনে পুনরায় প্রশ্ন কলেন– কবে এ কাগজ দিয়ে গেছেন?

ঃ পাঁচ ছয় দিন আগে।

www.amarboi.org

ঃ তন্দ্রাবাঈ উস্তাদজীর মকানে এখন নেই, তা কি জানো?

ঃ জ্বি জানি।

ঃ কবে থেকে নেই?

ঃ যেদিন এই কাগজটা দিয়ে গেলেন, সেইদিন থেকেই। ব্যস্তভাবে সেইদিনই কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন, আর ফেরেন নি।

সোহেল বেনে গিয়ে রাজবল্লভ বাবুর মকানের খবর করলেন। সেখান থেকেও ঐ একই খবর এলো– তন্দ্রাবাঈ গৃহে নেই, বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, রাজবল্লভ বাবু ছাড়া আর কেউ জানে না।

শেঠবাবুর বাড়ী সহ সম্ভাব্য সকল স্থানেই সোহেল বেনে খোঁজ করলেন, কিন্তু তন্দ্রাবাঈয়ের কোনই হদিস পেলেন না। ঘুরে ফিরে দেখে তিনি বুঝলেন, তন্দ্রাবাঈ এই মুর্শিদাবাদেই নেই।

সোহেল বেনে থমকে গেলেন। নিজের বেয়াকুফীর জন্যে তিনি অনুতপ্ত হলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের নিকট থেকে এতবেশী বিচ্ছিন্ন থাকা ঠিক হয়নি তাঁর। ষড়যন্ত্রের মূল ঘাঁটিতে তন্দ্রাবাঈয়ের বসতি। একমাত্র তন্দ্রাবাঈয়ের মাধ্যমেই অতিসহজে আসল তথ্য পাওয়াটা তাঁর সম্ভব। অথচ তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখে তিনি গিয়ে পড়ে আছেন কলিকাতার প্রান্ত রে। সাতদিন মাথাকুটে যে খবর যোগাড় করবেন তিনি, তন্দ্রাবাঈ এক মুহূর্তেই তার চেয়েও অনেক বেশী নিখুঁত খবর পেয়ে যেতে পারেন।

সোহেল বেনে সংকুচিত হয়ে গেলেন। তন্দ্রাবাঈকে হেফাজত করার যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন– এই ওয়াদা তন্দ্রাবাঈকে দেয়ায়, নিজেকে তিনি অপরাধী বলে মনে করতে লাগলেন। পাশে পাশে তাঁকে হেফাজত করার বদলে তিনি এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন যে, তন্দ্রাবাঈয়ের এখন আর কোন খবরই তিনি জানেন না বা হেফাজতির জন্যে তন্দ্রাবাঈ এখন চীৎকার করে ফিরলেও, তাঁর কোন উপকারেই তিনি আসবেন না।

রাজবল্লভ বাবুরা তন্দ্রাবাঈকে কোথায় পাঠাতে পারেন ভাবতে ভাবতে, সোহেল বেনের খেয়াল হলো, ফের কলিকাতায় পাঠায়নি তো? মানিকচাঁদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে যায়নি তো তন্দ্রাবাঈ?

সোহেল বেনে কলিকাতার দিকে ছুটলেন। কলিকাতায় এলে তন্দ্রাবাঈ কোথায় এসে উঠতে পারে অনুমান করে, সোহেল বেনে গোবিন্দরাম মিত্রের বাসস্থানে চলে এলেন। তাঁদের সেই বজরাঘাটে এসে তিনি বজরা থেকে নামলেন এবং ঘাট সংলগ্ন বাজারে আতর-সুরমা ফেরি করে বিক্রি করতে

www.amarboi.org

লাগলেন। ফেরি করতে করতে তিনি মিত্র মহাশয়ের বাস ভবনতক্ যাবেন, এই চিন্তা করতেই এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে উল্লাস ভরে বলে উঠলো- আরে আপনি সেই সুরমা, মানে সুরমা-দা নন? সেই যে সেবার দেখেছিলাম? সেই লাঠি, সেই বাকসো, সেই পাগরী?

হক্‌চকিয়ে গিয়ে সোহেল বেনে দেখলেন, কথা বলছে কে একজন চেনা চেনা লোক। একটু চিন্তা করতেই সোহেল বেনের খেয়াল হলো, এটি গোবিন্দরাম মিত্রের সেই বেয়াকুফ ভৃত্য। সেবার এসে সোহেল বেনে এই নির্বোধটিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করে গেছেন। না চাইতেই একে এ সময় হাতের কাছে পেলে সোহেল বেনে একটা মস্তবড় অবলম্বন পেয়ে গেলেন। তিনি হাসিমুখে বললেন-কি বললে? সুরমা-দা না-কি?

ভৃত্যটি বললো– মানে, সুরমাওয়ালা দাদা।

ঃ সুরমাওয়ালা দাদা!

ঃ ফেরি করে আপনি তাহলে এসব কি বিক্রি করছেন? সুরমা-আতর নয়?

ঃ হ্যাঁ, সুরমা-আতর-আগরবাতি–

ঃ ঐ-ঐ। তাহলে ঠিকই ধরেছি। জ্ঞানবুদ্ধি কারো চেয়ে আমার কি কিছু কম?

হুঁ-হুঁ বাবা! এই গোঁসাইপদ একনজর দেখলেই সবার নাড়ীর খবর করতে পারে।

ঃ ও আচ্ছা। তা তোমার নাম গোঁসাইপদ?

ঃ এ্যাঁ? হ্যাঁ, আপাততঃ ঐ গোঁসাইপদই ধরে নিন।

ঃ বেশ, তাই নিলাম। তুমি আমাকে চেনো?

ঃ চিনবোনা মানে? খুব চিনি। সে দিক দিয়ে ধরতে গেলে আপনি তো আমার দাদাই হন।

সোহেল বেনে সবিস্ময়ে বললেন– দাদাই হই!

গোঁসাইপদ প্রত্যয়ের সাথে বললো– দাদা বৈ কি? দিদির সাথে খাতির থাকলে, মানে দিদির বন্ধু দাদাই তো হয়। জ্ঞানবুদ্ধি কি সবই খেয়ে ফেলেছি আমি? তন্দ্রাবাঈ দিদিমনির সাথে আপনার যে খাতির দেখেছি, তাতে নিঃসন্দেহে আপনি আমার দাদা। তন্দ্রাবাঈ যে একদম আমার নিজের দিদির মতো।

সোহেল বেনে চমকে উঠে বললেন– তন্দ্রাবাঈয়ের সাথে আমার খাতির মানে?

www.amarboi.org

ঃ আরে! গতবারেই তো দেখলাম। ঐ ঘাটের পাশে সেবার নিজের চোখে দেখলাম, তন্দ্রাবাঈ দিদিমনির সাথে আপনার সেকি দোস্তী। দিদিমনির কাছে আপনি গেলেন সুরমা বেচতে আর আপনাকে দেখে দিদিমনি একদম আসমানটা হাতে পেয়ে গেলেন। মনে হলো, যেন তাঁর সবচেয়ে আপন লোকটাই পেয়ে গেলেন তিনি।

সোহেল বেনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। বেয়াকুফদেরও যে মাঝে মাঝে গভীর উপলব্ধি ঘটে আর জ্ঞানবানদের চেয়েও অনেক সময় অনেক গভীরে দৃষ্টি তাদের যায়, এই লোকটাকে দিয়েই সোহেল বেনে তা বুঝতে পারলেন। সেই সাথে এটাও বুঝতে পারলেন যে, কারো নাড়ীর খবর করার সাধ্য আদৌ তার থাকুক আর না থাকুক, তন্দ্রাবাঈয়ের সাথে তাঁকে লহমা কয়েক কথা বলতে দেখেই তাঁদের নাড়ীর খবর সে ঠিকই করতে পেরেছে। সোহেল বেনে সহাস্যে বললেন– তুমি তো দেখেছিলে? মানে, তাঁর কাছে সুরমা বেছতে?

ঃ দেখলামই তো। আপনি সুরমা নিয়ে দিদির কাছে গেলেন আর অমনি দিদিমনি খুবই খুশী হলেন, আমি কি তা দেখলাম না? তা ব্যাপার কি দাদা? দিদিমনি আপনাকে চিনলেন কি করে? মানে, খাতির হলো কি করে?

চকিতে একটু চিন্তা করে সোহেল বেনে বললেন– আমার কাছে যে প্রায়ই তিনি আতর-সুরমার কেনেন। আতর-সুরমা খুবই তিনি পছন্দ করেন তো? তাই আতর সুরমা কিনতে কিনতেই খাতির কিছুটা হয়ে গেছে।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে গোঁসাইপদ বললো–হ্যাঁ-হ্যাঁ, আলবত তা হয়ে যাবে। যা একখানা চেহারা আপনি বাগিয়ে ফেলেছেন দাদা, তাতে কিনতে কিনতে কেন, কোন মহিলা এক পুরিয়া কিনতে এলেই হবে তার কাবার। জিন্দেগীতেও আর আপনাকে ভুলতে সে পারবে!

ঃ তাই?

ঃ বিলকুল। আপনার চেহারা কি এই আমার মতো বাদুর-চাটা চেহারা দাদা? আপনারটা একখান দেখার জিনিস।

গোঁসাইপদ হাসতে লাগলো। তার হাসিতে যোগ দিয়ে সোহেল বেনে বললেন– আরে ভাই, কি যে বলো? তোমার চেহারাও কি ফেলনা কিছু? তোমারটাও দেখার মতো।

আনন্দে নেচে উঠে গোঁসাইপদ বললো– সত্যি বলছেন দাদা? আমার চেহারাও দেখার মতো?

www.amarboi.org

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ উমদা চেহারা। নিজের মুখ তুমি নিজে দেখতে পাওনা, তাই। কোনই ঘাটতি নেই।

ক্ষণিক চিন্তা করে গোঁসাইপদ খোশকণ্ঠে বললো– তাই তাহলে হবে। আমার বুদ্ধির ঘাটতির কথা অনেককে বলতে শুনেছি, কিন্তু চেহারার ঘাটতির কথা তো কাউকে বলতে শুনিনি?

ঃ শুনবেনা-শুনবেনা। চেহারা তোমার চমৎকার। তা বলছিলাম কি–

গোঁসাইপদ সাগ্রহে বললো– বলুন দাদা, বলুন। থামলেন কেন? আপনার কথা শুনতে আমার বড়ই ভাল লাগছে। মানে হৃদয় শীতল হয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন পরে একটা ভাল লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। বলুন-বলুন–

ঃ বলছি, সেই তন্দ্রাবাঈ কোথায় এখন-তা কি কিছু জানো?

গোঁসাইপদ সরবে বলে উঠলো– আরে! কিছু কিঞ্চিৎ কি বলছেন দাদা! আমি পুরোটাই জানি। তন্দ্রাদিদিমনি এখন আমাদের বাড়ীতে।

বিপুল বিস্ময়ে সোহেল বেনে বললেন– তোমাদের বাড়ীতে!

ঃ মানে, আমার কর্তাবাবু শ্রী গোবিন্দারাম মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। আমি মিত্র বাবুর চাকর। সেবার ফিরে গিয়ে তন্দ্রাবাঈ দিদিমনি আবার এই কয়দিন আগে এসেছেন।

ঃ নিজেই? মানে একাই কি উনি এসেছেন?

ঃ আজ্ঞে না। এবার আমাদের ষষ্ঠীচরণ বাবু গিয়ে দিদিমনিকে আর দিদিমনির ঐ চাকরানী বাদলী পিসীকে এনেছেন।

সোহেল বেনের অনুমান ঠিক হলো। তন্দ্রাবাঈ এই দিকেই এসেছেন আর এইদিকেই আবার তাঁকে প্রয়োজন পড়েছে এঁদের। ফলতায় গিয়ে ড্রেক সাহেবের সাথে কথা বলে এসেই, গোবিন্দরাম মিত্র তন্দ্রাবাঈকে চেয়ে পাঠালেন। ফলতায় ইংরেজ আর কলিকাতায় মানিকচাঁদের কর্মকাণ্ডের সাথে নবাবের দরবারে অবস্থিত জগৎশেঠ-উমিচাঁদ-রায়দুলর্ভ-রাজবল্লভ বাবুদের আচরণের সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন আর সেজন্যে চাই অনুক্ষণ যোগাযোগ। কলিকাতার খবর মুর্শিদাবাদে আর মুর্শিদাবাদের খবর কলিকাতায় হরদম দেয়া-নেয়ার নিরাপদ মাধ্যম তন্দ্রাবাঈ। তাই ষষ্ঠীচরণকে পাঠিয়ে দিয়ে গোবিন্দরাম মিত্র তন্দ্রাবাঈকে এনে আবার তাঁর মকানেই রেখেছেন।

তন্দ্রাবাঈ এখানে আছেন জেনে সোহেল বেনে আশ্বস্ত হলেন। একটু পরে বললেন– তাহলে তো একটা কাজ করতে হয় ভাই?

www.amarboi.org

গোঁসাইপদ গদ গদ কণ্ঠে বললেন- বলুন দাদা। একটা কেন, আপনার মতো লোকের দশটা কাজ করতেও আমার পরম আনন্দ। বলুন কি করতে হবে?

ঃ তোমার ঐ তন্দ্রা দিদিমনি আমার আতর-সুরমা খুবই পছন্দ করেন। সুরমাটাই বড় বেশী। অথচ অনেকদিন যাবত আমার সাথে তার যোগাযোগ নেই। এক পুরিয়া সুরমা যদি তুমি তাঁকে পৌঁছে দিতে–

ঃ জরুর-জরুর। এ আর এমন কি কঠিন কাজ দাদা? খুবই পারবো। কিন্তু-

গোঁসাইপদ ইতস্ততঃ করতে লাগলো। সোহেল বেনে বললেন কিন্তু কি?

ঃ কথা হলো, আমার কাছে তো এখন পয়সা নেই দাদা?

সোহেল বেনে হেসে উঠে বললেন– পয়সা লাগবেনা-পয়সা লাগবেনা। এতদিন পয়সা নিয়েছি, একদিন না হয় বিনি পয়সাতেই দিলাম। উনার এত পছন্দের আর প্রয়োজনীয় জিনিস।

ঃ বিনি পয়সায় দেবেন?

ঃ তোমাকেও একশিশি আতর আমি বিনি পয়সায় দেবো। তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকেছো, তোমার কাছে কি দাম নিতে পারি আমি? এই নাও, এই একশিশি আতর তুমি তোমার নিজের জন্যে রাখো।

আনন্দে আওয়ারা হয়ে উঠে গোঁসাইপদ আওয়াজ দিলো– দাদা!

আতরের শিশি গোঁসাইপদের হাতে দিয়ে সোহেল বেনে পকেট থেকে এটা চিরকুট বের করলেন। চিরকুটের মাঝখানে লেখা– "কাছেই আছি, কানামাছি"। এর চিরকুটের উপর সুরমা ঢেলে সোহেল বেনে পুরিয়া তৈয়ার করলেন এবং এই সুরমার পুরিয়াটিও গোঁসাইপদের হাতে দিয়ে বললেন– এই পুরিয়া তুমি তোমার তন্দ্রাবাঈ দিদিমনিকে দেবে। কেউ যেন দেখেনা। খুব দামী জিনিস এগুলো। বিনি পয়সায় শুনলে, আরো অনেকে চাইবে। সবাইকে তো বিনি পয়সায় দেয়া সম্ভব নয়?

ঃ কখ্খনো নয়-কখ্খনো নয়। দামী জিনিস বিনি পয়সায় দেবেন কেন?

ঃ তুমি আমার ভাই হলে, তাই তোমাকে দিলাম। এরপরও আরো তোমাকে বিনি পয়সায় দেবো তন্দ্রাবাঈ আমার পুরানো খদ্দের, তাঁকেও বিনি পয়সায় দেবো। সবাইকে দেবো কেন?

ঃ না-না, কখ্খনো দেবেন না।

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, তারা না পেলে তোমাদেরকেও নিতে দেবেনা। তাই খবরদার, কাউকে দেখাবেনা বা কাউকে এ কথা বলবেনা।

www.amarboi.org

ঃ অসম্ভব। কাকপক্ষীতেও জানবেনা দাদা। দিদিমনিকেও খুব গোপনে দেবো।

ঃ হ্যাঁ, তাই দিও। আর তোমার দিদিমনি সুরমা পেয়ে কি বলেন, মানে সুরমা তো নানা রকমের, যে পুরিয়া দিলাম সেটা আবার বদলিয়ে নিতে চান কিনা, এসে তা জানিয়ে যাবে।

ঃ অবশ্যই আসবো দাদা। আপনার সাথে দুটো কথা বলতে পারলেও জান্‌ডা ভিজে যায়। আসবো না মানে? জলদি জলদি আসবো। তা দাদা, আপনি আছেন তো এখানে কয়েকদিন?

ঃ হ্যাঁ, কয়েকদিন বোধ হয় থাকতেই হবে।

ঃ তাহলে আপনি ওদিকে মাঝে মাঝে আসবেন দাদা। মানে মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর দিকে। একদম রাস্তার ধারে বাড়ী। কত রকম ফেরিওয়ালা রাস্তা দিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যায়। আপনি রাস্তা থেকে হাঁক দিলেই আমি ছুটে আসবো। মাঝে মাঝেই তাহলে দেখা হবে আপনার সাথে।

ঃ আমি হাঁক দিলেই তুমি ছুটে আসবে?

ঃ যদি ভুল করে না আসি, আপনি আমাদের বাহির আঙ্গিনায় এসে আমার নাম ধরে ডাক দেবেন। বলবেন –"প্রাণবন্ধু বাড়ী আছো–"

ঃ প্রাণবন্ধু! ওটা আবার কার নাম?

ঃ আমার নাম দাদা। আমার আসল নাম তো প্রানবন্ধু হালদার, এঁরা, মানে আমার এই বর্তমান কর্তাবাবুরা সবাই, আমার গোঁসাইপদ বানিয়েছেন।

ঃ কি রকম?

ঃ ঐ যে দাদা কথায় বলে, "দশচক্রে ভগবান ভূৎ"? সেই ব্যাপার। একে একে সকলেই গোঁসাইপদ বলতে শুরু করলে আর প্রাণবন্ধুর প্রাণ থাকে কতক্ষণ? ওটাও ভূৎ হয়ে গেল।

ঃ তাজ্জব! সকলেই গোঁসাইপদ বলতে শুরু করলেন কেন? কারণটা কি?

ঃ কারণটা হলো, এখানে আসার আগে আমি নিমু গোঁসাই নামের এক গোঁসাই বাবার পদসেবা করতাম। তাঁর দুই পা টিপতাম।

ঃ বলো কি?

ঃ হ্যাঁ দাদা। তাঁর আশ্রমেই থাকতাম। খুব নাম-ডাকের গোসাই। হাজারের উপরে তাঁর চেলা। গোঁসাইবাবার পদতলে থাকতাম শুনে এঁরা আমাকে গোঁসাইপদ বলে ডাকতে শুরু করলেন।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে হেসে বললেন– আচ্ছা! তাহলে সেই পদতল থেকে আবার বেরিয়ে এলে কেন? পদতলে কি আর ঠাঁই সংকুলান হলো না?

ঃ সে অনেক কথা দাদা। নিমু গোঁসাই বাবা ঠাকুরের বিরাট নাম ডাক শুনে আমি গেলাম তাঁর কাছে পরকালে কল্যাণের জন্যে। অর্থাৎ নরক মুক্তির আশায়। কিন্তু ও-বাব্বা। গিয়ে দেখি, নামেই মস্তবড় পুরুত ঠাকুর-দশ গেরামের গোঁসাই বাবা, কামে বাবার মধ্যে পরকালের মূলধন বেশী নেই। তিনি ইহকালের ফায়দা হাসিল করা নিয়েই মহা ব্যস্ত।

ঃ যেমন?

ভক্তি-ভজনে না লগিয়ে বাবা তাঁর চেলাদের জঙ্গীলোক বানাতেই অধিক আগ্রহী।

ঃ সে কি!

ঃ একদিন বাবা আমাকে বললেন, "ওসব ভজন পূজন রাখো। আগে লড়াই শেখো। আগে লড়াই, তারপর ভজন পূজন"। আমি বললাম, "সেকি বাবা! লড়াই শিখে কি করবো?" বাবা বললেন, "সেটা তোমার জানার দরকার নেই। যা করতে বলছি, তাই করো। নইলে আমার আশ্রমে তোমার স্থান নেই"।

ঃ আচ্ছা!

ঃ মাথা আমার ঘুরতে লাগলো। সে কি রে বাবা! লড়াই ফ্যাসাদ কেন? এই সময় আমার এক খাতিরের চেলা এসে আমাকে বললো, "চল, পালিয়ে যাই। এ বাবার মতলব ভাল নয়। ঐ যে ইংরেজ স্কট সাহেব, ঐ স্কট সাহেবের সাথে বাবার খুব দোস্তী, তা তো দেখছো? স্কট সাহেবেরা এই দেশটা নেয়ার জন্যে ফন্দি আঁটছে। গোঁসাই বাবা এক হাজার জঙ্গী লোক দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করবে–এই ওয়াদা স্কট সাহেবকে দিয়েছে। ইংরেজদের পক্ষ হয়ে এই দেশের নবাবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। ভজন পূজন কিছু এখানে হবে না। সোহেল বেনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চকিতে তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এই অমুসলমান গোষ্ঠীটা–মুনি- ঋষি- সাধু- সন্যাসী, সম্ভ্রান্ত- ভদ্র, বিত্তবান- পদস্থ- যে যেখানে আছেন, সকলেরই ধ্যান ধারণা ঐ এক ও অকৃত্রিম যেভাবেই হোক, এই মুসলমান শাসনটা উৎখাত করা চাই–ই। সোহেল বেনে বুঝলেন, সমঝোতার আর কোন আশা নেই, একটা এস্পার ওস্পার হওয়াই এখন এর নির্ধারিত পরিণতি। চকিতে

www.amarboi.org

একটু চিন্তা করেই সোহেল বেনে নড়ে চড়ে বললেন–তারপর? তারপর তুমি কি করলে?

ঃ আর কি আমি থাকি ওখানে? ঐ সব লড়াই ফ্যাসাদে আমার কি গরজ? ঐ রাতেই পালিয়ে গেলাম।

ঃ একাই পালালে? না অন্যরাও সাথে এলো?

ঃ আমরা ঐ দুইজনই পালালাম। অন্যেরা সবাই বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে রয়ে গেল। ঐ ভন্ড বাবার মধ্যে কি যে ওরা দেখলো!

গোঁসাইপদ মুখটা একটু বিকৃত করলো। সোহেল বেনে বললেন–বিচিত্র কথা তো! তা কবে তুমি পালালে?

ঃ ঐ আগের নবাবের আমলে। ক'বছর আর হবে? তিন চার বছর হবে বোধ হয়। সেই থেকে এই মিত্রবাবুর বাড়ীতেই আছি।

ঃ তাই? তোমার এ কর্তাকে কেমন মনে হচ্ছে?

ঃ কে? এই মিত্রবাবু? মন্দ নয়–মন্দ নয়। ইংরেজদের সাথে আমার এ কর্তারও খুব খাতির। দুইবেলা ওঠাবসা। তবু ঐ নিমু গোঁসাইয়ের মতো নয়। লড়াই শিখে আমাকে ইংরেজদের পক্ষে লড়তে হবে, এ কথা এই কর্তার মুখে কখনোও শুনিনি।

ঃ ও আচ্ছা।

প্রাণবন্ধু ওরফে গোঁসাইপদ চঞ্চল হয়ে উঠে বললো–এহ্ হে রে দাদা! আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল। আমি চলি–

ঃ আচ্ছা এসো। পুরিয়াটা তোমার দিদিমণিকে সাবধানে দেবে আর তাঁর কোন কথা থাকলে, পরে এসে জানিয়ে যাবে।

আজ্ঞে-আজ্ঞে! তা আর বলতে? আদাব

ঃ আদাব।

সাঁঝের আগেই গোঁসাইপদ আবার বাজারে এসে সোহেল বেনের খোঁজ করলো এবং তাঁকে খুঁজে বের করে বললো–না দাদা, হলো না। এ পুরিয়া বদলিয়ে দিতে হবে।

সোহেল বেনে স্মিতহাস্যে বললেন–বদলিয়ে দিতে হবে?

গোঁসাই পদ বললো–আজ্ঞে হ্যাঁ। দিদি মনি আপনার পুরিয়া পেয়ে খুবই খুশী হলেন। পুরিয়াটা নিয়ে তখনই তিনি ঘরের ভেতরে গেলেন কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, "না–না, এটা নয়। এ সুরমা আর আমি ব্যবহার করিনে। এ পুরিয়া ফেরত দিয়ে অন্যটা আনো"।

www.amarboi.org

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ সেই অন্যটা কোনটা, সেইটে দিন।

ঃ আচ্ছা দিচ্ছি, একটু দাঁড়াও–

ফের পুরিয়াটা হাতে নিয়েই সোহেল বুঝতে পারলেন, পুরিয়ার এ কাগজ তাঁর সেই চিরকুট নয়। ভিন্ন কাগজ। পুরিয়া খুলে তিনি সুরমাগুলো একটা শিশির মধ্যে ঢেলে নিলেন এবং সেই ফাঁকে চকিতে ঐ কাগজটার ভেতর পৃষ্ঠে নজর দিলেন। সুরমা লেগে কিছুটা মলিন হয়ে গেলেও তিনি দেখলেন সেখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে একছত্র লেখা-"দুপুর বেলা দিঘীর ঘাটে, একা একাই প্রহর কাটে"।

এর অর্থ সোহেল বেনে বুঝতে পারলেন। বাকসো থেকে অন্য একটি পুরিয়া বের করতে করতে তিনি গোসাইপদকে জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা, তোমরা স্ত্রী পুরুষ কি সবাই নদীতে গোছল করো, না কাছে কোন দিঘী–টিঘী আছে? প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও গোঁসাইপদ এর কারণ জিজ্ঞাসা না করেই সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলো–কেন থাকবে না দাদা? বিশাল দিঘী। আমার কর্তাবাবুর বাড়ীর অল্প একটু দক্ষিণেই বিশাল এক দিঘী আছে। মেয়ে ছেলেরা সকলেই ওখানে স্নান করে। পুরুষেরা আমরা সবাই নদীতে যাই।

ঃ ও, কোন পুরুষের তাহলে যাওয়া ওদিকে নিষেধ?

ঃ তা হবে কেন? দিঘীর এক ধার দিয়ে, মানে পাড়ের তলদিয়েই বাজারে আসার পথ। ঐ পথে হরদম লোক যাতায়াত করে। কেউ কেউ দিঘীর পাড়ে উঠেও ছায়ার নীচে ঘোরাফেরা করে, আরাম বিরাম নেয়, শুয়ে বসে থাকে। কোন নিষেধ নেই।

ঃ ও আচ্ছা। এই নাও, এই পুরিয়া নিয়ে গিয়ে তাঁকে আবার দাওগে। অন্য একটা পুরিয়া গোঁসাইপদের হাতে দিলে সে আবার তখনই গৃহের পথ ধরলে।

কাঠফাটা দুপুর। গতির মাঝে যতি। শ্রমের মাঝে বিরামের ক্ষণিক আনযাম। পরিশ্রান্ত পথিকের গতি এখন ধীর। পথে তাদের আনাগোনা পাতলা হয়ে গেছে। শ্লথ হয়ে এসেছে সকল কাজের তৎপরতা। ঝিমিয়ে গেছে ক্রেতা বিক্রেতার বেচাকেনা, হেলের হালচাষ, জেলের জাল টানা। মাঝির কিস্তিটাও কিনারে খানিক ভিড়েছে। গাড়োয়ানের গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেছে গাছের নীচে। শ্রমিকেরা একপাশে জটলা করে বসে হৃত শক্তি

www.amarboi.org

পুনরুদ্ধার করছে। অন্যকথায়, খানাপিনার সাথে তারা আরাম আয়েশের বিলাস করছে ক্ষণকাল। মুকিম তাঁর মকানে আর মুসাফির গাছের তলে আলস্যে ও অবসাদে গা এলিয়ে দিয়েছে। দিবা নিদ্রার প্রয়াস পাচ্ছে প্রতিকূল প্রহরে।

দুপুরের আহারের পার গোবিন্দরাম মিত্রসহ তাঁর গৃহের অনেকেই দিবানিদ্রার আয়োজন করে নিয়েছেন। ঘুম যাদের চোখে নেই, তারাও বাড়ীর বাহির হয়নি। চালের তলেই হেথা হোথা আসর জমিয়ে নিয়েছে। বর্ষীয়সী মহিলারা পানের বাটার পাশে বসে পরচর্চার সাথে কলিকালের রীতি বিন্যাস করছেন।

এই ফাঁকে বেরিয়ে এলেন তন্দ্রাবাঈ। জল ভরার ছল করে কলসী কাঁকে তন্দ্রাবাঈ দিঘীরঘাটে এলেন এবং ঘাটে নামার বদলে সন্ধানী নজর দিয়ে ঘাটের চার পাড় নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

তীর তাঁর নিশানা ভেদ করেছে। অর্থাৎ সুরমার পুরিয়ায় তাঁর লেখাটা কার্যকর হয়েছে। সোহেল বেনে এসেছেন এবং অনেক আগেই এসেছেন। রাস্তা থেকে পাড়ে উঠে এসে তিনি ঘাটের খানিকটা নিকটে একটা গাছের নীচে বসেছিলেন। তন্দ্রাবাঈকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তন্দ্রাবাঈও তৎক্ষণাৎ তাকে দেখতে পেলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের মুখ মন্ডল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। তিনি হাত ইশারায় সোহেল বেনেকে কাছে ডাকলেন। সোহেল বেনে কাছে এলে তন্দ্রবাঈ সেখানেই ছায়ার নীচে বসতে গেলেন। একেবারেই খোলামেলা জায়গা দেখে সোহেল বেনে ইতস্ততঃ করতে লাগলে তন্দ্রাবাঈ স্মিতহাস্যে বললেন–এত কায়দা করে যোগাযোগ করার পর এখন পাশে বসতে ভয়?

সোহেল বেনে ঢোকটিপে বললেন–এতটা খোলামেলা জায়গায়–

ঃ খোলা মেলা জায়গাই ভাল। এ সময় এ বাড়ীর কেউ এদিকে আসে না। এলেও, খোলামেলায় বসে কথা বলতে দেখলে কেউ ভ্রুক্ষেপই করবে না। আড়ালে গিয়ে বসলেই বরং সন্দেহ করবে অনেকে।

তন্দ্রাবাঈ যোগদিয়ে বললেন– তাছাড়া, রাস্তার ফেরিওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আতর–সুরমা কিনলে, কার কি বলার আছে?

মুখোমুখী বসে তন্দ্রাবাঈ হাসতে লাগলেন। সোহেল বেনে ম্লানকণ্ঠে বললেন– সেই আতর বিক্রি করার মওকা তৈয়ার করতে যে কত পেরেশান

www.amarboi.org

হতে হলো আমাকে! হঠাৎ করে উধাও। খোঁজ-খোঁজ! আর কার পাত্তা কে পায়?

ঃ হবে না? হাতের কাছে না পেলে বলে আসবো কাকে? যখন বুঝতে পালাম এই দিকেই আসতে হচ্ছে, তখন সময়ও হাতে নেই, বলে আসবো এমন লোকও কাছে নেই। সেই যে যুদ্ধের পেছনে ছুটলেন, আর ফিরে এলেন না।

সোহেল বেনে অনুতাপ করে বললেন-আমার যে সেটা ভুল হয়েছে, তা পরে বুঝতে পারলাম। মুর্শিদাবাদে থাকলে কি আর আপনার বলে আসার অপেক্ষা ছিল? উস্তাদজীর মকান থেকে আপনি বলে আসার সময়ই আপনার পিছু নিতাম আমি। তা যাক সে কথা কোন অসুবিধা হয়নিতো- মানে কোন বিপদ মুসবিত।

ঃ না,আগের বারের মতো এবারও বাদলীপিসী নামের ঐ ঝিটাই সাথে এসেছে। পথে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে ভয়ও ফুরোয়নি।

ঃ কি, রকম?

ঃ মুসিবত না ঘটলেও ঘটতে কতক্ষণ? আপনি আশে পাশেই আছেন জানলে, সে সাহস আলাদা।

সোহেল বেনে ঈষৎ হেসে বললেন-সেই জন্যেই তো দৌড়াদৌড়ি করে আমাকে আপনার আশেপাশেই থাকার জন্যে আসতে হলো।

ঃ আমি আবার এখানেই এসেছি, তা কি করে জানলেন?

ঃ অনুমান করেছি। মতলব বাজদের প্রধান রঙ্গমঞ্চ তো এখন এইদিকেই।

ঃ সত্যিই আপনার বুদ্ধির তুলনা হয় না। কবে এসেছেন এখানে?

সোহেল বেনে বললেন-গতকাল দুপুরের দিকে।

ঃ ওমা-সেকি! এত কম সময়ের মধ্যেই গোঁসাইপদটাকে এতখানি বশ করে ফেলেছেন?

সোহেল বেনে পুনরায় হেসে বললেন-আমি বশ করবো কি? তার দিদিমনির আপনজন জেনে সে তো আগে থেকে বশ হয়ে আছে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমাকে দাদা বানিয়ে রেখেছে।

ঃ বলেন কি!

ঃ দুলাহ্ ভাই যে বলে ফেলেনি, এই তো ঢের।

ঃ দুলাহ্ ভাই!

www.amarboi.org

ঃ হিসাব তার নিখুঁত । গতবার আপনার সাথে আমাকে কথা বলতে দেখেই সে বুঝে নিয়েছে, আমি আপনার সবচেয়ে আপনজন দিদির সাথে কারো পিরীত বা খাতির থাকলেই সে নাকি গোঁসাইপদের দাদা হয়। সে হিসেবে সবচেয়ে যে আপনজন সেতো দুলাহ্ ভাই-ই হয়।

সোহেল বেনে হাসতে লাগলেন। বাঁকা চোখে চেয়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন-দুলাহ্ ভাই-ই হয়?

ঃ সেরেফ গোঁসাইপদর কথা কেন? রক্তের সম্পর্ক ছাড়া দিদির সবচেয়ে আপনজনকে তো দুলাহ্ ভাই-ই বলে সবাই। আফসোসের ভান করে তন্দ্রবাঈ বললেন-আহা! তাহলে তো বড়ই বাঁচা বেঁচে গেছেন আপনি।

ঃ কি রকম?

ঃ গোঁসাইপদ 'দাদা' বলেই থেমেছে, ভাগ্যিস 'দুলাহ ভাই' বলে ফেলেনি। তাহলে না জানি কি সর্বনাশ টাই হয়ে যেতো আপনার।

ঃ সর্বনাশ!

ঃ আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

ঃ বটে!

ঃ ভয় নেই-ভয় নেই। ওটা বলার মওকা গোঁসাইপদ কোন দিনই পাবে না। অত পূণ্যি তার দিদির ঝোলায় নেই।

ঃ সোহেল বেনে ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-না থাকাই ভাল। তা থাকলে গোঁসাইপদর দিদিমণি আর পাঁচটা দিদিমনির মতো ঘরকন্যা করা একটা আঠপৌরে আউরাত বনে যেতেন, অনন্যা বা অদ্বিতীয়া মহিলা কিছু থাকতেন না।

ঃ আটপৌরে আউরাত মানে?

ঃ ঘরকন্যা করার অধিক বড় কোন চিন্তাভাবনা মাথায় তাঁর আসতোনা বা তাঁর কাছে দেশ ও দুনিয়ার কিছু আশা করারও থাকতো না।

ঃ হুঁঃ গোসাইপদর দাদার বুঝ বলতে তো ঐ একটাই-যে রাঁধে, চুলসে বাঁধেনা।

সোহেল বেনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন-তার মানে! গোসাইপদর দিদিমনির মনোবল কি তাহলে ইতিমধ্যেই কিছুটা ঢিলে হয়ে গেছে নাকি? ঘরকন্যার প্রতি টান টা তাঁর কেমন যেন একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে?

www.amarboi.org

ঃ গোসাইপদর দাদার মন যদি এতটাই সন্দেহপ্রবণ হয়ে থাকে তাহলে তা তিনি ভাবতে পারেন। কিন্তু গোসাইপদর দিদির মন তার লক্ষ্য থেকে এক বিন্দুও টলে নি।

ঃ সাব্বাস! গোঁসাইপদর দাদা এখন এই টুকুই শুনতে চায়। অন্য কথা শোনার সময় এখনও তার অনেক দূরে।

ঃ তবু গোঁসাইপদরা যদি তাদের খেয়ালখুশী মতো দাদা বা দুলাহ্ ভাই কিছু বলেই বসে, তাহলে গোঁসাইপদর দিদির এখানে কসুরটা কি?

ঃ না-না, তাহলে কোন কসুর নেই। বরং তার দিদির কসরতটা সেক্ষেত্রে তারিফ পাওয়ারই যোগ্য।

ঃ কসরত।

ঃ নেহায়েতই কম কসরতে কেউ কারো এত বেশী দিদি হতে পারে না। একদম মায়ের পেটের বোনের মতো। গোসাইপদর দিদি হতে বেশ ভাল কসরতই লেগেছে।

ঃ জ্বিনা। কসরতের প্রশ্নই কিছু উঠে না। এদুনিয়ায় কিছু কিছু গোঁসাইপদ এখনও আছে, যারা একটু সদাচরণ আর স্নেহ মমতা পেলেই একান্তভাবে আপন হয়ে যায়, কসরত করে তাদের আপন বানাতে হয় না।

সোহেল বেনে স্মিতহাস্যে বললেন-বিশেষ করে যাদের হুঁশবুদ্ধি খুবই কম।

ঃ সেই জন্যেই তো সৎ । হুঁশবুদ্ধি বেশী হলেইতো কুমতলবে মাথা মগজ ভর্তি হয়ে যেতো।

ঃ শয়তান ঘাড়ে না চাপলে, তা কখনো হয় না। ঈমানদার হতে গেলেও জিয়াদা হুঁশ বুদ্ধিই লাগে।

এই সময় রাস্তায় কে একজন গর্জন করে উঠলো। উভয়েই চমকে উঠে সেই দিকে তাকালেন। দেখলেন, পথচারীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করছে আর পথ বেয়ে যাচ্ছে। উভয়েই সহাস্যে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তন্দ্রাবাঈ হেসে বললেন-তস্করের কাছে আরশুলাও কোতোয়াল।

সোহেল বেনেও অল্প একটু শব্দ করে হাসলেন। এরপর বললেন-আচ্ছা হেঁয়ালী এখন থাক। আপনি আমার কথাটা তাহলে ঠিকই বুঝেছিলেন?

ঃ ঐ যে, "কাছেই আছি, কানামাছি"?

ঃ কেন বুঝবোনা? কাছে এলেও আমাকে তো দেখতে আপনি পাননি। চোখ বেঁধে কানামাছি খেলারমতো কাছে থেকেও দূরে থাকা।

ঃ মারহাবা-মারহাবা!

www.amarboi.org

ঃ তাই তো ঠিকানাটা বলে দিলাম।

ঃ মানে ঐ–"দুপুর বেলা দিঘীর ঘাটে, একা একাই প্রহর কাটে"?

ঃ সে তো বটেই। নইলে আপনি কি আসতেন এখানে কখনোও?

ঃ তবু আমার বুদ্ধির তারিফটা তো করলেন না? আপনার এমন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমি ঠিক ধরে ফেললাম–

ঃ বটে! কোন ইঙ্গিত আভাস না থাকাতেও যিনি এসে আমাকে এই দূর এলাকায় খুঁজে বের করেন, তাঁর আবার এর জন্যে পৃথক করে তারিফ করবো কি?

ঃ হুঁউ। তা এদিকে আপনি এলেন কেন? কোন খত নিয়ে কি? মানে গোপন কোন চিঠিপত্তর?

ঃ না, কোন চিঠিপত্তর নয়। যা বলার তা এবার খোলাখুলি বলে দিয়েছেন মুখে মুখেই। আমি এসেছি, আমাকে এখানে থাকতে হবে, উভয় দিকে যোগযোগ রাখতে হবে, মূলতঃ এই জন্যেই।

ঃ আচ্ছা। তা মুখেই কি বলে দিয়েছেন?

ঃ বলে দিয়েছেন, ইংরেজদের যাতে করে কোন রকম তকলিপ না হয়, সেদিকে মানিক চাঁদ বাবুকে সদাসর্বদাই নজর রাখতে হবে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ফলতায় ইংরেজেরা যাতে করে খাদ্যসহ কোন রকম সরবরাহের অসুবিধায় না পড়ে সে ব্যবস্থা মানিকচাঁদকে কায়দা করে করতে হবে।

ঃ এই খবর দিতেই আপনি এসেছেন?

ঃ না–না। ঐ যে বললাম, আমাকে থাকতে হবে এখানে। আমাকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে।

ঃ উদ্দেশ্য?

ঃ সনাতন। যোগাযোগ, মানে ঐ বার্তাবাহকের কাজ। কোন্‌দিকের কোন্ খবর কোথায় পৌঁছাতে হয়, এই কাজ করার জন্যেই আমাকে এনে রাখা হয়েছে এখানে।

ঃ নয়া খবর হাতে কিছু আছে কি?

ঃ সবই নয়া, সবই পুরাণ। মানিক চাঁদ বাবুকে এই কলিকতাতার প্রশাসক করে রেখে যাওয়াটা কলিকাতা ফের ইংরেজদেরকেই ফেরত দিয়ে যাওয়ার সামিল হয়েছে।

ঃ কি রকম?

www.amarboi.org

ঃ এখানে এসেছেন যখন, চোখ কান খোলা রেখে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে দেখুন, বুঝতে পারবেন। মানিক চাঁদ বাবুকেও মাঝে মাঝে এই মকানেই পাবেন। মোখতাছার কথা, কলিকাতা আবার ইংরেজদের হাতে যেতে মোটেই আর দেরী নেই। বাধা দেয়ার প্রশ্ন যেখানে কিছুই নেই, সেখানে আর সংশয় কি?

ঃ সেকি! তবে যে শুনলাম, নবাবের সাথে তারা এখন সমঝোতা করতে আগ্রহী।

ঃ সবই বাহ্যিক। শক্তি সঞ্চয়ের সময় চাই, তাই ঐ বাহানা। তা ছাড়া, যা কিছু আগ্রহ তাদের ছিল, ঐ শ্রীবাবু না শিব বাবু, তিনি আবার তাও পানসে করে দিয়ে এলেন। তিনি ইংরেজদের বলেছেন, ওসব সমঝোতায় যাবেন না। এতবড় মার দেয়ার পর, মানে আপনাদের এই নিদারুণ পরাজয়ের পর, নবাব আর কোন পাত্তাই আপনাদের দেবে না। মাঝখান থেকে আর একবার ধোলাই খাবেন আপনারা। তার চেয়ে বরং কোমরটা শক্ত করুন। এমুলুকে টিকে থাকতে হলে মাদ্রাজ থেকে আরো বেশী শক্তি আনুন আর শক্ত ঠেলা মারুন। নবাবের একহাত তো আপনাদেরই হাত। অপর হাতটা ভেঙ্গে দেয়া এ অবস্থায় এমন আর কি কঠিন কাজ? ওটাও ভেঙ্গে দিন, ব্যস। সব ঠান্ডা।

ঃ বলেন কি। এতটা আপনি জানলেন কি করে?

ঃ ঐ শিব বাবুর মুখেই আমি শুনলাম। তিনি এখানে এসে মিত্র মহাশয়ের সাথে বেলাভর বসে বসে এই গল্প করে গেলেন। ইংরেজদের তিনি কি যুক্তি দিয়ে এসেছেন, তা গর্বভরে বর্ণনা করে শোনালেন।

ঃ শিব বাবু ! কোন শিব বাবু?

ঃ হুগলীর শিব বাবু। খাজা ওয়াজিদ সাহেবের কর্মচারী, মানে তাঁর ব্যবসায়ের প্রধান সহকারী।

সোহেল বেনে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন–আপনি ভুল শুনেননি তো? খাজা ওয়াজিদ সাহেবের শিব বাবু হবেন কেন? ইনি বোধহয় অন্যকোন শিব বাবু।

তন্দ্রাবাঈ ক্ষুন্নকণ্ঠে বললেন– আমাকে কি এতটাই নাদান আউরাত মনে করেন আপনি যে, নিশ্চিতভাবে না জেনে আন্দাজের উপর আপনাকে একটা ভুল খবর দেবো? হুগলীর ঐ খাজা ওয়াজিদ সাহেবেরই লোক উনি। তাঁরই কর্মচারী ও প্রধান সহকারী। মানে, উনার ডান হাত।

www.amarboi.org

ঃ তাজ্জব। খাজা ওয়াজেদ সাহেব নবাবের একজন পরম হিতাকাঙ্খী। মান তো দিয়েছেনই, নবাবের জন্যে তিনি জান দিতেও তৈয়ার। এটা কি আপনি জানেন?

ঃ কেন জানবোনা? তাকে অপমান করার জন্যেইতো নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে এই অভিযানে বেরুলেন।

ঃ তাহলে? তাঁর লোক ঐ শিব বাবু? মানে খাজা ওয়াজিদের লোক হয়ে–

ঃ তাতে কি হয়েছে! উনি স্বার্থের টানে খাজা ওয়াজেদের পেছনে আছেন, দীলের টানে আছেন কি? স্বার্থের কমতি ঘটলেই উনি সরে পড়বেন। তাঁর কাছে খাজা ওয়াজেদ বড় না স্বজাতির স্বার্থ বড়? তার স্বজাতি–স্বজনেরা যেদিকে, উনিও সেই দিকেই থাকবেন–এতে তাজ্জব হবার কি আছে?

সোহেল বেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো নিমু গোসাইয়ের কথা। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকার পর তিনি আক্ষেপ করে বললেন–কি আশ্চার্য! এযে দেখছি সব শেয়ালের এক 'রা' ! এদের কাউকেই কি বিশ্বাস করা যাবে না?

ঃ কাউকেই মানে?

গোঁসাইপদর বাবা ঠাকুর নিমু গোসাইয়ের কাহিনী বর্ণনা করার পর সোহেল বেনে বললেন– এদের যে যেখানে আছে–শিববাবু, নিমু গোঁসাই, গোবিন্দরামমিত্র, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক–মানে প্রশাসনের বাইরেও কিঞ্চিৎ গুরুত্বপূর্ণ লোক যাকে যেখানে পেলাম, সবারই এই একই রকম হীন মানসিকতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। চোখের সামনে ভক্তিতে লুটোপুটি খাওয়া আর চোখের আড়াল হলেই অমনি ছুরিতে শান দেয়া। এদের সবারই চরিত্র দেখছি এই একই রকম কুৎসিত।

তন্দ্রাবাঈ মৃদু আপত্তি করে বলেন–না, সবার বললে অবশ্য কিছুটা অবিচার করা হবে। অন্ততঃ আমাদের গোঁসাইপদ বিহারীলাল বাবু–

কথার মাঝেই সোহেল বেনে বললেন– আরে তাদের মতো আরো অনেক অমুসলমান সৎলোক হলেও, তাদের তো করার কিছু নেই। করার মতো কিছু শক্তি যে শতকরা পাঁচজনের হাতে আছে, সেই পাঁচজনের একজনের দীলেও তো 'বদবু' ছাড়া 'খোশবু' কিছু পেলাম না।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠীচরণ ও অপর একজনের গলা শোনা গেল। তাঁরা ঘাটের দিকে আসছিলেন। তা দেখে উভয়েই সতর্ক হয়ে গেলেন। তন্দ্রাবাঈ বললেন জরুরী কথা তো আর নেই তেমন। আজ উঠাই ভাল।

www.amarboi.org

ঃ জ্বি।

ঃ যোগাযোগের জন্যে গোসাইপদ তো রইলোই। অনর্থক কারো কৌতুহল পয়দা করা ঠিক নয়।

ঃ জ্বি–জ্বি।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তন্দ্রাবাঈ ঘাটে আর সোহেল বেনে রাস্তায় নেমে এলেন।

ষোল

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ইংরেজদের দুরভিসন্ধির অবমূল্যায়ন করলেন। যদিও তিনি জানেন যে, ইংরেজদের চরম লক্ষ্য সেরেফ বাণিজ্য করাই নয়, এদেশের মালিক হওয়ার আকাঙ্খাই এখন দীলে তাদের জোরদার, তবু কলিকাতা বিজয়ের পর তাঁর চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এলো। তিনি ভাবলেন, শোচনীয় পরাজয়ের কারণে আর কলিকাতা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ফলে, ইংরেজদের মানসিকতার নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, এ দেশ থেকে তারা এখন নিশ্চিতভাবে উৎখাত হওয়ার পথে। এতেকরে এ দেশের মালিক হওয়ার খোয়াব তাদের ছুটে গেছে। আমের সাথে ছালাটাও যাওয়ার মতো এত মুনাফার বাণিজ্যটাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, নিশ্চয়ই তারা এখন খুবই অনুতপ্ত হয়েছে। বাণিজ্য করার কিছুটা মওকা দিলেই তারা বর্তে যাবে এবং অন্যান্য বণিকদের মতো অনুগত থেকে এদেশে বাণিজ্য করে ধন্য হবে।

নবাবের এই চিন্তাভাবনা অমূলক ছিল না। তাঁর কর্মচারীরা বিশ্বস্ত হলে আর বেঈমানীর বহরটা খাটো থাকলে প্রকৃত অবস্থা এইটেই। এই ধারণার বশেই নবাব তাঁর উদারতা ইংরেজদের সামনে প্রসারিত করে দিলেন। কলিকাতা বিজয়ের পর রাজধানীতে ফিরে এসেই। তিনি মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্টজর্জের গভর্ণর জর্জ পিগোটকে পত্র লিখে জানালেন, "আমার ইচ্ছে এই নয় যে, আপনার কোম্পানীর বাণিজ্য এ মুলুক থেকে বিলুপ্ত হোক। ন্যায় সঙ্গত শর্তে তা বললে, আমার নারাজ থাকার কারণ নেই। কিন্তু আপনার গোমস্তা (কর্মচারী) রোজার ড্রেক একটা বদমায়েশ। ভয়ানক দুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। নবাবের রাজস্ব চুরি করে নিয়ে যাওয়া চোরকে সে তার কুঠিতে আশ্রয় দিয়েছে আর ফেরত চাইলে দাম্ভিকতা দেখিয়েছে। তদুপরি, নবাবের লোকের সাথে বরদাস্তের অতীত সে দুর্ব্যবহার করেছে। এ দেশে যে ব্যক্তি

www.amarboi.org

সওদাগরী কাজ কর্মে এসেছে, সে কেন নির্লজ্জভাবে এসব কাজে লিপ্ত হবে? সে যা-ই হোক, তার সাজাও সে পেয়েছে। ঐ নির্লজ্জটাকে আমি আমার মুলুক থেকে দুর করে দিয়েছি। ওর স্থান আর আমার মুলুকে নেই। ওয়াটস সাহেব একজন অসহায় গরীব ও নিপরাধ লোক। তাকে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনাদের কোম্পানীতে কর্মরত লোকদের মধ্যে আপনি একজন দামী লোক এই বিবেচনায়, ড্রেকের নির্লজ্জ আচরণের কথা আপনাকে অবহিত করলাম। এ প্রেক্ষিতে আপনি আপনার করণীয় করবেন"।

মোট কথা, ড্রেকের বদলে অন্য একজন সৎ লোককে এ মুলুকে কোম্পানীর নেতৃত্বে পাঠালে, সংগত শর্তে নবাব তাদের বাণিজ্য করতে দেবেন, পিগোটকে এই আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ইংরেজদের বুঝতে তিনি ভুল করলেন। পিগোটের তরফ থেকে এ পত্রের সরাসরি কোন জবাবই এলো না। আসার কথাও নয়। পিগোটদের মাথায় আর নবাবের অনুগ্রহ গ্রহণের কোন চিন্তাভাবনা ছিল না। কলিকাতার ঐ পরাজয়ের কি করে প্রতিশোধ নেয়া যায় আর কিভাবে নবাবকে গদীচ্যুত করা যায়-এই চিন্তাতেই তখন তাদের সকলের মগজ তপ্ত। নবাবের চিন্তাভাবনা ইংরেজদের বেকায়দা হালত নিয়ে কিন্তু নবাবের কর্মচারীদের বদৌলতে বেকায়দার বালাইও ইংরেজদের তখন ছিল না। ফলতায় আসার পর থেকেই রোজার ড্রেক আর তার সঙ্গী-সাথীরা এই মতলবই আঁটছিলো। শক্তিদ্বারা কি করে আবার নিজেদের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই চিন্তাই একমাত্র চিন্তা তাদের এখন। কিন্তু সবই সময়-সুযোগের ব্যাপার। মাদ্রাজ থেকে যে সামরিক শক্তি এলো, তা পর্যাপ্ত নয়। সেখান থেকে পর্যাপ্ত সৈন্য সাহায্য পাওয়াটা সময়ের উপর নির্ভরশীল। সুযোগও হওয়া চাই মাদ্রাজ কাউন্সিলের।

ফলে ভাওতাবাজীর আশ্রয় নিয়ে রোজার ড্রেকেরা সময়ক্ষেপণ করতে লাগলো। অর্থাৎ কুচক্রী দরবারীদের মাধ্যমে নবাবের কাছে শান্তি পূর্ণ সমঝোতায় আসার প্রস্তাব উপস্থাপন করে, ফলতায় ইংরেজেরা কাল হরণ করতে লাগলো। নবাবের মানসিকতাও এই দিকেই ছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে দেশে তিনি নিরুপদ্রব ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে চালু রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই খলের চাতুরীকে আন্তরিক মনে করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ খুশী হলেন। ওয়াটসের মতো অপর কয়জন ইংরেজ

www.amarboi.org

বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তিনি বেরাদরী হালে ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন।

একদিকে ষড়যন্ত্রকারী সভাসদেরা নবাবের কাছে সমঝোতার কথা বলতে লাগলেন, অন্যদিকে ইংরেজদের আক্রমনাত্মক প্রস্তুতির পথে সর্বোতভাবে সহায়তা দান করতে লাগলেন। মানিক চাঁদ একদিকে নবাবকে জানাতে লাগলেন, ইংরেজদের তামাম সরবরাহ তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তারা এখন চরম বেকায়দায় আছে, অন্যদিকে কোন সরবরাহই বন্ধ না করে উল্টা, স্বাভাবিক সরবরাহের সাথে যাতে করে আরো অতিরিক্ত সরবরাহ ফলতায় ইংরেজদের কাছে পৌঁছে, গোপনে তিনি সে ব্যবস্থা করতে লাগলেন। একদিকে ইংরেজের উঠে পড়ে রণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো এবং মানিক চাঁদ তাদের সর্ববিধ সুযোগ–সুবিধে দিতে লাগলেন, অন্যদিকে মানিক চাঁদ নবাবকে জানাতে লাগলেন, ইংরেজেরা একদম খামুশ হয়ে গেছে, চিরকাল তারা নবাবের অনুগত হয়ে থাকতে সর্বান্তঃ করণে আগ্রহী। এর সাথে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের বেশ কিছু যোগানদার অন্তঃসলিলা নদীর মতো অদৃশ্য পথে এসে ইংরেজদের পেছনে মদদ যোগাতে লাগলো। শিববাবু– গোবিন্দরাম– রাধাকৃষ্ণ মল্লিকেরা ঘর সংসার গৌণ করে এই কাজেই ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। মুর্শিদাবাদ, কাশিম বাজার ও কলিকাতাসহ বিশিষ্ট নগর বন্দরে ইংরেজ আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে যোগসূত্র বৈদ্যুতিক তারের মতো সক্রীয় হয়ে রইলো।

রোজার ড্রেকের অনুরোধে মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্ণর জর্জ পিগোট দুইশত সৈন্যসহ মেজর কীলপ্যাট্রিক নামক এক সামরিক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলো। কীলপ্যাট্রিক যখন এলো তখন ইংরেজেরা কলিকাতা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ফলতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে। কীল প্যাট্রিকও এসে দেখলো, কলিকাতা পুনরুদ্ধার করতে হলে আরো অনেক শক্তির প্রয়োজন। সেও এসে মাদ্রাজ কাউন্সিলকে অধিক সৈন্য পাঠানোর জন্যে অনুরোধপত্র প্রেরণ করলো। অতঃপর কোন রকম বিদ্রোহী আচরণ না করে ড্রেকের অনুকরণে সেও নবাবের সাথে শান্তি স্থাপনের অভিনয় করতে লাগলো। অভিনয়ের মাধ্যমে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

www.amarboi.org

সৈন্য পাঠানোর জন্যে মাদ্রাজ কাউন্সিলকে পত্র লেখার পর কীলপ্যাট্রিক একইহাতে পত্র লিখে বাংলার নবাবকে তাদের সদাচরণের ওয়াদা প্রদান করলো এবং নবাবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করলো। সেরেফ বেঈমানীই বেধড়ক নয়, কীল প্যাট্রিকের কুটবুদ্ধিও চোখা। সু-চিন্তিত ও লাগসই। কীলপ্যাট্রিক এবার মানিক চাঁদ জগৎশেঠ এবং নবাবের দরবারের চক্রান্তকারী অন্যান্য দরবারীদের কাছেও তাঁদের সহায়তার ভূয়শী প্রশংসা করে পত্র দিলো ও ভবিষ্যতে আরো সহায়তা পাওয়ার উষ্ণ আশা ব্যক্ত করলো ।

পত্র পেয়ে অন্যেরা আর যে যা-ই হোন, মানিকচাঁদ এবেবারেই বিগলিত হয়ে গেলেন। পত্রের জবাবে তিনি শুধু সর্ববিধ সরবরাহ ও সহায়তা দানের উত্তপ্ত আশ্বাস প্রদানই করলেন না, কলিকাতায় ইংরেজদিগকে একটি বাজার খোলার অনুমতি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে 'দস্তক' (ছাড়পত্র) নৌকাযোগে ফলতায় পাঠিয়ে দিলেন। যুক্তি হিসাবে সন্দিহানদের শোনালেন, অচিরেই যে সমঝোতা হতে যাচ্ছে তিনি তার পথ প্রশস্ত করছেন। এখানেই মানিকচাঁদ থামলেন না। ঐদিনই তিনি আর একবার নবাবকে জানালেন, নবাবের বিরুদ্ধে মোটেই কোন বৈরী আচরণ ইংরেজদের নেই। তারা এখন ঐকান্তিকভাবে নবাবের শুভাকাঙ্খী। বেঈমানীর প্রতিযোগিতায় মানিক চাঁদের কাছে কীলপ্যাট্রিক শরম পেয়েছে অনেকবার।

মানিক চাঁদের পুনঃ পুনঃ আশ্বাসে নবাব অনেকখানি প্রভাবান্বিত হলেন। গৌণভাবে হলেও ইংরেজদের বিশ্বস্ততায় বেশ খানিক আস্থা স্থাপন করে তিনি কলিকাতা ও ফলতার প্রসঙ্গ নিয়ে অধিকমাথা ঘামাতে গেলেন না। গোপন সূত্র থেকে এই সময় পুনঃ পুনঃ বিপরীত ও একেবারেই উল্টা খবর আসতে লাগলো। এতসত্বেও নবাব কোন পদক্ষেপ নিলেন না বা এ দিকে আর ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ-কোনটাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর ছিল না। ফলতায় অবস্থিত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হলে নৌ-শক্তি চাই, যা অতি সামান্যই বাংলার নবাবের ছিল। মানিক চাঁদের বিশ্বস্ততাও নবাব তদন্ত করে দেখার মওকা পেলেন না। তার আগেই অকস্মাৎ আবার তলোয়ার খুললেন পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ।

সোহেল বেনে নিজের গালে নিজেই একটা চড় মারলেন। খবরটা শুনে নিজেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁর বেয়াকুফীটাই এর জন্যে দায়ী তাৎক্ষণিকভাবে এই ধারণা হলো তাঁর। তাঁর মনে হলো, বিজয়ী নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার পর মানিক চাঁদের পেছনে আর পরে

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈকে পাহারা দিয়ে নিয়ে সেই থেকে তিনি এই দক্ষিণ অঞ্চলেই পড়ে যদি না থাকতেন, তাহলে উত্তরাঞ্চলে এই অঘটন ঘটতোনা। মেঘে মেঘে বেলা বেড়ে একদম দুপুর হতে পারতোনা। তার আগেই তিনি শওকত জঙ্গের মন মতলব ফাঁশ করে দিয়ে তাঁর আজকের এই 'রণংদেহী মধ্যাহ্নমূর্তি' অংকুরেই নাশ করতে পারতেন। মুর্শিদাবাদে থাকলে মুর্শিদাবাদের চক্রান্তকারী সভাসদেরাও তাঁদের চক্রান্তের গুটি এত গভীরে চালনা করতে পারতেন না। তাঁদের গতিবিধির খবর আগেই প্রকাশ করে দিলে, তাঁরাও বাধ্য হয়ে খামুশ হয়ে যেতেন।

কিন্তু তিনি এই দক্ষিণ অঞ্চলে থাকাতেই উত্তরাঞ্চলে ফাঁকা ময়দান পেয়ে গেলেন গাদ্দার ও দুর্জনেরা। নবাবের নিজস্ব একটা গোয়েন্দা বাহিনী থাকলেও সেটা যে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, রিসালদার আবদুর রশিদের কাছে সোহেল বেনে আগেই শুনেছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আর একবার তিনি তা উপলব্ধি আগেই শুনেছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আর একবার তিনি তা উপলব্ধি করলেন। বিশ্বস্ততার অভাব সেখানে যথেষ্টই না থাকলে এতবড় একটা অঘটন কখনও ঘটতে পারতোনা। নৈসর্গিক ঘটনার মতো কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক তন্ত্রমন্ত্র খাটিয়ে দিনেদিনে গড়ে তোলা ঘটনা। শওকত জঙ্গের মতো একটা ছ্যাঁকা-খাওয়া ব্যক্তির এই ব্যাঘ্র মূর্তি ধারণ কম দিনের কম উত্তাপে হয়নি। শওকত জঙ্গের পেছনে এবার তা দিয়েছেন কায়েমী মতলববাজদের সাথে নবাবের আত্মীয় এবং সামরিক বিভাগের বকশী ও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর সাহেবও । অবশেষে মীরজাফরকে দলে ভেরাতে পারাটা জগৎশেঠ উমিচাদ রাজবল্লভ গোষ্ঠীর অনন্য এক কৃতিত্ব বৈ কি? আর এ খবর ফাঁশ করতে না পারাটা বা না করাটা নবাবের গোয়েন্দাবাহিনীর বিশ্বস্ততার ও কর্মদক্ষতার বড় একটা ঘাটতি বৈকি?

অনেকদিন আগে থেকেই চক্রান্তকারী গোষ্ঠীটার নজর ছিল এই ব্যক্তিটির দিকে। নবাব পরিবারের এই রকম একটা লোককে দলে ভেরাতে পারলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা তাদের বড়ই সহজ হয়। নড়বড়ে চরিত্রের এই লোকটার দিকে তাঁরা দীর্ঘদিন চেয়েছিলেন। আভাসে ইংগিতে চেষ্টাও তাঁরা অনেকবারই করেছেন কিন্তু মীরজাফর সাহেবের মতিগতি বুঝে উঠতে না পেরে, তাঁরা বেশীদূর এগুনোর সাহস পাননি। কি জানি, হিতে আবার

www.amarboi.org

বিপরীত কিছু হয় কিনা! কিন্তু মীরজাফর সাহেব এবার নিজে এসে সেধে এঁদের জালে জড়িয়ে গেলেন।

কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব যুদ্ধ যাত্রা করলে মীরজাফর নিজে এসে শেঠ বাবুদের আস্তানায় হাজির হলেন। সামাজিক বৈঠকের নামে তাঁদের এই একান্তই ব্যক্তিগত বৈঠকে ফতেচাঁদ জগৎ শেটকে ঘিরে নিয়ে বসেছিলেন রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, দেওয়ান উমিচাদ ফৌজদার নন্দকুমার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের আলোচনার মাঝখানে প্রবীণ সালার ও সামরিক বিভাগের বকশী (অর্থনৈতিক কর্মকর্তা) মীরজাফর হঠাৎ এসে হাজির হলে তাঁরা রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন। আলোচনা মোটেই তাঁদের সামাজিক আলোচনা ছিল না। নবাবের হাতে কাশিম বাজারের পতন নিয়ে আফসোস আর আহাজারীই মুখ্য বিষয় ছিল। তদুপরি, নবাব যখন কলিকাতায় ব্যস্ত, সেই সময় হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারেরও হুগলী ফেলে এসে এই বৈঠকে হাজির থাকাটা প্রশ্নাতীত বিষয় নয়।

কিন্তু তাঁরা পরক্ষণেই হাঁফ ছাড়লেন। কারণ, মীরজাফর সাহেবের নজর তখন মোটেই সেদিকে ছিল না। এসেই তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুললে, তাঁরা আশ্বস্ত হলেন এবং শশব্যস্তে তাঁকে খোশ-আমদেদ জানিয়ে নিজেদের মাঝে বসালেন। আসন গ্রহণ করতে করতে মীরজাফর ভারীকণ্ঠে বলেলেন-ব্যাপারটা কেমন হলো শেঠবাবু? নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন আর আমি তা তেমন একটা জানলামই না।

খুবই লোভনীয় প্রসঙ্গ। জবাবে এক একজন এক এক কথা বলার চেষ্টা করতেই জগৎশেঠ হাত ইশারায় তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বললেন-জানলেন না মানে? কথাটাতো বুঝলামনা জনাব?

মীরজাফর বললেন- কথা হলো, নবাব যে সাড়ম্বরে যুদ্ধ যাত্রা করলেন, আমার সাথে এনিয়ে কোন আলাপই করলেন না। এর কারণটা কি মনে করেন আপনারা?

বেঈমানীতে ঘাটতি কিছু না থাকলেও, উপস্থিত সকলের চেয়ে দেওয়ান উমিচাঁদের চিকনবুদ্ধি অনেকখানি কম। মাথা কিছুটা মোটা। তিনি ফস্ করে বলে ফেললেন- কারো সাথেই এ নিয়ে তিনি আলাপ-আলোচনা করেন নি। আমাদের সাথেও না। তিনি একা একাই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

www.amarboi.org

উমি চাঁদকে মৃদুকণ্ঠে ভর্ৎসনা করে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বললেন–থামুন। সব কিছুকেই এ রকম হালকা করে দেখবেন না।

এরপর বিস্ময়ের ভান করে জগৎশেঠ মীরজাফরকে বললেন–বলেন কি! আপনি হলেন গিয়ে সামরিক বিভাগের সর্বেসর্বা আর আপনার সাথেই এনিয়ে কোন আলাপ–আলোচনা করেন নি?

মীরজাফর ম্লানকণ্ঠে বললেন–না। যুদ্ধে যাচ্ছেন এই কথাটা বলে উনি আমার দোআটাই চাইলেন, যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনাই করলেন না।

ঃ কিন্তু আমরা যতদূর জানি, সালার মীর মর্দানের সাথে এ নিয়ে তিনি একাধিকবার বসেছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা নিয়ে বিশদভাবে আলাপ আলোচনা করেছেন। বাহিনীটা সাজিয়ে দেয়ার দায়িত্বও মীর মর্দান সাহেবের উপরই ছিল।

ঃ সালার মীর মর্দানের উপর?

ঃ তাইতো আমরা জানি।

ঃ মীর মর্দান লড়াইয়ের কি জানে? সহকারী থেকে সালার পদে উঠলেও মীর মর্দান তো এখনও একটা সেপাই।

উমি চাঁদ ফের বলে বসলেন-এ কথা বলছেন কেন? উনি একজন শক্ত লড়াইয়া। ঝুনো যোদ্ধা। দীর্ঘদিন ধরে সামরিক বিভাগে উনি–তেতে উঠলেন দুর্লভ রাম। তিনি কষ্ঠকষ্ঠে বললেন –আহ! এই আপনার একটা মস্তবড় দোষ, দেওয়ান বাবু! না বুঝেই আপনি অধিক কথা বলেন।

উমি চাঁদ বললেন– না বুঝেই মানে?

জগৎশেঠ দাঁত পিষে বললেন–যতবড় যোদ্ধাই হোক, কোথায় সেপাই মীর মর্দান আর কোথায় সামরিক বাহিনীর বেতন, ভাতা, চাকুরী ও দন্ডমুন্ডের কর্তা আমাদের এই জনাব মীর জাফর বাহাদুর। পুরানো সেনাপতি আর বড় বড় ময়দানে লড়াই করা ব্যক্তিত্ব। এই জনাবের কাছে কি মীর মর্দান সেরেফ একটা শিশু নয়?

অলক্ষ্যে ঢোক টিপলেন শেঠজী। উমিচাঁদ হুঁশে এসে বললেন– আজ্ঞে, তা অবশ্য কথা! সেনাপতি রায়দুর্লভ বললেন–লড়াইয়ের ব্যাপারে শলাপরামর্শ যা করার তা এই জনাবের সাথে না করে নবাব মীর মর্দনের সাথে করলেন, এটা তো অনেকটা অপমানকর ব্যাপার।

www.amarboi.org

রাজ বল্লভ বললেন–ঠিক ঠিক। অনেকটা বলছেন কেন? রীতিমতো অপমানকর ব্যাপার। এই জনাবের মতো প্রবীণ একজন রণবিদের প্রতি নবাবের এই অবহেলা–

জগৎশেঠ কথা ধরে বললেন–নিদারুণভাবে বেদনাদায়ক। জনাব তো কেবল একজন দক্ষ রণবিদই নন, নবাবের বিশিষ্ট আত্মীয়ও পরম গুরুজন। ঘরের সিংহটাকে উপেক্ষা করে বাইরের শেয়ালটার সাথে এই মাখামাখি–

রাজবল্লভ ধূয়া ধরে বললেন–অন্যায়–অন্যায়। অমার্জনীয় অপরাধ।

এদের এই বিতর্ক থামিয়ে দিয়ে মীর জাফর বললেন–সে যা–ই হোক, এখন দেখছি, নবাবের অনুপস্থিতিতে রাজধানীর নিরাপত্তা বিধানের সব কিছুও ঐ মীর মর্দানই করছেন।

আবাক হওয়ার ভান করে জগৎশেঠ বললেন–সে কি! আপনার সাথে পরামর্শ করছেন না?

ঃ কৈ আর করছে তেমন? মাঝে মাঝে এসে সালাম দিয়ে বলছেন, আপনি মুরুব্বী মানুষ–আপনাকে তকলিফ দেবো না। নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় ঝট ঝামেলা আমরাই সামাল দিচ্ছি–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

দুর্লভরাম হৈ হৈ করে বলে উঠলেন–ভাঁওতা–ভাঁওতা। আমি সামরিক বিভাগের লোক। সব আমি জানি। রাজধানীর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব নবাব তাকেই দিয়ে গেছেন।

ঃ তাকেই দিয়ে গেছেন?

ঃ জ্বি–জ্বি, তাকেই। এ খবর আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে মীর জাফর ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন–হুঁউ। নবাব তাহলে ইচ্ছে করেই আমাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। তেমন গন্যের মধ্যেই নিলেন না। ভাঁও বুঝে জগৎশেঠ সরবে বললেন– গোস্তাকী নেবেন না জনাব। গন্যের মধ্যে নিলেন তিনি কবে? নবাব আলীবর্দী খান সাহেবের আমলে জনাবের যে মর্যাদা ছিল, এই নবাব তা রেখেছেন? আমরা তো আর চোখ মুজে বসে নেই জনাব? সব ব্যাপারেই লক্ষ্য করছি, নবাব জনাবকে একেবারেই কোণঠাশা, মানে লাপাত্তা করে রেখেছেন। একটা সেপাইয়ের মর্যাদাও দিচ্ছেন না।

পুনরায় নিঃশ্বাস চেপে মীর জাফর বললেন–হুঁউ।

জগৎশেঠ উসকিয়ে দিয়ে বললেন–এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি, নবাব নিজে যদি এই লড়াইয়ে না যেতেন, তাহলে তিনি ঐ মীর মর্দানকেই

www.amarboi.org

সিপাহসালার করে এই লড়াইয়ে পাঠাতেন। জনাবকে সেপাই-সালার ও করতেন না।

ঃ বটে। এই জন্যেই তো আপনাদের কাছে আসতে হলো। নবাব কেন এতটা এড়িয়ে যাচ্ছেন আমাকে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। আপনারা এর কারণটা কি মনে করেন?

জগৎশেঠ এবার কণ্ঠস্বর খাটো করে বললেন-এই কথাটাই তো জনাবকে বলার জন্যে আমরা বহু চেষ্টা করে আসছি। জনাব রুষ্ট হবেন ভয়ে মুখ ফুঠে বলতে তা পারছিনে।

ঃ অর্থাৎ

ঃ নবাব আপনাকে মোটেই বিশ্বাস করেন না-এই হলো কারণ। এ নবাবের বিশ্বাস আপনি কোনদিনই পাবেন না।

ঃ কেন-কেন? আমিতো নবাবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আমি-

ঃ না-খোশ হবেন না জনাব। 'দুদুত্ত খাবো-তামাকুও খাবো, এক সাথে দুটো কখনোও হয় না। দুই নৌকায় দুই পা রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ানো কখনোও যায় না। যে কোন একদিকে শক্ত দাঁড়াতে হয়।

মীর জাফর বিব্রত কণ্ঠে বললেন-হেঁয়ালীটা বেশী হলো শেঠবাবু, খোলাসা করে বলুন।

ঃ অধিক খোলাসা করে বলি কি করে জনাব? অপ্রিয় সত্যটা বলা বড় কঠিন। আপনি হয়তো খুবই নাখোশ নারাজ হবেন।

মীরজাফর ভরসা দিয়ে বললেন-বলুন-বলুন। সব কথা খুলে বলুন। আমি কথা দিচ্ছি, যতই অপ্রিয় হোক, আমি তাতে মোটেই নাখোশ হবো না। সব কিছু বুঝে নেয়া চাই আমার।

জগৎশেঠ এবার বিজ্ঞের মতো বললেন- ছেলে মানুষ হলেও নবাব সিরাজউদ্দৌলার উপলব্ধি খুবই তীক্ষ্ণ জনাব। মসনদের যে আপনি একজন নীরব প্রতিদ্বন্দ্বি তা উনি বোঝেন।

ঃ প্রতিদ্বন্দ্বি! প্রতিদ্বন্দ্বি হলেম কি করে?

ঃ অন্যকে ভোলাতে পারলেও সিরাজকে ভোলাতে আপনি পারবেন না, জনাব। বড়ই কঠিন চিজ উনি। মরহুম নবাব আলীবর্দী খানের আমলে আপনি কয়েকবার বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এর উপর আলীবর্দী খান বাহাদুর মসনদটা আপনাকে না দিয়ে যাওয়াতে আপনি

www.amarboi.org

মনঃক্ষুণ্ন আছেন। সিরাজের নজর মর্মভেদী নজর জনাব, অন্তরের গভীরে গিয়ে পৌঁছে। তাঁর বিশ্বাস আপনি কি পেতে পারেন কখনোও?

চরম সত্যের মুখে মীর জাফর সংকুচিত হয়ে গেলেন। ঢোক-চিপে বললেন-তা- তা মানে-

ঔষুধে ধরেছে দেখে জগৎশেঠ এবার দরদী কণ্ঠে বললেন- বর্তমানে জনাবের যে মর্যাদাটুকু আছে, আস্তে আস্তে দেখবেন সেটুকুও থাকবেনা । নবাব যখন নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন-কোন বালামুসিবত থাকবে না, তখন দেখবেন, আপনি একদম রাস্তায় নেমে এসেছেন।

ঃ শেঠবাবু!

ঃ আমরা এই নবাবকে পরিষ্কারভাবে চিনে নিয়েছি জনাব। আপনার মতো আমাদেরও যে ঐ একই অবস্থা। এ নবাবের বিশ্বাস আমরাও কখনো পাবো না।

ঃ মানে?

ঃ নবাবের বিপদ-আপদ কেটে গেলে আমাদেরও ছিটকে গিয়ে আস্তাকুঁড়ে পড়তে হবে। এ ব্যাপারে আমরা একদম নিশ্চিত। তাই সময় থাকতে আমরা অনেকটা ফাঁকে এসে দাঁড়িয়ে গেছি। নবাবের তরফ থেকে কিছু পাওয়ার আশা আর রাখিনে।

ঃ আচ্ছা?

ঃ এই নিদারুণ সত্যটা না বুঝে জনাব যদি তবুও পাওয়ার আশা রাখেন, তাহলে নিজেকে নিজেই তিনি প্রতারিত করবেন-আমরা আর কি বলবো?

সালার মীরজাফর চিন্তিতকণ্ঠে বললেন-তাহলে? মানে আমার তাহলে এখন কি করা উচিত বলে মনে করেন আপনারা?

সমবেদনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে রাজবল্লভ বললেন-এই নবাবের হাতে আমাদের মতো জনাবের ভাগ্যটাও একই রকম অনিশ্চিত বলে জনাবের প্রতি দীলে আমাদের সমবেদনাও জাগে যেমন, জনাবের দিকে তাকালে আফসোসও হয় তেমনি। দুঃখ হয়, সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ যখন যা করার দরকার জনাব তা কিছুই করছেন না। মীর জাফর পুনরায় ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন-আপনি আরো বেশী ঘোলাটে করে ফেললেন বল্লভবাবু, আমার প্রতি সহানুভূতি সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে আপনাদের, তাহলে এখন আমার কি করা উচিত, সেই কথাটাই সরাসরি বলুন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বললেন- থেকে থাকে কি বলছেন জনাব? সমবেদনার আধিক্যের কারণেই

www.amarboi.org

তো যখন দেখলাম, 'শাদির পয়লা রাতে বিড়াল' জনাব মারলেন না, তখন সবাই আমরা আড়ালে বসে বুক চাপড়াতাম নিরন্তর।

ঃ শাদির পয়লা রাতে! এখানে আবার শাদির পয়লা রাত দেখলেন কোথায়?

ঃ মানে নবাব আলীবর্দীখানের মৃত্যুর পর মসনদটা যখন শূন্য অরক্ষিত রইলো, তখন একটা থাবা মারলেই জনাব ওটা নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু জনাব তা নিলেন না। একটা দুধের বাচ্চা এসে মসনদে বসলো, জনাব তাই চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

মীর জাফর কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন–তা কি করে নেবো বলুন? নবাব আলীবর্দী খানই আমাকে না দিয়ে মসনদটা ঐ ছেলে মানুষকে দিয়ে গেলেন। আত্মীয়, সভাসদ–পরিষদ, মানে গোটা দেশবাসীর জানা ব্যাপার। সবার সামনে ঐ ছেলের হক মারি কি করে? চক্ষুলজ্জা বলেওতো একটা কথা আছে? তা ছাড়া ছেলে মানুষ হলেও সিরাজকে এঁটে উঠার প্রশ্নটাও একটা বড় প্রশ্ন ছিল।

ঃ সেই জন্যেই তো বললাম জনাব, এক সাথে তামাম দিকে হাত দিলে কোনটাই ধরে রাখা যায় না? যে একটা দিক শক্ত করে ধরতে হয়।

ঃ সেই একটা দিক কোন দিক?

ঃ নিজে না পারলে যে এঁটে উঠতে পারে, তার পেছনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়। বিশেষ করে, যে ব্যক্তি মসনদে এলে জনাবের সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি–সবই অক্ষুণ্ন থাকবে, সিরাজের পক্ষ ত্যাগ করে জনাবকে তারপক্ষ নিতে হয়। আর আমাদের বিবেচনায় সেইটেই এখন করা উচিত জনাবের।

মীর জাফর আগ্রহভরে বললেন–বলেন কি? এমন কি কেউ আছে?

ঃ কেন থাকবে না? পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ বাহাদুরও সিরাজের মতো জনাবের একই রকম আত্মীয়। তাঁর পক্ষ নিন, দেখবেন, জনাবই প্রায় এই বাংলা মুলুকের নবাব বনে গেছেন।

ঃ কি রকম?

ঃ শওকত জঙ্গ বাহাদুর জনাবের সাহায্য পেলে বড়ই খুশী হবেন। সিরাজের চেয়ে জনাবের প্রতি শওকত জঙ্গের শ্রদ্ধা অনেক বেশী। কৃতজ্ঞতা বোধও তাঁর প্রবল। তার উপর, শওকতজঙ্গ বিলাস প্রিয় লোক। মসনদের ঝুট ঝামেলা মোটেই তিনি পছন্দ করবেন না। খেটে খুটে তাঁকে এনে মসনদে বসান দেখবেন, মসনদের কর্তৃত্বটা জনাবের হাতেই এসে গেছে।

সালার মীর জাফর খোশকণ্ঠে বললেন–শেঠ বাবু।

www.amarboi.org

মীর জাফরকে আরো খানিক দুর্বল করে নিয়ে শেঠবাবু বললেন–শওকত জঙ্গকে নিয়ে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। দিল্লীর মসনদটাও তিনিই পেয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজেরাও চায়, শওকত জঙ্গ মসনদে বসুন। জনাবও এগিয়ে আসুন। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কৃতকার্য আমরা অবশ্যই হবো।

মীর জাফরের দুর্বল চিত্তের উপর তাঁরা পর পর কয়েকদিন চাপ সৃষ্টি করলেন। তাঁর মগজ ধোলাই করলেন। সবাই মিলে আরো খানিক লোভটোপ দেখিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করে তুললেন। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেখে নবাবের আত্মীয় ও সেনা বাহিনীর বকশী মীর জাফর সাহেব অবশেষে এই মতলববাজ দলের সাথে হাত মিলিয়ে দিলেন। পরের ঘটনা ছকে ঢালা। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদারীর সনদ জগৎশেঠ বাবুদের কারসাজীতে শওকত জঙ্গের নামে বানিয়ে আনা হলে এবং ইংরেজ বেনিয়া ও মতলববাজ সভাসদের সাথে প্রবীন সালার মীর জাফর সাহেবও এসে শওকত জঙ্গের পেছনে শক্ত হয়ে দাঁড়ালে, ফের হুংকার ছেড়ে তলোয়ার খুললেন পূর্ণিয়ার শওকতজঙ্গ।

রিসালদার আবদুর রশিদ কর্তৃক প্রেরিত এক লোক মারফত শওকত জঙ্গের খবর শুনে সোহেল বেনে অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। কলিকাতার পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি ঘটায়। সংবাদ নিয়ে তিনি অচিরেই মুর্শিদাবাদে যাবেন–এ্ কথা ভাবছিলেন। এই সময় লোক পাঠালেন, রিসালদার আবদুর রশিদ। মীরজাফর সাহেবের এক নওকরের সাথে আবদুর রশিদের শ্বশুরকুলের ইদানিং এক সম্পর্ক গড়ে উঠায়, খবরটা এমন সবিস্তারে জানতে পেরেছেন আব্দুর রশিদ সাহেব। মীর জাফরকে জালে ভেরানোর ওয়াক্তে এই নওকরটা বরাবর মীর জাফরের সাথে ছিল এবং শেঠ বাবুদের কারসাজী সে নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করেছিল। তার কাছে রিসালদার আবদুর রশিদ মীরজাফরের খবরটা অনেক পরে পেলেন। যখন পেলেন, তখন পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ খোলা তলোয়ার হাতে তৈরী হয়ে গেছেন।

খবর পেয়েই সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈয়ের খোঁজ করলেন। গোঁসাইপদর মাধ্যমে তিনি তন্দ্রাবাঈকে আড়ালে ডেকে নিলেন এবং খবরটা তাঁকে বলার পর আকুলি বিকুলি করে উঠলেন। তিনি আফসোস করে বললেন–এর জন্যে মনে হচ্ছে আমিই দায়ী তন্দ্রা। আল্লাহ না করুন, শওকত জঙ্গের দ্বারা

www.amarboi.org

যদি উলটপালট একটা কিছু ঘটে যায়, তাহলে নিজেকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না। তন্দ্রাবাঈ সবিস্ময়ে বললেন–এতে আপনার কি দোষ হলো, তাতো বুঝতে পারলেম না। এই দুর্ঘটনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

সোহেল বেনে বললেন–বুঝতে পারলেন না? এদিকে না থেকে আমি মুর্শিদাবাদে থাকলে এ বিপর্যয় পয়দাই হতে পারতো না। সকলের সব মতলব শুরুতেই ধরে ফেলতাম।

ঃ তাহলে এদিকেরগুলো ধরতো কে? এই যে মানিক চাঁদ আর ইংরেজদের এই জঘন্য ষড়যন্ত্র, এই হুকুমাতের বিপর্যয় পয়দা করছে এটা কি ওটার চেয়ে কম কিছু?

সোহেল বেনে ঠেকে গিয়ে বললেন–না, তা অবশ্য নয়। তবে–

ঃ মুর্শিদাবাদে থেকেই নবাব মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে পারেন না। আমরা উদঘাটন করে না দিলে, এই সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের খবর কি করে তাঁর কাছে যাবে?

ঃ দিয়েই বা লাভ কি এত খবর পাঠালাম, তবু এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেই। কি যে নবাব বাহাদুর কি করছেন ওখানে বসে বসে।

ঃ কি আর করবেন? এখন বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই তিনি চক্রান্তের শিকার হয়ে গেছেন। গিয়ে দেখুন, হয় আমাদের কোন খবরই নবাবের কাছে পৌছেনি, নয় এমন শক্তিশালী উল্টা খবর তার কাছে আছে, যার সামনে আমাদের পাঠানো খবর চিটে হয়ে ভেঙ্গে গেছে।

ঃ তাই–তাই। আমি ওখানে না থাকায়, আসল তথ্য কেউ নবাবকে দিচ্ছে না।

ঃ একা আপনি কয় জায়গায় থাকবেন? খাটো কাপড় একদিকে টানলে আর একদিকে উদোম হয়ে যায়। আপনি একাছাড়া নবাবের যদি খবর পাওয়ার আর কোন মাধ্যম না থাকে, তাহলে একা আপনি কয়দিক সামলাবেন?

সোহেল বেনে থতমত খেয়ে বললেন–এ্যাঁ! হ্যাঁ, তাতো ঠিকই।

ঃ খামখা ছটফট করে তাল গোল পাকিয়ে ফেললে, যেটুকু সামাল দিতে পারছেন, তাও তো দিতে পারবেন না।

সোহেল বেনে লা–জবাব হয়ে গেলেন। এমন কথা একদিন রিসালদার আবদুর রশিদও তাঁকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, নবাব যদি তাঁর নিজের

www.amarboi.org

দিক থেকে কোন খবরই না পান, তাহলে সেরেফ আমি তুমি আর কতখানি সামাল দিতে পারবো?

সোহেল বেনেকে নীরব দেখে তন্দ্রাবাঈ বললেন–কি হলো? চুপ হয়ে গেলেন যে? আবার কি ভাবছেন?

সোহেল বেনে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–ভাবছি, এখনই আমার মুর্শিদাবাদে ফিরে যাওয়া উচিত। ওখানে না থাকলে এই যুদ্ধের সময়–

ঃ যুদ্ধের সময় ওখানে গিয়ে থাকবেন আপনি? মানে ঐ মুর্শিদাবাদে?

ঃ সেরেফ মুর্শিদাবাদেই নয়। লড়াইটা শুরু হচ্ছে যে ময়দানে, সেই ময়দানে গিয়েই হাজির থাকতে হবে আমাকে।

ঃ লড়াইয়ের ময়দানে?

ঃ জ্বি চক্রান্তকারীরা যে এখন ঘিরে রেখেছে নবাবকে। কলিকাতার মতো ওদিকে তো উনি গাদ্দার আর মতলবাজদের আবেষ্টনীর বাইরে থেকে লড়াই করতে পারবেন না। নবাবকে ঘিরে রাখা ঐ দুর্জনদের মন মতলবের খবর করার জন্যে লড়াইয়ের ময়দানে হাজির থাকতে হতেই পারে জরুর আমাকে।

ঃ সে কি! তাতে তো আপনার জানের উপর হুমকি আসতেও পারে?

ঃ অবশ্য পারে। বেকায়দায় পড়লে আমার মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক।

সোহেল বেনে আপন ভাবে বলে গেলেন্ তন্দ্রাবাঈয়ের বুকের মধ্যে ধড়াশ করে আওয়াজ হলো। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন–বেনে সাহেব।

ঃ গোয়েন্দাকে প্রাণ দেয়ার জন্যে হরওয়াক্ত তৈয়ার থাকতে হয়। এখানে ভয় করলে তথ্য উদ্ধার করা যায় না। বিশেষ করে, লড়াইয়ের ময়দানে এ কাজে প্রাণ যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

তন্দ্রাবাঈয়ের মনটা দুর্বল হয়ে গেল। মনের ভাব চেপে গিয়ে তিনি বললেন তার মানে হলো, আবার আমি যে একা সেই একাই।

সচকিত হয়ে সোহেল বেনে বললেন–এ্যাঁ!

তন্দ্রাবাঈ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–যেতে আপনাকে হবেই, এটা ঠিক। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়ানোর চেয়ে ওখানে আপনার প্রয়োজন ঢের বেশী। আর তাছাড়া–

ঃ তাছাড়া?

www.amarboi.org

ঃ আমার নসীবে যা আছে তাতো ঘটবেই। হাজার চেষ্টা করলেও তো তা আমি রোধ করতে পারবো না। ও চিন্তা করে আর লাভ কি?

ঃ অর্থাৎ।

ঃ সর্বস্ব খোয়ানোই যদি আমার বিধি লিপি হয় আর নিঃসঙ্গ জীবন যাপনই যদি আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমি তা ঠেকাবো কি করে?

ঃ এ কথা বলছেন কেন?

ঃ সেই সম্ভাবনাই যে জোরদার হয়ে উঠেছে এখন।

ঃ কেমন?

ঃ আপনারতো এটা না বোঝার কথা নয়? মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক একটু ঘোরাফেরা করে এসে এইভাবে বসে থাকবো আমি, গঙ্গারাম মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে এইভাবে নাইওর যাবো বসে বসে, এ জন্যে তো এখানে পাঠানো হয়নি আমাকে? যে কঠিন কাজটা হাসিল করার জন্যে আমার অভিভাবকেরা–মানে– শেঠবাবু বল্লভবাবুরা লালন করেছেন আমাকে, সে কাজটা তো এখন একদম নয় দিক। দুয়ারের উপর খাড়া।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে সোহেল বেনে বললেন–ঠিক বুঝতে পারছিনে। আর একটু খুলে বলুন।

ঃ কেন বুঝতে পারছেন না? দেখেই তো এলেন, ইংরেজদের হাতে কলিকাতাটা আবার তুলে দেয়ার জন্যে মানিক চাঁদের সব আয়োজন সমাপ্ত। এখন যে কোন সময় ইংরেজেরা এসে কলিকাতা দখল করবে। ব্যস! এরপরেই আমাকে পড়তে হবে মুসিবতে।

ঃ তন্দ্রাবাঈ।

ঃ খবর পেয়ে নবাবও সসৈন্যে ছুটে আসবেন। শুরু হবে লড়াই। এই লড়াইকালে খবর বার্তা নিয়ে যে কার কাছে একা একা যেতে হবে আমাকে, কোন ফিরিঙ্গীর তাঁবুতে গিয়ে থাকতে হবে রাত দিন তার ঠিক ঠিকানা কি?

সোহেল বেনে আনমনা কণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা কিছুটা আছে ঠিকই, তবে–

তন্দ্রাবাঈ বলেই চললেন–রুগী মারবে, এটা ঠিক। তবু হেকিম পাশে থাকলে কিছুটা সান্ত্বনা–সাহস থাকে। তেমনি, আপনি আমার পাশে পাশেই আছেন জানলে আমি বুকে সাহস বাঁধতে পারি, মরলে লড়াই করে মরতে পারি, একেবারেই অসহায় ভাবে আর হতাশার মধ্যে মরতে হয় না। আপনি না থাকলে ঐ শেষের অবস্থাতেই পড়তে হবে আমাকে।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ গোপনে নিঃশ্বাস ফেললেন। সোহেল বেনে ম্লানকণ্ঠে বললেন–তাহলে কি বলছেন আপনি? আমাকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে নিষেধ করছেন?

তন্দ্রাবাঈ চমকে উঠে বললেন– এ্যাঁ! না–না, করবো কেন? আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়ানো আপনার একমাত্র কাজ নয় আর সে জন্যে আপনি এই গোয়েন্দাগিরিতে আসেন নি। আমিও কাদায় না নেমে শুধু ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে এ কাজে আসি নি। মাছ ধরতে এসেছি আমরা। লক্ষ্য আমাদের মাছ ধরা। সে জন্যে যত পানি আর যত কাদাতেই নামতে হোক না কেন, তা নামতে আমাদের হবেই। নইলে মাছ ধরতে পারবো না।

ঃ তাহলে আপনি এতটা ভেঙ্গে পড়ছেন কেন?

ঃ না, ঠিক ভেংগে আমি পড়িনি। মনটা একটু উতলা হয়ে উঠেছে, এই আর কি! আমি তো আসমানী কোন জীব নই, রক্ত মাংসের সাদামাটা মানুষ। প্রতিজ্ঞাটা যত বড়ই হোক, আসন্ন মুসিবতের মুখে কিছুটা শিউরে তো উঠবোই। কার মন না চায়, কোন বালা মুসিবত না আসুক? যথা সম্ভব নিরাপদে তামাম কাজ উদ্ধার করে সুখের জীবনে পদার্পন করি? সুখের নীড় বাঁধি?

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ জীবনের স্বাদ একবিন্দুও পাইনি আর পাওয়ার আশাও ছিল না। আপনি এসে আমার জীবনে উদয় হওয়ার পর থেকে সেই আশার আলোটা কিঞ্চিৎ দেখতে শুরু করি। আপনি সেটাকে শেষ পর্যন্ত তুঙ্গে তুলে দিলেন। এরপরও বিভ্রান্ত আমি হইনি। আমি ঠিকই জেনে আছি, আশার এ আলোও আমার নির্জলা ও নিখাদ আলো নয়। প্রায় সবটুকুই মরিচিকা। তবু সেই মরিচিকার আলোটুকুও দপ করে নিভে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখলে, মনটা কেঁপে উঠে কিনা, বলুন? সীমাহীন হতাশার মাঝে কিছুটা মিথ্যা আশাইতো মানুষকে প্রাণ ধারণে সাহায্য করে।

ঃ তন্দ্রা!

ঃ এই যে দীর্ঘদিন আমরা এখানে পাশাপাশি আছি, মাঝেমধ্যেই পাশে বসে মন খুলে গল্প–আলাপ করছি, এটা কি? আমাদের এ অস্তিত্বকে আপনি কি বলবেন? সঠিকভাবে বলতে কিছু পারবেন না। বাহ্যিকভাবে আমরা একে অন্যের কাজের সহায়তাকারী সহায়তাকারিনী। বন্ধু ও বান্ধবী। কিন্তু আন্ত রিকভাবে আমরা কি তাই? মনে প্রাণে তো আমরা দুইজন স্বামী ও স্ত্রী।

www.amarboi.org

বুকে হাত দিয়ে যদি সত্যটা বলেন, তাহলে এ কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অবচেতনভাবে পরস্পরকে আমরা এই নজরেই দেখি। অথচ দেখুন, এতটার পরও সবই মরিচিকা। এটা আমাদের সেরেফ একটা অনুভূতি। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা কেউ কারো স্বামীও নই, স্ত্রীও নই।

ঃ তার মানে–

ঃ তাই বলছি, এই খোয়াব দেখেই আমার জিন্দেগীটা খতম হয়ে যাচ্ছে। হয়তো, আর হয়তো বলি কেন, বাস্তবেও তাই–ই যাবে। খোয়াবটা সত্য হওয়ার মতো এত পূণ্য যে আমার সঞ্চয়ে নেই, এ কথা আগেও একবার বলেছি।

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

তন্দ্রাবাঈ এবার প্রকাশ্যেই নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–এ কারণেই মনটা আমার অনেকখানি উদাস–আকুল হয় বৈকি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সোহেল বেনে কিঞ্চিৎ ভগ্নকণ্ঠে বললেন–তাহলে কি আগের মনের জোর আপনার শিথিল হয়ে গেল?

তন্দ্রাবাঈ ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললেন–আপনি বার বার এ প্রশ্ন করছেন কেন? বাস্ত বটাকে একেবারেই উড়িয়ে দিতে চাইছেন কেন?

ঃ কি রকম?

ঃ আমার কথা কথাই। সর্বস্ববিকিয়ে দিয়ে হলেও যে ব্রত আমি নিয়েছি, তা পালন করবো অর্থাৎ দেশের জন্যে কাজ করবো। নিজের সুখ–সুবিধের লালসায় আমি আমার কাজ থেকে একবিন্দুও সরে দাঁড়াবোনা–এটা ঠিকই আছে। এখানে কোন আপোষ নেই।

কিন্তু ঐ যে বললাম, আমি মানুষ। মন বলে একটা পদার্থ যখন আমার মধ্যে আছে, ক্ষেত্র বিশেষে ওটা কিঞ্চিৎ চঞ্চল তো হবেই।

ঃ তা ঠিক। কিন্তু আমি তো আর একেবারে ছেড়ে আপনাকে যাচ্ছিনে? ওদিকের ঐ যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ওখানে আমার হাজির থাকার প্রয়োজন আছে–এটা আপনিও বোঝেন। যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হয়ে গেলেই আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো। এটাকে আপনি সেই বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করছেন কেন?

ঃ যুদ্ধ বিগ্রহকে আমি বড়ই ভয় করি, তাই। আমাদের মতো ঝুলন্ত জিন্দেগীর মোড় মুহূর্তেই এতে করে ঘুরে যেতে পারে।

www.amarboi.org

ঃ তন্দ্রা।

ঃ কে বলতে পারে, এই দেখাই শেষ দেখা নয় আমাদের? আপনি ওখানে ঐ যুদ্ধের দুর্যোগে পড়ে খতম হয়েও যেতে পারেন! ঐ যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে এ মুলুকের হুকুমাতটাও উলটপালট হয়ে যেতে পারে। এতে করে আমরা দুইজন দুইজনের নিকট থেকে ছিটকে পড়তে পারি। একে অন্যের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে পারি।

সোহেল বেনে আন্দোলিত হয়ে উঠে বললেন–একি সব নিদারুণ কথাবার্তা বলছেন আপনি?

ঃ আপনি যাচ্ছেন এক যুদ্ধের দিকে, আমি থাকছি আসন্ন আর এক যুদ্ধের মুখে। কলিকাতাতেও যে যুদ্ধটা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে না, কে জানে? শুরু হলেই আমারও ডাক পড়বে ওখানে আর এতে করে–

সোহেল বেনে অসহায় কণ্ঠে বললেন–এত গভীরে চিন্তা করতে গেলে তো আমাকে আপনার প্রস্তাবেই রাজী হতে হয় তন্দ্রা। এ ছাড়া তো এ সমস্যার সমাধান কিছু দেখিনে।

ঃ আমার প্রস্তাব।

ঃ আপনাকে নিয়ে পালিয়েই যেতে হয় আমাকে। দেশের অবস্থা ক্রমেই যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আপনার ভয়টা ফলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা আমাদের পরস্পরের জীবন থেকে যে কোন মুহূর্তে ঝরে পড়তে পারি। যদি চান, তাহলে না হয় চলুন, পালিয়েই যাই আমরা।

তন্দ্রাবাঈ ম্লান হেসে বললেন–এটা কি অন্তরের কথা আপনার? অন্তর থেকে বলছেন?

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

ঃ আগে হলে হতো। এ দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করার আগে। এখন কর্তব্য ফেলে পালিয়ে গেলে কি সেই কাংক্ষিত সুখ পাবো আমরা? পাবোনা। এই হীনতার জন্যে দুদিনেই জীবন আমাদের ভরে উঠবে গ্লানীতে।

ঃ তা হলে?

ঃ কর্তব্য সম্পাদন করার পর পূণ্যবলে যদি পরস্পর আবার একত্র হই, একমাত্র তখনই আমরা প্রকৃত সুখের কথা চিন্তা করতে পারি।

ঃ এ্যাঁ! মানে–

ঃ আমাদের আর পিছু হটার অবকাশ নেই বেনে সাহেব। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই বন্ধনীর মধ্যে এখন আমাদের অবস্থান। মন যত

www.amarboi.org

উতলাই হোক, এখন সুখের সন্ধান করলে আমাদের একমাত্র সুখ হবে, একে অন্যকে পরম করুণাময়ের হাতে খাছদীলে সঁপে দেয়া, আর পরস্পর পরস্পরের হেফাজতির জন্যে তাঁর কাছে আরজ পেশ করা। এর বাইরে যা-ই করতে যান বা যাই, এর চেয়ে অধিক সুখের নাগাল পাওয়া যাবে না। সোহেল বেনে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন-তন্দ্রা।

তন্দ্রাবাঈ বললেন-মুর্শিদাবাদে যাওয়া এখন আপনার খুবই প্রয়োজন। এছাড়া ইংরেজ আর মানিক চাঁদের এই দুরভিসন্ধির কথা যথা সত্বর নবাবের কানে পৌছে দেয়ার জরুরতও কম নয়। আপনি যান। আপনাকে আমি পবিত্রদীলে ঐ পরমজনের হাতেই সমর্পণ করলাম।

ঃ সাব্বাস! আপনাকেও আমি খাছদীলে আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। তিনি আপনার জান-মান-ইজ্জত, তামামই হেফাজত করুন-এই প্রার্থনাই অনুক্ষণ আমি করবো।

অন্তরের দুর্বলতা ধরা দেয়ার ভয়ে তন্দ্রাবাঈ সন্তর্পনে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

সতের

শওকতজঙ্গ আবার সবাইকে হতাশ করলেন। চক্রান্তকারীদের দুই চোখ স্থির হলো, ইংরেজেরা বিমর্ষ হলো এবং প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসহীনতা নবাবের চোখে উলঙ্গ হয়ে গেল। শওকতজঙ্গ আবার পড়ে গেলেন এবং অন্তিম-পড়া পড়ে গেলেন।

দোষটা শওকতজঙ্গের অনেকখানি। তিনি ঘোড়া বাঁধতে পারলেন না। ভর সইলো তাঁর। যুক্তিটা আঁটা হলো এক রকম, কাজ হলো আর এক রকম। শওকতজঙ্গের মদদ-দাতারা চাইলেন, দুই হামলা একসাথে শুরু হোক। মাদ্রাজ থেকে সৈন্য এসে পৌছলে, কলিকাতা দখল করে ইংরেজেরা ধেয়ে আসবে দক্ষিণ দিক থেকে, ঠিক সেই মুহূর্তে শওকতজঙ্গ উত্তর থেকে ধেয়ে আসবেন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। উত্তরে শওকতজঙ্গ, দক্ষিণে ইংরেজদের সম্মিলিত বাহিনী। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ তখন কোনদিকে যাবেন, উত্তরে না দক্ষিণে, এই তাল না করতেই শুরু হবে আভ্যন্তরীণ তুফান। মীরজাফরের সাহায্যে মতলববাজেরা মুর্শিদাবাদে এই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেই খতম হবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর নবাবী।

কিন্তু পরিকল্পনার সাথে কাজের মিল হলোনা। দিল্লী থেকে শওকতজঙ্গের নামে সনদ আসার পরও মাদ্রাজ থেকে ফলতায় ইংরেজদের সৈন্য সাহায্য

www.amarboi.org

এলোনা। সনদ পাওয়ার পর শওকতজঙ্গও ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বাংলা-বিহার উড়িষ্যার তিনিই বৈধ নবাব বা সুবাদার বোধে তিনি আচমকা তলোয়ার খুললেন সিরাজউদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে। ঘটনাটা ইতিমধ্যেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর গোচরীভূত হয়েছিল। তিনিও কালক্ষয় করলেন না। শওকতজঙ্গ অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই সিরাজউদ্দৌলাহ এসে তাঁর পথ রোধ করে দাড়ালেন। মনিহার নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে শওকতজঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলেন। শওকতজঙ্গের মদদ-দাতারা ঠোঁট কামড়ালেন বসে বসে।

এই ঘটনার পর দুটো দিক একবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। দিল্লী থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর নামে যে সনদ আনার দায়িত্ব নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ জগৎশেঠ-উমিচাঁদ রাজবল্লভ সহকারে তার অন্যান্য সভাসদদের উপর দিয়েছিলেন, সেই সনদ সিরাজউদ্দৌলাহর বদলে শওকতজঙ্গের নামে মঞ্জুর করে নিয়ে আসায় শুধু চক্রান্তকারী দলই নয়, কতিপয় বিশ্বস্তলোক বাদে, গোটা দরবারের উপরই নবাব আস্থা হারিয়ে ফেললেন। এদের মধ্যে কে তাঁর দোস্ত আর কে তাঁর দুশমন এটা চিনে উঠা নবাবের পক্ষে একবারেই অসম্ভব হয়ে গেল।

অপরপক্ষে, চক্রান্তকারী দলও দেখলো, একমাত্র ইংরেজ ছাড়া স্থানীয় আর কারো উপর ভরসা করে লাভ নেই। কারণ সিরাজকে উৎখাত করার সাধ্য নবাব পরিবারের তথা এদেশের অন্য কারো নেই। ইংরেজেরাই একমাত্র সেই শক্তি। এটা তারা আগেই বুঝেছিলেন। তাঁদের সেই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় করে নিয়ে ইংরেজদের পেছনে তাঁরা প্রাণ ঢেলে দিলেন।

শওকতজঙ্গের মোকাবেলা করে এসে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রের খবর করতে গেলেন কিন্তু কয়টা দিনও পেরুলোনা। আর এক দুঃসংবাদে নবাব আবার চমকে উঠলেন। চমকেই উঠলেন না, বজ্রাহতের মতো তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ সংবাদ এলো ইংরেজেরা শুধু কলিকাতাই পুনর্দখল করেনি, হুগলী অধিকার করে অগ্নিসংযোগে হুগলী শহর গোটাই ভস্মিভূত করেছে। কলিকাতার মানিক চাঁদ ও হুগলীর নন্দকুমার এবং অন্যান্য ফৌজদারও সেনানায়ক সকলেই নিজ নিজ স্থান থেকে পালিয়ে গেছেন। নবাব যারপরনাই তাজ্জব হলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ মহল মোটেই তাজ্জব হলেন না। তাঁরা দেখলেন, ঘটনা যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটিই হলো। মানিক চাঁদের নির্জলা

www.amarboi.org

মিথ্যাচারের উপর আস্তা স্থাপন করার যে মাশুল নবাবের দেয়ার কথা ছিল, তাই তিনি দিলেন। নতুন কিছু নয়। আস্তা স্থাপন করে নবাব নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু চেষ্টার অবধি রইলোনা মানিক চাঁদ ও ইংরেজদের। দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে তারা কায়দা মতো কামারের ঘা মারলেন।

নবাবের সাথে সমঝোতা স্থাপনের খেলা খেলে ফলতার ইংরেজদের কালক্ষয় করতে হলো নেহাৎ দায়ে পড়েই। কীলপ্যাট্রিকের পত্র পাওয়ার পরও মাদ্রাজ কাউন্সিল বাংলায় সামরিক শক্তি পাঠাতে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। অকারণে নয়, সংগত কারণেই। এই সময় ইউরোপে "সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ" (সেভেন ইয়ার্স ওয়ার) নামক ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ লাগি লাগি অবস্থায় ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হলে এদেশেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হবে, এবং তা মাদ্রাজের দিকে দাক্ষিণাত্যেই হবে। এই বিবেচনায় মাদ্রাজের সামরিক শক্তি খাটো করে মাদ্রাজ থেকে বাংলায় সৈন্য পাঠাতে তারা ইতস্ততঃ করছিল। ইংলন্ড থেকে অল্পদিনেই সৈন্য এসে না পৌছলে, মাদ্রাজ থেকে সৈন্য পাঠানো আরো বিলম্বিত হতো।

যাহা হোক, ইংলন্ড থেকে ইতিমধ্যে দুই জাহাজ সৈন্য এসে মাদ্রাজে হাজির হওয়ায় এবং ইউরোপ যুদ্ধ লাগার কোন সংবাদ না আসায়, মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্ণর জর্জ পিগোট এবার তোড়েজোরে রবাট ক্লাইভ নামক এক সামরিক ব্যক্তির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর বাংলায় প্রেরণ করলো। ক্লাইভের উপর হুকুম হলো–চূড়ান্ত আঘাত হেনে সিরাজকে একান্ত ই উৎখাত করতে না পারলেও, পূর্বেকার সমুদয় বাণিজ্য সুবিধাসহকারে বিগত যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ আদায় করা চাই–ই।

সসৈন্যে ফলতায় এসে পৌছেই রবার্ট ক্লাইভ পরম বন্ধুত্ব ও চরম সহায়তা দানের জন্যে উষ্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মানিকচাঁদকে পত্র দিলো। পত্রে রবার্ট ক্লাইভ আরো জানালো, মানিকচাঁদ যেহেতু ইংরেজ কোম্পানীতে চাকুরী করতে ইচ্ছুক, সেইহেতু মানিক চাঁদকে এই রকম বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা বরাবর বজায় রাখতে হবে এবং তা রাখতে পারলে ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানীতে মানিক চাঁদকে খুবই সম্মানজনক অবস্থানে গ্রহণ করা হবে।

ক্লাইভের পত্র পেয়ে মানিকচাঁদের আহলাদের পরিসীমা রইলোনা। জবাবে তখনই তিনি ক্লাইভকে লিখলেন, "আপনি সসৈন্যে বাংলা মুলুকে এসে নিরাপদে পৌছেছেন জেনে আমি আশ্বস্ত ও অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি

www.amarboi.org

বরাবর আপনাদের ভালাই ও বন্ধুত্ব কামনা করে এসেছি এবং আপনাদের খেদমত করার ঐকান্তিক অভিলাষ পোষণ করে আসছি। আপনার এই পত্র পেয়ে আপনাদের খেদমত করার অর্থাৎ আপনাদের কোম্পানীতে নকরী করার আগ্রহ আমার পূর্বাপেক্ষা দশ গুণ বেড়ে গেল এবং আপনাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার, আপনাদের সার্বিক সহায়তা দান করার ও আপনাদের কাজে লাগার মানসিকতা আমার আজ থেকে অভূতপূর্বভাবে সুদৃঢ় হয়ে গেলো। আমার যতটুকু সাধ্য, আপনাদের সাহায্যদানে ও খেদমতে, তা আমি পুরোপুরি প্রয়োগ করবো এবং অতঃপর এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র গাফিলাতিও আমার মধ্যে থাকবেনা। পত্র বাহকের নাম রাধাকৃষ্ণ মল্লিকার একজন খুবই বিশ্বস্ত ও ইংরেজ-প্রেমিক লোক। পত্র সহ একে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনাদের প্রতি আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততার আরো বিস্তারিত বিবরণ আপনার সদয় অবগতির জন্যে রাধাকৃষ্ণ মল্লিক আপনার কাছে পেশ করবেন"।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কলিকাতা পুনর্দখল করার ব্যাপারে নবাবের প্রতিনিধি মানিকচাঁদ ইংরেজদের যথাসাধ্য সাহায্য করা ছাড়া কোন বাধাই দিলেন না বা নবাবকে তা জানতেও দিলেন না। ইংরেজেরা খোশহালে বজবজ ও থানাদূর্গ দখল করে এসে কলিকাতা পুনর্দখল করলো। এর দুইদিন পরে ক্লাইভ হুগলী আক্রমণ করে প্রায় বিনে বাধাতেই হুগলী দখল করলো। অতঃপর নবাবের পক্ষের ফৌজ ও লোকজনের অন্তরে আতংক পয়দা করার উদ্দেশ্যে বেপরোয়া লুটতরাজের পর ক্লাইভ হুগলী শহর গোটাই অগ্নিসংযোগে ভস্মিভূত করলো। হুগলীর ফৌঝদার নন্দকুমার সেনাসৈন্য সহকারে মানিক চাঁদের মতো ঐ একই ভূমিকা পালন করলেন। অর্থাৎ তিনিও দূরে সরে রইলেন। বাধা তো দিলেনইনা, নবাবকে খবরটা তিনিও দিলেন না।

নবাব যখন খবর পেলেন তখন হুগলী শহর ছাইয়ের স্তুপ। সোহেল বেনে তথা সালার মীরমর্দান মারফত-এর পূর্বাভাস পেয়েও নবাব গা লাগাতে গেলেন না। এ ক্ষণে খবর শুনে নবাব হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এবং পরে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন। তখনই তিনি মানিক চাঁদকে তলব দিলেন, মানিক চাঁদ এতদিনে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ফাঁকে রইলেন। নন্দকুমারও দূরে রইলেন। দরবারে হাজির হওয়ার সাহস কেউই করলেন না। সালার আবদুল হাদী খান ও মীরমর্দানকে সৈন্য সাজানোর নির্দেশ

www.amarboi.org

দিয়ে নবাব আবার মানিক চাঁদদের কড়া তলব দিলেন। অগত্যা মানিক চাঁদ ও নন্দকুমার তাদের সগোত্রীয় সভাসদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নবাবের সামনে হাজির হলেন। এঁদের আচরণ দেখেই নবাব এঁদের অন্তরের অশুদ্ধতা ধরে ফেললেন। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ মানিক চাঁদকে প্রশ্ন করলেন–কলিকাতার খবর কি?

মানিক চাঁদ নতমস্তকে বললেন–কলিকাতা ইংরেজেরা পুনর্দখল করেছে জনাব।

ঃ হুগলী?

ঃ জ্বি, হুগলীও তারা দখল করেছে।

ঃ সেরেফ দখল করেছে? আর কিছু করেনি?

ঃ জনাব?

ঃ লুটতরাজ–অগ্নি সংযোগ?

ঃ না–মানে এমন কথা তো শুনিনি।

নবাব ধমক দিয়ে বললেন–সত্যি কথা বলুন?

জগৎশেঠের ইংগিতে নন্দকুমার বললেন–জ্বি, মানে–হ্যাঁ জনাব। করেছে।

ঃ আপনি কোথায় ছিলেন?

নন্দকুমার জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললেন–পালিয়ে গিয়েছিলাম জনাব। কিছুক্ষণ লড়ার পর হুগলী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

ঃ আপনার সেপাই সেনারা?

ঃ তারাও আলমপনা। তারাও প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের তুলনায় তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল।

মানিক চাঁদকে লক্ষ্যকরে নবাব বললেন–সৈন্যাধ্যক্ষ মানিক চাঁদও কি তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলেন?

মানিক চাঁদ বললেন–জ্বি না, জনাব। আমি যথাসাধ্য লড়েছিলাম–মানে বাধা দিয়েছিলাম।

ঃ আপনি বাধা দিলেন তো ওরা ফলতা থেকে ডাঙ্গায় এসে নামলো কি করে?

ঃ জনাব!

ঃ আপনার অধীনে কি সৈন্য সামন্ত কমছিল কিছু? বিপুল সেনা সৈন্য ও রণ সম্ভার আপনার হাতে থাকতে ইংরেজেরা আবার কলিকাতা দখল করলো কি করে?

www.amarboi.org

ঃ ওরা আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল জনাব।

ঃ মানে?

ঃ জাঁহাপনা গতবার ইংরেজদের যে শক্তি দেখেছিলেন, এখন ইংরেজেরা আর সে ইংরেজ নেই জনাব। এখন শক্তি তাদের আগের চেয়ে কমছে কম দশগুণ বেড়ে গেছে। আমি প্রাণপণে লড়েও তাদের এঁটে উঠতে পারিনি।

ঃ তাদের শক্তি বেড়ে গেছে, না আপনাদের সহযোগিতা বেড়ে গেছে মানিক চাঁদ বাবু?

ঃ জাঁহাপনা!

ঃ মস্তবড় লড়াইয়া বলে আপনারা নিজেদের হরওয়াক্ত জাহির করেন। অথচ অপরিসীম শক্তি আপনার হাতে রেখে আসা সত্ত্বেও পানিতে আটক থাকা ফলতার ইংরেজেরা আবার ডাঙ্গায় আসে কি করে আর কলিকাতা দখল করে কি করে? কয়খানা নৌকা তাদের পার করে আনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন আপনি?

মানিক চাঁদ কাঁচুমাচু করে বললেন–জাঁহাপনা কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

ঃ বিশ্বাস করতেই বা পারছি কৈ আপনাকে? বিশ্বাস করার মতো কাজ কি করেছেন আপনারা কিছু?

ঃ আলমপনা।

ঃ পানির নীচে ডুবে থাকা ইংরেজেরা আবার ভেসে উঠলো, ভেসে উঠে তারা একের পর এক বজবজ, থানা ও কলিকাতা দখল করে নিলো, হুগলী দখল করে শহরটা ভস্মিভূত করলো আর আপনারা সে খবরটা পর্যন্ত জানতে আমাকে দিলেন না?

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ নিজেরা এঁটে উঠতে পারলেন না তো আমাকে খবর দিলেন না কেন? আরো অধিক সেনাসৈন্য চেয়ে পাঠালেন না কেন? বাংলা মুলুক গোটাই তারা দখল করে নিতে যখন উদ্যত, আপনারা তখন এমন আশ্চর্যজনকভাবে চুপ হয়ে রইলেন কেন? খবরটা কাউকে জানতে দিলেন না কেন? মতলব কি আপনাদের? মানিক চাঁদ কম্পিতকণ্ঠে বললেন–ফুরসুৎ পাইনি জনাব। ইংরেজেরা এমন অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো যে, তাদের সামাল দিতে গিয়ে খবর পাঠানোর ফুরসৎ পাইনি।

ঃ সাব্বাস! মাদ্রাজ থেকে জাহাজভর্তি সেপাই সেনা দিনে দিনে এসে ফলতায় জমা হলো, বজবজ- থানা- কলিকাতা- হুগলী- মানে দক্ষিণবঙ্গ

www.amarboi.org

প্রায় গোটাই তারা দিনে দিনে দখল করে নিলো আর এসব খবর নিয়ে একটা লোক পাঠানোর ফুরসুতই আপনি এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কখনোও পেলেন না?

ঃ মেহেরবান।

ঃ এত লড়েছেন আপনি? কৈ, আপনার শরীরে তো কোথাও একটা কাঁটার আঁচড়ের চিহ্নটুকুও দেখছিনে?

ঃ জনাব।

ঃ আপনি বরাবর আমাকে জানিয়ে আসছেন–ইংরেজেরা খামুশ হয়ে গেছে। তারা আমার অনুগত থাকতে চায়–তাদের কোন বৈরী ভাব নেই। এই কি তার নজীর।

ঃ জাঁহাপনা।

ঃ আমি ভেবে তাজ্জব হই, আপনার ভগবান আপনাকে কি দিয়ে গড়েছিলেন?

স্রেফ মিথ্যা আর প্রতারণা দিয়েই কি?

একমুটো কাদামাটিও কি তিনি পান নি?

ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উষ্ণ হয়ে উঠলেন এবং উষ্মার সাথে বললেন–গোস্তাকী মাফ হয় জাঁহাপনা। এ বড় অন্যায়! অত্যন্ত প্রতিকুল আচরণ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ তাঁর দিকে নজর দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাবু।

জগৎশেঠ বললেন–বাংলার নবাব বাহাদুর যদি এভাবে আমাদের সবাইকে অবিশ্বাস করেন তাহলে নবাবের খেদমত আমরা করি কি করে জাহাপনা?

ঃ বিশ্বাসের কাজ করলে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠবে কেন ফতেচাদ বাবু?

ঃ অবিশ্বাসের কোন কাজ কেউ আমরা করিনি জনাব?

ঃ করেননি তো আমার নামের পরিবর্তে শওকতজঙ্গের নামে দিল্লীর সনদ আসে কি করে শেঠজী? দিল্লীর দরবার থেকে আমার নামে নবাবীর সনদ আনার দায়িত্ব আপনাদের উপর ছিল। আপনিই ছিলেন তার মুখপাত্র। সনদটি শওকতজঙ্গের নামে মঞ্জুর হয়ে এলো কি করে বলুন? আপনারা তার নামে সনদ আনলেন কেন? জগৎশেঠ হোঁচট খেয়ে বললেন–জাঁহাপনা!

ঃ এতবড় ছক্কাপাঞ্জা করলেন আপনারা কি করে?

www.amarboi.org

ঃ সেটা দিল্লীর দরবারের ব্যাপার জনাব। আমরা করবো কেন? মানে, আমাদের কসুর কি?

ঃ দিল্লীর দরবারের ব্যাপার?

ঃ জ্বি জাঁহাপনা। জাঁহাপনারা দুই ভাইয়ের মধ্যে বাংলার প্রজাকুল ও পরিষদের আস্থা কার উপর বেশী-সেটা বিবেচনা করেই হয়তো দিল্লীর শাহানশাহ সনদ মঞ্জুর করেছেন। মঞ্জুর করার মালিক তো আমরা নই, তিনি?

ঃ অর্থাৎ আপনি বলতে চান, শওকতজঙ্গই সকলের অধিক আস্থাভাজন ছিলো?

ঃ আমরা বলবো কেন জনাব? দিল্লীর বাদশাহ হয়তো তাই মনে করেছিলেন।

ঃ দিল্লীর বাদশাহ কি জীন, না অশরীরী কিছু? সুদূর দিল্লীর দরবার থেকে বাংলার প্রজাকুল ও পারিষদদের মনের খবর করতে তিনি কখন এলেন আর কি করে তা করলেন?

ঃ আপনারা সবাই মিলে জোর গাহানা না গাইলে আর আর নির্লজ্জভাবে কলকাঠি না ঘোরালে, আমি তখতে আসীন আছি দেখেও দিল্লীর বাদশাহ-সালার আবদুল হাদী খান কিছু আগেই নবাবের কাছে এসেছিলেন। নবাবকে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে তিনি নড়েচড়ে উঠলেন এবং তাজিমের সাথে বললেন- বাহিনী প্রস্তুত জাঁহাপনা। সেপাইসেনাদের দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিক বিলম্ব হলে আবার সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

আকস্মিক এই পৃথক প্রসঙ্গে নবাব তালকানা হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললেন- খান সাহেব?

আবদুল হাদী খান বললেন– হ্যাঁ! বাহিনী তৈয়ার মেহেরবান!

নবাব সম্বিতে এসে বললেন- এ্যাঁ! তৈয়ার? সাব্বাস!

এরপর নবাব মানিক চাঁদ ও নন্দকুমারের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন চলুন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়েও নাকি আপনারা তাদের এঁটে উঠতে পারেন নি, এবার আমার সাথে চলুন। দেখি, মদদ পেছনে না থাকলে, কত লোম ইংরেজদের দুই হাতে গজিয়েছে যে, বাংলার বাহাদুর সালারদের তার ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়?

মানিক চাঁদ বললেন– জাঁহাপনা!

www.amarboi.org

ঃ চলুন, সবাই গিয়ে এক সাথে ওদের মুখোমুখী দাঁড়াই। মরতে হয় গিয়ে সবাই এক সাথে মরি। সবাই আপনারা সৈনিক। লড়তে লড়তে লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যু ঘটাই তো একজন সৈনিকের ঐকান্তক কামনা হওয়া উচিত?
মানিকচাঁদ বললেন– আমরা তৈয়ার জাঁহাপনা। নবাব আবদুল হাদী খানকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনি রাজধানী সামলাবেন। সালার মীর মর্দানকে আমার সাথে দিন। তাঁকে তৈয়ার হতে বলুন।
ঃ জো হুকুম মেহেরবান।

আঠার

মানুষের মন একটা সংকেত যন্ত্র। কল্যাণের না হোক, প্রিয়জনের অকল্যাণের আগাম একটা ছায়া অনেক সময় কি করে যেন সেখানে এসে পড়ে। বিশেষ করে, এক অন্তর যখন অন্য অন্তরের মধ্যে লয় হয়ে যায়, তখন সেই প্রিয়জনের বালা-মুসিবতের অস্পষ্ট একটা দোলা প্রথম জনের দীলে এসে অজ্ঞাতেই লাগে। মায়ের প্রাণে আগেই পৌঁছে সন্তানের অকল্যাণের অগ্রিম তারবার্তা। দয়িতার দীলে আগেই জাগে দয়িতের আসন্ন মুসিবতের আশংকা। দয়িতার অকল্যাণের আশংকায় দয়িতের দীলও একাকীত্বে ও অবসরে চঞ্চল হয়ে উঠে।
সোহেল বেনেকে নিয়ে তন্দ্রাবাঈয়ের সেদিনের ঐ আবেগটা আধিক্যের পর্যায়ে পড়ে। আপাততঃ দৃষ্টিতে খানিকটা বাহুল্য বলেই মনে হয়। সোহেল বেনেরও যে কিঞ্চিৎ এমন মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, সেটা অর্থহীন ছিলনা। সোহেল বেনের আসন্ন মুসিবতের ছায়া তন্দ্রাবাঈয়ের দীলে আগেই এসে পড়েছিল। মরতে মরতে বেঁচে গেলেন সোহেল বেনে।
তন্দ্রাবাঈয়ের নিকট বিদায় নিয়ে সোহেল বেনে গোবিন্দরাম মিত্রের এলাকা থেকে ছুটে মুর্শিদাবাদে এলেন। শহরে পৌঁছেই তিনি শুনতে পেলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ কিছু আগে শওকত জঙ্গের মোকাবেলায় সসৈন্যে রওনা হয়ে গেছেন।
অতিদ্রুত মকানে এসে পৌঁছে তিনি দেখলেন, বাড়ীর সবাই ভালই আছে, তবে উস্তাদজী তাঁর মকানে প্রায় একা পড়ে গেছেন। কাজের ঝিটা অসুস্থ হয়ে বাড়ী গেছে আর রানুবালা বিহারীলালের সাথে জলসা করতে গেছে। মুর্শিদাবাদের বাইরে খুব দূর এক এলাকায় পর পর কয়েকটা বায়না নিয়ে

www.amarboi.org

এক পক্ষকালের জন্যে তারা জলসা করতে বেরিয়েছে। খানসামা ফজল খাঁকে নিয়ে ঐ প্রশস্ত মকানে উস্তাদজী একা একা বাস করছেন।

বাড়ীর খবর করে এবং উস্তাদজীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ অন্তে সোহেল বেনে রিসালদার আবদুর রশিদের সন্ধানে ছুটলেন। নসীবগুণে তিনি অল্প তালাশেই আবদুর রশিদকে পেয়ে গেলেন। কুশলাকুশলের খবর করেই সোহেল বেনে তাঁকে কলিকাতার ষড়যন্ত্রের কথা শুনালেন। অর্থাৎ ইংরেজদের হাতে কলিকাতা বিনে বাঁধায় ছেড়ে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র মানিকচাঁদ পাকিয়ে তুলেছেন, তা সবিস্তারে জানালেন। এরপর, শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযানে নবাবের বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকজন মতলববাজ সেনাপতি ও সভাসদ যোগ দিয়েছেন শুনে, সোহেল বেনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং তিনিও ঐ অভিযানে শরিক হওয়ার জন্যে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

লড়াইয়ের ময়দানে গোয়েন্দাগিরি করা মস্তবড় বিপদের কাজ। এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিতে আবদুর রশিদ প্রথমে বাধা দিলেন। কিন্তু সোহেল বেনে নাছোড়বান্দা হওয়ায় তিনি তাঁকে একটি শক্তিশালী অশ্ব দিলেন এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্যে, বিশেষ করে লব্ধ খবর সেনাপতি বাহাদুর আলী খানকে পৌঁছানোর জন্যে, দুইজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী অনুচর তাঁর সাথে দিলেন।

আগে পিছে তিন অশ্ব হাঁকিয়ে আবদুর রশিদের অনুচরদ্বয় সহ সোহেল বেনে মনিহারের অদূরে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে এসে নবাব বাহিনীর নাগাল ধরলেন। যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। সন্ধ্যাকাল। নবাব বাহিনী এসে শওকতজঙ্গের পথ রোধ করে দাঁড়ালে, শওকতজঙ্গ মনিহারের অপরদিকে ছাউনি ফেলে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং মনিহারের অল্প একটু এদিকে নবাব বাহিনীও ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছেন। রাত পোহালেই শুরু হবে লড়াই। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ক্রমেই গভীর হতে লাগলো। এসে অবধি সোহেল বেনে সুর দিয়ে মতলববাজ সেনাপতি ও সভাসদদের পেছনে লেগে রইলেন। অনুচরদ্বয়কে এক নিরাপদ অবস্থানে রেখে রাত্রির অন্ধকারে সোহেল বেনে মতলববাজদের তাঁবুতে খবর করতে এসেই মৃত্যুর মুখে পড়লেন।

তিনি এসে দেখলেন, অনেকটা ফাঁকে অবস্থিত এক সহকারী সালারের তাঁবুতে গভীর রাতে টিম টিম করে আলো জ্বলছে এবং চাপাকণ্ঠে অনেক মানুষের কথাবার্তা হচ্ছে। সন্তর্পনে গিয়ে তাঁবুতে উঁকি দিয়ে দেখলেন,

www.amarboi.org

তাঁবুর মধ্যে অল্প আলোতে বসে ফিশফিশ করে কথা বলছেন অনেকগুলো লোক। এদের মধ্যে সেনাপতি রায়দুর্লভ ও সেনানায়ক খাদেম হোসেন কে ছাড়া, মুখ দেখতে না পাওয়ায়, সোহেল বেনে আর কাউকে চিনে উঠতে পারলেন না। তবে কথা তাদের প্রায় সবই শুনতে পেলেন। ভোর হওয়ার আগেই অন্ধকারে এসে অতর্কিতে হামলা করার জন্যে শওকতজঙ্গকে আহবান করার এবং নিজ নিজ বাহিনী দিয়ে শওকতজঙ্গকে সাহায্য করার ষড়যন্ত্র চলছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগেই বিঘ্ন ঘটে গেল। শুরু হলো বিপুল হৈ চৈ ও চীৎকার।

সোহেল বেনে এই সময় বেখেয়ালে 'খুক' করে একটু কেশে উঠলেন। আর এতে করেই ঘটে গেল এই প্রলয়। পাহারারত সেপাইদের একজন নিকটেই ছিল। তাঁবুর পরতের মধ্যে লুক্কায়িত সোহেল বেনেকে দেখেই সে চীৎকার দিয়ে উঠলো এবং 'গুপ্তচর গুপ্তচর' বলে সশব্দে তার সঙ্গীদের আহবান করতে লাগলো। চীৎকার শুনে তার সঙ্গী সাথী সেপাইরাও 'ধর-ধর' আওয়াজ দিয়ে চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো।

সোহেল বেনে প্রমাদ গুণলেন। চরম বিপদ দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলেন। কিন্তু তাঁর এক পাশ থেকে এই সময় এক সেপাই বল্লম ছুড়ে মারলো। বল্লমটা সোহেল বেনের পাঁজরের একটু নিচে কোমরে এসে লাগলো এবং অনেক খানি মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আঘাতকারীর অল্প একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার দরুন, বল্লমটা সরাসরি সোহেল বেনের পাঁজরে ঢুকে গেলোনা। তা গেলে, মউত তাঁর অবধারিত ছিল।

পাঁজরে না ঢুকলেও কোমরের আঘাত ছোট আঘাত ছিলনা বল্লমটা কোমরে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি করে বেরিয়ে গেল। বল্লম এসে বিঁধলে সোহেল বেনে আর্তনাদ করে উঠে ওখানেই পড়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হুঁশে এসে আবার উঠে দৌড় দিলেন এবং প্রাণপণে ছুটে অন্ধকারে মিশে গেলেন। এরপর নিরাপদস্থানে অবস্থিত ঐ দুই অনুচরের কাছে কোন মতে এসে যখন পৌঁছলেন, প্রচুর রক্তক্ষয়ে তার শরীরের শক্তি তখন শেষ। তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলেন।

সোহেল বেনে অন্ধকারে চলে এলে তাঁকে আর খোঁজ করে কেউ পেলোনা। কিন্তু এতে যে শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু হলো, তাতে করে প্রথমে পার্শ্ববর্তী তাঁবুগুলির ও পরে সমুদয় তাঁবুর লোকজন জেগে গেলেন। সর্বত্র দপ দপ

www.amarboi.org

করে আলো জ্বলে উঠলো। নবাবের বিশ্বস্ত সেনাসৈন্যরা সজাগ হয়ে চারদিকে টহল দিতে লাগলেন।

সোহেল বেনে তথ্য উদঘাটনে সরাসরি সফল কাম হলেন না ঠিক, গোপন তথ্য নবাবের কানে গেলনা, কিন্তু তাঁর এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে মতলববাজদের মতলবটা গোটাই ভেস্তে গেল। শওকতজঙ্গের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন মওকাই তাঁরা পেলেন না। নবাব একটা মস্ত বড় ফাঁড়া থেকে বেঁচে গেলেন। মতলববাজদের মতলব হাসিল হলোনা। তবে তাঁরা জেনে গেলেন, তাঁদের পেছনে গুপ্তচর লেগেছিল। গুপ্তচরটি আহত হয়েছে। অল্পক্ষণে না হলেও, দুই একদিনের মধ্যেই সে মারা যাবে।

সোহেল বেনে মরলেন না। মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। অনুচরদ্বয়ের সামনে এসে সোহেল বেনে পড়ে গেল, অনুচরদ্বয় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে এনে ক্ষতস্থান শক্ত করে বেঁধে দিলো। অতঃপর প্রাথমিক চিকিৎসা অন্তে সোহেল বেনেকে নিয়ে তারা পাল্কীযোগে সেই রাতেই মুর্শিদাবাদে রওনা হলো। বল্লমওয়ালার লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে সোহেল বেনে বাঁচতেন না- এটা যেমন ঠিক, তেমনি রিসালদার আবদুর রশিদ এই দুইজন অনুচর তাঁর সাথে না দিলেও তিনি বাঁচতেন না। ভাগাড়ে পড়ে রক্তক্ষরণেই মৃত্যু ঘটতো তাঁর। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে?

সোহেল বেনে বাঁচলেন। কিন্তু নির্বিঘ্নে নয়, অনেক ভুগে তবে বাঁচলেন। পথেই তিনি জ্ঞান হারালেন। আঘাতের যন্ত্রণায় গায়ে তাঁর আগেই জ্বর উঠেছিল এবং তিনি অর্ধচৈতন্যে ছিলেন। দীর্ঘ পথের শ্রান্তিতে সেই জ্বর প্রকট আকার ধারণ করলো। তিনি পাল্কীর মধ্যেই জ্ঞান হারালেন।

দুইদিন দুইরাত একই ভাবে কেটে গেল। এরপর ধীরে ধীরে কিছুটা জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ মেলে অস্পষ্টভাবে দেখলেন, তিনি তাঁর, নিজকক্ষে নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন। শিয়রে বসে কপালে তাঁর ভিজে নেকড়ার পটি বা পট্টি লাগাচ্ছেন তন্দ্রাবাঈ।

তন্দ্রাবাঈয়ের উপর নজর পড়লে সোহেল বেনে সঙ্গে সঙ্গে কিছুই অনুভব করতে পারলেন না। কেবলই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। খানিক পরে অনুভব করতে পেরেই তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তন্দ্রাবাঈ হাত ইশারায় তাঁকে নীরব থাকার জোর ইংগিত দিলে তিনি আবার আস্তে আস্তে চোখ মুজলেন ও ঘুমিয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

প্রহর খানেক পরে আবার যখন সোহেল বেনের ঘুম ভাঙ্গলো তখন তিনি আগের চেয়ে অনেকখানি সুস্থ। তিনি নিজের বাড়ী ও নিজের কক্ষ আরো ভাল করে চিনতে পারলেন এবং বাড়ীর লোকজনদের সাথে তন্দ্রাবাঈকে এখানে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি একসাথে অনেক কথা জানতে চাইলেন। কিন্তু তখনই হেকিম সাহেব এসে আবার তাঁকে অস্থির হতে নিষেধ করলেন এবং দাওয়াই পথ্য খাইয়ে দিয়ে নীরবে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

সোহেল বেনে উঠে বসলেন পরেরদিন সকালে। জ্বর তাঁর ছেড়ে গেছে এবং শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে। ক্ষতস্থানের যন্ত্রণাও আর নেই। এই সময় তন্দ্রাবাঈ তাঁর সামনে ছিলেন না। তখন তাঁর সামনে ছিলেন উস্তাদজী। উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেব তাঁর পালংকের এক পাশে কুরসীর উপর বসে ছিলেন। আসকান মোল্লা ও কাজের ঝি জয়তুন বিবিও আশে পাশেই ছিল।

সোহেল বেনের কাছে সব কিছু ভানুমতির খেল বলে মনে হতে লাগলো। কি করে কি হয়ে গেল, সবই যেন গোলক-ধাঁ-ধাঁ। আহত হওয়ার পর তিনি আবদুর রশিদের ঐ দুই অনুচরের কাছে এলেন, তাদের সামনে এসে পড়ে গেলেন, তারা তাঁর ক্ষতস্থান বেঁধে দেলো– এ পর্যন্ত তাঁর মোটামুটি মনে আছে। এর পরেই একটা আবছা স্মৃতি-অনুচরদ্বয় তাঁকে শূন্যে এনে কোথায় যেন তুললো-ব্যস! এরপর আর কিছুই মনে নেই।

এখন নিজেকে নিজের গৃহে আবিস্কার করে তাঁর বিস্ময়ের সীমাবধি রইলোনা। ব্যাপারটা জানার জন্যে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠলে, উস্তাদজী তাঁকে একে একে সব কিছু জানালেন। রিসালদার আবদুর রশিদের অনুচরেরা পাল্কী যোগে তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এলে হেকিম ডেকে চিকিৎসা করা থেকে শুরু করে, দুই দিন দুই রাত্রি তাঁর অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত-তামাম কথা শুনলেন।

সোহেল বেনে এরপর বিপুল আগ্রহে প্রশ্ন করলেন- কিন্তু তন্দ্রাবাঈ? তাঁকে এখানে দেখলাম যে?

উস্তাদজী এবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- দেখলেন কি হক সাহেব? বলতে গেলে, আসকান মোল্লা আর আপনার কাজের বেটির সহযোগিতায় আপনার তামাম খেদমত তো ঐ তন্দ্রাবাঈই করলো। দুইদিন দুইরাত তার খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আপনার শিয়রেই তার গোটা সময় কাটলো।

ঃ জনাব!

www.amarboi.org

ঃ যদিও সব কিছুই আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ, আপনি আপনার তকদিরের জোরেই বেঁচে উঠলেন, তবু আপনাকে এই তুলে বসাতে তার শ্রমটাও কম ছিলনা। তকদিরটা আপনার হলেও, তদবিরটা সবটুকুই তার।

ঃ বলেন কি। তা উনি এখানে–

ঃ দিন দুইতিন আগে সে এখানে এসেছে। তার অভিভাবকেরা তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তো আপনাকে এই হালতে এনে রিসালদার আবদুর রশিদ সাহেবের লোকেরা মকানে তুলে দিয়ে গেলেন।

অকস্মাৎ অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠে। সোহেল বেনে বললেন- হ্যাঁ! তাই নাকি? আর কেউ কি এ ঘটনা জেনেছে?

ঃ জেনেছেন। রিসালদার সাহেব দুই দুইবার এসে আপনাকে দেখে গেছেন।

ঃ তিনি ছাড়া আর কেউ? মানে আপনার বাড়ীর লোকেরা? বিহারীলাল বাবু-রানুবালা-লহরীবালা-এঁরা?

ঃ তারা তো কেউ নেই। মকানে ফজল খাঁ আর আমি আছি। সবাই জলসা করতে বেরিয়েছে-এটা তো আপনি দেখেই গেলেন। কেউ এখনো ফেরেনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোহেল বেনে বললেন- আল-হামদুলিল্লাহ। আমার আহত হওয়ার কথাটা কোন কাউকেই জানাবেন না। এটা বেমালুম চেপে যেতে হবে। নইলে মুসিবত আছে।

ঃ হ্যাঁ, মুসিবত তো আছেই।

ঃ মুসিবত মানে, আমি যে একজন গোয়েন্দা, এটা সবাই জেনে ফেলবে। দুশমন-দোস্ত সবাই।

উস্তাদজী মৃদু হেসে বললেন- এ নিয়ে আপনাকে পেরেশান হতে হবে না। রিসালদার আবদুর রশিদ সাহেব আগেই এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। আমরা তা ভুলিনি।

ঃ জনাব !

ঃ কাজটা খুবই বিপদজনক হক সাহেব। কিন্তু মহৎকাজ আর আপনিও স্বেচ্ছায় এ কাজে এলেন, তাই কিছু বলিনি। এ কাজে হরওয়াক্ত হুঁশিয়ার থাকতে হয়। একটু বেখেয়াল হলেই এই রকম জানের উপর হুমকি আসে।

এই সময় ফজল খাঁ এসে উস্তাদজীকে বললো- হুজুর, আসুন। আপনার নাস্তা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

www.amarboi.org

উস্তাদজী বললেন- তন্দ্রা ? তন্দ্রাবেটি নাস্তা খেয়েছে ?

ঃ জ্বি না হুজুর। মাইজী সকালে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার নাস্তা খাওয়া হয়ে গেলে আমাকে ডেকে দিতে বলেছেন।

উস্তাদজী সখেদে সগোক্তি এ মকান আর একবার ও মকান-এই করেই তার গোটা রাত গেছে।

সোহেল বেনে সবিস্ময়ে বললেন- বলেন কি !

উস্তাদজী বললেন- আপনি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর অর্ধেক রাত পর্যন্ত তো জয়তুন বিবির সাথে সে আপনাকে পাহারা দিয়েই বসেছিল। এরপর ফিরে গিয়েও সে তার নিজের ঘরে ঘুমায়নি। প্রহরে প্রহরে দেখেছি, সে এ বাড়ীতে আসছে আর যাচ্ছে। অনুপম আস্বাদনে বিভোর হয়ে সোহেল বেনে লহমা কয়েক নীরব হয়ে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন- কিন্তু তন্দ্রাবাঈ তো এই মুর্শিদাবাদে ছিলেন না ? বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অনেক দূরে ছিলেন।

ঃ হ্যাঁ, তন্দ্রাবেটিই বললো, সে কলিকাতার ওদিকে ছিল। দিন চারেক আগে সে কি এক কাজে যেন মুর্শিদাবাদে এসেছে।

আসকান মোল্লা তাকিদ দিলো- হুজুর-

উস্তাদজী বললেন- ও হ্যাঁ, চলো–

হেকিম সাহেব এসে জ্বর আর নেই দেখে খুশী হলেন। ক্ষতস্থানে দাওয়াই লাগিয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় রুগীকে পেটভরে খেতে দিতে বলে গেলেন।

পেটভরে খাওয়ার পর সোহেল বেনে আবার ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমি ভাঙ্গলো জোহরের ওয়াক্তের কিছু আগে। ঘুমে থাকতেই তাঁর মনে হলো, কে যেন তাঁর কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করছেন। চোখ মেলে দেখলেন, তন্দ্রাবাঈ। তন্দ্রাবাঈ তাঁর পাশে বসে হাত রেখেছেন কপালে।

তন্দ্রাবাঈকে দেখে সোহেল বেনে এবার মোটেই ব্যস্ত হলেন না। এ ধেয়ানে তন্দ্রাবাঈয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তন্দ্রাবাঈ সদ্য গোছল করে এসেছেন। পরণে তাঁর সবুজ জামার উপর লালপেড়ে দপদপে সাদা এক শাড়ী কাপড়। উন্মুক্ত মস্তকের এলানো কুন্তল কালবৈশেখী মেঘের মতো শাড়ীর উপর দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এরপরও শেষ হয়নি সে মেঘের বহর। পেছনে বিছানার উপর জড়ো হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা ভাঁজ খেয়ে। কপালে হাত দিতে গিয়ে মুখের উপর কিঞ্চিৎ ঝুঁকে পড়ায়, তাঁর দুই কানের পাশ দিয়ে অবাধ্য কেশদাসের কিয়দংশ ঝুলে

www.amarboi.org

পড়েছে অলক্ষ্যে। ঝুলে পড়ে সোহেল বেনের গায়ে-বুকে-বিছানায় লুটোপুটি খাচ্ছে। গলায় তাঁর একগোছা সরু সোনার মালা। দুই হাতে দু'খানা করে চার গাছি চুড়ি। এছাড়া আর আভরণ নেই। অথচ আভরণের বাহুল্যহীনা সদ্যস্নাতা তন্দ্রাবাঈকে এই মুহূর্তে এতই মনোরম লাগছে, যেন শিশির ধোয়া সদ্যফোটা এক বসরাই গোলাপ ফুল সোহেল বেনের চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। যেমনই সুষমা, তেমনই সুবাস, তেমনই সৌষ্ঠব! সোহেল বেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে তন্দ্রাবাঈ অজ্ঞাতেই একটু শিহরিত হলেন। কপাল থেকে হাত তুলে ঈষৎ হেসে বললেন- কি দেখছেন?

জবাবে সোহেল বেনেও হাসিমুখে বললেন- অপরূপ!

ঃ কি অপরূপ।

ঃ আপনার রূপ!

তন্দ্রাবাঈ কপটরোষে বললেন- তবেরে! এই অবস্থায় নজর আবার ওদিকে গেছে ?

ঃ টেনে্ নিলে যাবেনা ? নজরের দোষ কি ?

ঃ কে টেনে নিলো ?

ঃ আপনার রূপ।

কিঞ্চিৎ সরে বসে তন্দ্রাবাঈ বললেন-ওহো! এলোক তো সুবিধের নয়!

সোহেল বেনেও হেঁয়ালী করে বললেন– সুবিধের লোকটাই বা কে? দিন রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে পেছনে লেগে থাকলে, মানুষ আর সুবিধের থাকে কি করে?

ঃ তার মানে?

ঃ গত দুইদিন দুইরাত, এমন কি আজকের রাতেও যে আপনি কি করছেন, তা শুনতে আমার বাকী নেই।

ঃ কি করেছি?

ঃ নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন।

ঃ হুঁঃ! তবু তো মোষ্টাকে বাগে আনতে পারলাম না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ মানুষ করতে পারলাম না। কিসে হিত কিসে অহিত- এ বোধটুকু তার মধ্যে পয়দা করতে পারলাম না।

ঃ কেমন?

www.amarboi.org

ঃ নিজের ভালই পাগলেও নাকি বুঝে। কিন্তু এটার মধ্যে সে জ্ঞানটুকু আজও কিছুতেই এলোনা। জেনে শুনে বার বার আগুনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।
ঃ তবুও কি তার পেছনে এইভাবে ছুটতে হবে? আহার নিদ্রা ছেড়ে দিতে হবে?
ঃ বটে। পার হলেই পাটনী খারাপ। যে অবস্থা হয়েছিল, বেঁচে উঠার কোন আশাই ছিলনা। ক্ষীণ একটা বায়ুপ্রবাহ- এই আছে, এই নেই। আহার নিদ্রার মওকা কি কারো রেখেছিলেন আপনি?
ঃ তার মানে-
ঃ পরম করুণাময় করুণা করে জানটা ভিক্ষে দিয়ে গেলেন বলেই না আজ এই বুলি ফুটেছে মুখে।
ঃ তাই?
ঃ আক্কেলটা হয়েছে তো? কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মনে পড়ে। খাহেশটা শুনেই আমি বুঝেছিলাম, মুসিবত একটা নির্ঘাত ঘটতে যাচ্ছে। আমার মনই বার বার ডেকে আমাকে বলেছিল। কিন্তু কথাটা গায়েই তেমন মাখলেন না। এখন ?
সোহেল বেনে সাফাই গেয়ে বললেন-না, এমনটি হওয়ার কথা ছিলনা। হঠাৎ আমার নিজের দোষেই-মানে একটু কেশে ফেলাতেই-
ঃ তা যে কারণেই হোক, বিপদটা ঘটলো তো ? রিসালদার সাহেব যদি ঐ লোক দুটি সাথে না দিতেন, তাহলে দশাটা কি হতো আপনার ?
তাচ্ছিল্যের ভান করে সোহেল বেনে বললেন- কি আর হোত ? আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ওখানে তো আমার শিয়রে বসে থাকার কেউ ছিলনা, ঐ তেপান্তরে ধুকে ধুকেই মরে থাকতাম।
ঃ তাহলে ?
ঃ ল্যাঠা চুকে যেতো। এই আপদটার জন্যে কাউকেই কোন তকলিফ করতে হতো না।
ঃ তাজ্জব ! এতটাই স্বার্থপর ?
ঃ স্বার্থপর মানে ?
ঃ কেবলই নিজের কথা ? অন্যের কথা ভাবার কোন গরজই নেই ?
ঃ অন্যের কথা!
ঃ নিজে মরলেই সব ল্যাঠা চুকে যেতো? তা নিয়ে কি আর কারো কোন ব্যথা বেদনাই থাকতো না?

www.amarboi.org

ঃ তা কথা হলো–

মৃদু ধমক দিয়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন– রসিকতা রাখুন। থাকতো কি না, তাই বলুন।

সোহেল বেনে তড়িঘড়ি করে বললেন- থাকতো-থাকতো। তা না থাকলে কি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেউ এতটা করতে পারে?

জয়তুন বিবি এই সময় কাছে এসে বললো- বাপজান, দুপুর হয়ে গেল। হেকিম সাহেব আপনাকে গরম পানি দিয়ে গোছল নিতে বলেছেন। সেই সাথে ঘা'টাও এসে ধুয়ে দেবেন উনি।

সোহেল বেনে বললেন- হেকিম সাহেব কি এসেছেন?

ঃ জ্বি না। খবর দিলেই উনি চলে আসবেন।

ঃ তাহলে খবর দিতে লোক পাঠাও।

ঃ কাকে যে পাঠাই! হানিফটা থাকলোনা, চলে গেল। ও ছোঁড়া থাকলেও এসব ছোটখাটো কাজগুলো হতো।

ঃ সে তো কবে চলে গেছে। ও কথা আজও ভেবে আর লাভ আছে? বসে বসে কেবলই তো জঙ্গনামা পড়া! মোল্লা চাচাকে পাঠিয়ে দাও। বাসায় না থাকলে খুঁজে দেখো–

ঃ জ্বি– আচ্ছা

জয়তুন বিবি চলে গেলে তন্দ্রাবাঈ সোহেল বেনেকে বললেন– ক্ষতস্থানে কি আর ব্যথা আছে?

ঃ জ্বি না। স্বাভাবিকভাবে আর নেই। তবে নড়তে চড়তে অল্প অল্প ব্যথা অনুভব করছি।

ঃ সাবধানে নড়াচড়া করুন্ অধিক ব্যস্ত হওয়ার কি গরজ?

ঃ জ্বি–তাই। কিন্তু ঘটনা কি বলুন তো? আপনি হঠাৎ এখানে আর এমন নিশিতে এখানে আছেন- ব্যাপার কি? ওখান থেকে আপনি আবার কবে এলেন?

তন্দ্রাবাঈ মৃদু হেসে বললেন- আমি আপনার পিছু পিছুই তো এলাম!

ঃ আমার পিছু-পিছু!

ঃ হ্যাঁ। ব্যাপারটা কাকতালীয়ই বটে। আমি আমার অভিভাবকদের হুকুম তামিলে এসেছি।

ঃ কি রকম?

www.amarboi.org

হাসির তুফান তুলে পিগ্‌ম্যান গোবিন্দরামের গৃহ থেকে বেরিয়ে গেল। আড়াল থেকে এদের তামাম কথা শুনে তন্দ্রাবাঈ আওয়ারা হয়ে উঠলেন। সোহেল বেনে অসুস্থ এখন মুর্শিদাবাদে। নবাব এখন পথে। সেনাসৈন্য নিয়ে তিনি লড়াই করতে আসছেন। অথচ এদের এই ষড়যন্ত্রের খবরটা অবিলম্বে নবাবের কাছে পৌঁছা প্রয়োজন। না পৌঁছলে, বিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা। খবরটা পৌঁছানোর জন্যে তিনি ছুটোছুটি করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন পথ করতে না পেয়ে, খাঁচায় বন্দি পাখীর মতো মাথা কুটতে লাগলেন।

তন্দ্রাবাঈ অকস্মাৎ অকুলে কুল পেলেন। এই সময় গোঁসাইপদ ছুটে এসে হাসিমুখে বললো- দিদিমনি, এসে গেছেন-উনি আবার এসে গেছেন।

উৎকর্ণ হয়ে উঠে তন্দ্রাবাঈ বললেন- উনি মানে? কে এসে গেছেন?

ঃ ঐ সুরমা-দা, মানে সুরমাওয়ালা দাদা।

ঃ বেনে সাহেব?

ঃ আজ্ঞে-আজ্ঞে, ঐ দাদা। এই মাত্র তাঁর সাথে কথা বলে এলাম। আজকেই উনি আমাদের এখানে এলেন।

আসমানটা গোটাই তন্দ্রাবাঈয়ের হাতের মধ্যে চলে এলো। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন-সত্যি বলছো? সত্যি উনি এসেছেন?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমনি, সত্যি।

ঃ কোথায় উনি ?

ঃ আমাদের এই বাজারেই আছেন।

ঃ উনার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন দেখলে ?

ঃ একটু কাহিল কাহিল মনে হলো। তবে উনি ভালই আছেন। কোন অসুবিধে নেই।

ঃ কি করে বুঝলে ?

ঃ আজ্ঞে, দাদাবাবুই বললেন। বললেন, উনি অসুখে পড়েছিলেন, এখন বিলকুল সুস্থ হয়ে গেছেন। আর কোন অসুবিধে নেই।

ঃ ও আচ্ছা। তুমি শিগাগর আবার তাঁর কাছে যাও। আজকেই দুপুরে তাঁকে ঐ দিঘীর ঘাটে আসতে বলো। কিছু আতর-সুরমার বড়ই দরকার।

ঃ কেন দিদিমনি ? দুপুর তো প্রায় হয়েই এলো। এত তাড়া কিসের ? আতর সুরমা যা লাগে তা আগামী কাল-

ঃ আহ্ হা ! প্রশ্ন করোনা ভাই। যা বললাম, তাই করো–

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন- আপনাকে তাড়াহুড়া করতে হবে না। ঘা'টা পুরোপুরি শুকানোর আগেই ব্যস্ত হতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। যতদিন লাগে আপনি চুপচাপ শুয়ে বসে থাকুন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন যখন, পারলে তখন আপনি আবার ওদিকে আসবেন।

ঃ হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি? তবে আপনি ওখানে গিয়ে সাবধানে থাকবেন। কোন আপত্তিকর স্থানে আপনাকে পাঠাতে চাইলে আপনি কায়দা করে এড়িয়ে যাবেন। এড়াতে না পারলে, ওখান থেকে পালিয়ে সোজা এখানে চলে আসবেন। দরকার হলে গোঁসাইপদর সাহায্য নেবেন। আমি আবদুর রশিদকে বলে দেবো। আপনাকে হেফাজত করার ব্যবস্থা সে করবে। ঐ দুর্জনদের খপপড়ে আর বেশী দিন আপনাকে আমি ফেলে রাখতে রাজী নই।

ঃ সেটা আমার নসীব! ওদের খপপড় থেকে বাঁচতে পারা মানেই আমার নয়া জীবন লাভ করা। শুধু খবর সংগ্রহের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, এর অতিরিক্ত ওদের অধীনে থাকতে আর মন আমার চায়না।

ঃ আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আমি সুস্থ হয়ে উঠার পর সে পদক্ষেপ আমি সচেষ্ঠভাবেই নেবো ইনশাআল্লাহ!

হপ্তা খানেকের মধ্যেই তন্দ্রাবাঈয়ের তলব এলো। শেঠবাবুদের বার্তা নিয়ে আবার তিনি গোবিন্দরাম মিত্রের মকানে ফিরে গেলেন। সুস্থ হয়ে উঠতে সোহেল বেনের প্রায় মাস দেড়েক লাগলো। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজরা এসে কলিকাতা পুনর্দখল করে হুগলী ভস্মিভূত করলো এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ শওকত জঙ্গের ফয়সালা করে এসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করার জন্যে সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন।

নবাবের যুদ্ধযাত্রার খবর শুনেই সোহেল বেনে উঠে দাঁড়ালেন এবং তন্দ্রাবাঈয়ের মুসিবত হতে পারে ভেবে, তৎক্ষণাৎ কলিকাতার দিকে ছুটলেন।

উনিশ

– থ্যাংক ইউ মিঃ গাভীনর‍্যাম থ্যাংক ইউ। হামার মাষ্টার, আই মিন, হামার মুনিব মিঃ ড্রেক খোশী ঠাকিবে টো, টামাম ঠিক ঠাকিবে। জরুর হাপনি কিং বনিয়া যাইবেন। এ বিগ কিং। একঠ্যে মষ্টবড় এস্টেই হাপনার হইবে।

www.amarboi.org

গোবিন্দরাম মিত্রের খাস কামরায় উপবিষ্ট মিঃ পিগম্যান উঠি উঠি করতে করতে কথাগুলো বললে। পিগম্যান একজন ইংরেজ, রোজার ড্রেকের ম্যাসেঞ্জার বা বার্তাবাহক। ইংরেজদের বার্তা নিয়ে সে গোবিন্দরাম মিত্রের বাসগৃহে এসেছিল। ইংরেজী মানেই মিত্র বাবুদের কাছে পূজনীয় ব্যক্তি- তা সে বার্তাবাহক হোক আর বড় সাহেবই হোক। জবাবে গোবিন্দরাম মিত্র গদ গদ কণ্ঠে বললেন- সে আপনাদের মেহেরবাণী সাহেব। আপনারা হলেন গিয়ে দরাজদীল মানুষ, দেবতুল্য লোক। আপনাদের নেক নজর থাকলে আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

পাশেই উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণ মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে বললেন- আমার কথাটাও মাঝে মাঝে আপনার মুনিবকে একটু স্মরণ করিয়ে দেবেন সাহেব। সুদিন এলে আমি যেন আবার ফাঁকে পড়ে না যাই। আপনাদের পেছনে দৌড় ঝাঁপটা আমিও কম কিছু করছিনে। গ্যাঁক গ্যাঁক করে হেসে উঠে পিগম্যান বললো- করুন করুন। জোরছে ঝাঁপ করুন জাম্প করুন আউর সাঠ্ সাঠ্ হামার সাঠে ডান্স করুন। হাপনার মেমোরী ডীলে হামার বহুট টাজা ঠাকিবে। এভার গ্রীণ!

ঃ ডান্স!

ঃ বলডান্স। "ও মেরী গো, হউ মেরী গো"। ডুসরাবার আসিবে টো জরুর ডান্স হোবে-আঁ? হা-হা-হা!

ঃ সাহেব।

ঃ নাইস্ মেরিমেন্ট্! টোফা এনজয়মেন্ট। প্র্যাকটিস্ করিবে টো নেশা ঢারিয় যাইবে।

গোবিন্দরাম মিত্র নিস্প্রভ কণ্ঠে বললেন- কি যে বলেন সাহেব ? এই বয়সে আবার ডান্স ?

ঃ ও নো-নো। ডোন্ট বি এ্যাফ্রেড। বয় করিবে না। বহুট ইজি কাম আছে। হামি শিখাইয়া ডেবে।

ঃ আপনি শিখিয়ে দেবেন।

ঃ ও শিওর ! হাপনার মকানে হামি কুচু চামিং লেডী, আইমিন ইয়ং গার্ল ডেখিয়াছে। বিউটিফুল ফিগার। এখোন টাইম নাই। ডুসরাবার আসিয়া হাম উহাডের সাঠে বল নাচিবে আউর হাপনাডের উহাটে টালিম ডেবে।

গোবিন্দরাম মিত্র আপত্তির সুরে বললেন-না মানে, সে কি সাহেব ? আমার মকানে ডান্স !

www.amarboi.org

বিশেষ করে, মোহন লাল ও নাওয়ে সিংহ হাজারী ছাড়া যে, অমুসলমানদের আর একজনকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা যায় না, নবাব এখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তবু এরাই নবাবের হাত-পা। এইসব সেনানায়কদের উপর ভরসা করেই এই অভিযানে তিনি বেরিয়েছেন।

নবাব থমকে গেলেন। এতটাই করবেন তাঁরা, এটা ভাবতেও নবাবের মাথা-মস্তক ঘুরতে লাগলো। মীর মর্দান সহকারে কিছু বিশ্বস্তজনের পরামর্শ চাইলেন নবাব। সবাই নবাবকে যুদ্ধ স্থগিত করার পরামর্শ দিলেন। তাঁরা যুক্তি হিসাবে দেখালেন, বেঈমানেরা সংখ্যায় এত বেশী যে, তারা সত্যি সত্যিই বেঈমানী করলে, তাঁরা অল্প সংখ্যক বিশ্বস্ত সেনাসৈন্যের পক্ষে তা ঠেকানো বড়ই কঠিন হয়ে যাবে। এমনিতেই ইংরেজেরা এখন অনেক বেশী শক্তিশালী। এর সাথে আবার নবাবের সিংহভাগ শক্তিই গিয়ে যুক্ত হলে, যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। চাই কি, জানের উপর হুমকিও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। অপর পক্ষে, বেঈমানী করা তো এদের কাছে মোটেই কোন নয়া বিষয় নয়। আট পৌরে ব্যাপার।

নবাব ভাবতে লাগলেন। কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। কিন্তু সেই রাতেই সিদ্ধান্ত তিনি পেয়ে গেলেন। গভীর রাতে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ও ওয়াটস বাছাই করা কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে এসে নবাবের শিবিরের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসলো। এই ওয়াটসকেই নবাব একদিন অসহায় বোধে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। সে কৃতজ্ঞাতাবোধ ওয়াটসকে একটুও কুণ্ঠিত করলোনা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবাবের ফৌজকে আতংকিত করে তোলা এবং বাগে পেলে নবাবকে খতম করে দেয়া। অর্থাৎ অল্পায়াসেই কার্য উদ্ধার করা। নবাবের সেপাই-সেনারা তিন-চতুর্থাংশই ইংরেজদের বন্ধু হওয়ায়, ক্লাইভের বিশেষ ভয় ডর ছিলনা।

নবাব তাজ্জব হয়ে দেখলেন, মীর মর্দান সহ তাঁর মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানায়কেরাই ক্লাইভদের ঠেকাতে প্রাণপণ লড়াই করছেন, অন্যেরা কেউই নিজ নিজ ছাউনি থেকে বেরোননি। যেন এতবড় হৈ হুল্লোড় সত্ত্বেও ঘুমই তাঁদের ভাঙ্গেনি।

নসীবটা সুপ্রসন্ন ছিল। তাই মীর মর্দান সাহেবেরা অল্পতেই আর অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লাইভদের প্রতিহত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন। ক্লাইভ অধিকক্ষণ টিকে থাকলে, বেঈমানেরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে যে কোন পক্ষ নিতেন, তা অনুমান করা কঠিন নয়। বেঈমানেরা শুধু বেঈমানই নন,

www.amarboi.org

ঃ আপনি রওনা হওয়ার পরে পরেই শেঠবাবুর চিঠি গেল গোবিন্দরাম বাবুর কাছে। শেঠবাবু লিখলেন, শওকতজঙ্গ তৈয়ার, ইংরেজদের প্রস্তুতির খবর জানান। মাদ্রাজ থেকে তারা আর কোন সৈন্য সাহায্য পেলো কিনা এবং শওকত জঙ্গের আক্রমণের সাথে সাথে তারাও কলিকাতা আক্রমণ করতে পারছে কিনা- জানিনা। যদি পারে, তাহলে তাদের সেই ভাবে তৈরী হতে বলুন। শওকত জঙ্গকে থামিয়ে রাখা যাচ্ছেনা। দুই একদিনের মধ্যেই তিনি মুর্শিদাবাদের দিকে সসৈন্যে রওনা হবেন। দুইদিক থেকে এই দুই হামলা এক সাথে হলে একটা কাজের মতো কাজ হয়। বিস্তারিত খবর অতিসত্বর জানান।

ঃ তারপর?

ঃ সেই খবর নিয়ে আমাকেই আসতে হলো।

ঃ কি খবর আনলেন?

ঃ ড্রেক, কীলপ্যাট্রিক-সবাই এরা তৈয়ার। মানিক চাঁদও তাদের স্বাগত জানাতে এক পায়ে খাড়া। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে এখনও অতিরিক্ত সৈন্য এসে পৌছেনি। তবে জানা যাচ্ছে, মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও নৌবহর অচিরেই প্রেরণ করা হচ্ছে। এক সঙ্গে দুই আক্রমণ সম্ভব হয়তো হবে না। তবে একটার পরেই আর একটা সংঘটিত হবে- এমনটি জোরদার হবে আশা করা যাচ্ছে।

ঃ হুঁ। এ সংবাদে আপনার অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া কি দেখলেন ? তাঁরা কি খুবই নিরুৎসাহ হলেন ?

ঃ জরুর। তাঁরা খুবই হতাশা হয়ে গেলেন। দেখলাম, দুই হামলা এক সাথে ঘটুক- এই আশায় তাঁরা যারপরনেই উদগ্রীব হয়েছিলেন।

সোহেল বেনে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন- তবু যদি নবাবের চোখ খুলতো।

ঃ জ্বি ?

ঃ ওসব থাক। আপনি আর কতদিন আছেন ?

ঃ তা কি করে বলবো ? তবে মনে হয়, খুব বেশী দিন নয়। যে কোন সময় আবার তলব আসতে পারে।

সোহেল বেনে ম্লান কণ্ঠে বললেন- আবার আপনাকে কিছুদিন একা একাই থাকতে হবে। পক্ষকালের আগে যে আমি সুস্থ হয়ে উঠবো, এমন ধারণা হচ্ছে না।

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা দিদিমনি। এখনই যাচ্ছি–

গোঁসাইপদ দৌড়ালো। গোঁসাইপদের খবরে সোহেল বেনে যথা সময়ে দিঘীর ঘাটে এলেন। সকলের নজর এড়িয়ে তন্দ্রাবাঈও ঘাটে এসে হাজির হলেন। সোহেল বেনের কাছে এসে আগে তিনি সংক্ষেপে তাঁর শরীরের খবর নিলেন এবং এরপরেও ব্যস্তকণ্ঠে বললেন- পরম সৌভাগ্য যে, এই সময় আপনাকে এখানে পেলাম। এদিকে সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে।

সোহেল বেনে শংকিত কণ্ঠে বললেন- সর্বনাশ মানে ?

তন্দ্রাবাঈ বললেন- সর্বনাশ মানে ভরাডুবি। নবাবের মহা মুসিবত। শিগগির তাঁকে খবরটা পৌঁছান।

ঃ কোন খবর ? মানে কি খবর ?

ঃ ষড়যন্ত্র পাকা হয়ে গেছে। নবাবের গাদ্দার সেপাই সেনারা এবার বেঈমানী করবে। নবাবের পক্ষ ত্যাগ করে তারা ইংরেজদের পক্ষ নেবে। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করার সাথে সাথে নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি সসৈন্য নবাবকেই আক্রমণ করে বসবে। নবাব ভেতর-বাহির উভয় মুখী আক্রমণে পড়ে যাবেন।

ঃ সে কি! আপনি কি করে জানলেন? এর মধ্যে কি ওদিকে আপনি গিয়েছিলেন?

ঃ না। এই মিত্রবাবুর বাড়ীতেই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ঃ এখানে?

ঃ জ্বি। এই সময় মিত্র মহাশয়দের কি করণীয়, ড্রেক সাহেবের লোক এখানে এসে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। সবার দৃঢ় বিশ্বাস, নবাবের নবাবী এবার খতম হয়ে যাবেই।

ঃ তাজ্জব!

ঃ হুগলীতে ইংরেজরা নবাবকে কোন বাধাই দেবেনা। তারা পিছু হটে কলিকাতায় গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থান নেবে। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করলেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে আর নবাবের কুচক্রী সেনাপতিরা বেঈমানী করবে।

সোহেল বেনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-হুঁউ।

তন্দ্রাবাঈ বললেন- নবাবের দুই একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছাড়া সবাই বেঈমানী করবে। রায়দুর্লভ, মানিক চাঁদ, নন্দকুমার, খাদেম হোসেন- মানে ঐ দলের প্রায় সবারই নাম শুনলাম।

www.amarboi.org

ঃ তন্দ্রাবাঈ!

তন্দ্রাবাঈ আফসোস করে প্রশ্ন করলেন– আচ্ছা, নবাব বেছে বেছে এই বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে এই অভিযানে এসেছেন কেন? এরা ছাড়া কি নবাবের আর লোক নেই?

জবাবে সোহেল বেসে ক্লীষ্ট হাসি হেনে বললেন- আসল ব্যাধিটা তো এখানেই আর আপনিও তা জানেন। নবাবের আর লোকের সংখ্যা বড়ই কম।

ঃ বেনে সাহেব।

ঃ নবাবের সামরিক শক্তি যাদের হাতে আছে, বলতে গেলে, তারা প্রায় সবাই এই দলেরই লোক আর এই দল ঘেঁষাই। সবাই এরা বেঈমানী করলে নবাব অসহায় হয়ে যাবেন, এতো সত্যি কথা।

তন্দ্রাবাঈ ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন- তাহলে আর চিন্তা করে লাভ নেই। আপনি শিগগির যান। বেঈমানী এবার এরা করবেই। নবাবকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করুন।

সোহেল বেনে পুনরায় ম্লান হেসে বললেন- আমি নিষেধ করলেই তা নবাব যদি শুনতেন, তাহলে অনেক মুসিবত তিনি অনেক আগেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। আমার নিষেধ মানবেন কেন তিনি?

ঃ মানুন, না মানুন, সেটা পরের কথা। ষড়যন্ত্রের কথাটা কি তাঁর কানে দিতে হবেনা? মস্তবড় এক মুসিবত তাঁর সামনে- এটা তাঁকে জানিয়ে দিন। এটা জেনেও যদি উনি বিপদে পড়তে চান, পড়ুনগে। আমাদের কর্তব্যটা কি করতে হবেনা আমাদের?

এর উপর আর কথা নেই। সোহেল বেনে কর্তব্য করতে ছুটলেন। নবাব তখন বিনে বাধায় হুগলী দখল করে নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলে বসেছেন। রিসালদার আবদুর রশিদ এবার নবাবের সাথে আসছেন, সোহেল বেনে তা জেনেই এসেছিলেন। অনেক কসরত করে সোহেল বেনে তাঁর নাগাল ধরলেন এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়টা তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

আবদুর রশিদ সঙ্গে সঙ্গে সালার মীর মর্দানের শরণাপন্ন হলেন। মীর মর্দানের সাথে এবার তিনিও এসে নবাবের সামনে হাজির হলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ঘটনা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিশ্বাস করার যোগ্য যে ঐ সব সভাসদ আর সেনানায়কেরা নন, নবাব তা জানতেন।

www.amarboi.org

পিগম্যান ভারিক্কী চালে বললো- লুক ডেনটলম্যান, নবাব খটম হইবেটো ইয়ে মুলুক ইংলিশম্যানের হোবে। হাপনারা ইংলিশম্যানের ডোষ্ট হোবে। হামরা ইংলিশম্যান ওয়াইন, উইম্যান আওর ডান্স বহুট লাইক করে। হাপনারা উহাটে হ্যাবিচুয়েটেড আইমিন, অভ্যষ্ট না হোবে টো কাঁহাছে ডোষ্টি হোবে, বাটাও ?

ঃ তা ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের সমাজ- মানে এখানে এইদেশের মাঝে–

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিগম্যান বললো- ড্রপ ইট। উও বাট্ আভি ছোড়িয়া ডিন। এখোন কামের কঠা খেয়াল করুন। হামি যাহা বলিল, উও কাম জলদি জলদি করুন।

রাধাকৃষ্ণ মল্লিক বললেন- কাম মানে নবাব যাতে করে সাহায্য না পায়, সেই ব্যবস্থা করা ?

ঃ ইয়েস-ইয়েস ! নবাব ক্যালকাটা এ্যাটাক্ করিবে আউর সাঠ সাঠ ট্যাপে পড়িয়া যাইবে। আইমিন, ফানডে পড়িয়া যাইবে। হামরা নবাবের বুকে হিট্ করিবে, নবাবের সেপাই সালার উহার পিঠে হিট করিবে। ফ্রন্ট্ আউর ব্যাক-বোথ সাইড্ এ্যাটাক। নবাব ডিওয়ানা বনিয়া যাইবে। 'সেভ্ মি-সেভ্ মি' আওয়াজ ডিবে আওর মক্সুডাবাডে ছুটিবে। ব্যাস্! উহার মেঝোরিটি ফোস্ উহাকে টাড়া করিয়া পেছনে ছুটিবে, হামরা ভি টাড়া করিয়া ছুটিবে। নবাবের লেট্ল্ ফোর্স হামাড়ের কম্বাইণ্ড ফোর্সকে এ্যাট্অল্ ঠেকাইটে পারিবেনা।

গোন্দিরাম মিত্র বললেন- অবশ্যই অবশ্যই। তা কখ্খনো পারবেনা।

ঃ হাপনারা কুইক্কী শেঠবাবুডের বলিয়া ডিন, বাই হুক অর ক্রুক, মকসুডাবাডের সবাইকে হাট করিয়া ফেলিটে হইবে আডর টানাদের এ্যালাট্ করিয়া ডিটে হইবে। নবাব পরাষ্টো হইয়া যাইবে টো মকসুডাবাডে কুয়ী মডড পাইবেনা। উহাকে বয়কোট করিটে হোবে। সমঝা ?

রাধাকৃষ্ণ মল্লিক বললেন- জ্বি সাহেব, বুঝেছি। আর বলতে হবেনা।

ঃ নবাবের ঘনেশ এবার হামরা জরুর উল্টাইয়া ডেবে।

গোবিন্দরাম মিত্র হাসিমুখে বললেন- ঘানেশা! ও-গনেশ! মানে নবাবের গনেশ উল্টিয়ে দেবেন?

ঃ রাইট-রাইট। ইয়ে বাট্ হাপনাদের বাট্। হামি ঠোড়া এষ্টে মাল করিটেছে গাভীনর‍্যাম বাবু। হা হা হা-

www.amarboi.org

এখানে দেখে তন্দ্রাবাঈ পুলকিতও হলেন আবার এতটা ঠিক কিনা ভেবে ভয় পেতেও লাগলেন।

গোবিন্দরামের জ্যেষ্ঠ কন্যা মায়ারাণী তন্দ্রাবাইয়ের সমবয়সী হয়তো কিছুটা বড়ই হবেন। তন্দ্রার সাথে তার সখীর মতো সম্পর্ক। সোহেল বেনেকে দেখে তিনি সবিস্ময়ে গোঁসাইপদকে প্রশ্ন করলেন-কে গোঁসাইপদ, লোকটা কে?

গোঁসাইপদ আনন্দভরে বলে উঠলো-সুরমাওয়ালা দাদা। আতর-সুরমা বিক্রি করে বেড়ান। এই যে বাকসো দেখছেন, বাকসো একদম আতর-সুরমায় ভর্তি।

মিত্র বাবুর অপর দুই কন্যাও যুবতী। কেউ কিশোরী নয়। তবে বড়বোন মায়ার মতো এখনও তেমন ভারত্ব তাদের আসেনি। গোঁসাইপদের কথায় তারা–"তাই নাকি? কে, দেখি-দেখি"–বলে সোহেল বেনের কাছে ছুটে এলো এবং বাকসের উপর ঝুঁকে পড়লো। সোহেল বেনে বাক্সো খুলে তাদের সব কিছু বাধ্য হয়েই দেখাতে লাগলেন।

মায়ারাণী ও তন্দ্রাবাঈ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মায়ারাণী তন্দ্রাবাঈকে বললেন- ওমা তাই? তাহলে ইনার কাছেই আতর-সুরমা কেনো তোমরা?

জবাবে গোসাইপদ ছুটে এসে বললো-না-না দিদিমনি, কিনিনে। মাঝে মাঝে এই দাদাই আমাদের-

মৃদু ধমক দিয়ে তন্দ্রাবাঈ বললেন-আহ্ গোসাইপদ! কি হৈ চৈ আরম্ভ করেছো?

থামো তো?

না থেমে গোঁসাইপদ ফের বললো- নিননা দিদিমনি, কোন ধরনের সুরমা আপনার বেশী পছন্দ, নিন না? নিজে দেখে নিলে তো আর বদলিয়ে আনতে যেতে হয়না?

পুলক বিস্ময়ে মায়ারাণী তন্দ্রাবাঈকে ফের বললেন- ওমা! তাই বলো? তোমার ঘরে মাঝে মাঝে যে আতর-সুরমা দেখি, তা সব এই লোকের নিকট থেকে নেয়া?

গোঁসাইপদ পুনরায় বলে উঠলো- এই লোকের-এই লোকের। এই দাদার সুরমা ছাড়া অন্য কারো সুরমা চোখেই দিদি লাগান না।

মায়ারাণী বললেন- সেকি লো! এ লোক তাহলে তোমার খুব ঘনিষ্ঠ মানে পরিচিত লোক?

www.amarboi.org

সন্ধি" নামক ইংরেজদের সাথে এক সঙ্গে অনেকখানি অপমানজনক সন্ধি স্থাপন করলেন।

এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজেরা তাদের যাবতীয় বাণিজ্য সুবিধাসহ কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করার অনুমতি লাভ করলো। নবাব ইংরেজদের সাথে এবং ইংরেজেরা নবাবের সাথে সদ্ভাব রেখে চলবে- এটাও এই সন্ধির অর্ন্তভূক্ত হলো। ইংরেজদের সাথে এমন একটি অবাঞ্ছিত সন্ধি স্থাপন করতে হওয়ায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ যেমন মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন, এই সন্ধির প্রেক্ষিতে তেমনই মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন জগৎশেঠ, উমিচাঁদ-রাজবল্লভের দলও। নবাবের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করে নয়, তাঁরা ভুগছিলেন তাঁদের নিজস্ব বেদনায়। একটা মস্তবড় দাঁও তাঁদের ফসকে যাওয়ার কারণে। এমন দাঁও আর কখনোও তাঁরা পারেন কিনা সন্দেহ। এমন মওকা কালেভদ্রে আসে। এই অভিযানে নবাবের শতকরা পঁচাত্তরভাগ শক্তিই ছিল তাঁদের নিজের লোকের হাতে। বেখেয়ালে ও ঝোঁকের মাথায় নবাব প্রায় তাঁদের লোক দিয়েই এবার বাহিনী সাজিয়ে নিয়েছিলেন। এর সাথে আবার ইংরেজ। এই দুইশক্তি এক হলে নবাবের মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী সালার সেপাইদের কি সাধ্য ছিল এবার এদের রোখে? লড়াই শুরু হলেই কাত হতেন নবাব। লাশ তাঁর শেয়াল-শকুনে ছিঁড়ে খেতো ময়দানে।

কিন্তু অকস্মাৎ এই সন্ধি স্থাপন করে নবাব তাদের সকল আশা ধূলোয় মিশিয়ে দিলেন। নস্মাৎ করে দিলেন তাঁদের তামাম পরিকল্পনা। এই সন্ধিতে রাজী হয়ে তাঁদের বাড়াভাতে ছাই দিলো ইংরেজেরাও। ইংরেজদের সাথে এমন কথা শেঠবাবুদের ছিলনা "নবাবের সাথে আর কোন সমঝোতা নেই-দফা এবার একটা আর তা হলো- সিরাজকে উৎখাত করে অন্য নবাব তখতে আনা", এই ছিল ইংরেজদের সাথে শেঠবাবুদের কথা। অথচ বিদেশী বেনিয়ারা তাদের নিজের স্বার্থই দেখলো কেবল, অন্যেরটা দেখলোনা। শেঠবাবুদের এমন একটা বিরল ও অনন্য সুযোগ তারা মাড়িয়ে গেল দুই পায়ে। আফসোস আর রাখেন কোথায় শেঠবাবুরা?

কিন্তু ইংরেজরা ভাসুর। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন করা সাজেও না শেঠবাবুদের, সাধ্য আর সে সুযোগও নেই তাঁদের। ইংরেজেরাই তাঁদের এখন একমাত্র অবলম্বন। একমাত্র প্রভু। ইংরেজদের অনুগ্রহের উপরই এখন তাঁরা নির্ভরশীল। ইংরেজদের সাথেই তারা এখন সাত পাঁকে বাঁধা।

www.amarboi.org

ফলে, শেঠবাবুদের তামাম ক্রোধে ঘুরে ফিরে এসে বিড়ালের উপর পড়লো। বলে দিলে কে-তাঁদের এই ষড়যন্ত্র ফাঁশ করলে কে! ক্রোধ তাদের সেই দিকে ছুটলো। রায়দুর্লভ-মানিকচাঁদ-নন্দকুমার, সকল সেনাপতিরাই একমত- অন্য কোন কারণে নয়, এই সন্ধির একমাত্র কারণ, গোপন মতলব ফাঁশ হয়ে যাওয়া। আহম্মদ শাহ আবদালী বা ক্লাইভের নৈশ হামলা-এর কোনটার জন্যেই কলিকাতা আক্রমণের নবাবের ঐ দুর্বার আগ্রহ ঝিমিয়ে পড়েনি, পড়েছে তাঁদের ষড়যন্ত্রটা ফাঁশ হয়ে যাওয়ারই জন্যেই। 'আবদালী', 'নৈশ হামলা'– এসব উপলক্ষ্য আর উপসর্গ দেখা দেয়ার আগে থেকেই নবাব দোটানায় ভুগছিলেন আর সন্ধি স্থাপন করার কথা গভীরভাবে ভাবছিলেন। নন্দকুমার-মানিক চাঁদের এটা সচোক্ষে দেখেছেন, স্বকর্ণে শুনেছেন।

তাই এখন প্রশ্ন-কার কাজ এটা? কে সেই দুশমন, যে তাঁদের এই পরিকল্পনাটা ফাঁশ করে দিলে? তাঁদের এই এতবড় ক্ষতি করতে উৎসাহিত হলে? কাকপক্ষীরও জানা যা সম্ভব নয়- এমনইভাবে গড়ে তোলা গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সন্ধান করলে কে? খোঁজ পেলে কেউ কি? নাকি গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ের বাড়ী থেকেই ফাঁশ হলো এ তথ্য? তাই বা হয় কি করে? গোবিন্দরামের পরিবারের কেউ প্রাণান্তেও এমন কাজ করবে না। তবে কি তন্দ্রাবাঈ? তন্দ্রাবাঈই কি শেষ পর্যন্ত বাইরে দিলে এই গোপন কথা? তন্দ্রাবাঈয়ের প্রতি এই সর্ব প্রথম শেঠ-বল্লভ বাবুরা বিশেষভাবে সন্দিহান হয়ে পড়লেন।

সন্দিহান হয়ে পড়লেন গোবিন্দরাম মিত্রও। এমন আচমকাভাবে সন্ধি করলেন নবাব। ব্যাপার কি? তিনি টের পেলেন নাকি অভিসন্ধি তাঁদের? এর সাথে যখন- "ষড়যন্ত্র ফাঁশ হয়েছে। খুব সম্ভব ফাঁশ হয়েছে আপনাদের দিক থেকেই। ফাঁশ করলে কে?"– এই প্রশ্ন শেঠবাবুরা মিত্র বাবুদের করে পাঠালেন, তখন গোবিন্দরাম মিত্রও তন্দ্রাবাঈয়ের প্রতি সবিশেষ সন্ধিহান হয়ে পড়লেন।

তন্দ্রাবাঈকে সন্দেহ করার কারণও তাঁর ছিল। বাইরের লোকের সাথে তন্দ্রাবাঈয়ের অস্পষ্ট একটা যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তন্দ্রাবাঈয়ের কক্ষে আতর-সুরমার আমদানী গোবিন্দরামের কন্যারা অনেক আগেই দেখেছেন। গোঁসাইপদের কাপড়েও আতরের গন্ধ টের পেয়েছেন ও বাড়ীর কেউ কেউ। এক আতর-সুরমার ফেরিওয়ালার সাথে তন্দ্রাবাঈকে কথা

www.amarboi.org

গোবিন্দরাম মিত্র সবিস্ময়ে বললেন–তুমি ডেকে এনেছো কেন ? আতর সুরমার ফেরিওয়ালাকে বাড়ীর উপর ডেকে এনেছো কেন ? এসব কি তেল-সিঁদুর, না মাছ-তরকারী ? আতর-সুরমা কে কিনবে এখানে ?

ঃ তন্দ্রাবাঈ দিদিমনি-কর্তা। মানে, এসব তিনি মাঝে মাঝে নেন তো, তাই।

ঃ সে কি ! তন্দ্রাবাঈ আতর সুরমা কেনে ?

গোঁসাইপদ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো-না কর্তা, কেনেন না। মানে পয়সা দিয়ে-সোহেল বেনে দেখলেন, আর চুপ থাকা চলে না। বেয়াকুফটা আজ সব কিছু ফাঁশ করে ফেলবে। তিনি তাঁদের বিনি পয়সায় আতর সুরমা দেন, এই কথাই বলে ফেলতে যাচ্ছে সে। বাক্সো হাতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন সোহেল বেনে এবং গোসাইপদর কথার মাঝেই বললেন- জিনা, কেউ কেনা না কেনার কথা নয়। আমরা ফেরিওয়ালা মানুষ। জিনিস পত্র ফেরি করে বিক্রি করি। কেউ কিনুন আর না কিনুন, সবার কাছেই যাচাই করতে যাই আমরা।

গোবিন্দরাম মিত্র সক্রোধে বললেন- যাও, বেশ করো। কিন্তু এ ভাবে প্রায় এই বাড়ীর মধ্যে আস কেন ? এটা কি হাট, না রাস্তা ঘাট ?

ঃ জ্বিনা, তা নয়। তবে বাড়ীটা একদম রাস্তার ধারে কিনা ? সে যা-ই হোক, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি–

সোহেল বেনে সত্যিই এই প্রথম ভুল করলেন। মানে, এই এতখানি বেহিসেবীভাবে চললেন। গোঁসাইপদর পাল্লায় পড়ে এমন বেয়াকুফী করার জন্যে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং নত মস্তকে মিত্রবাবুর বাহির আঙ্গিনা থেকে রাস্তায় নেমে গেলেন। সোহেল বেনে চলে গেলে ষষ্ঠীচরণ বললেন- এই সেই ফেরিওয়ালা বাবু, যার কথা আপনাকে আমি বলেছিলাম। এর সাথেই তন্দ্রাবাঈকে কথা বলতে কয়েকবার আমি দেখেছি।

মিত্র মহাশয় সচেতন হয়ে বললেন- এই সেই লোক?

ষষ্ঠীচরণ বললেন- আজ্ঞে বাবু। একেই আমাদের দিঘির ঘাটে কয়েকদিন আমি দেখেছি। তন্দ্রাবাঈ ঘাটে গিয়ে এরই সাথে গল্প করে।

ঃ সর্বনাশ! বলো কি? ও ব্যাটা থাকতে কথাটা বললেনা কেন ? বাড়ী কোথায় ওর ?

ঃ আজ্ঞে, তা তো জানিনে বাবু।

গোঁসাইপদ এক পাশে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র তাকে প্রশ্ন করলেন- এই বেয়াকুফ ! ঐ ফেরিওয়ালাকে চিনিস তুই ?

www.amarboi.org

তাঁরা সুবিধেবাদীও বটে। ক্লাইভ কোমরটা কতখানি শক্ত করে বেঁধে এসে লেগেছে, এটা বুঝে নেয়ার আগেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁরা বেকায়দায় পড়তে নারাজ।

নবাবের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। এই সময় আর এক বিপদের খবর এসে পড়ায়, নবাব আরো বেশী কমজোর হয়ে গেলেন। খবর এলো, আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ আবদানী হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে পূর্বদিকে ধেয়ে আসছেন। তিনি বিহার আক্রমণ করবেন, এই রকম আশংকা করা যাচ্ছে।

নবাব নিরুপায় হয়ে গেলেন। ইংরেজদের পর্যুদস্ত করার মতো পর্যাপ্ত সেপাই সেনা নবাবের সাথে ছিল। কিন্তু সেই সেপাইসেনারা বারো আনাই অবিশ্বাসী হওয়ায় এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর হামলার আশংকা থাকায়, নবাব বাধ্য হয়ে যুদ্ধ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ইংরেজদের কাছে সমঝোতা ও সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন।

বেঈমান ও গাদ্দারেরা ভাবলেন ক্লাইভ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু তাঁদের ধারণা ব্যর্থ করে ক্লাইভ অল্প আহবানেই এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কারণ, ঠেকা ছিল ক্লাইভেরও। ক্লাইভ ধুরন্ধর ও দূরদর্শী লোক। এই সময় ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সংবাদ এই সময় ক্লাইভের কাছে এলে সে দেখলো, অবিলম্বে এদেশেও ফরাসীদের সাথে তাদের লড়াই শুরু হয়ে যাবে। এই সংকটময় মুহূর্তে নবাবের সাথে লড়াই করে হেরে গেলে, নবাব ফরাসীদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করবে এবং ফরাসীদের সাথে যোগদিয়ে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করবে। বেঈমানেরা বেঈমানদের চরিত্র জানে। বেঈমানেরা যে প্রচণ্ড সুবিদেবাদী, এটাও তারা বোঝে। নবাবের এই বেঈমান সালার সেনাদের উপর তাই বেঈমান ক্লাইভের পূর্ণ আস্থা ছিলনা। ফলে, নবাবকে কবজার মধ্যে রাখার অর্থাৎ, ফরাসীদের সাথে তাঁর যোগ দেয়ার পথ বন্ধ করার এই মওকা ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে নামতে ক্লাইভ ও গেলনা। সেও সন্ধির পক্ষপাতী হলো।

কিন্তু ক্লাইভের গরজ নবাবের মতো এত উগ্র ছিলনা। এতে করে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজন থাকলেও, নিজেকে ধরা না দিয়ে ক্লাইভ নবাবের প্রস্তাবে শক্ত শক্ত শর্ত আরোপ করলো এবং শক্ত হয়ে বসে রইলো। কিন্তু নবাবের বুকে ঘা। সন্ধি করা ছাড়া বেঈমানদের নিয়ে যুদ্ধ করা তাঁর কোন মতেই চলবে না। ওদিকে আবার আবদালী। পরিস্থিতির মারের মুখে নবাব ক্লাইভের শর্তগুলি যথাসম্ভব মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং "আলীনগরের

www.amarboi.org

একেবারেই আর অস্বীকার করার উপায় নেই। বুদ্ধির ভ্রমে গোঁসাইপদ সে পথ আর রাখেনি। তন্দ্রাবাঈ আমতা আমতা করে বললেন- হ্যাঁ, কিছুটা চিনি-এই আর কি?

ঃ কি করে চিনলে?

গোঁসাইপদ মায়ারাণীর অপর দুই ভগ্নির দিকে ছুটলো। তন্দ্রাবাঈ বললেন- দুই একদিন ইনার কাছে আতর সুরমা কিনেছি তো, সেই হিসেবে।

বাঁকা চোখে চেয়ে মায়ারাণী বললেন- তাজ্জব! ইনার কাছে তুমি নিজে এসে আতর-সুরমা কিনেছো?

ঃ কয়েক দিন কিনেছি।

ঃ তুমি মরেছো।

ঃ মরেছো মানে?

মায়ারাণী কণ্ঠস্বর আর একটু খাটো করে বললেন- একি আত্মাত্মক চেহারা লো। একজন ফেরিওয়ালার চেহারাও এত সুন্দর হয়!

তন্দ্রাবাঈ নির্বিকার কণ্ঠে বললেন- এ আবার এমন কি কথা। কেউ ফেরিওয়ালা হলেই তার চেহারা খারাপ হতে হবে, সুন্দর হতে পারবে না?

মায়ারাণী আবেগভরে বললেন- পারবে-পারবে, হাজার বার পারবে। তা ভাই, এ যাবত এর কাছে সেরেফ আতর-সুরমাই কেনাকাটা করেছো, না আর কিছুরও কেনাকাটা করেছো?

ঃ আর কিছু মানে?

ঃ মানে হিয়া-মন এ সবের ?

তন্দ্রাবাঈ চাপাকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললেন- ছিঃ ভাই ! কি যে তুমি বলো ?

ঃ কেন, অনর্থক কিছু বলেছি ?

ঃ ওসব করতে যাবো কেন ?

ঃ সত্যি যাও নি ?

ঃ অত সখ আমার নেই।

কপট অভিযোগ এনে মায়ারাণী বললেন- তোমাকে তাহলে পাষাণীই বলতে হয় তন্দ্রা ! এই লোকের কাছে এসে এতদিন কেনাকাটা করেছো, তবু মন তোমার টলেনি, কি সাংঘাতিক কথা ! আমি একদিন কেনাকাটা করতে গেলেই তো ফতুর হয়ে যেতাম।

ঃ ফতুর হয়ে যেতে !

ঃ আমার তনু মন সবই বিক্রি হয়ে যেতো।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈ ও এবার রসিকতায় যোগ দিয়ে বললেন- কার কাছে বিক্রি হয়ে যেতো ? এই ফেরিওয়ালার কাছে ?

ঃ তো আর বলছি কি ?

ঃ ওমা ! তাতে মান যেতোনা তোমার ? একজন ফেরিওয়ালা জেনেও-

ঃ আর ফেরিওয়ালা ! "রূপেতে মজিল মনন–"

ঃ "কি বা হাড়ি, কি বা ডোম "।

উভয়েই অনুচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। গোঁসাইপদ সোহেল বেনের বাকসের কাছে বসে ছিল এবং নিজের হাতে আতর সুরমা তুলে তুলে মায়ারাণীর ভগ্নিদ্বয়কে সগর্বে দেখাচ্ছিল। অদূরে দণ্ডায়মানা তন্দ্রাবাঈদের চাপা হাসির আওয়াজ তার কানে এসে পড়তেই ফের সে হাঁক দিয়ে বললো- কি হলো দিদিমনি, আসবেন না আপনারা এখানে ? কিছু দিন, না নিন, জিনিসগুলো তো দেখবেন ?

গোঁসাইপদর আহবানে সাড়া দিয়ে তন্দ্রাবাঈ ও মায়ারাণী সহাস্যে এসে সোহেল বেনের বাক্সের পাশে দাঁড়ালেন। এঁরা দুইজন কাছে এলে মায়ারাণীর বোন দুইটি আনন্দে হৈ চৈ করতে লাগলো এবং তাদের একজন কলকণ্ঠে বলে উঠলো-দেখো দিদি-দেখো, এই আতরটার গন্ধ কি সুন্দর একটু শুঁকে দেখো–

এই সময় গোবিন্দরাম মিত্র ও ষষ্ঠীচরণ বাড়ীতে ফিরে এলেন। পথে থাকতেই তাঁরা কোলাহল শুনতে পেলেন। বাহির আঙ্গিনায় উঠে এসে মেয়েদের মাতামাতি দেখে গোবিন্দরাম মিত্র গোস্বা হলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- কি ব্যাপার গোঁসাইপদ বাড়ীতে হাট বসিয়েছো নাকি তোমরা ?

মিত্রবাবুর মেয়েরা তাঁদের বাপকে বাঘের মতো ভয় করেন। বাপের গলা শুনেই তাঁরা বাড়ীর ভেতরে দৌড় দিলেন। এক পা দুই পা করে তন্দ্রাবাঈ ও তাঁদের পেছনে চলে গেলেন। রইলেন শুধু সোহেল বেনে ও গোঁসাইপদ। আর একটু কাছে এসে গোবিন্দরাম মিত্র গোস্বাভরে গোঁসাইপদকে প্রশ্ন করলেন- কে এ লোক ?

গোঁসাইপদ ভয়ে ভয়ে বললো- আতর সুরমার ফেরিওয়ালা।

ঃ ফেরিওয়ালা তাতো বুঝতেই পারছি। কিন্তু বাড়ীর উপর কেন ?

গোসাইপদ ঢোক চিপে বললো- আমি ডেকে এনেছি কর্তা।

www.amarboi.org

বলতে ষষ্ঠীচরণ কয়েকবার দেখেছেন। সে কথা ষষ্ঠীচরণ মিত্র বাবুকে বলেছেনও একবার। মিত্রবাবু এবার নিজের চোখেও দেখলেন। দেখলেন, এক আতর-সুরমার ফেরিওয়ালাকে বাড়ীতে ডেকে এনে তন্দ্রাবাঈ, আর গোঁসাইপদ মাতামাতি শুরু করেছে আর সে হুল্লোড়ে তাঁর কন্যাদেরও টেনে এনেছে তারা।

গোবিন্দরাম মিত্র এটা অকস্মাৎই দেখে ফেললেন। তিনি আর ষষ্ঠীচরণ বাজারে গিয়েছিলেন, বাড়ীতে তখন ছিলেন না। এই সময় সোহেল বেনেকে বাড়ীর উপর টেনে আনলো গোঁসাইপদ। সোহেল বেনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর বাহির আঙ্গিনায় তাঁকে টেনে এনে হাজির করলো। সোহেল বেনে ইতস্ততঃ করতে লাগলে গোঁসাইপদ বললো- আরে সেকি দাদা? এতদিন ধরে আপনি এখানে আছেন আর আমাদের বাড়ীতে একবারও আসবেন না? বাড়ীটা কেমন, আমরা কে কোন ঘরে থাকি, বাড়ীটার কোন দিকে কোন পথঘাট-এ সব আপনার চিনে রাখা কি ভাল নয়? এ বাড়ীতে আমি আছি, তন্দ্রাবাঈ দিদিমনি আছেন, বলা কি যায়- কখন আপনাকে কোন গরজে আসতে হয় এখানে।

সোহেল বেনে সজাগ হয়ে বললেন- গোঁসাইপদ।

গোঁসাইপদ জোশের সাথে বললো-আসুন দাদা, আসুন দিদিমনি আপনাকে দেখলে বড়ই খুশী হবেন-

টানতে টানতে সোহেল বেনেকে সে একদম মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানার বারান্দার নীচে নিয়ে এলো। গোঁসাইপদের কথাগুলো যে ফেলে দেয়ার নয়, সোহেল বেনে তা বোঝেন। বিশেষ করে, তন্দ্রাবাঈ যখন এ বাড়ীতে থাকেন, এর পথঘাটটা ভাল করে চিনে রাখার প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। কিন্তু এভাবে এসে চিনে নেয়াটা নিরাপদ কিনা- এ কথা ভেবে সোহেল বেনে সংকুচিত হতে লাগলেন।

সোহেল বেনে চিন্তা করার অধিক অবকাশ পেলেন না। ইতিমধ্যেই গোঁসাইপদ চীৎকার করে ডাকতে শুরু করলো- দিদিমনি, কে এসেছেন দেখে যাও-

সোহেল বেনে চমকে উঠলেন। এর অর্থ, সোহেল বেনে যে তন্দ্রাবাঈয়ের একান্তই ঘনিষ্ট লোক-এইটেই প্রমাণ হওয়া। সোহেল বেনে গোঁসাইপদকে সতর্ক করে দিতে যেতেই বাড়ীর ভেতর থেকে কলরব করে বেরিয়ে এলেন গোবিন্দরামের তিন কন্যা ও তাঁদের পেছনে তন্দ্রাবাঈ। সোহেল বেনেকে

www.amarboi.org

গোবিন্দরামের ডাকে গোঁসাইপদ চমকে উঠে বললো- আজ্ঞে কর্তা চিনি।
ঃ নাম কি তার ?
ঃ নাম ? আজ্ঞে তা তো ঠিক জানিনে।
ঃ বাড়ী কোথায় ঐ লোকের ?
ঃ বাড়ী, তা জানিনে কর্তা।
ঃ জানিসনে ?
ঃ আজ্ঞে জানি-জানি। বাড়ী-এই বাজারে।
ঃ বাজারে কোথায় ?
ঃ আমি দেখিনি কর্তা।
ঃ উঃ ! দেখিস নিতো, বলছিস কেন ?
ঃ আজ্ঞে এই বাজারেই থাকে।
ঃ ফের বাজারে থাকে!
ঃ মানে, মাঝে মাঝে আসে।
ঃ কোত্থেকে আসে?
ঃ আজ্ঞে তা জানিনে।
ঃ চোপরাও উল্লুক। কতদিন হলো এই লোকের সাথে তোর পরিচয় হয়েছে?
ঃ অনেক দিন কর্তা।
ঃ অনেক দিন কত দিন?
ঃ আজ্ঞে?
ঃ আবার আজ্ঞে। তন্দ্রাবাঈ এর খবর পরিচয় জানে ?
ঃ আজ্ঞে না। মানে তা জানবে কি করে?
ঃ জানবে না তো তার সাতে গল্প করে কিভাবে?
ঃ আজ্ঞে না কর্তা, গল্প করে না। দুই একদিন আতর সুরমা কেনে- এই যা।
ঃ দিঘীর ঘাটে কথা বলেনি ওর সাথে?
ঃ আজ্ঞে বলেছে- বলেছে। রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে বলেছে।
ঃ কি বলেছে ?
ঃ বলেছে মানে আতর সুরমা কিনেছে।
ঃ কোন কথাবার্তা বলেনি ?
ঃ কেন বলবেনা কর্তা ? একটা জিনিস কিনতে গেলে কত কথা বলতে হয়। দামদর করতে হয় ?

www.amarboi.org

মিত্রবাবু অতিশয় গরম হয়ে উঠলেন। ক্রোধভরে বললেন- ওরে অপদার্থ, ঐ দামদরের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি ?

ঃ আজ্ঞে বলেছে। এক রকম সুরমা ছাড়া আর কয়রকম সুরমা তাঁর কাছে আছে এ কথাও বলেছে।

ঃ দূরহ গধর্ভ। ভাগ, ভাগ শিগগির-

মিত্র মহাশয় তেড়ে এলে গোঁসাইপদ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়ে পালালো। গোবিন্দরাম মিত্র চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একজন ফেরিওয়ালার এমন খানদানী চেহারা-রীতিমতো ভাববার বিষয়। এ ছাড়া, কোন ফেরিওয়ালার কাছে জিনিসপত্র কেনাকাটা সন্দেহের ব্যাপার নয়। কিন্তু একই ফেরিওয়ালার সাথে অধিক যোগাযোগ সন্দেহের ব্যাপার বৈকি ? ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে সে লোক গুপ্তচর নয়, তা কে বলতে পারে ? তার সাথে তন্দ্রাবাঈয়ের গোপন যোগসূত্র থাকাটাই বা বিচিত্র কি ?

গোবিন্দরাম মিত্র অতঃপর তন্দ্রাবাঈকে এ প্রসঙ্গে নানা রকম প্রশ্ন করলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের জবাব থেকে যদিও তিনি সুস্পষ্ট কিছু পেলেন না, তবু তন্দ্রাবাঈয়ের উপর কেমন একটা সন্দেহ দীলে তাঁর দানা বেঁধে উঠলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, কলিকাতার ঐ ষড়যন্ত্রের কথা তন্দ্রাবাঈয়ের দ্বারাই তাহলে বাইরে গেল কি ?

বিশ

আলীনগরের সন্ধি মাস খানেকের অধিক কাল টিকলোনা। টিকে থাকার কথাও নয়। শান্তি স্থাপনের জন্যে ইংরেজেরা, নবাবের সাথে এ সন্ধি করেনি, তারা সন্ধি স্থাপন করেছে সাময়িক প্রয়োজনে। তাই প্রয়োজনটা মিটতেই তারা সন্ধি ভঙ্গ করলো। নবাবের সাথে সদ্ভাব রক্ষে করে চলার কথা তাদের। কিন্তু নবাবের খোশ না-খোশের বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন পরোয়াই আর তারা রাখলোনা। ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসীদের মধ্যে চলমান সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জের ধরে ইংরেজেরা বাংলাদেশে ফরাসীদের চাঁদের নগর (চন্দননগর) বাণিজ্যকুঠি আক্রমণ করার জন্যে সিরানপুরে (শ্রীরামপুরে) ঘাঁটি গেড়ে বসতে লাগলো। খবর পেয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ বাংলাদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করতে উভয় পক্ষকে নিষেধ করলেন। কোন পক্ষই না নিয়ে তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা বজায় রাখতে পারলেন না। ফরাসীরা তাঁর নিষেধ মানলো। কিন্তু ইংরেজেরা মানলোনা। নবাবের নিষেধ উপেক্ষা করে তারা পলাসীদের

www.amarboi.org

চাঁদের নগর ঘাঁটি আক্রমণ করতে গেল। নবাব নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী নিয়োগ করলেন। অবিলম্বে তিনি সেনাপতি নন্দকুমারের অধীনে একদল সৈন্য দিয়ে নন্দকুমারকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। নন্দকুমারকে নির্দেশ দিলেন, ইংরেজেরা বল প্রয়োগ করলে ফরাসীদের এবং ফরাসীরা বল প্রয়োগ করলে ইংরেজেদের পক্ষ নিয়ে বল প্রয়োগকারীকে খামুশ করে দিতে হবে এবং দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু নবাবের ইচ্ছা প্রতিপালিত হলোনা। হাত-পা সবই বেঈমান আর অবাধ্য হলে মাথা আর করবে কি ? উমিচাঁদের মাধ্যমে ইংরেজদের নিকট থেকে পনেরশ' টাকা ঘুষ খেয়ে নন্দকুমার ইংরেজদের পক্ষ নিলেন এবং ইংরেজদের বাধা দেয়ার বদলে, তাদেরকে সক্রীয় সাহায্য দান করলেন। ফলে, ইংরেজেরা চাঁদের নগর আক্রমণ করলো এবং নবাবের সদিচ্ছা ভেস্তে গেল।

ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ফরাসীরা নবাবের কাছে আবেদন পাঠালেন। বিভিন্ন প্রতিরোধ ভেদ করে তাদের আবেদন নবাবের কাছে পৌছতে কিছুটা বিলম্ব হলো।

তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে নবাব সালার মীর মর্দান ও দুর্লভরামকে পুনরায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন চাঁদের নগরে এলেন তখন নন্দকুমারের সহায়তায় ইংরেজেরা চাঁদের নগর দখল করে নিয়েছে। নবাবের আশ্বাসের উপর আস্থা হারিয়ে ফরাসীরা তখন ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং বাণিজ্যকুঠিসহ চাঁদের নগর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চাঁদের নগর ত্যাগ করেছে। শুধু চাঁদের নগরই নয়, নন্দকুমার তথা নবাবের এই পক্ষপাতিত্বে হতাশ হয়ে ফরাসীরা বাংলাদেশে অবস্থিত তাদের অন্যান্য বাণিজ্যকুঠিও ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়ার শর্তে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে এবং সন্ধি করে চলে গেছে।

চাঁদের নগর দখল করার পরেই ক্লাইভ বাংলায় অবস্থিত বাদবাকী ফরাসীদের সবাইকে তল্পিতল্পা সহ বিদায় করে দেয়ার জন্যে নবাবের কাছে দাবী করে বসলো এবং নবাব তা না করলে নবাবের সাথে কোন সদ্ভাব তারা রাখবেনা বলে হুমকি প্রদান করলো।

নন্দকুমারের প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, সবাই এরা বিশ্বাসঘাতকই নয় শুধু, এখন এরা প্রকাশ্যেই বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে এবং নবাবকে পরোয়া করে চলার গরজ এদের

www.amarboi.org

শিথিল হয়ে গেছে। ওদিকে আবার আহম্মদ শাহ আবদালীর ভীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তিনি সত্যি সত্যিই বিহার আক্রমণ করতে আসছেন বলে নবাবের পাটনার প্রতিনিধি জানকীরাম জোরদার খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদিও জানকীরামের খবরের মধ্যে সত্যের ভাগ নিতান্তই কম ছিল, তবু এই মুহূর্তে নবাবকে উতলা করে তুলতে তা যথেষ্ট ছিল বৈ কি ? তাঁর ঘরে প্রায় সকলেই শত্রু, বাইরেও সর্বত্রই শত্রুর সাথে আহমদ শাহ আবদালী আর এক গোদের উপর বিষ ফোড়া। বাধ্য হয়েই নবাব ইংরেজদের রুষ্ট করতে পারলেন না। তাদের দাবী দাওয়া রক্ষে করতে গিয়ে তিনি তাঁর দরবার থেকে ফরাসীদের প্রতিনিধিকেও বিদায় করে দিলেন।

কিন্তু দুর্জনকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা স্রেফ অপচেষ্টা। একের পর এক চাহিদা ও দৌরাত্ম তাদের বাড়তেই থাকে। ইংরেজেরা ক্রমেই সখ্যতা ও অধীনতার পরিবর্তে নবাবের প্রভু সেজে বসতে লাগলো এবং প্রভুর মতো নবাবের উপর হুকুম জারী করতে লাগলো। নানারকম দাবী দাওয়া ও ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন তো ছিলই এর উপর আবার ইংরেজেরা দাবী করে বসলো- পাটনায় বসবাসকারী ফরাসীসহ বাংলা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পাটনায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া ফরাসীদের উৎখাত করতে দুই হাজার কোম্পানীর ফৌজ পাটনায় যাবে বাংলার ভূভাগের মধ্যে দিয়ে এই বাহিনীকে যেতে দিতে হবে, যাওয়ার সহায়তা করতে হবে এবং ফরাসীদের উৎখাত করতে নবাবকে সসৈন্যে ইংরেজদের পক্ষ নিতে হবে।

এতটা ছাড় দিতে নবাব আর পারলেন না। তাদের দাবী তিনি নাকোচ করে দিলেন। ক্লাইভ এতে নবাবের বিরুদ্ধে আলীনগরের সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আনলো এবং ফরাসীদের সাথে নবাবের গোপন যোগাযোগ আছে বলে নবাবকে দোষারোপ করতে লাগলো। ইংরেজদের এই আচরণের বিরুদ্ধে নবাব শক্ত মনোভাব গ্রহণ করলে, ইংরেজরা এবার বল প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। অর্থাৎ বল প্রয়োগে নবাবকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেকট কমিটি সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, আর নিজ অবস্থান রক্ষে করা ও নবাবের হামলা প্রতিরোধ করা নয়, এবার সসৈন্যে গিয়ে নবাবকেই আক্রমণ করে উৎখাত করতে হবে এবং বাংলার মসনদ দখল করতে হবে। তাদের এই সিদ্ধান্তে তারা নবাবের বিশ্বাসঘাতক সালার ও সভাসদদের নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সক্রীয়

www.amarboi.org

সহায়তার তপ্ত ওয়াদা লাভ করলো এবং মাদ্রাজ কাউন্সিল তাদের এই সিদ্ধান্তে উষ্ণ অনুমোদন দান করলো।

ঈসায়ী ১৭৫৭ সনের ২৩শে এপ্রিল তারিখে গোপনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং সেইভাবে সংশ্লিষ্ট সকলেই চুপিচুপি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। নবাব কিছু অনুমান করে উঠার আগেই গোপনে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করবে এই আচমকা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে নবাবকে উৎখাত করবে এবং ছিল এদের গোপন পরিকল্পনা। নবাব যাতে করে অন্ধকারে থাকেন এবং আত্মরক্ষার কোন অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারেন- এই মর্মে এই ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখার গুরুত্ব ছিল অনেক এবং সে গোপনীয়তা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলে তৎপরও ছিল খুব।

তবু গোপন রইলোনা। এত লোকের অংশ গ্রহণের এতবড় একটা বিষয় দীর্ঘদিন গোপন থাকার কথাও নয়। এত সতর্কতা সত্ত্বেও এই গোপনীয়তার দেয়াল ফুটো হয়ে গেল এবং এদের এই দূরভিসন্ধির কথা নবাবের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

গোপনীয়তার দেয়াল ফুটো করলো সবার আগে ইংরেজেরাই। বাংলার বেঈমানদের সাথে যোগাযোগ বিধানকারী ইংরেজ বাহিনীই। এই চক্রান্তের কাজে সমন্বয় সাধন করতে গিয়েই প্রকাশ পেলো গোপন কথা। প্রকাশ করলো সর্বপ্রথম ইংরেজদের বার্তা বাহক মিঃ পিগম্যান।

দেশটা অচিরেই তাদেরই হয়ে যাচ্ছে, এই আনন্দে পিগম্যান আত্মহারা ছিল। গোবিন্দরাম মিত্রের কাছে বার্তা পৌঁছাতে এসে সে তাল রাখতে পারলোনা। গোপনীয়তার দিকে মোটেই নজর না রেখে মিত্রবাবুর মকানে সে হেসেখেলে সবার সামনে ইংরেজদের সিদ্ধান্তের সকল কথা আলাপ আলোচনা করলো। এতে করে ঘটনাটি জেনে গেলেন তন্দ্রাবাঈ।

পিগম্যানকে দেখেই তন্দ্রাবাঈ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। নিশ্চয়ই আবার কোন নয়া খবর আছে বুঝে তন্দ্রাবাঈ কান দুটি খাড়া করে রাখলেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি গন্ধ পেলেন নয়া তথ্যের। বিষয়টি ভাল করে শুনে ও বুঝে নেয়ার জন্যে তন্দ্রাবাঈ পিগম্যানের মেহমানদারীর আনযাম দিতে এগিয়ে এলেন এবং এটি-ওটির যোগান দেয়ার অজুহাতে ঘন ঘন আলোচনা কক্ষে যাতায়াত করতে লাগলেন।

www.amarboi.org

তন্দ্রাবাঈয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হলো। এই কায়দায় ইংরেজদের ঐ গোপন সিদ্ধান্তের কথা আগাগোড়াই জেনেও বুঝে নিলেন তন্দ্রাবাঈ। কিন্তু দেশের ইষ্ট দেখতে এসে তিনি তাঁর নিজের ইষ্ট বিপন্ন করে তুললেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ীতে যে বেশ কয়েকজন ডাগর ডাগর মেয়ে অর্থাৎ নওজোয়ানী আছেন, পিগম্যান তা আগের বারেই এসে লক্ষ্য করে গিয়েছিল। তন্দ্রাবাঈকে সামনা-সামনি দেখে তার ইশকের দরিয়ায় আজ বান ডেকে গেল। সে জিদ ধরে বসলো, এ বাড়ীর তামাম ইয়ং লেডীর সাথে আজ বল সে নাচবেই। সেই সাথে, অদ্য রজনী সে এখানেই অবস্থান করবে এবং মদ ও তন্দ্রাবাঈকে নিয়ে সারারাত মৌজ করে কাটাবে। তন্দ্রাবাঈ তাকে দিওয়ানা বানিয়ে দিয়েছে। এই আনযাম গোবিন্দরাম মিত্রকে গরম গরম করে দিতে হবে। এতে ঠাণ্ডাভাবে প্রদর্শন করলে, আসন্ন ইংরেজ রাজত্বে গোবিন্দরামের 'কিং' বনে যাওয়া তো দুরের কথা, গলায় 'রিং' পরিয়ে পিগম্যান তাঁকে বাঁদর নাচ নাচাবে।

পিগম্যানের দৃষ্টিতে এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। নিতান্তই মামুলী ব্যাপার। পরিবারের ডাগর ডাগর মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে সে গোবিন্দরামের পরিবারকে ধন্য করবে। ইংরেজ সাহেব গোবিন্দরামের মেয়েদের নিয়ে বল নেচেছে– এই অনন্য সৌভাগ্য পিগম্যান সেধে দিচ্ছে তাদের। ভাবী রাজার জাতের দান। জরুর আহলাদে গড়িয়ে পড়বে গোবিন্দরাম।

কিন্তু পিগম্যানের এই আবদার শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন গোবিন্দরাম। তিনি বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। জাতকুল সব প্রকাশ্যেই যায় দেখে অবিরাম ঘামতে লাগলেন।

এই মুহূর্তে তাঁকে সাহস দিলেন রাধাকৃষ্ণ মল্লিক। তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন- এতে ঘাবড়াবার কি আছে দাদা? সাহেব জিদ ধরছেন, তন্দ্রাবাঈকে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিন। এই কাজটা করুন, বলড্যান্সের ব্যাপারটা আমি বলে কয়ে কাটিয়ে নিয়ে দিচ্ছি।

গোবিন্দরাম চিন্তিতকণ্ঠে বললেন-তাই বা হয় কি করে আর এভাবে কাটিয়েই বা নেবেন কয়দিন?

রাধাকৃষ্ণ মল্লিক জোর দিয়ে বললেন- আহহা! আপাততঃ বিপদটা কাটিয়ে নিতে হবেনা? পরে বুঝে সুঝে আপনার মেয়েদের না হয় স্থানান্তরে রাখবেন। এক সাথে সব কিছুতে না করলে সাহেব বড়ই গোস্বা হবেন।

www.amarboi.org

বোঝেন তো, কাজ প্রায় পেকে এসেছে। এই সময় সাহেবদের রুষ্ট না করলে, দীর্ঘ দিনের শ্রম আমাদের পণ্ড হয়েও যেতে পারে।

ঃ অর্থাৎ ?

ঃ আমাদের উপর আস্থা হারালে এতবড় ঝুঁকি নিতে সাহাবেরা শেষ অবধি নাও যেতে পারে। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধেটুকুর দিকেই তখন তারা নজর ফিরিয়ে নিতে পারে। সর্বস্ব দিয়ে হলেও, আমাদের উপর সাহেবদের আস্থা সর্বদাই এখন তপ্ত রাখতে হবে।

ঃ মল্লিক বাবু।

ঃ বাংলার নবাব উৎখাত হওয়ার চেয়ে আর বড় ইষ্ট নেই আমাদের। এই সময় এই সামন্য মূল্য দিতে আমাদের পিছপা হলে চলবে কেন? সাহেবদের কি আর চটানো এখন চলছে ?

ঃ কিন্তু-

ঃ আরে দাদা, সাহেবের নজর আজ মূলতঃ ঐ তন্দ্রাবাঈয়ের উপর। ওকে দেখেই সাহেব এতটা উতলা হয়ে উঠেছে। সাহেবের খেদমতে ওকে পাঠিয়ে দিন, ঝামেলা চুকে যাক।

ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু তন্দ্রাবাঈ কি সহজে এতে রাজী হবে মল্লিক বাবু ? যে শক্ত মেয়ে–

ঃ রাজী হবেনা মানে ? রাজী হবে না তো এখানে কি সে পূজো নিতে এসেছে ? সোজা কথায় কাজ না হলে কোৎকা হাঁকাতে হবে। চুল ধরে একবার সাহেবের ঘরে তুলে দিলেই ব্যস। সব বিষ জল।

ঃ কিন্তু-

রাধাকৃষ্ণ মল্লিক উষ্ণকণ্ঠে বললেন- ফের কিন্তু ! তন্দ্রাবাঈ কি আপনার নিজের মেয়ে ? নাকি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কেউ ? শেঠবাবুরা ওকে পাঠিয়েছেন এই কাজেই। মানে এই ভাবে সবার মন জয় করে কাজ উদ্ধার করার জন্যে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, সাহেবের কাছে যাতায়াত করতে তন্দ্রাবাঈয়ের মধ্যে সংকোচের কোন বালাই-ই-নেই ?

ঃ হ্যাঁ-তা-

ঃ এ নিয়ে মোটেই ভাববেন না। গুপ্তচরের কাছে সতীত্ব কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। তাহলে কি সে এই কাজে আসতো ?

গোবিন্দরাম মিত্রের মগজ খুলে গেল। তিনি এবার হাঁপ ছেড়ে বললেন- তা ঠিক-তা ঠিক।

www.amarboi.org

মল্লিকবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- যতবড় কাজে হাত দিয়েছি আমরা, তার তুলনায় এ মূল্য অতি তুচ্ছ মূল্য দাদা ? শুধু তন্দ্রাবাঈ কেন, প্রয়োজনে এটুকু মূল্য দেয়ার জন্যে আমাদেরকেও সব সময়ই তৈয়ার থাকতে হবে।

মিত্রবাবু মাথা নেড়ে বললেন- তা বটে-তা বটে !

স্বার্থের নেশায় চোখ যাদের ঘোর হয়, তাদের কাছে এ মূল্য কোন মূল্যই নয়। কিন্তু যাদের চোখে স্বার্থের নেশা নেই, তাদের কাছে এ মূল্য মহামূল্য। স্বেচ্ছায় ও সহজে তারা এ মূল্য দিতে কখনোও রাজী হয় না বা এ মূল্য দিতে কখনোও চায়না।

মিত্রবাবু তাঁর স্ত্রীর সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করার কালে কথাটি মিত্রবাবুর কন্যা মায়ারাণীর কানে গেল। শুনেই তিনি চমকে উঠলেন। একটা মেয়ের ইজ্জত সে মেয়ের সর্বস্ব। মেয়ে হয়ে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থাকেন কি করে ? কথাটা তিনি তন্দ্রাবাঈকে ডেকে বললেন। তন্দ্রাবাঈ অসম্মত হলে তার উপর বল প্রয়োগ করা হবে, সে কথাও শুনালেন। এরপর মায়ারাণী তন্দ্রাবাঈকে এখান থেকে যেভাবে হোক পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

তাঁদের তিন বোনকে নিয়ে তন্দ্রাবাঈ প্রশ্ন তুললে, মায়ারাণী জানালেন, সাঁঝের আগেই তাঁরা অন্য বাড়ীতে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে থাকবেন-সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

পরম হিতৈষিণী এই মেয়েটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তন্দ্রাবাঈ মন বেঁধে ফেললেন। গোঁসাইপদর মাধ্যমে তখনই তিনি পত্র লিখে সোহেল বেনেকে সব কথা জানালেন। আজ রাতেই তিনি গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবেন, পত্রে এ কথাও জানিয়ে সোহেল বেনেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বললেন। সেই সাথেই, কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন তিনি, কি তাঁর উপদেশ, গোঁসাইপদর হাত দিয়ে তখনই তা জানানোর জন্যে সোহেল বেনেকে বলে দিলেন। গোঁসাইপদ বেয়াকুফী করে সব ফাঁশ করে দিতে পারে, এই একটা বেলার জন্যে আর সে ভয় করতে গেলেন না।

সে ভয় সোহেল বেনেও করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো গোঁসাইপদর হাত দিয়েই। সোহেল বেনে তন্দ্রাবাঈয়ের এ সিদ্ধান্ত এক কথায় সমর্থন করলেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখে পাঠালেন। পত্রের শেষ অংশে লিখলেন, "পালিয়ে এবার অবশ্যই যেতে হবে। এদের সংস্পর্শে আর

www.amarboi.org

একদণ্ডও নয়। তবে পিগম্যানকে একটু দর্শন দিয়ে না গেলে, এ পালানো কাপুরুষের পালানো মাফিক হবে। যা বললাম, তাই করবেন "।

"মিঃ পিগম্যান আজ মেহমান। রাতে এখানে থাকবেন। তাঁর আহার-আপ্যায়ন, সেবাযত্ন, তাঁর সাথে গল্পগুজব-আমোদ-আহলাদ- সব কিছুই তন্দ্রাবাঈকে করতে হবে। ঘুম আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর যাবতীয় ফাঁই ফরমায়েশ তন্দ্রাবাঈকেই খাটতে হবে। সাহেব একজন মস্তবড় মানুষ। কোনভাবেই সাহেবকে নাখোশ করা যাবে না।" এই নির্দেশ যখন তন্দ্রাবাঈকে দেয়া হলো, তখন তন্দ্রাবাঈ সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে ধীরে ধীরে রাজী হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে কারো সন্দেহের উদ্রেক করলেন না।

তন্দ্রাবাঈ অল্পতেই রাজী হয়েছেন শুনে রাধাকৃষ্ণ মল্লিক মুচকি হেসে গোবিন্দরাম মিত্রকে বললেন- বললাম না দাদা, এরা অভিজ্ঞ মেয়ে। এ সব এদের কাছে কিছুই নয়। একদম ভাতমাছ।

আজ রাতে তন্দ্রাবাঈ তার কক্ষে আসবেন; তাকে সাহচর্য দেবেন, তাকে নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করবেন, বল নাচবেন- এ কথা সাহেবকে জানানো হলে এবং অন্য মেয়েদের নিয়ে ডান্সের ব্যবস্থা অন্য একদিন করা হবে- এ কথা বলা হলে, পিগম্যান এতেই খুশী হয়ে অন্য মেয়েদের সাথে বলনাচ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আগ্রহভরে রাতের অপেক্ষা করতে লাগলো।

সাহেবের এ পুলকে ইন্ধন দিলেন তন্দ্রাবাঈ নিজেও সাঁঝের সময় বার দুইয়েক এসে তিনি সাহেবকে জানিয়ে গেলেন, এটা ইংলণ্ড নয়, বাংলা মুলুক। নাচগান আমোদ-ফুর্তি একটা বেশী রাতের ব্যাপার। সবার সামনে এদেশে এসব চলে না। সাহেব এখন বসে বসে খানাপিনা ও মদ্যপান করুন। রাত একটু ভারী হলেই তন্দ্রাবাঈ তাঁর কক্ষে ছুটে আসবেন। সাহেবের সাথে নাচার জন্যে তন্দ্রাবাঈও নিজে থেকেই উসখুস করছেন। রাতটা একটু ভারী হলে আর কথা নেই। তন্দ্রাবাঈ ছুটতে ছুটতে এ কক্ষে চলে আসবেন।

খুশীতে লাল হয়ে পিগম্যান আওয়াজ দিলো-ও লাভলী।

সাঁঝ পেরিয়ে গেল। রাত একটু ভারী হলো। বাড়ীর সকলের খানা পিনা হয়ে গেল। তন্দ্রাবাঈয়ের উপর সবার এতক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তন্দ্রাবাঈ কোন ফাঁকে পালিয়ে যেতে না পারে- সে ব্যাপারে সকলে খুব সজাগ ছিলেন। কিন্তু তন্দাবাঈয়ের মধ্যে কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত না হওয়ায়

www.amarboi.org

আর তন্দ্রাবাঈ স্ব-ইচ্ছায় সাহেবের কক্ষে যাতায়াত করতে থাকায়, সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন। খানাপিনা অন্তে যে যার শয়নকক্ষে ঢুকে গেলেন।

পিগম্যানেরও খানাপিনা শেষ হলো। খানাপিনা নিয়ে এসে তন্দ্রাবাঈ আর এক বার পিগম্যানকে উষ্ণ আশ্বাস দিয়ে গেলেন। পিগম্যান পুনরায় খুশীতে নেচে উঠলো। আহারান্তে সে অবিরাম মদ্যপান করতে লাগলো এবং তন্দ্রাবাঈয়ের অপেক্ষা করতে লাগলো।

গোবিন্দরাম মিত্রের বৈঠক খানায় সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বেধড়ক মদ্যপানে সাহেব তখন টলছিল। এই সময় তন্দ্রাবাঈ দ্রুতপদে সাহেবের কক্ষে এলেন। তন্দ্রাবাঈকে দেখে সাহেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত করে সে বললো- ও মাই ডার্লিং। কাম-কাম, কাম টু মি।

তন্দ্রাবাঈ ও ঝটপট বললেন- আগে এদিকে আসুন সাহেব, এক আজব চীজ দেখবেন আসুন–

ঈষৎ বিস্ময়ে পিগম্যান বললো- আজব চীজ ! আইমিন, কুয়ী ষ্ট্রেঞ্জ থিং ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ সাহেব, "আচ্ছা ভূয়ার বাচ্ছা।"

ঃ ইজ ইট? উহা কোঠায়?

ঃ ঐ তো, ঐ বারান্দার নীচে।

-বলেই তন্দ্রাবাঈ ক্ষিপ্রহস্তে বৈঠকখানার বাহির দিকের দরজা খুললেন এবং বাহির-আঙ্গিনা-সংলগ্ন বাহির দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তখন কৃষ্ণপক্ষ। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। সাহেব টলতে টলতে বারান্দায় এসে বললো- কৈ কোঠায়? 'আচা বুয়ার বাচা' কিধার হ্যায়?

তন্দ্রাবাঈ ঝুপ করে বারান্দায় নীচে নেমে এলেন এবং মাটির দিকে ইংগিত করে বললেন- এই যে- এইখানে।

সাহেব একটু থমকে গেল। এরপর ঝোঁকের মাথায় সেও টলতে টলতে বারান্দার নীচে নেমে এলো এবং মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বিরক্তির সাথে বললো- টাজ্জব!

হোয়্যার ইজ দ্যাট? কোঠায়? কোঠায় টোমার আচা বুয়ার-

পিগম্যানের মুখের কথা শেষ হলোনা। এই সময় পিগম্যানের পিঠে পড়লো পাকা বাঁশের ভারী লাঠির শক্ত এক বাড়ি। পিগম্যান কোঁকিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে যেতেই অনুরূপ আর এক বাড়ি তার পিঠে এস পড়লো। অধিক মদ্যপানে পিগম্যানে এমনিতেই স্থির হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি ছিলনা। এবার

www.amarboi.org

সে শাটপাট হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং হাত-পা ছেড়ে দিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে গোঙ্গাতে লাগলো। বাইরের এই শব্দ বাড়ীর ভেতরের কারো কারো কানে এলো। কি-না কি ভেবে প্রথমে সবাই ইতস্ততঃ করলেন। এরপর আলোবাতি যোগাড় করে নিয়ে তাঁরা যখন বাড়ীর বাইরে এলেন তখন দেখলেন, পিগম্যান মাটিতে পড়ে গোঙ্গাচ্ছে, তার আশেপাশে কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আরো তাঁরা খেয়াল করলেন, তন্দ্রাবাঈও নেই।

চমকে উঠে সকলেই বাতিকুপী হাতে নিয়ে বাড়ীর চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু ঐ নিঃসীম অন্ধকারে কোথায় আর কোন দিকে তিনি গেছেন, কেউ তার হদিস করতে পারলেন না।

একুশ

মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেই সোহেল বেনে সর্বপ্রথম রিসালদার আবদুর রশিদের মাধ্যমে ইংরেজদের ঐ সিদ্ধান্তের কথা নবাবের কানে দিলেন। অতঃপর এক নিরাপদ স্থানে তন্দ্রাবাঈয়ের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজেও এসে রিসালদার আবদুর রশিদের মকানে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। তিনি নিজ মকানে রইলেন না। কারণ সুস্পষ্ট। পালিয়ে আসা সহ তন্দ্রাবাঈয়ের বিগত সন্দেহজনক আচরণের যাবতীয় খবর গোবিন্দরাম মিত্রেরা অবিলম্বে শেঠ বাবুদের জানাবেন। তন্দ্রাবাঈ বিশ্বাস হন্তা-এই খবরই আসবে। খবর পেলেই শেঠ বাবুরা ছুটে আসবেন তন্দ্রাবাঈয়ের খোঁজে। নাগাল পেলেই তাঁকে তাঁরা অভিভাবকের অধিকারে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবেন। নির্মম শাস্তি দেবেন অবাধ্যতার কারণে ও গোপন তথ্য ফাঁশ করার অভিযোগে।

সেই সাথে জড়িয়ে যাবেন সোহেল বেনে নিজেও। আতর-সুরমার ফেরিওয়ালার সূত্র বা প্রসঙ্গ ধরে তিনি যে একজন গুপ্তচর, এটা প্রকাশ পেয়ে যাবে। ফলে, তিনিও শেঠবাবুদের কোপ নজরে পড়বেন। তারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে চরমভাবে। গোয়েন্দাগিরি করার কোন পথই আর থাকবেনা।

তাই বাড়ী ছাড়লেন সোহেল বেনেও। উস্তাদজীকে তামাম কথা খুলে বলে তাঁকেও তিনি সতর্ক করে দিলেন। তন্দ্রাবাঈয়ের কারণে তাঁর উপরও কিছু ঝড় ঝাপটা আসতে পারে চিন্তা করে, তাঁকেও সতর্ক থাকতে বললেন। সবশেষে নিজের বাড়ীর লোকজনদের সতর্ক করে দিয়ে সোহেল বেনে

www.amarboi.org

বললেন-কেউ আমাকে তালাশ করলে সবাই মিলে একজবাব দেবে। বলবে, উনি আর এ মকানে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমরা তা জানিনে।

মসনদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের রণ প্রস্তুতির খবর শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাজ্জব হয়ে গেলেন। এতবড় দুঃসাহসও দেখাতে পারে ইংরেজরা, সেটা তিনি সেই মুহূর্তে ভেবে উঠতেই পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গোয়েন্দা বাহিনী সহ বিশ্বস্ত লোকজনদের খবর করতে পাঠালেন। খবর করে অবিলম্বেই ফিরে এলেন সকলে। জানালেন, ঘটনা বর্ণে বর্ণে সত্য। ইংরেজেরা সত্যি সত্যিই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে। যে কোনদিন তারা এখন মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হয়ে যাবে।

নবাব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন পন্থায় সালার ও সেনানায়কদের বিশ্বস্ততা পুনরায় যাচাই করে দেখলেন। আসন্ন মুসিবতের খবরে কার কি প্রতিক্রিয়া তা নিবিভাবে লক্ষ্য করলেন। নানা প্রক্রিয়ার খবর করে তিনি কুল্লে যা পেলেন, তা এক সীমাহীন হতাশা। নবাবের নেমকভোজী এক পাল সেনাপতি ও সেনানায়কদের মধ্যে মাত্র নখেগোনা কয়েক জন ছাড়া সকলেই নির্জলা বিশ্বাস ঘাতক। লড়াইয়ের ময়দানে এরা নবাবের পক্ষে থাকবেন- এমন ভরসা করার কোন ভিতই নেই। আগেও ছিলনা, এখন আরো সুস্পষ্টভাবে নেই। যদিও এরা ডালেশিকড়ে সকলেই অমুসলমান, মুসলমান নামধারী বেশ কয়েকজন গাদ্দারও এদের সাথে আছে।

নবাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আফসোসে নিজের বাহু নিজেরই তাঁর কামড়ানোর ইচ্ছে হলো। কারণ, এদের চিনতে পারার পরও এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার অবকাশ তিনি পেলেন না বা সে উপায়ও তাঁর ছিলনা। বড়ই আফসোস যে, সেই নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে অদ্যতক, বাংলার নবাবেরা এতই সেপাইসেনা বাছ দিয়ে ফেলেছেন আর পালছেন, যার দশমাংশের এক অংশই ইংরেজসহ তামাম বিদেশী বেনিয়াদের ভাগীরথীর সলীলে সমাধি দিতে যথেষ্ট। নবাবের একটা অঙ্গুলী হেলনের সাথে সাথে সমুদয় দুর্গ, কুঠিও সেনাঘাঁটিসহ ইংরেজ কোম্পানীটা গোটাই এ মুলুক থেকে তুলো হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা। অথচ নসীবের কি পরিহাস! সেই ইংরেজেরাই আজ ধেয়ে আসছে নবাবকে তুলো করে উড়িয়ে দেয়ার ইরাদায়।

www.amarboi.org

তার চেয়ে আরো যা নির্মম তাহলো, একমাত্র সরফরাজ খান বাদে বাংলার বিগত তামাম নবাবেরা বাছাই করে করে দলকে দল করেছেন ও লালন করে গেছেন। আরো উলঙ্গ করে বললে বলতে হয়, মুসলমান শাসনটা উৎখাত করার জন্যে যারা বদ্ধ পরিকর, মুসলমান নবাবেরা মিষ্টি কথায় ভুলে দলকে দল তাঁদেরকেই নিয়োগ দান করেছেন। যাঁদের নেমক খেয়ে খেয়ে আর যাঁদের অনুগ্রহে আজ এরা এতবড় বাহাদুর, দুর্দিনে এরা তাঁদের কোন কেউই নয়। ততোধিক জিল্লতির কথা যে, দুর্দিনে এরা তাঁদের দুশমনেরই দোস্ত এবং দুশমনের চেয়েও এরা তাঁদের জন্যে এক মারাত্মক হুমকি। ব্যতিক্রমের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

নবাবকে খুবই পেরেশান দেখে নবাব মাতা আমিনা বেগম বললেন- বাপজান, এতটা কাহিল হয়ে পড়েছো কেন? সালার সেনারা সবাই কি বেঈমানী করবে বলে মনে করছো?

জবাবে নবাব বললেন- আম্মাজান, আমার সালার সেনারা অধিকাংশই অমুসলমান। এদেরকেই দাদু সাহেব নিয়োগ করে রেখে গেছেন। এঁদের মধ্যে শুধু মাত্র মোহনলাল ও নাওয়ে সিংহ হাজারী ছাড়া আর অন্য কারো উপর কণামাত্র আস্থা স্থাপনের ফাঁক-ফোকর নেই। মোহন লাল আর নাওয়ে সিংহও আবার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বাহিনীর সেনানায়ক। রায়দুর্লভদের মতো কোন বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক নন।

ঃ বাপজান।

ঃ মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলমান সালার ফৌজদার আছেন, তাঁদের তো আপনি চেনেন নাই। এদের মধ্যে একমাত্র মীরজাফর দাদু সাহেবের বাহিনীই বিশাল। কিন্তু মীরজাফর দাদু সাহেবের উপর ভরসা আগে থেকেই শেষ হয়ে আছে। এখন আবার মীর্জা আমির বেগ, খাদেম হোসেন প্রমুখ আরো কয়েকজন সেনানায়ক ঐ দলে ভিড়ে গেছেন। হাতে এখন সালার বলতে মাত্র মীরমর্দান ও আবদুল হাদী খান আর সেই সাথে বাহাদুর আলী, পীর আলীর মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফৌজদার ও রিসালদার। আমি কিসের জোরে শক্ত হয়ে দাঁড়াই আম্মাজান? ইংরেজদের কিছু মাত্র ভয় আমি করিনে। কিন্তু আমার নিজের সেপাই সেনারা বেঈমানী করলে আমি কাকে নিয়ে ইংরেজদের মোকাবেলা করি।

আমিনা বেগম সাহেবা চিন্তিতকণ্ঠে বললেন- সেতো ঠিকই। তা বলছিলাম কি বাপজান, বেঈমানী করুক আর যা-ই করুক, দেশের দুর্দিনের কথা

www.amarboi.org

স্মরণ করিয়ে দিয়ে সবার কাছেই তুমি আবেদন রাখো। সবাইকে দুর্দিনে সাড়া দিতে আহবান করো। তাতে হয়তো–

নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ম্লান হেসে বললেন–কোনই লাভ নেই আম্মাজান। তা কি আর করছিনে? কিন্তু অমুসলমানদের তো কথাই নেই, কয়েকজন মুসলমানদের মনমতলবও খোলাসা করতে পারছিনে। মুখে সবাই হামদরদীভাব দেখালেও অন্তরে যে তাঁদের ময়লার শেষ নেই তা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়।

ঃ সিরাজ।

ঃ কয়লার ময়লা ধুলে কি কখনো যায় আম্মাজান? ধুয়ে আমি করবো কি? বদমতলব নিয়েই যারা এই নকরীতে এসেছে, তাদের মতি ফেরাবো আমি কি করে?

ঃ হুঁ।

ঃ অথচ এরাই আমার বারো আনা শক্তি। মীরমর্দান-আবদুল হাদী খানেরা নখে-গোনা কয়েকজন এদের সামলাবেন কি করে?

নবাব মাতা আফসোস করে বললেন- তাহলে কি আশা-ভরসা সবই খতম হয়ে গেলো? এই দুর্ভাগা কওমের সামনে কি আর কোন রাহাই নেই? সব পথ বন্ধ?

ঃ কি পথ আর থাকবে আম্মাজান? কওমের জনেরা কওমকে আর নিজের জনেরা নিজের জনকে না দেখলে, পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

ঃ বাপজান।

ঃ এক মীরজাফর দাদু সাহেব যদি আজ আমার পেছনে থাকতেন তাহলে কি আর ভাবনা ছিল আমার? আবদুল হাদী খান আর মীরমর্দান সাহেবেদের কাতারে যদি মীরজাফর দাদু থাকতেন, তাহলে ঐ বেঈমানদের পরোয়া করার প্রয়োজনই আমার ছিলনা। সংখ্যায় তারা যতই হোক, তাদের শক্তির উৎস তো আসলে উনিই। আশান্বিত হয়ে উঠে আম্মাবেগম বললেন-তাই কি?

ঃ জ্বি আম্মাজান। মীরমর্দান আর আবদুল হাদীদের মতো এতটা দুর্ধষ্য না হলেও, মীরজাফর দাদু সাহেবের ভাবমূর্তিই আলাদা আম্মাজান। সেনাবাহিনীর বলতে গেলে তিনিই প্রধান। তিনি আমার পক্ষে এলে, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেপাইরাও আমার পক্ষে আসতো। তিনি যে সবচেয়ে বড় বাহিনীর অধিনায়ক। নবাবমাতা এবার খুবই উৎসাহিত হয়ে

www.amarboi.org

উঠলেন। সালার মীরজাফরকে অনুরোধ করে পক্ষে আনার জন্যে তিনি সন্তানের উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করলেন। তিনি বললেন-তাহলে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংকোচের কোন কারণ নেই বাপ। তিনি তোমার গুরুজন ও অতি আপনজন। নাছোড়বান্দা হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকেই ধরো। আবেদন অনুরোধ করে তাঁকে তুমি তোমার পক্ষে নিয়ে এসো। অন্যদের কাছে তোমার আবেদন ব্যর্থ হলেও, আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছে কখনই ব্যর্থ হবেনা। কারণ, তিনিই এ বংশের এখন একমাত্র মুরুব্বী আর আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মীয়।

আমিনা বেগম সাহেবার ধারণা প্রাথমিক ভাবে সফল হলো। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ সালার মীরজাফরের বাড়ীতে গিয়ে আপনজন হিসেবে তাঁকে আকুল আহবান জানালে এবং নবাব আলীবর্দী খানের দোহাই দিয়ে বংশের ইজ্জত আর দেশ ও কওমের ভবিষ্যৎ রক্ষে করার জন্যে মর্মস্পর্শী আবেদন রাখলে, সালার মীরজাফর সত্যি সত্যিই বিহ্বল হয়ে গেলেন। সিরাজের আবেদন তাঁর আত্মাকে স্পর্শ করলো তিনি সিরাজকে সবসময় আর সর্বোতভাবে সাহায্য করবেন বলে আন্তরিকভাবে কথা দিলেন এবং সিরাজের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়বেন বলে ঐকান্তিকভাবে শপথ গ্রহণ করলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ নিশ্চিন্ত হলেন এবং বিপুল উদ্যমে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ধোপে কিছুই টিকলোনা। লোভী ও কমজোর ঈমানের লোকের শপথের কোন দাম নেই। বালীর বাঁধের শক্তি বড়ই কম। চাপ পড়লেই সে বাঁধ ভেঙ্গে যায়। মীরজাফরের শপথের হালত হলো সেই রকমই।

শেঠবাবুদের নজর বড়ই তীক্ষ্ণ। মীরজাফরের ভাবান্তর তাঁরা অচিরেই ধরে ফেললেন। তাঁর মানসিকতার খবর করে তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁদের হাতে সামরিক শক্তি যতটাই থাক, মীরজাফরই প্রধান শক্তি তাঁদের। মীরজাফর নেই তো তাঁরা ঠ্যাং-ভাঙ্গা ঘোড়া। মীরজাফরকে পক্ষে পেলে আবদুল হাদী ও মীরমর্দানদের কিছুতেই রোখা যাবেনা। ইংরেজেরা পরাস্ত হবে আর তাঁদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা নিয়ে আগে তাঁরা ইংরেজদের কাছে ছুটে গেলেন এবং তাদের সাথে কথা বললেন। এরপর ফিরে এসে মীরজাফরের পেছনে আঠার মতো লেগে রইলেন। দিনের পর দিন ফুসলিয়েও যখন কোন কাজ হলোনা, তখন

www.amarboi.org

তাঁরা মসনদের টোপ তুলে ধরলেন। তাঁকে তাঁরা সমঝালেন, সরাসরি ইংরেজদের পক্ষ নিতে হবেনা, লড়াইয়ের ময়দানে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে শুধু নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলে বাংলার মসনদে তাঁকে বসানো হবে।

মসনদের লোভ বড় লোভ, সম্বরণ করা কঠিন। আস্তে আস্তে মুখ খুললেন মীরজাফর সাহেব। বললেন-লড়াই জিতবে ইংরেজরা। মসনদটা দখল করবে তারা। আপনারা আমাকে কি করে বাংলার মসনদে বসাবেন?

জবাবে শেঠবাবুরা বললেন– ইংরেজরাই আপনাকে মসনদটা দিয়ে দেবেন। তাদের সাথে কথা হয়েছে আমাদের। আমাদের মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়, তাদের সাথে বসুন। কাগজপত্র করে নিন। আপনি দিন দিলেই ক্লাইভ সাহেবেরা নিজেরা এসে কথাবার্তা পাকাপাকি করবেন এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে যাবেন। মীরজাফর কাত হলেন। কথাবার্তা চূড়ান্ত ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করার জন্যে দিন ধার্য করে দিলেন।

নির্ধারিত দিনে ষড়যন্ত্রকারীগণ জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের বাড়ীতে গোপনে মিলিত হলেন। জগৎ শেঠ, ফতেচাঁদ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দিলেন। ইংরেজ কোম্পনীর পক্ষে কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস জেনানার মতো পর্দা ঘেরা পালকীতে চড়ে জগৎ শেঠের বাড়ীতে এলেন। এই বৈঠকে আগে কথাবার্তা পাকাপাকি করা হলো। কথা হলো, এই যুদ্ধে মীরজাফর তাঁর সেপাইসৈন্য ও সঙ্গী সাথীসহকারে ইংরেজদের সাহায্য করবেন এবং বিনিময়ে ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাবে। আরো চুক্তি হলো, নবাব হয়ে মীরজাফর বাণিজ্য সুবিধে প্রদান করাসহ এদেশে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর তামাম ব্যয়ভার নবাবের কোষাগার থেকে বহন করবেন ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজদের নগদ দুই কোটি টাকা প্রদান করবেন। এর সাথে আরো শর্তকরা হলো যে, নবাব হয়ে মীরজাফর কলিকাতা সহ বাংলার তামাম দক্ষিণ অঞ্চল চিরতরে ইংরেজ শাসনের অধীনে ছেড়ে দেবেন।

উমিচাঁদ এই সময় জিদ ধরলে, তাঁকেও বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে বলে কথা হলো এবং তাঁকে প্রতারিত করার জন্যে ক্লাইভ চুক্তিপত্র তৈয়ার করার সময় তাঁর ব্যাপারে জাল দলিল তৈয়ার করলো।

www.amarboi.org

সে যা-ই হোক, কথাবার্তা পাকা হওয়ার কয়দিনের মধ্যেই লিখিতভাবে কাগজপত্র তৈয়ার হয়ে গেল এবং উভয়পক্ষ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান করলো। মীরজাফর আবার বিশ্বাসঘাতকদের সাথে সামিল হয়ে গেলেন।

কিন্তু এ কথাও চাপা পড়ে রইলো না। ইংরেজদের প্রতিনিধি এবং নবাবের বিশ্বাসঘাতক সভাসদ ও সালারদের সাথে মীরজাফর সাহেবের এই গোপন বৈঠকের কথাও নবাবের কানে গেল। জগৎ শেঠের গৃহে এসে জানবাজী রেখে এই ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্ধার করলেন সোহেল বেনে।

সোহেল বেনের এই প্রয়াস এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। তিনি ইতিমধ্যেই ফেরিয়ালার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে কামিন-মযদুর ও দ্বারী প্রহরীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন এবং সেই বেশেই মুর্শিদাবাদ শহরের পথেঘাটে ঘোরাফেরা করছেন। মুর্শিদাবাদে আসার পর তন্দ্রাবাঈ তাঁর সেই বাল্যকালের মুসলমান প্রতিপালক বা আশ্রয় দাতার গৃহে আত্মগোপন করে আছেন। সোহেল বেনেই সেখানে তাঁকে রেখেছেন এবং রিসালদার আবদুর রশিদের সহায়তায় সেখানে তাঁর নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করেছেন।

জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের মকানে একটা গোপন বৈঠক বসছে এবং সে বৈঠকে সালার মীরজাফর সাহেব যোগ দিচ্ছেন, এ খবর মীর জাফরের সেই নওকর, যে হালে রিসালদার আবদুর রশিদের শ্বশুর কুলের আত্মীয় হয়েছে, সে আবদুর রশিদকে জানালো। আবদুর রশিদের কাছে এ কথা শোনার পর সোহেল বেনে জগৎ শেঠের মকানের দিকে চলে এলেন এবং সেখানে দ্বারী প্রহরী ও চাকর নফরদের সাথে খাতির জমিয়ে নিয়ে তাদের সাথে ভিড়ে গেলেন।

নির্ধারিত দিনে জগৎ শেঠের বাড়ীতে বৈঠক বসে গেল। মেহমানদের মেহমানদারী যোগান দেয়ার কাজে চাকর-নফর ও খানসামাদের সাথে সোহেল বেনেও যোগান দিতে লেগে গেলেন এবং দুইকান খাড়া করে ঐ ষড়যন্ত্রের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। চুক্তিশর্তের কথাগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসতেই ধরা পড়লেন সোহেল বেনে।

জনৈক নওকর বেঈমানী করায় শেঠ বাবুরা সোহেল বেনেকে চিনে ফেললেন। তাঁরা 'গুপ্তচর গুপ্তচর' বলে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হুংকার দিয়ে উঠে তাঁকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। ঘিরে ধরলো কর্মরত চাকর নফর ও পাইক পেয়াদা। শেঠবাবুর অন্তঃপুরের ব্যাপার।

www.amarboi.org

সোহেল বেনের জীবন নিদারুণভাবে বিপন্ন হয়ে গেল। তাঁকে এখন জীবন্ত কবর দিলেও কারো কিছু করার নেই।

সোহেল বেনে দেখলেন, এখন সাহস হারালে চলবেনা। ভয় পেলেও চলবেনা। বাঁচতে হলে বাঁচতে হবে সাহস ও শক্তির জোরেই। হাতের কাছে একখানা লাঠির মতো বাঁশ পেয়ে তাই নিয়েই রুখে দাঁড়ালেন তিনি। বাঁশখানা বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে একগাদা লোকের বেড়াজাল ভেদ করে তিনি বাড়ীর আবেষ্টনী প্রাচীরের দিকে এগুতে লাগলেন। সকলের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, লাঠি-বল্লমের আঘাতে রক্তা-রক্তি হয়ে তিনি প্রাচীরের কাছে পৌছলেন। মাথায় তাঁর লাঠির বাড়ি পড়ে পড়ে মুহূর্তে বাঁশের সাহায্যে তিনি লাফ দিয়ে প্রাচীরের উপর উঠলেন এবং প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রাচীরের ওপারে অন্ধকারে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর কিশোর কালের সামরিক প্রশিক্ষণ আর এক বার তাঁর প্রাণ রক্ষার সহায়ক হলো, যদিও রক্ষার মালিক আসলেই আল্লাহ্ তায়ালা।

আবার মরতে মরতে বেঁচে এলেন সোহেল বেনে। শেঠবাবুর মকান থেকে ছুটে এসেই তিনি তামাম কথা রিসালদার আবদুর রশিদকে জানালেন। আবদুর রশিদও অতিসত্বর এই ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের কানে দিলেন। ষড়যন্ত্রের খবর শুনে নবাব আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কি করবেন, ঠিক করতে না পেরে ক্রোধে তিনি হাত-পা ছুড়তে লাগলেন।

নবাবকে অতিশয় বিচলিত দেখে সালার আবদুল হাদী খান আর মীর মর্দান সাহেবেরা এসে নবাবকে সাহস দিয়ে বললেন- নাউম্মিদ হওয়ার কোন কারণ নেই জাঁহাপনা। জাঁহাপনার নেমক হালাল নওফর এখনও আমরা যে কয়জন আছি, আমাদের মেহেরবানী করে অবমূল্যায়ন করবেন না। যে যতই বেঈমানী করুক আর সংখ্যায় তারা যতই হোক, বেঈমানদের মোকাবেলা করতে ইনশাআল্লাহ আমরাই যথেষ্ট।

দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ বললেন- তবুও। সালার মীর মর্দান বললেন- আমরা জিন্দা থাকতে জনাবের কোনই মুসিবত হবেনা। দুশমনদের চিরতরে উৎখাত না করে আমরা কেউ ময়দান থেকে ফিরবো না। জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত থাকুন।

আবদুল হাদী খান বললেন- আমরা শুধু আমাদের পরিকল্পনা মাফিক লড়তে চাই জাঁহাপনা। কারো দ্বারা বিড়ম্বিত না করে আমাদের স্বাধীনভাবে লড়তে দিন। আমি, মীরমর্দান সাহেব, বাহাদুর আলী, পীর আলী, আবদুর রশিদ,

www.amarboi.org

মোহনলাল, নাওয়ে সিং-মানে আমরা যে কয়জন আছি- আমরা স্বাধীনভাবে লড়তে চাই। আমরা আমাদের পরিকল্পনা মাফিক লড়তে পারলে, দুশমনদের সংখ্যা কোন গণ্যের বিষয়ই নয়। কামিয়াব আমরা ইনশাআল্লাহ হবোই।

মীরমর্দান বলেন- বেঈমানী করবেন- এটা যখন স্পষ্ট, তখন মীরজাফর সাহেবকে এ লড়াইয়ে না জড়ালেই ভাল হয় জাঁহাপনা। তাঁকে এ লড়াই থেকে ফাঁকে রাখলেই বরং মুসিবতের সম্ভাবনা কম বলে মনে করি।

নবাব শান্ত হলেন। তিনি আশার আলো দেখতে পেলেন। মীরজাফরকে অপসারিত করে আবদুল হাদী খানকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

নবাবের সিদ্ধান্তের আভাস পেয়েই চমকে গেলেন শেঠবাবুরা। মীরজাফরের পদ না থাকলে তার চারটে পয়সাও দাম নেই। তিনি তাঁদের কোন কাজেই আসবেন না। অথচ তাঁর শক্তি না পাওয়া মানেই অকুলে পড়ে যাওয়া। শেঠবাবুদের মাথাগুলো চরকীর মতো ঘুরপাক খেতে লাগলো। সেই পাকে পড়ে নবাবও ভুল করে বসলেন।

কিছু স্বপক্ষীয় কাপুরুষ ও বিপক্ষীয় ধুরন্ধরদের পাল্লায় পড়ে নবাব আবার সিদ্ধান্ত বদল করলেন। স্বপক্ষীয় কাপুরুষ আর কিছু ধুরন্ধুরেরা এসে নবাবকে বোঝালেন, আবদুল হাদীদের উপর এতটা নির্ভর করা অর্থহীন এবং এমন অন্ধভাবে নির্ভর করে থাকাটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, সকলেই বিপক্ষে গেলে, তাঁরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন যতই প্রাণপাত করুন না কেন ইংরেজসহ ঐ বিশাল বিপক্ষকে এঁটে ওঠা তাঁদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবেনা। এটা বিশ্বাস করা আর আত্মপ্রবঞ্চণা করা এক কথা। মীরজাফর বিরাট একটা শক্তি। কেবল সন্দেহের বশেই এ যুদ্ধে তাঁকে সরিয়ে রাখা ঠিক হবেনা।

হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে এই সময় ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ এসে আসল ভেল্কি লাগালেন। তিনি দরদীকণ্ঠে বললেন- জাঁহাপনা আমাদের বিশ্বাস করেন না, তা জানি। তবু এই দুঃসময়ে না এসে পারলাম না। জাঁহাপনাদের অনেক নেমক এ জীবনে খেয়েছি। পরকালে ঠেকে যাবো বলেই একটা কথা বলতে আসতে বাধ্য হলাম। জাঁহাপনা, যতবড়ই অবিশ্বাসী হইনে কেন, দেশের স্বাধীনতা বিদেশী বেনিয়াদের হাতে তুলে দেবো, এতবড় অমানুষ আমরা নই। জনাব চাই বিশ্বাস করুন না করুন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষে করার

www.amarboi.org

গরজেই আমাদের প্রতিটি সেপাইসেনা জনাবের পক্ষে প্রাণপণে লড়বে। কিন্তু মীরজাফর সাহেবকে এই সময় সরানো হলে, সবই গোলমাল হয়ে যাবে। তাঁর অধীনস্ত সেপাই সেনারা বিরুদ্ধে চলে যাবে। অন্যান্য সেপাইসেনারা তালকানা হয়ে পড়বে। সবার মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। মানে, এক কথায়, সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে বিরাট একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে যা যুদ্ধ জয়ের নিতান্তই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অন্য দিকে আবার, মীরজাফর সাহেব একটা মস্তবড় শক্তি। এই শক্তিকে এই দুঃসময়ে হাতছাড়া করার চিন্তাটা এক আত্মঘাতী চিন্তা। বড়ই এক পেশে চিন্তা। সব কিছুরই দুইটি দিক আছে জাঁহাপনা।

ভীরু ও অলস মিত্রেরা সমঝালেন, সকলে বেঈমানী করলে হেরে যেতে হবেই। মীরমর্দান সাহেবেরা ঠেকাতে কিছুতেই পারবেন না। জয়ের যা সম্ভাবনা, তা একমাত্র কেউ বেঈমানী না করলেই। পরিস্থিতি যেখানে এই, সেখানে আগেই হেরে গিয়ে না থেকে, সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে জয়ের আশা কিছুটা ধরে রাখাই উচিত।

নবাব ভড়কে গেলেন। অধিক চিন্তা করার সময়ও ছিলনা। খবর এলো, ইংরেজেরা সসৈন্যে বেরিয়ে পড়েছে। নবাব মীরজাফরকেই এই যুদ্ধের সিপাই সালার বানালেন এবং তাঁর কাছে একবার আবেদন রেখে ইংরেজদের প্রতিহত করার জন্যে সবাইকে নিয়ে রওনা হলেন।

বাইশ

জগৎ শেঠের মকান থেকে জখম হয়ে আসার পর সোহেল বেনে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যদিও এবারের এ অসুখ তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না, তবু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন না, অনেকখানি দুর্বল হয়ে রইলেন।

নবাব সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করলে আবদুর রশিদ ও যুদ্ধযাত্রা করলেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর বিবি বাচ্চাদের শ্বশুরালয়ে পার করে দিলেন। এতে করে তন্দ্রাবাঈয়ের আশ্রয়দাতারা এসে সোহেল বেনেকেও তাঁদের গৃহে নিয়ে গেলেন। রিসালদার আবদুর রশিদের মকানে তালা ঝুলতে লাগলো।

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সোহেল বেনে বাড়ীর বা উস্তাদজীর আর কোন খোঁজ নিতে পারেন নি। নবাব যুদ্ধে যাওয়ার পর তন্দ্রাবাঈকে নিয়ে সোহেল

www.amarboi.org

বেনে গা–ঢাকা দিয়ে নিজ মকানে এলেন। এসে দেখলেন, আসকান মোল্লা ও জয়তুন বিবিরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। পর পর কয়েকবার শেঠবাবুদের ভাড়াটিয়া খুনীরা সোহেল বেনের খোঁজে এসে মকানে তাঁর হাঙ্গামা করে গেছে।

উস্তাদজীর মকানে এসে দেখলেন, উস্তাদজী নেই, সেখানে রানুবালা ও খানসামা ফজল খাঁ শুকনো মুখে বসে আছে। বিহারীলালও ছিলেন। তিনি কিছু আগে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। সোহেল বেনে আর তন্দ্রাবাঈকে দেখেই রানুবালা সন্ত্রস্তভাবে ছুটে এসে বললো- কি সর্বনাশ! আপনারা এখানে এসেছেন কেন! পালান-পালান, শিগগির এখান থেকে পালিয়ে যান।

সোহেল বেনে প্রশ্ন করলো- কেন কি হয়েছে?

রানুবালা বললো– আপনাদের খুন করবে। রাজবল্লভ বাবুরা এক গাদা টাকা দিয়ে একদল সন্ত্রাসী আপনাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে রেখেছে। আপনাদের দ্বারা শেঠবাবুদের অনেক ষড়যন্ত্র আর গুপ্তকথা ফাঁশ হয়ে গেছে- এই তাঁদের রাগ। সামনে পেলেই ঐ ভাড়াটিয়া খুনীরা আপনাদের খুন করে ফেলবে।

ঃ বলেন কি! কোন সরকারী সেপাই পাহারায় থাকেনা এখানে?

ঃ থাকে। তারা মাঝে মাঝে এসে আবার কোথায় যেন চলে যায় আর ঐ ফাঁকে ঐ সন্ত্রাসীরা আসে।

ঃ হুঁ। উস্তাদজী কোথায়? তাঁকে দেখছিনা যে ?

ঃ তিনি তো হপ্তা দেড়েক আগে এখান থেকে চলে গেছেন। সেরেফ ঐ খুনীরাই নয়, বল্লভ বাবুরা দুই-দুইবার এসে তাঁকে শাসিয়ে গেছেন। তন্দ্রাবাঈ কোথায় আছে-সে খোঁজ তিনি না দিলে, তাঁকে খুন করা হবে বলে শেষ বারের মতো এসে তাঁরা হুমকি দিয়ে গেছেন।

ঃ আচ্ছা !

ঃ তাই আর কি করবেন ? জানের ভয়ে হপ্তা দেড়েক আগে তিনি এই মকান থেকে চলে গেছেন।

ঃ তাই নাকি ! কোথায় গেলেন ?

কণ্ঠস্বর একটু খাটো করে রানুবালা বললো- আপনাদের বলতে বলে গেছেন। এই শহরের একদম এক কিনারে যে পান্থশালা আছে, ঐ পান্থশালার মালিক মেহের মুন্সীর বাড়ীতে গিয়ে আছেন। আপনাদের সেখানে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

www.amarboi.org

সোহেল বেনে বিস্মিত হয়ে বললেন-মেহের মুন্সী।

রানুবালা বললো-হ্যাঁ, তাঁর সাথে নাকি উস্তাদজীর দীর্ঘ দিনের খাতির ছিল। সেই সুবাদে মেহের মুন্সী উস্তাদজীকে তার মকানে আশ্রয় দিয়েছেন।

ঃ তারপর ?

ঃ আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যে উনি অপেক্ষা করছেন। আপনাদের সাথে কথা বলা হয়ে গেলে উস্তাদজী এবার তাঁর নিজ মুলুকে চলে যাবেন। এই বেঈমানী আর অশান্তির রাজ্যে আর থাকবেন না।

ঃ সে কি ! তাহলে আপনারা ? মানে, উনি আপনাদের ছেড়ে চলে যাবেন ?

ঃ নইলে আর কি করবেন ? তাকে প্রাণে বাঁচতে হবে তো ?

ঃ আপনারা তাহলে তো অভিভাবকহীনা হয়ে পড়বেন। আপনাদের আশ্রয় দেয়ার লোক-

রানুবালার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেল' সে ভারী কণ্ঠে বললো- আমাদের আর আশ্রয় কি বলুন ? চাল নেই-চুলো নেই আমরা সব স্রোতের পানা। ভাসতে ভাসতে এসে উস্তাদজীকে পেয়েছিলাম আর তাঁর আশ্রয়ে ছিলাম। তিনি চলে গেলে বিহারী লাল বাবুর ঐ শিল্পী গোষ্ঠী, মানে জলসার দলই এখন আমাদের আশ্রয়। ওটাও ভেঙ্গে গেলে আবার অন্যকোথাও ঠাঁই খুঁজে বেড়াতে হবে।

তন্দ্রাবাঈ এবার রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন-দিদি।

তন্দ্রাবাঈকে উদ্দেশ্য করে রানুবালা বললো-তোমরা যদি থাকতে এখানে, তাহলেও কোন কথা ছিলনা। উস্তাদজী চলে গেলেও নিজেকে আমি অসহায়া বা আশ্রয়হীনা মনে করতাম না। দুর্দিনে দুঃসময়ে এখানে এসে উঠতে পারতাম। কিন্তু এ নবাবের নবাবী যদি খতম হয়ে যায়, তাহলে তো এ শহরে থাকা তোমাদের কিছুতেই চলবে না। নির্ঘাৎ খুন হয়ে যাবে তোমরা।

তন্দ্রাবাঈ আবার বললেন– দিদি !

ঃ যদি নবাব এ যুদ্ধে জয়ী হন আর টিকে যান, তবেই আর কোন চিন্তা নেই। আগের মতোই তোমরা আবার নিরাপদ হয়ে যাবে। কিন্তু নবাব হেরে গেলে এই শহর থেকেই নয় শুধু, এই মুলুক থেকেই চলে যেতে হবে তোমাদের। এ জীবনে হয়তো আর তোমাদের সাথে আমার কখনো দেখাই হবেনা। আজকের এই দেখাই হয়তো শেষ দেখা।

www.amarboi.org

রানুবালার দুইচোখ ভিজে উঠলো। তা দেখে তন্দ্রাবাঈ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন- তোমাকে ছেড়ে আমি কখনও থাকতে পারবোনা দিদি ! নবাব হেরে গেলেও আমি তোমাকে ছেড়ে যাবোনা।

ঃ পাগলামী করলে চলবে কেন বোন ? নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ পরাজিত হবার সাথে সাথেই এই বেনে সাহেব আর তুমি-তোমাদের দু'জনকেই বহুদূরে পালিয়ে যেতে হবে, মানে দুশমনদের একদম নাগালের বাইরে। এই সাহেবের সাথে তুমি সুখে আছো নিরাপদে আছো, এটা যদি কোনভাবে কখনো শুনতে পাই তাহলেই আমি তৃপ্তি পাবো তন্দ্রা। ঐ হবে আমার পরম সুখ।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তন্দ্রাবাঈ বললেন- আর তুমি এভাবে একা একা ভেসে বেড়াবে দিদি ? লহরীবালা দিদির উপর মোটেই ভরসা নেই। একটু সুবিধে আর সুখের সন্ধান দেখলেই সে তখনই সেইদিকে চলে যাবে। উস্তাদজী চলে যাবেন। আমরাও চলে গেলে, তুমি যে একেবারেই একা হয়ে যাবে দিদি? বিহারীলাল বাবুর দলে আর এই মুর্শিদাবাদ শহরে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে আর কেউ থাকবেনা।

চোখের পানি মুছে রানুবালা বললো- তবু কি করবো বলো ? চালচুলো কিছুই নেই, তোমার মতোই মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। দুইদিন তোমাদের পেয়েছিলাম, সুখেছিলাম। চিরদিন তো সে আশা করতে পারিনে আমি ?

রানুবালা সন্তর্পণে নিঃশ্বাস চেপে গেল। তন্দ্রাবাঈ ধরা গলায় আবেদন করে বললেন- একটা কথা বলবো দিদি ?

ঃ বলো।

ঃ মানে, কিছু মনে করবে না তো ?

ঃ বলোই না।

ঃ দুর্দিন যদি সত্যি সত্যিই আসে আর আমাদের যদি এই শহর থেকে চলে যেতেই হয়, তুমি বিহারীলাল বাবুকে নিয়ে ঘর বেঁধো দিদি।

রানুবালা চমকে উঠে বললো-তন্দ্রা !

ঃ বয়স যদিও তোমাদের দুইজনেরই কিছু বেশী, তবু তোমরা দুইজনই তো বড় অসহায় দিদি। তোমার মতো তারও কেউ নেই। একে অন্যের সহায় হওয়ার জন্যে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

ঃ তন্দ্রা !

www.amarboi.org

ঃ বিহারীবাবুর মন আমি বুঝি দিদি। তোমার তরফ থেকে এ প্রস্তাব গেলে উনি একদম বর্তে যাবেন।

রানুবালা উদাসকণ্ঠে বললো- তাতেই বা কি তন্দ্রা ?

তাঁরও তো চালচুলো নেই। ভাড়াবাড়ীতে থাকেন। ছন্নছাড়া মানুষ তিনি। কখন কোন দিকে চলে যাবেন, কে জানে ?

ঃ দিদি !

ঃ ঘরই যাঁর নেই, ঠিকানা-ঠাঁই নেই, তাঁর পেছনে কোথায় আমি ছুটে বেড়াবো, বলো ? আমার নিজের যদি চালচুলো কিছু থাকতো, তাহলে না হয় সেখানে তাঁকে আটকে রাখার চেষ্টা আমি-

সোহেল বেনে এতক্ষণ দম বন্ধ করে এঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন। রানুবালার কথার মধ্যেই এবার তিনি সরবে বলে উঠলেন-আছে বোন, আছে। যে বাড়ীতে আছেন আপনি এখন, এই বাড়ী এখন থেকে আপনারই। যদি সুদিন আসে, আমার এই দুই বাড়ীর দরকার নেই। আমি কথা দিচ্ছি, এ বাড়ী আমি আপনাকেই দিয়ে দেবো। আর যদি দুর্দিন আসে, তাহলে তো আমিও এ মুলুকে থাকবোনা। বারোভুতে বাড়ী আমার দখল করে নেবে। তার চেয়ে আমি এই দুই বাড়ীই আপনার নামে লিখে দিয়ে যাবো। মেহের মুন্সির কাছেই সে দলিল রেখে যাবো। তাঁর কাছে খোঁজ করলেই সে দলিল আপনি পেয়ে যাবেন।

এই সময় আসকান মোল্লা ছুটে এসে বললো- বাপজান, কিছু বদলোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আপনাদের জলদি জলদি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

দুর্দিন এলে আসকান মোল্লাদের কি করতে হবে, তা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়ে তন্দ্রাবাঈ সহকারে সোহেল বেনে তড়িঘড়ি সেখানে থেকে চলে গেলেন।

পরের দিন ফজরের নামাজ আদায় করেই সোহেল বেনে অতি প্রত্যুষে মেহের মুন্সীর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। সোহেল বেনেকে দেখে মেহের মুন্সী প্রথমে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে দেয়ার পর কপট রোষে বললেন- তা একজন ধোকাবাজ প্রতারক হঠাৎ আমার মকানে মানে ?

সোহেল বেনে হাসি মুখে বললেন- প্রতারক!

www.amarboi.org

মেহের মুন্সী বললেন- বড়ই প্রতারক। এতবড় প্রতারক আমি আমার এ জিন্দেগীতে কখনো দেখিনি।

ঃ বলেন কি !

ঃ কি তাজ্জব ব্যাপার! আপনি একজন এতবড় মানুষ, দানেশমান্দ-এলেমদার-দৌলতমান্দ, অথচ বরাবর আমাকে এমনভাবে ধোকা দিয়ে গেলেন ! বরাবর আমাকে বুঝিয়ে গেলেন, আপনি একজন গরীব ফেরিওয়ালা-খেটে খাওয়া মানুষ-দিন আনেন, দিন খান !

সোহেল বেনে পূর্ববৎ হাসিমুখে বললেন- ও এই কথা ?

মেহের মুন্সী তেতে উঠে বললেন- এই কথা মানে? এটা কি কোন একটা ফালতু কথা হলো? উস্তাদজীর সাথেও যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে আপনার প্রায় একই মকানে থাকেন, তা পর্যন্ত জানতে আপনি দিলেন না? এতবড় বর্ণচোরা আপনি?

ঃ মুন্সী সাহেব।

ঃ না- জেনে না-চিনে আপনার মতো লোকের সাথে আমিই কি কম বেয়াদবী করেছি? আকারে ইংগিতে একটু জানতে দেবেন তো?

ঃ তাই কি দেয়া যায়, বলুন? কাজ করি গুপ্তচরের। প্রকাশ পেলে যে জানের উপর কেমন ঝুঁকি আসে, এখন তো তা বুঝতেই পারছেন। সবাইকে আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

আবেগ খাটো করে মুন্সী সাহেব বললেন- হ্যাঁ, তা ঠিক। সে দিকটা অবশ্যই চিন্তা করার দিক। কিন্তু উনি কোথায়, উনি? মানে যাকে সাথে করে কাজ করতে আপনি ফেঁশে গেলেন, সে মেয়েটি কোথায়?

ঃ কে? তন্দ্রাবাঈ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ রাজপুতানী। পরমা সুন্দরী নাকি তিনি?

ঃ সে কি! এতকথা কার কাছে জানলেন আপনি? উস্তাদজীর কাছে?

ঃ তবে আর কার কাছে? আপনাদের তামাম কথা তিনি আমাকে বলেছেন। ধন্য মানুষ আপনারা! আপনাদের জুটি নেই!

ঃ কেমন?

ঃ দেশকে কতখানি ভালবাসলে আপনাদের মতো মানুষ এইভাবে জিন্দেগীটা বিরাণ করে দিতে পারে, তা চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

ঃ মুন্সী সাহেব!

www.amarboi.org

ঃ মুন্সী সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- তবু ফায়দা কিছু হলোনা। আপনাদের এত ত্যাগ কোন কাজেই বুঝি এলোনা।

ঃ কি রকম?

ঃ যা শুনতে পাচ্ছি, তাতে নবাবের জয়ের আশা খুবই কম। জেতার তাঁর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ, দুই একজন বাদে সবগুলো সালারই নাকি বেঈমানী করবে।

ঃ মুন্সী সাহেব!

ঃ খারাপের সম্ভাবনাই শতকরা নব্বুইভাগ। তাই বলছিলাম, আপনারা আর এদিকে ওদিকে না থেকে, সবাই এক জায়গায় এসে থাকুন। মানে, উস্তাদজী এখানে আছেন, ঐ মেয়েটিকে নিয়ে আপনিও এখানে- এই আমার মকানে চলে আসুন। আল্লাহ না করুন, খারাপটা ঘটলে, শহরের ভেতরে থেকে আপনারা মুসিবতে পড়ে যেতে পারেন। এখানে এই ফাঁকে এসে থাকলে, আপনাদের নিরাপদে সরে পড়াও খুব সহজ হবে।

এই সময় উস্তাদজী এই কক্ষে এলেন। উস্তাদজীও সোহেল বেনেকে এই উপদেশই দিলেন। বললেন-মুন্সী সাহেব আমার একান্ত প্রিয়জন। দুর্দিনে আমরা তাঁকে কিছু তকলিফ দিলে, উনি তকলিফ মনে করবেন না।

মেহের মুন্সী পুনরায় চাপ দেয়ায় সোহেল বেনে রাজী হয়ে গেলেন। কথা হলো, গিয়েই তিনি তন্দ্রাবাঈকে পাঠিয়ে দেবেন এবং সাঁঝওয়াক্তের মধ্যে তিনিও চলে আসবেন।

এরপর উস্তাদজী সোহেল বেনেকে তাঁর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বললেন। তিনি এ মুলুক থেকে চলে যাবেন, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তের উপরই তিনি জোর দিলেন। তবে লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্যে তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করবেন। ফলাফল শুভ হলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করতেও পারেন।

তেইশ

সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ সদর্পে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। হুগলীও কাটোয়ার বিশ্বাসঘাতক ফৌজদারগণ ইংরেজদের কোন বাধাই দিলোনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ ইংরেজদের মোকাবেলা করার জন্যে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আটাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বেরুলেন। ঈসায়ী ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন মাগরিব ওয়াক্তে তিনি মুর্শিদাবাদ শহর থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে

www.amarboi.org

পলাশীর প্রান্তরে এসে পৌছলেন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। ক্লাইভও সেই রাতেই পলাশীতে পৌছে পলাশীর আম্রকাননে সৈন্য সমাবেশ করলো।

পরের দিন অর্থাৎ ঈষায়ী ১৭৫৭ সলের ২৩শে জুন উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হলো লড়াই।

যা অনিবার্য তার অন্যথা কি? লড়াই শুরু হওয়ার সাথে সাথেই দেখা গেল, সত্যি সত্যিই শুরু হয়েছে নজীর বিহীন বেঈমানী। মীরজাফর সহ নবাবের সমুদয় ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতি ও সেনানায়কেরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানের অনেকখানি দূরে গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না। তাঁদের ভাব দেখে মনে হলো, তাঁরা সসৈন্যে কেবল লড়াই দেখতেই এসেছেন, লড়াই করতে আসেন নি।

ইংরেজরা হামলা করার সাথে সাথে মীরমর্দান সাহেবেরা লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন এবং পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্যে চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর প্রতি আকুল আহবান জানালেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ আহবান জানানো সত্ত্বেও ঐ বিশ্বাসঘাতক সেনাসৈন্যের কেউই ময়দানে নামলেন না। সবাই তাঁরা ময়দানের বাইরে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আবদুল হাদী, মীরমর্দান, মোহনলাল, বাহাদুর আলী, পীল আলী, নাওয়ে হাজারী, আবদুর রশিদ প্রমুখ নবাবের নেমকহালাল সালার ও সেনানায়কেরা ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে তখনই সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললেন এবং জীবন মরণ পণ করে ইংরেজদের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সে এক অনন্য বীরত্ব ও অনন্য আত্মনিয়োগ। এই বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিক সেপাই সেনার দূরন্ত হামলার মুখে শতাধিক ইংরেজ দণ্ডকালও টিকে থাকতে পারলোনা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক ইংরেজ সৈন্য হতাহত হলো এবং বেগতিক দেখে ক্লাইভ তার বাহিনী নিয়ে পলাশীর আম্রকাননে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। ক্লাইভ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে, পরাজয়ের সাথে তাদের ধ্বংস আসন্ন।

মীরজাফরের প্রস্তরবৎ নীরবতা দেখে ক্লাইভও শংকিত হয়ে উঠলো। সাহায্যের জন্যে সে মীরজাফরদের কাছে পুনঃ পুনঃ আবেদন পাঠাতে লাগলো। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে তখন অনলপ্রবাহ ছুটছে। আবদুল হাদী,

www.amarboi.org

মীরমর্দান, মোহনলালেরা তখন সিংহের মতো সারা ময়দান হুংকার দিয়ে ফিরছেন। তাঁদের সেপাইসৈন্যেরা প্রত্যেকেই মরিয়া হয়ে উঠেছে। জয়ের নেশায় তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। তাদের উদ্দীপনায় ও তৎপরতায় ঝড় উঠেছে ময়দানে। একাগ্রতায় ও উত্তেজনায় রণাঙ্গণ আগাগোড়াই থর থর করে কাঁপছে।

এতদৃশ্যে মীরজাফর-রায়দুর্লভদের বুকও দূর দূর করে উঠলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন, এই মুহূর্তে তাঁরা গিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়ালেও তাদের টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ তাঁদের সৈন্যেরা নকরী-করা সৈন্য। ময়দানে যারা লড়ছে তারা জয়ের জন্যে জান কোরবান করার নিয়তে বদ্ধপরিকর সৈন্য। নবাবের বিশ্বস্ত ঐ সেপাইসেনার আত্মত্যাগে প্লাবণে নির্ঘাত তাঁরা ভেসে যাবেন।

মীরজাফর হতাশ হয়ে গেলেন। মীরজাফর সুবিধেবাদীও বটেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, আক্রমণ করে হেরে গেলে আর রেহাই নেই। আত্মীয় হয়ে এতবড় বেঈমানী করার দায়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ তাঁকে জীবন্ত করব দেবেন। বরং এইভাবে নীরব হয়ে থাকলে, কমবেশী উভয় কুলই রক্ষে হবে। ইংরেজদের সাহায্য করাও হবে আবার সরাসরি অস্ত্রধারণ না করায়, নবাবের কাছে যা-হোক একটা আত্মরক্ষার কৈফিয়তও থাকবে।

কিন্তু রায়দুর্লভ গোষ্ঠীর ব্যাপার একদম আলাদা। নবাবের জয় হলে, তাঁরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। মীরজাফর নবাবের আত্মীয়। তাঁর হয়তো বাঁচার কিছু আশা আছে। কিন্তু তাঁদের কোন আশাভরসাই নেই। নির্জলা বেঈমানী করে করে সে পথ তাঁরা রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের ধ্বংস নির্ঘাত। এইসব চিন্তা করে রায়দুর্লভ সহ তামাম ষড়যন্ত্রকারী সেনা সৈন্যেরা আতংকে কেঁপে উঠলেন। এই মুহূর্তে একটা কিছু করার জন্যে তাঁরা মীরজাফরের উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করলেন। মীরজাফরকে বাদ দিয়ে তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সাহস পেলেন না। এর সাথে আসতে লাগলো সাহায্যের জন্যে ইংরেজদের নিরন্তর আবেদন। কি করবেন স্থির করতে না পেরে সালার মীরজাফর দিশেহারা হয়ে গেলেন।

কিন্তু নসীব তাঁদের সহায় ছিল। এই সময় হঠাৎ এক বিক্ষিপ্ত গুলিতে সালার মীরমর্দান শাহাদত বরণ করলেন। সামরিকভাবে রণক্ষেত্রে একটা শোকের ছায়া নেমে এলো। মীরমর্দানের মৃত্যুর খবরে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ খুবই ভেঙ্গে পড়লেন।

www.amarboi.org

এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগালেন মীরজাফর। তিনি দেখলেন, চালাকী চাতুরী ছাড়া মুখোমুখি যুদ্ধ করে ইষ্ট হাসিলের পথ অতি সংকীর্ণ।

নবাবের ছাউনিতে তিনি তখনই ছুটে এলেন। মীরমর্দানের মৃত্যুতে সেপাইরা দমে গেছে, তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্যে লড়াই আজকের মতো বন্ধ করা প্রয়োজন-এই মর্মে নবাবকে তিনি প্রথমে পরামর্শ দিলেন। নবাব ইতস্ততঃ করতে লাগলে, পরে তিনি নবাবের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। তাঁর কথা রাখলে, ইংরেজ সৈন্য একজনও পলাশীর ময়দান থেকে জিন্দা ফেরত যাবেনা বলে নবাবকে বার বার জোর আশ্বাস দিতে লাগলেন এবং কথা না রাখলে, ফলাফলের জন্যে নবাব দায়ী হবেন বলে ভয় দেখাতেও লাগলেন।

নবাব সংকটে পড়ে গেলেন। মীরজাফর নীরব আছেন, নবাবের বিরুদ্ধে এখনও অস্ত্রধারণ করেননি। তাঁকে অসন্তুষ্ট করলে, অর্থাৎ তাঁর পরামর্শ না রাখলে তিনি যদি গোস্বা হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন-এই ভেবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ অবশেষে মীরজাফরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ বন্ধের আদেশ রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন।

লড়াইয়ের অবস্থা তখন নবাবের আরো বেশী অনুকূলে। লহমা কয়েকের জন্যে একটু বিষাদগ্রস্ত হলেও, আবদুল হাদী- মোহনলাল-বাহাদুর আলী খানেরা আবার সসৈন্যের মরিয়া হয়ে উঠেছেন। মীর মর্দানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাঁরা আহত শার্দুলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। কাল বৈশাখী ঝঞ্ঝার মতো তাঁরা এখন আমবাগানে ঢুকে পড়েছেন এবং ইংরেজ সেপাইদের তাড়িয়ে আমবাগানের অপর পারে বের করে এনেছেন। ইংরেজ সেপাইরা এখন ছত্রভঙ্গ হওয়ার পথে। বরার্ট ক্লাইভ বেসামাল হয়ে গেছে। তারা আতংকিত সৈন্যদের আর সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেনা। জয় প্রায় নবাবের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।

এই সময় আদেশ এলো যুদ্ধ বন্ধ করার। আদেশ শুনে আবদুল হাদী, মোহনলাল, বাহাদুর আলী, পীর আলী, নাওয়ে সিংহ এমন কি আবদুর রশিদের মতো ছোটখাটো রিসালদার ফৌজদারেরা পর্যন্ত আদেশ পালনে অসম্মতি জানালেন এবং পর্যুদস্ত ও পলায়ন-উন্মুখ ইংরেজ বাহিনীর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু অগ্রসর হয়েও তাঁরা শেষ পর্যন্ত অধিকদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে উপর্যুপরি নবাবের তাকিদ আসতে থাকায়, নবাবের অবাধ্য হওয়ার ভয়ে তাঁরা যুদ্ধ

www.amarboi.org

বন্ধ করলেন এবং লব্ধ বিজয় পথের ধূলোয় ছুড়ে দিয়ে সসৈন্যে শিবিরে ফিরে চললেন।

পলাশীর যুদ্ধের শেষ পরিণতি নিশ্চিত হয়ে গেল। ক্লাইভের সাথে বিশ্বাস ঘাতকদের আগেই যোগাযোগ করা ছিল। নবাবের সেনা সৈন্যেরা যখন নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ হয়ে শিবিরের দিকে ফিরছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লাইভ তার হতোদ্দম সৈন্যদের নব উদ্দমে উদ্দীপ্ত করে নিয়ে এসে তাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবদুল হাদী, বাহাদুর আলী ও মোহনলালেরা প্রাণপণ করেও আর তাঁদের নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্র করতে পারলেন না। হঠাৎ এই আক্রমণে তাঁদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় সৈন্যেরা কেবলই ছুটোছুটি করে চারদিকে পালিয়ে গেলো। এই ভাঙ্গা লড়াই লড়তে গিয়ে বাহাদুর আলী খান, পীর আলী, নাওয়ে সিংহ হাজারী ও আরো কয়েকজন বিশ্বাস্ত সামরিক ব্যক্তিত্ব মৃত্যু বরণ করলেন।

খবর শুনেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ চমকে উঠে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আত্মরক্ষার্থে গোপনে রণস্থল ত্যাগ করলেন। পলাশীর প্রান্তরে একমাত্র বেঈমানী ও প্রতারণার বদৌলতে ইংরেজরা সস্তা বিজয় করায়ত্ব করলো। যুদ্ধজয়ের পরেই রবার্ট ক্লাইভ বেঈমানদের সহকারে মুর্শিদাবাদে সসৈন্যে ছুটে এলো। রণক্ষেত্র ত্যাগ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। দুশমনদের ঠেকানোর আর কোন পথ করতে না পেরে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকেও সপরিবারে পালিয়ে গেলেন।

পলাশীর বিপর্যয়ের এই সংবাদ যখন মেহের মুন্সীর মকানে এসে পৌছলো, তখন সোহেল বেনে ও তন্দ্রাবাঈ অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেও ক্ষণিকের তরে সুখের খোয়াব দেখছিলেন। সোহেল বেনে একদিন রসিকতা করে মেহের মুন্সীকে বলেছিলেন, বুড়োকালে তাঁকে শাদি করার আশ্বাস এক মহিলা তাঁকে দিয়ে রেখেছেন বলেই তিনি মুন্সী সাহেবের সেই গ্রাম সম্পর্কে শ্যালিকাকে শাদি করতে পারছেন না। এই তন্দ্রাবাঈই সেই মহিলা- এটা মুন্সী সাহেব জানার পর আর তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। বেগানা দুই নর-নারীর এই শরিয়ত বিরোধী চলাফেরা আর একমুহূর্ত বরদাস্ত তিনি করেন নি। উস্তাদজী ও তন্দ্রাবাঈয়ের সম্মতিক্রমে তন্দ্রাবাঈকে বিধিমতে ইসলাম কবুল করানোর পর সোহেল বেনের সাথে এই দুইদিন আগে তাঁর শাদি দিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধে নবাব জয়ী হলে মেহের মুন্সী নিজের খরচে এঁদের নিয়ে ধুমধাম করবেন, এই আশা নিয়ে আছেন।

www.amarboi.org

কিন্তু তার আশা পূরণ হলোনা। এই সময় খবর এলো, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ পরাজিত হয়েছেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে গেছেন। এ মুলুক আর মসনদ এখন ইংরেজদের।

শুনে সবাই চমকে উঠলেন। লহমা কয়েকের জন্যে তাঁরা সম্বিত হারিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে আসকান মোল্লা ও জয়তুন বিবির সাথে রানুবালার নামে একটা দলিল তৈয়ার করে মেহেরমুন্সীর হাতে দিলেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করে মেহের মুন্সী সাহেব সোহেল বেনেদের সবাইকে মুর্শিদাবাদ শহরের অনেক দূরে নিরাপদ এলাকায় পৌছে দিলেন। উস্তাদ সিকান্দর আলী সাহেবও আপাততঃ সোহেল বেনেদের সাথেই গেলেন। তিনি স্থির করলেন, সোহেল বেনে ওরফে ওবায়দুল হক সোহেল ও তন্দ্রাবাঈদের সাথে তিনি সোহেল বেনের আদি নিবাস আসামের কাছাকাছি পূর্ববঙ্গের ঐ প্রত্যন্ত প্রান্তে আগে যাবেন, এরপর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে একদিন নিজ মুলুকের পথ ধরবেন।

কয়েকদিন হেথা হোথা অবস্থান করার পর সোহেল বেনেরা অবশেষে নৌকাযোগে যাত্রা শুরু করলেন। বড়ো সড়ো একটা পানসী নাও উচ্চমূল্যে ভাড়া করে নিয়ে সদল বলে তাঁরা পূর্ববঙ্গের ঐ প্রত্যন্ত এলাকার দিকে রওনা হলেন। পদ্মানদী পেরিয়ে তাঁদের পানসী এসে নারদ নদে পড়লো এবং ভাটি স্রোতে তর তর করে পূবদিকে ছুটতে লাগলো।

সোহেল বেনে এখনো পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেন নি। এই আকস্মিক ধাক্কা তাঁকে আরো খানিক কাবু করে ফেলেছে। সেই থেকে মাঝে মাঝে জ্বর উঠে তাঁর গায়। আজ আবার সকাল থেকেই জ্বর দেখা দিয়েছে। তিনি সময়ে শুয়ে সময়ে বসে কাটাচ্ছেন।

নারদ বেয়ে যেতে যেতে সাঁঝওয়াক্তে নারদের এক গঞ্জের ঘাটে নাও ভেড়ালো মাঝিরা। প্রশ্ন করলে, তারা বললো- সাঁঝ হয়ে এলো হুজুর, পান তামাকের সাথে আরো অনেক কিছু কেনাকাটার গরজ আছে। এখানে না কিনলে সামনে বিশাল চলনবিল। কাছে কোলে আর কোন গঞ্জবাজার নেই। মাঝিরা নেমে গেল। পানসী নায়ের আগ-গুলুইয়ে তন্দ্রাবাঈয়ের কাঁধের উপর মাথা রেখে বসেছিলেন সোহেল বেনে। অন্যান্যরা সকলেই, ছইয়ের মধ্যে ছিলেন। আরো মুখে কথা নেই। কি দিয়ে কি হয়ে গেলো, সবাই বসে নীরবে তাই ভাবছিলেন। বেদনায়- বিষন্নতায় মুক হয়ে গিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

তাঁদের পানসীর পাশে এই সময় একখানা দ্রুতগামী ছিপ নৌকা ঘাটে এসে ভিড়লো। নৌকার লোকেরা এই গঞ্জেরই লোক বলে মনে হলো। নৌকা থেকে নামতে নামতে ঘাটের লোকজনদের উদ্দেশ্যে তারা আফসোস করে বললো- বড় বেদনাদায়ক খবর আছেরে ভাই। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ ভগবান গোলায় ধরা পড়েছিলেন। গতকাল এক গোপন কক্ষে তুলে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর ঢেউ খেলানো তাজা রক্তে কক্ষের মেঝে লাল হয়ে গেছে।

খবর শুনে শ্রোতারা হায় হায় করতে লাগলেন। তাঁদের একজন আফসোস করে বললেন- তাঁর নানাজানই তাঁকে মারার ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন, তিনি তো মরবেনই।

অপর একজন বললেন- নবাব সরফরাজ খানও তাঁর বাপ আর নানাজানের মূর্খামীর জন্যেই এইভাবে মরেছিলেন। তাঁরও তাজা রক্তে গিরিয়ার মাঠ লাল হয়ে গিয়েছিল।

নদীর অপর পাড়ে আসমানও তখন লাল হয়ে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সোহেল বেনে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়েছিলেন। ঘাটের এইসব কথা বার্তা, বিশেষ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে হত্যা করার কথা কানে পড়তেই তিনি একদম অবশ হয়ে গেলেন। কোন 'রা' মুখে সরলোনা। যাঁরা ছইয়ের ভেতরে ছিলেন তাঁরাও পূর্ববৎ নীরব হয়ে রইলেন। মাঝিরা ফিরে এসে নৌকা ছেড়ে দিলো। সোহেল বেনেকে একইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে তন্দ্রাবাঈ ম্লানকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন-কি দেখছো?

জবাবে সোহেল বেনে উদাসকণ্ঠে বললেন-সূর্যাস্ত।

তন্দ্রাবাঈ সজাগ হয়ে বললেন- সূর্যাস্ত!

ঃ হ্যাঁ, সূর্যটা ডুবেই গেল।

ঃ তো কি হয়েছে?

সামনে ইংগিত করে সোহেল বেনে ধীরে ধীরে বললেন- ঐ অস্তগামী সূর্যটার মতো বাংলার আর বাংলা মুলুকে আমাদের কওমের সৌভাগ্য সূর্যটা অস্তাচলেই চলে গেল। সত্যি সত্যি আমরা অকূলেই পড়ে গেলাম!

কোন জবাব না দিয়ে তন্দ্রাবাঈ সজোরে নিঃশ্বাস ফেললেন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম